প্রাচীন গ্রীসের সুমহান জ্ঞানসাধনার পাশাপ
শরীর চর্চ্চার উচ্চ আদর্শ আজিও জগৎ
অনুপ্রাণিত করিতেছে। আপনার মেধা ও
দেহতন্ত্রের পরিপুষ্টির জন্য শিশু-ভিন্না, সুপরী
উপাদানে প্রস্তুত, একটি উন্নততর টনিক। যে কো
প্রকার স্নায়বিক অবসাদ ও শারীরিক দুর্ব্বলতা হই
পুনরুজ্জীবিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। অদ্য হইতেই ই
সেবন করুন।
শ্রেষ্ঠ
AAB-AD.
এশিয়া ড্রাগ কোং লিঃ
দাশনগর ... বেঙ্গল

দুই দম্পতি

সামাজিক নাটক

(পঞ্চাঙ্ক)

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত

মূল্য ২ টাকা

প্রকাশক

শ্রী[illegible]চন্দ্র গুপ্ত বি, এ।

১০১ বি, মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক

বাণী প্রেস

১৬ নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"

ভূমিকা

মদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের অপ্রকাশিত নাটকগুলির অন্যতম এই নাটকখানি আজ সাহিত্যামোদীদের করে মুদ্রিতাকারে অর্পিত হোল। এটি তাঁর জীবনের প্রথমাবস্থায় কল্পিত ও কতকাংশ লিখিত এবং প্রায় শেষাবস্থায় সমাপ্ত বোলেই আমার জানা। গ্রন্থের নামকরণ তাঁর প্রথম কল্পনানুযায়ীই রইল। জীবিত থাকলে তিনি এই নাম পরিবর্ত্তন কোরতেন কিনা জানি না—কেননা লিপিকারকে নাটকখানির নাম লেখবার কোন নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল না। কেবল অনেকদিন আগে আমার সহিত আলোচনায় এই নামটির ব্যবহার আমার স্মরণ থাকাতে আমি এই নাম দিতে বাধ্য হলেম।

এখানি সামাজিক নাটক। একটু আকারে ছোট হ'লে হয়ত ভাল হ'ত। সেজন্য গ্রন্থের কলেবর দেখে অভিনয়কুশলী নটকার কেউ যদি নাটকখানি অভিনয়োপযোগী কোরে নেবার জন্য চেষ্টিত হন ও তদর্থে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন কোরে নেন—তাতে আমাদের কোনই আপত্তি থাকতে পারে না। নাটকমাত্রেই যে অভিনয়োপযোগী করে রচিত হতে হবে—এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত—আশাকরি তাঁরা একথা স্বীকার কোরবেন। নাটক রচনা নির্ভর করে প্রথমতঃ নাট্যবস্তু বা পটভূমি (Plot)-র উপর—দ্বিতীয়তঃ নাটকীয় রচনা কৌশল বা Dramatic Technique এর উপর—তৃতীয়তঃ রচনাকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। যাঁরা মাত্র এই শেষোক্ত বিষয়ের উপর জোর দেন তাঁরা নাট্যকারের উপর অত্যন্ত অযৌক্তিক দাবী করেন বোলতে হবে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ভাসের

নাটকগুলি আকারে কত ক্ষুদ্র কিন্তু কালিদাসের ও আরও পরে ভবভূতি আদির নাটকগুলির কলেবর দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। তদ্রূপ গ্রীসের নাট্যেতিহাসের প্রথমাবস্থায় Aeschylus ইত্যাদির নাটক শিশুটির মতন জনসমাজে আদৃত থাকলেও Euripides বা Sophocles এর নাটক কিশোর কলেবরেও যেন বর্দ্ধমান। আবার Elizabethan যুগেও সেক্ষপীরের নাটকের কলেবর দেখলে এই পরিবর্ত্তন আরও লক্ষ্যপথে আসে। পরে আধুনিক যুগে Hauptmaun ও অন্য কি কথা—অতবড় নাট্যরথী Ibsen প্রভৃতির দিকে তাকালে স্তম্ভিত হতে হয়। তাঁর রচিত Emperor and Galelion এর পরিপুষ্ট বপুটী দেখলে আর এবিষয়ে কোনই ভ্রম থাকে না।

পরিশেষে সুধীজনের প্রতি নিবেদন—তাঁরা যেন বইখানির মুদ্রণ ব্যাপারে ভ্রমপ্রমাদাদির জন্য আমাদের দোষী সাব্যস্ত কোরে লেখককে অব্যাহতি দেন। তিনি জীবিত থাকলে এসকল কিছুই থাকত কিনা সন্দেহ। কেন না এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত "খুঁতখুঁতে" ছিলেন। আমার তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্তের ঐকান্তিক আগ্রহের জন্যই গ্রন্থখানি একটু তাড়াতাড়ি মুদ্রিত হোল। তিনি সম্পাদনের ভার নিলেও হঠাৎ নানারকম সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়াতে (তাঁর একটী কন্যাবিয়োগ তার অন্যতম) ও দৈনন্দিন কর্ম্মের চাপে লিপি প্রমাদাদির যথাযথ সংশোধন হয়ে উঠতে পারেনি। আমিও বিদেশে থাকার দরুণ সম্পাদকের সত্বর প্রকাশের আগ্রহের সাহায্যকল্পে কিছুই কোরে উঠতে পারিনি। তার জন্যে আমি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত ও সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এই নাটক পাঠে অত্যন্ত প্রীত হয়ে এর প্রকাশ কল্পে রঙ্‌পুরস্থিত ডিম্‌লার কুমার রসজ্ঞ ও উদারচেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সেন মহাশয় আমার ভ্রাতা শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্রকে বিশেষরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দান করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রেখেছেন। তাঁর

বদান্যতায় আমরা যথার্থই মুগ্ধ হয়েছি। যেহেতু আজকাল এরূপ পরিপোষক সচরাচর দেখা যায় না। ইহারাই দশের কল্যাণকৃত ও দেশের গৌরব।

অলমতি—

নিবেদন ইতি—

রংপুর কারমাইকেল কলেজ
রবিবার—৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪৮

বিনীত—
শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত

দ্রষ্টব্যঃ—এই নাটকখানি কোন নাট্য সম্প্রদায় অভিনয় করতে চাইলে আমার সহিত পরামর্শাদি করবেন।

নিবেদন ইতি—
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্রগুপ্ত।
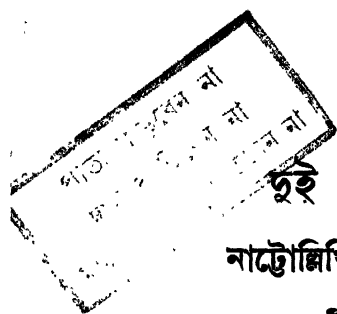
দুই দম্পতি

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

হরচন্দ্র	...	জনৈক পল্লীগ্রামস্থ জমিদার পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার্থে কিছুকাল হইতে কলিকাতাবাসী।
ভবেশ	...	হরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র (কলেজের প্রফেসর)
গণেশ	...	ঐ মধ্যম পুত্র (ডাক্তার)।
নরেশ	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
অজয়	...	ঐ সংসার আশ্রিত জনৈক যুবা।
রমাই ভট্‌চায্‌	...	ঐ দেশস্থ জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, হরচন্দ্রের পরামর্শদাতা ও সুহৃদ, কিন্তু অতি বৃদ্ধ বলিয়া ঠাকুরদাদা নামে সকলের নিকট অভিহিত।
মনহর	...	ঐ নায়েব।
যদু মোক্তার	...	ঐ দেশস্থ বেতনভুক্ত জনৈক মোক্তার।
বংশী	...	ঐ জনৈক পুরাতন ভৃত্য।
রামলাল	...	ঐ জনৈক দারোয়ান।
হারান	...	গণেশের কম্পাউণ্ডার।
ভবেন চৌধুরী ও হরিহর	...	নরেশের বন্ধুদ্বয়।
সুরেন ডাক্তার	...	গণেশের জনৈক বন্ধু।

শ্যামাচরণ ... পল্লীস্থ জনৈক ডাক্তার।

পুলিশ কোর্টের উকীলগণ, ইনস্পেক্টর, পাহারওয়ালা, প্রজাগণ ও নাগরিকগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী

মহামায়া	...	হরচন্দ্রের গৃহিণী।	
কমলা	...	ঐ	জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ।
সৌদামিনী	...	ঐ	মধ্যম "
সুরমা	..	ঐ	কনিষ্ঠ "
অলকা	...	ঐ	কন্যা।
দামিনী	...	ঐ	গৃহিণীর সইয়ের কন্যা।
আদুরী	...	ঐ	পুরাতন ঝি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

হরচন্দ্র একটী পাটির উপর উপবিষ্ট, ভৃত্য বংশীবদন তৈল মর্দ্দনে রত, পার্শ্বে রমাই ভট্‌চায্‌।

হরচন্দ্র। দেখ ভট্‌চায্‌, এক-একজন কেমন এক-একজনকে দেখ্‌তে পারে না, ঐটা কেন হয় বল দেখি!

রমাই। কেন হয়?

হরচন্দ্র। হাঁ—হে—

রমাই। কি রকম?

হরচন্দ্র। আরে সেই কথাই তো তোমায় জিজ্ঞেস কোর্‌ছি যে এ'রকমের মানে কি?

রমাই। আহা আমিও তাই বোল্‌ছি হে, যে কার সঙ্গে কি বৃত্তান্ত সেটা ত জান্‌তে হবে নইলে বোলব কি ক'রে।

হরচন্দ্র। ও তাই বল—তা দেখ আমাদের এই বড় বউমাটি আর মায়ে (ভীতভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া) হ্যাঁ আর গিয়ে—(পুনরায় ইতঃস্তত: নিরীক্ষণ) এই আমার গৃ—গৃ—গৃ—

রমাই। (হস্তে তিনবার তুড়ি মারিয়া) হুঁ হু হোয়েছে দাদা—হোয়েছে—বারবার তিনবার—বাস কেটে গেছে ফাঁড়া এইবার—এখন মনে মনে রাম নাম স্মরণ করে বলে ফেল আর কি—নইলে ও ভূতের হাত কি এড়ান আছে হে ?

হরচন্দ্র। হাঃ—হাঃ—তা যা' বোলেছ এক রকম তাই বটে !

রমাই। আরে বটে কি বোল্‌ছ হে, আমার এই ষেটের কোলে, ছয়ের পিঠে তিন দিয়ে, ওর নাম কি তেষট্টি বছর বয়স হোল এমন জাঁহাবাজ, লম্বা চওড়া বুকের পাটাওয়ালা বীরপুরুষ ত কই এমন একজনও দেখলাম না যে, ও নামের সঙ্গে সঙ্গে একবার গা-ছম্‌ছমানি না মারে, ভয়েই হউক আর ভালবাসাতেই হোক,—ও এপিট ওপিট ছম্‌ছমানি মারবেই। হ্যাঁ তারপর গৃহিনী কি ব'লছিলে ?

হরচন্দ্র। হ্যাঁ এই তুজনের কথাই বোল্‌ছিলাম—বড় বৌমাটি আমার এমন ভাল মেয়ে, কাজকর্ম্মে—সেবা যত্নে সবতাতে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীটি, মুখ্‌টি বুজে নীরবে সব কোরে যাচ্ছেন, কিন্তু তবু গৃহিনীর আমার কিছুতে মন উঠে না, এ সংসারে এসে এস্তক্‌ চিরদিন যে তাকে কি এক চোখে দেখে এসেছেন তা জানি না।

রমাই। উহু—তা নয়—তা নয় হে—তিনি সাফ্‌ তুচোখ চেয়েই দেখচেন—তোমরাই গোড়াতে এক চোখ বুজে দেখেছিলে—তাই তোমাদেরই এখন এমনতরটা ঠেক্‌ছে—তোমার গৃহিনী হোলেন কোলকাতার একজন উচ্চ শিক্ষানবীশের মেয়ে—জমীদারীর লোভে ভুলিয়ে তাকে তোমার সংসারে এনে পুরলে হবে কি ? তাঁর তো কোন ইচ্ছাই পোরেনি, সুতরাং তাঁর তো এই রকমই সাধ হবারই কথা, সে নিজে যেমন ঘরের মেয়ে—সেই রকম ঘরেরই একটী মেয়ে এনে বউ করা। যে নাকি নব্য-ভব্যভাবে শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্তা। পরিপাটি সাজশয্যা তুরন্ত এমন একটী সুন্দরী মেয়ে, ঠিক যেন মোমের পুতুলটী, যাকে আলমারীতে

সাজিয়ে রাখলে মানায়। সকলকে ডেকে এনে দেখাবেন, আর সবাই দেখে তারিফ দিয়ে যাবে, তা নয়—তুমি কোন জংলা দেশ থেকে নিয়ে এলে এক মেয়ে।

হরচন্দ্র। কেন ভট্‌চায্‌ আমার বৌমাতো অশিক্ষিতা নন্‌—বেশ সংস্কৃত জানেন—কেমন সব স্তব পাঠ করেন, শুন্‌লে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তিনি ইংরেজিও মন্দ জানেন না, তার বাপ' যে একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন হে।

রমাই। আরে ছোঃ—সে হোগ্‌ তোমার সেই সেকেলে রামাবলির ছাপ মারা বিদ্যে। বলি তাতে তার একেলে কলেজের ছাপ মারা নেই—তুমি এসব বোঝ না হে।

বংশী। আজ্ঞে কর্ত্তা দাদাঠাকুরের একথাটা ঠিক।

হরচন্দ্র। মর্‌ ব্যাটা তুই আবার কি ফোড়ন কাটিস্‌ ?

বংশী। নইলে স্মরণ করেন না ক্যান—বড় দাদাবাবুর সঙ্গে গিন্নিমার সইয়ের মেয়ে ঐ দামিনী দিদির বিয়ে দেবার লেগে কর্ত্তামা কি কম ধরপাকড়টা কর্‌ছিলেন ? তা সে এ কলেজের মেয়ে বোলেই তো—

হরচন্দ্র। তা যা বোল্‌ছিস, শুধু কি তোর বড় দাদার সঙ্গেরে ? সেই বছর ফিরতে না ফিরতেই আবার তোর আর দুই দাদাবাবুর বিয়ের সময়ও ধর্‌তে ছাড়েন নি। মেজর বেলা কোলকাতারই ওর জানাশুনো ঘরওয়ালা পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে এসে জুট্‌ল বলেই আর কিছু বলেন নি, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই ছোটর বিয়ের কথা উঠলে তখনও কি কম ধরপাকড় আরম্ভ করেছিলেন ? নেহাৎ ছোট বউমার বাপ একদেশের লোক, তিন দিন ব্রাহ্মণ আমার বাড়ীতে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল—দেশের লোকও সবই বিয়ে দেবার জন্য ধর্‌লে—তাই নিতান্ত লজ্জায় পড়ে আর—তাও কি এখনো সে ঝোঁক্‌ কেটেছে ? এখন আবার বলেন কিনা—ছোট বউমাতো আর—দূর হোক বোল্‌তেও কষ্ট হয়।

রমাই। আর বোল্‌তে হবে না, ছিঃ—ছিঃ—

হরচন্দ্র। তাই তো বোলছি ভট্‌চায্‌ ওই দামিনী মেয়েটার উপর ওঁর যে কি টান! আবার যেমন ওর উপর সুদৃষ্টি তেমনি বড় বউমার উপর বিষদৃষ্টি, মেয়েটা ভাল ঘরের মেয়ে বটে, হঠাৎ বাপ মারা যায়, দু'বছর যেতে না যেতে মাও মৃত্যুশয্যায় শুলো। গিন্নি দেখ্‌তে যান মাগী মেয়েটাকে হাত ধরে সঁপে দিয়ে যায়, সেই অবধি এই সংসারেই আছে। তাইতো ঐ মেয়েটার সঙ্গে নিজের মেয়েটীকেও একসঙ্গে কলেজে কোলকাতায় এতদিন পড়ালেন।

রমাই। আর সেই সঙ্গে একথাটাও ভুলে যাও কেন যে তোমাকেও কান্‌টি ধরে শুড়শুড় করে টেনে এনে কোলকাতায় স্থায়ী আড্ডা গাড়্‌লেন, নইলে দেশের পৈত্রিক অতবড় বাস্তুভিটে ত্যাগ করে এই কোলকাতায় বদ্ধ হাওয়ায় খাবি খেতে পড়ে আছ কেন? বলি আমার তো আর জানতে কিছু বাকী নেই, এখন আর দুঃখু কর্‌লে হবে কি? এখন যা' করেন মা গঙ্গা। তোমার মায়ায় পড়ে আমারও ওই এক গতি। নাস্তি গতি অন্যথা। ভাব্‌ছি তবু যদি হাড় ক'খানা গঙ্গা পায়, এখন ওসব কথা ভুলে গিয়ে মা গঙ্গায়—মতি রেখে এ কটা দিন কাটিয়ে দাও। তবু শেষের কাজটা তো হবে? এবারকার মতন এ পর্য্যন্ত; কিরে ব্যাটা হাস্‌ছিস যে? দেখিস যেন আবার তোর মা ঠাক্‌রুণের কাছে গরীবের নামে চুক্‌লি কাটিসনে।

বংশী। হঃ বলেন কি দাদাঠাকুর—অমন অপত্যায়ির কথা ক্যান্‌ না। বংশী তো বংশী, বংশীর সাত পুরুষেও কারো অমন স্বভাবটী নেই। পুছ্‌ করেন না কেন দ্যাশের লোক্‌কে। তবে হাঁ চাকরি কর্‌তে হলে একটু মনিবের মন রাখ্‌তে হয়। ঐ যে মেয়ে লোকে কয় না যে ছাঁদন দড়ি তুমি কার—না যখন যার কাছে থাকি তার। তাবলে কথা নাড়ানাড়ি কর্‌বো—বাপ্‌রে।

রমাই। থাম্‌রে ব্যাটা থাম্—ব্যাটা একেবারে আস্ত বোম্বায়ে ডাকাত! ব্যাটা যখন যার তখন তার মন যোগায়, আবার কথা নাড়ানাড়ি করে না। ব্যাটা বলে কয়ে দিন দু'পুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাতি না?

বংশী। হ্যাদে সে কি কথা দাদাঠাকুর? চাকরি করতি হ'লে মুনিবের মন না রাখ্‌লি চলে? তা হোক না কেন জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ লাট-বিলাট সে কত্তেই হবে দাদাঠাকুর—হঃ—এই ছ্যাখেন না সকলকার নাকের ডগাতেই দুটো করি ছাঁদা তাই বংশী বদনের নাক্‌টা বড় বলি কি তার চারটা ছাঁদা হবে দাদাঠাকুর?

হরচন্দ্র। হাঃ—হাঃ—ব্যাটা হাসালে ভট্‌চায হাসালে।

রমাই। হ্যাঁ ব্যাটার নাকের বহরও যেমন বুদ্ধির বহরও তেমনি।

বংশী। কও কি দাদাঠাকুর—এই নাকের তরেই ত বংশীবদন নাম প্যায়েছিলাম।

রমাই। ভুল শুনেছিস্‌রে ব্যাটা ভুল শুনেছিস্—বংশীবদন নয়রে ব্যাটা বংশীবদন নয়-বংশলোচন—ঐ চেহারায় আবার বংশীবদন।

বংশী। হ বংশীলোচন! সে যে আমার ঠাকুর দাদার নাম গো দাদাঠাকুর।

রমাই। আরে তা হোলেই ত ঠিক হল, ঠাকুরদাদা আর নাতি, যেমন ঝাঁড়ের বাঁশ তেমনি কঞ্চি। নইলে পুটে তেলির ব্যাটা—চন্দন বিলাস তাকি হয়রে ব্যাটা—ঐ ঠিক।

বংশী। হ্যাদে—তাহলি মোর অন্নপ্রাশনের সময় আপনগোরই প্যাসাদ পেয়েছিলাম বুঝি—নইলে দাদাঠাকুর এ 'খবর' জান্‌লা ক্যামনে? তবে আজ হতকে আপুনকে আর দাদাঠাকুর বল্‌তি পারব না—ঐ যে মার ভাইকে যে কি কয় তাই বলেই ডাক্‌ব।

রমাই। কি বল্লি ব্যাটা কি বল্লি?—

হর। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—চট্‌লে হবে না—ভট্‌চায্‌ বড্ড বলেছে—
হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। অ্যাঁ এ রকম কি? হাসির চোটে যে একবারে ছাদ ফাটাতে বসেছ, বলি বিষয় আশয় দেখ্‌তে না পার গতরে তো এখনো এমন শুয়ো.পোকা ধরেনি যে সময়ে দুটো খেয়ে নিয়ে গেরস্তর মঙ্গল কর। বেলা কত হয়েছে তার ঠিক আছে কি?

হরচন্দ্র। তাইতো তাইতো বেলা হয়েছে না? তা—তা—বংশী কই তুই তো এতক্ষণ তা বলিস নি? তাইতো—ভট্‌চায্‌ তুমিও তো—

মহামায়া। আহা মরি! দুই দিকে দুই তাল বেতাল নিয়ে বসে আছেন, ওরা আবার বল্‌বে? বল্‌বেই যদি তো তাল্‌ মার্‌বে কে? মজলিস জম্‌বে কিসে?

রমাই। আহা আমি তো বোলব বোলেই মনে কচ্ছিলাম হে; কিন্তু মা লক্ষ্মী আমার ঠিক ভাগ মাফিক এসে পড়লেন কিনা—তাই আর—

মহামায়া। (স্বগতঃ) মরণ আর কি! (প্রকাশ্যে) একি ত্রেফলা ভেজান বাটিটা এখানে পড়ে যে এই না বল্লে ক'দিন ধরে পেট ভাল নেই।

হরচন্দ্র। হ্যাঁ তবে রোজই খাই কিনা তা বড় বৌ মা বাটিটা এনে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন তা ভেবে চিন্তে আর না বল্লুম না।—

মহামায়া। কি হয়েছে—বড় বৌ মা? বড় বৌমা বুঝি আর আমায় জিজ্ঞাস কর্‌তে পারেন নি—এখুনি এত বড় গিন্নি হয়ে উঠেছেন? একেত দেহের এই অবস্থা তার উপর এই বয়সে পেটের দোষ দাড়িয়ে গেলে তখন? আর বড় বৌমা এনেছেন তবে আর কি তোমার

ওমনি স্নেহের নাড়ি টনটনিয়ে উঠেছে, তাই অখাদ্য হলেও তাও খেতে হবে—না? বংশী ডাকতো একবার তোদের বড় বৌমাকে দেখি একবার তিনি কত বড় গিন্নি হ'য়ে উঠেছেন?

হরচন্দ্র। আহা আবার ডাকা ডাকি কেন?

মহামায়া। থামো তুমি চুপ করো—সব তাতে এত আদিখ্যেতা আমার সহ্য হয় না। কই মড়া উঠ্‌লিনি যে ওমা ঐ যাচ্ছেন না? ওগো ও বড় লোকের মেয়ে বলি শুন্‌ছো একবার এদিকে এস দিকিনি—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। মা কি আমায় ডাক্‌ছেন?

মহামায়া। হ্যাঁ—বল্‌ছিলাম কি—তোমাকে তো চন্দ্র বাড়ুয্যের মেয়ে বলেই জান্‌তেম—তা তুমি যে বাছা কবিরাজের মেয়ে তাতো এতদিন জান্‌তুম না, থাক সে জাত অজাতের কথা, সে তোর আর ফিরবে না—কিন্তু এখন কথা হচ্ছে বাড়ীর বড় বৌ হয়ে তোমার যদি এতই গিন্নিপনা কর্‌বার সাধ তা'হলে এ সংসারে পুরোপুরি গিন্নিপনা তুমিই কর না। আমরা একটু হাফ্‌ ছেড়ে বাঁচি।

হরচন্দ্র। আঃ—যাক্—যাক্—এসব কি বোলছ গিন্নি?

মহামায়া। কি—কি—বোলছি—কা'লকের মেয়ে উনি আমার নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে গিন্নিপনা করবেন—আর আমায় তাইতে সায় দিয়ে মুখ বুজে চুপ করে থাকৃতে হবে তখুনি বলেছিলাম যে ওগো যে সে ঘরের মেয়ে এন না। তা—না—কোত্থেকে এক হাড় হাবাতে ঘরের মেয়ে এনে হাজির কোর্‌লে। মেয়ের আয় পয় তো কত—উন্টে এসেছেন অবধি অমন দশাই কার্ত্তিকের মত ছেলে আমার দিন দিন শুকিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গেও ত দিন রাত্তির খিট্‌ খিটিনি—এক দিনের জন্যে বাছার আমার স্বস্তি নেই। এদিকে বাইরে কেমন

ভাল মানুষি। সকলের কাজ আগ্‌বাড়িয়ে কোরে সবারই কাছে ভালাই নিয়ে ফেরেন।

হরচন্দ্র। যাক্ যাক্ যাও মা, তুমি আপনার কাজ করগে। আঃ ছিঃ ছিঃ মিছামিছি সামান্যতে কি এসব—ছিঃ ছিঃ

[কমলার নত মুখে প্রস্থান।

মহামায়া। দেখ আর আদিখ্যেতা বাড়িও না—বলি বৌঝিকে শিক্ষা দিবে তুমি না আমি সেইটে জিজ্ঞেস করি? তা'হলে যাও না, ঐ হেঁসেলে এখানে ভূড়ি ঢুলিয়ে বসে কেন—পুরুষ হয়েছ কেন—মেয়ে জন্মাতে পারনি?

রমাই। আহা তা হলে এ যাত্রায় অনেক ফাঁড়া কেটে যেত ভাদুড়ি।

মহামায়া। কিসের আওয়াজ? এই এতক্ষণে বুঝি ফেরা হচ্ছে ঐ আবার একটীকে গড়ে তুল্‌ছেন, বলি হ্যাগা বৌবাজারের তাদের আজ খবর পাঠাবার কথা ছিল না?

হরচন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ—তারা কাল দেখতে আস্‌ব বলে পাঠিয়েছে যে।

মহামায়া। তাই বল্লাম বলে বুঝি এতক্ষণে শান্ হোল? তা' কখন আস্‌বে সে সব জিজ্ঞেস করে নেওয়া হয়েছে? নইলে তারা এসে বসে থাক্‌বে, আর কোথায় বায়োস্কোপ থিয়েটার না গড়ের মাঠের ময়দানে মেয়ে খুঁজতে বেরুবে? এমনিতিই রক্ষে নেই তাতে আবার নূতন মটর গাড়ী হয়েছে।

(অলকা, দামিনী ও অজিতের প্রবেশ)

অলকা। বাবা—বাবা চমৎকার গাড়ী হয়েছে।

হরচন্দ্র। কেমন বেশ ভাল হয়েছে মা? অজয়, তোমার তো বাবা ওসব অনেক দেখাশুনো আছে—ঠকিনিতো?

অজয়। আজ্ঞে না ও জানা মেকারের গাড়ী দাম ঠিকই নিয়েছে।

অলকা। অজয় দাদাই তো চালালে বাবা, কি সুন্দর—একবার হাওয়ার মত উড়িয়ে নিয়ে গেল, দামিনী দিদিও তো সঙ্গে ছিল; না দামিনী দিদি?

দামিনী। হ্যাঁ—বেশ গাড়ী।

রমাই। (স্বগতঃ) তাইতো শেষে ঐ উড়িয়েই না দেয় পাড়ি।

(ব্যস্ত ভাবে গণেশের প্রবেশ ও পশ্চাতে পশ্চাতে ভবেশের আগমন)

গণেশ। এই দেখ মা—আমার কথায় বিশ্বাস হয়নি—এই দেখ দান পত্রের খসড়া এটর্নি দেখ্‌বার জন্য পাঠিয়েছে। কেবল রেজিষ্টরী বাকী। তুমি আবার আমার বিষয় দেখ্‌তে বল! সেখানে ছোট বাবু যা খুসি করে এসেছেন, এখানে বাবার এই সব কীর্ত্তি এদিকে নীলামের নোটিশ ঝুলছে—যদু মোক্তার লিখেছে অনাদায়ী টাকার জন্য মামলা রুজু করতে বোল্‌ছেন কিন্তু নায়েব মশাই বলে গেছেন ছোট বাবু ছয় মাসের খাজানা মুকুবের নাকি হুকুম দিয়ে গেছেন—সুতরাং এক্ষেত্রে কি করবো বুঝ্‌তে পারছিনে সেখানে ছোট বাবুর জলছত্র আর এখানে বাবার এই দানছত্র—মিথ্যা আমার পণ্ডশ্রম কেন?

হরচন্দ্র। কিরে বাপু—কি ওটা আগে দেখি দে—তার পর তোর বক্তিমে শোনাস্।

গণেশ। দাঁড়াও—আগে মার ভ্রমটা ভেঙ্গে দেই (কাগজ দেখাইয়া) এই দেখ মা একের পিঠে কটা শূন্যি—অলকা, তুই এখন এখান থেকে একটু যা তো।

অলকা। কেন গা—আমি কি তোমাদের বিষয়ের ভাগ নিতে এসেছি নাকি! বা—রে—বা—দেখছেন বাবা—

হরচন্দ্র। না মা কেন যাবে তুমি—তোমারও একটা ভাগ আছে বৈকি।

গণেশ। এই নিন আপনার জিনিষ আপনি যা খুসী কোর্‌তে পারেন তাতে আমাদের বলবার কোন অধিকার নেই, বোল্‌তেও চাইনে, সেরকম থাক্‌লে লোকে দিয়েও থাকে তবে সব ক্ষেত্রেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। এতদ্দিন কিছু জানতেও চাইনি।—আপনি আর দেখেন না। নরেশ দেখেছিল এবছর বড় অনাদায়ীর দরুণ সংসার খরচ পত্রের নানা বিশৃঙ্খল ঘটায়, নেহাৎ মা ও বড়দার পীড়া পিড়িতে বাধ্য হয়ে নিজের কাজের ক্ষতি করেও দেখ্‌বার ভার নিয়েছিলাম। সেইজন্যই বলা—এই যে আমাদের কাউকে না জানিয়ে আপনি ঐ ব্যবস্থা কোরেছেন অনেক আগেই তা জেনেছি তবু—

হরচন্দ্র। কাউকে না বলে কিরকম? তোমাদের গর্ভধারিণীর তা অগোচর ছিল না। তিনি তোমাদের জানাননি সে দোষ আমার নয়।

মহামায়া। থাম—সব আমার হুকুমেই হয় কিনা—মেয়েকে দেবে এই বলেছিলে, তা' যে একবারে দশ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হোয়েছে তা'কি আমি জামি? না তোমার কত পুঁজি আছে তাই আমি জানি? ছেলেরা তোমার এখন বড় হোয়েছে, সব—দেখ্‌ছে শুন্‌ছে ওরা বরং তা' জান্‌লেও জান্‌তে পারে।

হরচন্দ্র। দেখ্‌ছেন শুনছেন—যদি তা' লাটের কিস্তি দিতে হবে—এদ্দিন কি সব ঘুমুচ্ছিলেন! এখন নীলামে তুলে দিয়ে তাই বোল্‌তে এসেছেন!

গণেশ। শুনছো'ত মা—বলেছিলাম না—শেষ দেখো আমার ঘাড়েই দোষ পড়বে, নইলে—কাণ্ড ঘটালেন সব ছোট বাবু—এখন দোষী হলুম আমি! সেই ছোট বেলায় যখন গনেশ থেকে গোবরা খেতাব পেয়েছিলাম ও আমার তখন থেকেই জানা আছে যখনই যে দোষটা ঘটেছে তখনি বাবার মুখের বুলিই হ'ল ও আর কার কাজ—ও সেই গোবরাটারই কাজ যেমন গোবর গণেশ চেহারা—

মহা। নে বাবু—তুই ও তো তেমনি হইছিস্।

গণেশ। আমি যা' ছিলাম তাই-ই আছি কিন্তু আজ থেকে এই বলে কয়ে খালাস নিচ্ছি আমি আর এর মধ্যে নেই। আদায় পত্রের টাকার হিসেব ছোট বাবুকে ডেকে জানুন আমি তো সে এতদিন দেখিনি, দেখ্‌তে গিয়েইত এই—

হরচন্দ্র। বলি বাবু এটাতো তবিল তছরূপের কথা নয় যে হিসেব নিকাশের কথা উঠ্‌ছে, নীলামের নোটিশ জারী হোয়েছে তো এত দিন কি সব ঘুমুচ্ছিলে ? এই কথাই বলা হয়েছে—আর সেও কেবল তোমাকেই উদ্দেশ্য করে—বলা হয়নি।

মহামায়া। ঐ তোমার ও আবার সেই চিপ্‌টি মেরে কথা দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনি, তুই একটু থাম বাপু। ঐ দান পত্রে টাকাটা কি ভাবে দেবার কথা আছে সেইটে বল্ দিকি শুনি ?

গণেশ। কি ভাবে আবার দশটী হাজার মুদ্রা তোমার মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা থাক্‌বে, বিয়ে হয়ে গেলেই সেই টাকা বিনা আপত্তিতে পাবে, এর উপর—আর—কারো দাবী দাওয়া থাক্‌বে না।

অলকা। সর্ব্ব রক্ষে হরি হরি তবেই হোয়েছে—মেজদা তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গে তোমার ভগিনী অলকা বিয়েও করেছে—আর ব্যাঙ্ক থেকে বাবার টাকাও বেরিয়েছে।

মহামায়া। চুপ বেহায়া মেয়ে দিন দিন কি যে হচ্ছেন তা ঠিক নেই।

দামিনী। (জনান্তিকে অলকার প্রতি) কি করিস্ চল্ নাইবিনি ?

অলকা। (জনান্তিকে) উঁহুঃ—বেহায়াই হই আর যাই হই সব না শুনে নড়ছিনে বাবা, রোস একটু—

হরচন্দ্র। ভালো—গিন্নি এই যে সবাই মিলে হই চই করে হাজির হয়েছ যার এত হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি আর দু'দশটা নয় একটা মেয়ে তাকে এই দেওয়াটা কি এতই অন্যায় কাজ হোয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করি—

ভবেশ। আপনি যে একটা ভুল বুঝেছেন বাবা।

হরচন্দ্র। কি শুনি—

ভবেশ। জমীদারের সম্পত্তি অনেকেরই থাকে—আপনারও তা আছে স্বীকার করি; কিন্তু জমীদারের ঘরে নগদ টাকা কার কত থাকে বলুন ?

হরচন্দ্র। হুঃ তবে দেশে অতবড় বাড়ী বাগান জমীজমা থাকৃতে কলকাতায় যে আবার এই পঁচিশ হাজার টাকার বাড়ী মায় তার আসবাবপত্র দু'পাঁচ হাজার এসব তাতে যে হাওয়ার মত টাকাগুলো ব্যয় হলো কই তাতে তো কারুর এ জ্ঞানের লক্ষণ দেখিনি। আর এর বেলায় কি যত বিপত্তি ঘটলো।

ভবেশ। তা দেখুন সেটা যে খুব ন্যায্য কাজ হোয়েছে তা বলা যায় না। তবে কোলকাতায় থাকৃতে হোলে আপনার মতন লোকের সম্ভ্রম রক্ষার্থে না করলেও চলে না।

হরচন্দ্র। ঠিক—আর মেয়েকে দিলেই বুঝি ইজ্জত যায়।

ভবেশ। আজ্ঞে তা নয় তবে ঘড়ার জল ঢালতে ঢালতেই ফুরিয়ে যায়। গণেশ আজ আমায় যা হিসাব দেখালে তাতে আমি আশ্চর্য্য হলুম। আদায় ঠিকমত হলে অবশ্য ভাববার বিশেষ কারণ হোত না। কিন্তু তা না হওয়ায় হঠাৎ যে রকম দাঁড়িয়েছে দেখছি তাতে লাটের কিস্তি দাখিল্ করাই সঙ্কট হয়ে উঠেছে।

হরচন্দ্র। ঠিক কিন্তু এগুলি করবার বেলা, তখনত কাজের উৎসাহের কমতি দেখিনি, বরং পরম উৎসাহই দেখেছি। এমন কি তোমাদের গর্ভ-ধারিণীর পর্য্যন্ত আর এখনই বুঝি যত গোল বাঁধ্‌লো ? তা বেশ হোয়েছে, তখন তোমাদের উৎসাহের পালা গিয়েছে—এখন আমার পালা—এ থেকে কেউ আমায় নিরুৎসাহ করতে পারবে না। বংশী ডাকত তোর একবার ছোট বাবুকে।

[বংশীর প্রস্থান।

অলকা। যাক্ বাবা সকলের আর্জ্জিতো শুনলে এখন এই বেহায়া মেয়ের একটা আর্জ্জি আছে, আমাদের গর্ভধারিণীকে একবার জিজ্ঞাসা করুন—দেখি যে আমাকে কোন্ গর্ভে ধারণ করেছিলেন—সেটা কি দাদাদের সঙ্গে তফাৎ ছিল ?

হরচন্দ্র। হাঃ— হাঃ—ঠিক বোলেছিস মা ঠিক বোলেছিস, কিগো জবাব দাও।

মহামায়া। আ-মরি! যেমন বাপ তেমনি মেয়ে দুজনের কথার ভঙ্গিমেও তেমনি। আমি কি ছেলেদের সঙ্গে তোকে তফাৎ করে তোর বিপক্ষে বোল্‌তে এসেছি? শুনছি এখন বড় অনটন তাই বল্‌ছি—উনি অমনি সবতাতে আমারি উৎসাহ দেখেন সংসারে সকলেরই সব সাধ হয় তাই বলে যিনি সংসারের কর্ত্তা তিনি শুধু আফিং ঠুসে গুড়ুক ফুকে হাল ভাঙ্গা নৌকার মতন আপনার সামর্থ্য না বুঝে সব তাতে এমন গা ভাসান দেন কেন ?

রমাই। তাইতো মা লক্ষ্মী কিন্তু একথাটা তো ঠিক হোল না। কথায় বলে ভাঙ্গে যদি নৌকার হাল তবেই জান্‌লে ঘট্‌লো কাল। তা' হোক না কেন যত বড় মাঝির পো, কিছুতে আর না পাবে যো তখন দিলে তবু গা ভাসান পায়তো পায় পরিত্রাণ—নইলে কোর্‌তে গেলেই জারি-জুরি ঘূর্ণিপাকে ঘোরে তরি, উল্টে যায় সকল কাল, একবারেই বান্‌চাল্।

হরচন্দ্র। ঠিক বোলেছ ভট্‌চায্—লাখ কথার এক কথা—ঠিকইতো সংসার তরণীর পুরুষ হলো মাঝি—শক্তিশালিনী স্ত্রী হলো তার হাল—হাল যদি ঠিক থাকে তবেই দু'জনে মিলে সংসার ঠিক চলে। কখনও ত হাসিমুখে সোজা পথে চল্‌তে দেখ্‌লুম না—চল্‌তে গেলেই ভাঙ্গা হালের মত ফির্‌তে ঘুর্‌তে ঐ খট্‌খটানি লেগেই আছে। সংসারে থাকবার মধ্যে এই মেয়েটা আর বড় বউমা এ দুজনের স্নেহের জোরেই টেঁকে আছি। সে স্নেহ ঋণও যদি শোধ না করে যাই, বলি কি বল

ভট্চায্ সব ফুরিয়ে এসেছে বেশ হয়েছে সেই জন্যেই আরো আগে দেওয়া দরকার নইলে আজ যদি নাই দিতে পারি।

রমাই। হাঁ তা ত বটে—

মহামায়া। আহা যেমন গবুচন্দ্র রাজা—তেমনি হবুচন্দ্র মন্ত্রী।

রমাই। তাইতো ভাদুড়ি এমন মন্ত্রীত্বের খেতাবটা যখন পাচ্ছি তখন বলি কি এখন যেমন সময় তাতে যা রয় বয় তাই কল্লেই ভাল হয়। দিতে হবে বেশ তো দু'দিন পরে দিলেই চলবে।

হরচন্দ্র। কি—কি বলে ভট্চায্ কি বোল্লে? এতদিন জেনেশুনে তবুও ফের ওই কথা—কেন ওদের মন রাখতে হবে বলে বুঝি—যাও দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

রমাই। দু'দিন বাদে—এত বড় একটা দায়িত্ব রয়েছে যখন।

হরচন্দ্র। চুপ্—ফের ঐ কথা—দায়িত্ব দায়িত্ব ঢের দায়িত্ব দেখে আস্‌ছি—থাক্ আর না—যাদের স্বার্থের খাতিরে দায়িত্ব বোধ তারা তাদের সে দায়িত্ব বুঝুক্‌গে—আমি তোমার ও খেতাবি মন্ত্রীর মন্ত্রণা চাইনে—ভট্‌চায্ যাও দূর হও আমার সাম্‌নে থেকে—

রমাই। কপাল—খেতাবটা দেখ্‌ছি মাঠেই মারা গেল।

(বংশীর সহিত নরেশ ও মনোহরের প্রবেশ)

নরেশ। বাবা আমায় ডেকেছেন?

হরচন্দ্র। হ্যাঁ ডেকেছি তুমি নাকি প্রজাদের ছ'মাসের খাজানা মুকুবের হুকুম দিয়েছ?

নরেশ। হ্যাঁ—দিয়েছি বটে—তবে সকলের পক্ষে নয় নিতান্ত দুঃস্থ অবস্থা যাদের তাদেরই—

হরচন্দ্র। কার হুকুমে তুমি এমন আদেশ জারি কর?

নরেশ। কার হুকুমে ?

হরচন্দ্র। হ্যাঁ—সেইটেই প্রথম জিজ্ঞাসা করছি ?

নরেশ। তা'হলে বল্‌তে হয় কারোর হুকুলেই নয় নিজের বিবেক বুদ্ধিতে যেমন বুঝেছি—সেই রকমই করেছি।

হরচন্দ্র। হুঁ জমিদারী কি বাপু তোমার বিদ্যালয়ের পাঠাগার না—খৃষ্টানের ভজন গৃহ ?

নরেশ। মানুষের কাজে বিবেকের স্থান সর্ব্বত্রই—

হরচন্দ্র। ভাল তাহলে নীলামের ডাকের দিন নিলেম রদ করবার জন্যে টাকা দাখিল না করে—তোমার ঐ বিবেক বুদ্ধি দাখিল করেই সরকারকে বুঝিয়ে বিষয় ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে বোধ হয়। আর সোম্ বছরের পেটের অন্ন সংস্থানের চিন্তা সেও তোমার ঐ বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভর কর্‌লেই চলে যাবে কেমন ?

নরেশ। আজ্ঞে না—কিন্তু আমাদের সেই সোম বৎসরের অন্ন সংস্থান সেও কাদের শক্তির উপর নির্ভর করে পিতা ?

হরচন্দ্র। বাপু—আমি তো তোমাকে স্বদেশী বক্তিমা শুন্‌বার জন্যে ডাকিনি, প্রজারা চির কালই অমন দুঃস্থ অবস্থা জানিয়ে থাকে তাই বলে সেটা যে সব জায়গায় সত্য হয় তাও নয়, আর সব সময় সত্য বলে মেনে নেওয়াও চলে না। কারণ তার চেওতে আর একটা অতি বড় সত্য আছে সেটি এই উদর নামক বৃহৎ পদার্থ—যার খাতির প্রজাকেও রাখ্‌তে হয় জমীদারকেও রাখ্‌তে হয়। যে তা না রাখে সেই ঠকে থাকে, সে কথা পরে এখন একটা সোজা কথা শোন—

নরেশ। আজ্ঞা করুন ?

হরচন্দ্র। এই নোটিশ অনুযায়ী আজ থেকে নিলেমের দিনের সময়ের মধ্যে সমস্ত অনাদায়ী বাকী খাজনার টাকা তুমি যেমন কোরে পার আদায় কোর্‌তেই—চাও—

গণেশ। আর আদায়ী টাকার হিসেব ?

হরচন্দ্র। চুপ্ করো সে কথা পরে—

নরেশ। হিসেব ? আশ্চর্য্য !

গণেশ। কেন—আশ্চর্য্য কিসে ?

নরেশ। এতদিন ধরে জমীদারী দেখ্ছি কই কখনো ত এমন সকলের সাম্নে কাঠ গড়ায় দাড় করিয়ে হিসেব তাগিদ করতে শুনিনি ?

গণেশ। শোননি—কিন্তু আজ কাল যে আমাকে দেখতে হচ্ছে !

নরেশ। সেই জন্যে ?

হরচন্দ্র। উঁহু—তা নয়—অর্থাৎ ওরও যে ও'তে দায়িত্ব আছে সেই জন্যে। তোমায় আমি যা কোর্তে বল্লাম আগে তার সম্বন্ধে কি করতে চাও বল না ? মিথ্যে অত গুলো জন্তের অরণ্যের মধ্যে শুধু শুধু মাথাটা গরম করবার ত কোন কারণ দেখ্ছিনে বাপু।

নরেশ। আমার তরফের হিসেব নায়েব মহাশয়ের কাছেই পাবেন।

হরচন্দ্র। ফের ঐ কথা—বলি বাপু ! আমি তোমায় যা' জিজ্ঞাসা কচ্ছি আগে তার উত্তর দাও না ?

নরেশ। কি—অনাদায়ী খাজানা আদায় করা ? ক্ষমা করবেন সে আমার সাধ্যাতীত ও সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত কাজ, একবার যা' নিজে হতেই মকুব করেছি—তাই আবার—

হরচন্দ্র। হ্যাঁ তাই করতে হবে।

নরেশ। না—কখনই না—

হরচন্দ্র। কি আমার মুখের সাম্নে—আমার আদেশ—

নরেশ। এ' আদেশ অন্যায় বাবা—তারা আপনার প্রজা—আপনার সন্তান তুল্য তাদের সঙ্গে—আপনার শুধু খাতক সম্পর্ক নয় যাদের জীবন-ব্যাপী পরিশ্রম-সাধ্য অন্নে এতদিন বংশ পরম্পরায় আপনার পরিবার বর্গের গ্রাসাচ্ছাদন বিনায়াসে সুখ স্বচ্ছন্দে—নির্ব্বাহ করে আস্ছেন,

যারা উদয় অস্তহীন শীত বর্ষা তাপ—ঝঞ্ঝাবাত—প্রকৃতির দুঃসহ নিষ্পীড়নে মাত্র চীরধারী নগ্ন দেহের সাহায্যে সকল যন্ত্রনা সহ্য করে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলে নিত্য হেট মুণ্ডে জীবনের রক্ত জল করে দিন অতিবাহিত কচ্ছে যাদেরি জন্যে আপনার সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদা, সবই। তারা হেট মুণ্ডে আছে বলে আপনার কি একদিনও তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখা উচিত হয় না পিতা ?

হর। নাও এইবার বক্তিমের চোটে চিরদিনের বাবা বুলি ভুলে একেবারে পিতা বোলতে সুরু কোর্‌লেন,—শোন তুমি কি বোল্‌তে চাও যে তোমার বাপ পিতামহের এজ্ঞানটুকু ছিল না ? আর তাঁরা কখনো অমন চেয়েও দেখেনি ? তাতো নয় বাপু—তাঁরা তোমার ছেলের হাতে মোয়া দেবার মতন দুটো হাহুতিস্থি করে ভুলিয়ে দিয়েছে। যাও যা বল্লাম তাই করগে। আমি আর দোষ্‌রা কথা শুন্‌তে চাই না। আর একটা কথা তুমি নাকি দেশের কাছারী বাড়ীর লাগাও খোলা জমিটায় একটা আটচালা বেঁধে রাজ্যের—চাষার ছেলে জুটিয়ে কি একটা নূতন কাণ্ড ঘটিয়েছ ? কেন এ বৃদ্ধ বয়সে আমার হাতে হাতকড়ি পরাবার সাধ হোয়েছে বুঝি ? এ' সব আবার কি ?

নরেশ। না—সেতো একটা নাইট স্কুল তা'তে চাষার ছেলে ও অন্যান্য গরীবের ছেলে যাদের স্কুলে পড়বার সময় বা সামর্থ্য নেই—তাদের অল্প স্বল্প লিখ্‌তে পড়তে শেখান ও মুখে মুখে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেতো কোন রাজনীতিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট নয়—তা'তে আর ভয়ের কি আছে ?

হর। ভরসা ও যে বিশেষ আছে—বলা যায় না, যাক্ সে কথা এখন যা বল্‌লাম তাই করগে অন্য কোন কথা শুন্‌তে চাই না—যাও—কই মনোহর—!

মনোহর। আজ্ঞে—

হর। এত দিন জমীদারীতে চুল পাকিয়ে তোমারই বা আজ কাল একি রকম বুদ্ধি শুদ্ধি দাঁড়িয়েছে শুনি।

মনো। আজ্ঞে—ছোট বাবু উপস্থিত থেকে যেরূপ ভাল বুঝেছেন—তার উপর—আর কথাটা তো যে একেবারে মিথ্যে তাও নয়, প্রজাদের মধ্যে অনেকের এমন শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছে—যা চক্ষে না দেখ্‌লে ঠিক অনুভব করা যায় না।

গণেশ। অর্থাৎ যেমন স্কুল বাড়ীর আটচালার সঙ্গে সঙ্গে নায়েব মহাশয়ের একখানি নাতি বিস্তর চণ্ডীমণ্ডপ ও বারবাড়ীর সীমানায় একখানি বৈঠক খানা কোঠা ঘর নির্ম্মান হওন—চক্ষে না—দেখ্‌লে ঠিক অনুভব করা যায় না—তেমনি—কিন্তু তবু অনুমান করা যায় কি বলেন?

মনো। আজ্ঞে গরীবের কথা সর্ব্বস্বই ত আপনাদের কৃপায় মেজবাবু সেকথা আর—

গণেশ। উল্লেখ করাই ভুল—ঠিক্—

হর। থাম্‌, চুপ্‌ কর—শোন মনোহর তুমি আজকের মধ্যে হিসেব পত্র সব মেজ বাবুকে দেখিয়ে পরশু দিন ছোট বাবুর সঙ্গে দেশে গিয়ে বড় মহালের বাকী খাজানার আদায় যে উপায়ে পার তাই বন্দোবস্ত কর্‌বে, এ' সম্বন্ধে আর কোন দ্বিতীয় উত্তর আমি শুন্‌তে চাই না যাও—

নরেশ। বাবা—

হর। ফের না—আর কোন কথা নয়—

নরেশ। তা' হ'লে আমাকে আজ থেকে রেহাই দিন এখন থেকে—মেজদাই সব দেখুন।

হর। না—দু'জনকেই দেখ্‌তে হবে—আর উপস্থিত নায়েব—মহাশয়ের সঙ্গে গিয়ে যা বল্লুম সেই কর্‌তে হবে।

নরেশ। না—সে পারবো না—বলিছি তো কিছুতেই পারবো না।

হর। কি—পারবে না—তাহলে আজ থেকে—

নরেশ। কি বোল্‌তে চান্‌ বলুন—আজ্ঞা করুণ—

হর। কি আবার বলা হচ্ছে আজ্ঞা করুণ—বেহায়া বেয়াদব—এত দিন ধরে লেখা পড়া শিখিয়ে শুধু বসে বসে অন্ন ধ্বংসের জন্তে তোমায় এত বড় করা হোয়েছে না?

নরেশ। বাবা—বাবা—আমায় আর যে কোন কার্য্যে নিয়োগ করুণ—সে কাজ যত বড় দুঃসহ কষ্টকর পলে পলে জীবন ক্ষয়কারী কঠিন শ্রম সাধ্য কার্য্যই হক্‌ না—কেন আমি তা' প্রাণপাত করেও এই দণ্ডে কর্‌তে প্রস্তুত। কিন্তু সেই স্ত্রী পুত্রের অন্নাভাব পীড়িত নিত্য দুশ্চিন্তা গ্রস্থ—বিশুষ্ক বদন—কোটর চক্ষু—অস্থি চর্ম্ম সার কঙ্কাল-দেহি কৃষকের একমুঠা অন্ন তাও ও আবার জোর করে ভাগ নেবার প্রচেষ্টা —না—না—বাবা—সে পারবো না—তার চেয়ে আজ হতে এ হতভাগ্যেরই এ সংসারে অন্ন বর্জ্জনের সেই আজ্ঞা করুণ। জানবো সে আপনার রোষাজ্ঞা নয়—সে আপনার আশীর্ব্বাদ।

হর। বটে!—

ভবেশ। ছিঃ ছিঃ নরেশ তুমি এমন শিক্ষিত হয়ে—কি এসব অযথা কথা বলে বাবার মনে মিথ্যা কষ্ট দিচ্ছ?

নরেশ। বড়দা—আপনি একজন ইউনিভারসিটির উচ্চ ইংরেজী সাহিত্যের প্রফেসার বলে পরিচিত—আপনার নিকটও যদি এসব কথা অযথা বলে বোধ হয়, তা'হলে এ' ক্ষেত্রে যথা কথা যে কি তা' আমার বিদ্যা বুদ্ধির অতীত। আপনি হয়তো জান্‌তে পারেন, কিন্তু সে আর আমি নূতন করে শিখ্‌তে ইচ্ছুক নই—আর জান্‌তে ও চাইনে—

দামিনী। (জনান্তিকে ভবেশের প্রতি) কেমন যথা উত্তর হয়েছে তো?

ভবেশ। কেন আমি কি অন্যায় বলিছি দামিনী ?

দামিনী। বিশেষ ন্যায় বলেও ত মনে হয় না।

ভবেশ। হু—

নরেশ। বাবা—আমি তবে আসি—

হর। তা হলে তুমি আমার কথা শুন্‌বে না ?

নরেশ। বলেছি ত বাবা এ' আমার সাধ্যাতীত।

হর। কি—সাধ্যাতীত ? আমি এত করে বুঝিয়ে বল্লাম তবু কেবল একটা মিথ্যে ভুল ধারণায় দু'টো কথায় বক্তৃতা ঝেড়ে তুমি যা বলবে তাই আমায় সত্য বলে মেনে নিতে হবে ? তোমার বড়দা—মেজদা—স্বয়ং আমি ও আমার পূর্ব্বতন পুরুষগণ এঁরা সক্‌লেই মুখ্যু ও অতি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ছিলেন, কেমন ? কেবল বংশে তুমিই এক মাত্র মহাত্মা জন্মেছো ? কিন্তু আজ যদি আমি বলি যে এখন থেকে যে না বিষয় দেখ্‌বে ভবিষ্যতে তার এ বিষয়ের উপর বিন্দু মাত্র স্বত্ব থাক্‌বে না তাহা হলে—

নরেশ। বলুন—কিন্তু হবার প্রয়োজন দেখ্‌ছিনে।

হর। দেখ্‌ছোনা ?—

নরেশ।—না—একেবারেই না—আমি আমার ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়া সত্ব এই মুহুর্ত্তেই ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি—আসি তা'হলে বাবা—অপরাধ নেবেন না নমস্কার— [প্রস্থান।

দামিনী। (স্বগতঃ) চমৎকার একটা মানুষের মত মানুষ বটে।

ভবেশ। শোন শোন নরেশ শোন—(ভবেশের নরেশের পিছু পিছু গমন)

হর। অদ্ভুত—অদ্ভুত—না এরা আমায় পাগল করে ছাড়্‌বে গিন্নি—গিন্নি—না—না আজ থেকে আর আমি এ সবের মধ্যে নেই। যার যা খুসী তা' করুক—আ—ছি—ছি—একটা সামান্য কথায়—

মহামায়া। দেখ্‌ছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার রকমখানা দেখ্‌ছি এখন কেবল

আঁ—ছি—ছি—করে নিজেকেই ছি দাও আর কি করবে—করবেই বা কিসের মধ্যে আছো এতদিন নায়েব মুন্সী বরকন্দাজ এই সব বাইরের লোকেই কাজ সেরেছে আজই না হয় ছেলেরা দেখ্‌ছে তখনও সেই আফিমের ঘুমে চক্ষু বুজে কাটানো আর কালে কস্মিনে যদি একটা তাল এসে পড়্‌লো তাহলেই অমনি একটা পুরুষ সিংহের গর্জ্জানির চোটে পাড়ার লোকের কানে তালা ধরলো। মাগো—মা—এমন সংসারও মানুষে করে!

রমা। কি জান মা লক্ষ্মী ঐ যে কথায় বলে মেয়ের কান্না পুরুষের রা তবে মেয়ে কি পুরুষ জানবি তা—ঐ যে গর্জ্জনটুকু ঐতেই তো জানা গেল হ্যাঁ পুরুষ—আর ঐ যে আপনার কান্না ওতেই তো আরো দ্বিগুণ বল কর্ত্তার হয়—হুঁস্—এই যে হাঁক ডাক্ হাসি কান্না এই নিয়েই আজি কালের ঘরকন্না,—

মহা। তোদেরও বলি বাপু—দেখ্‌ছিস্—জান্‌ছিস্—তবু কেন ওকে নিয়ে টানাটানি করিস্? যা' পারিস্ তা' নিজেরাই না হয় পরামর্শ করে কর। আর আমিও তো এখন মরিনি—মেয়ে মানুষ তা বলেতো আর একেবারে জ্ঞান শূন্যি নই?

রমা। মা লক্ষ্মীই ঐ যে শূন্যি ঐ ত আসল একের পিঠে যেই শূন্যি পড়্‌লো অমনি একের দশগুণ বল বাড়লো দাদা ভাইদের কি সে হিসেব বুদ্ধি হয়েছে যে মর্ম্ম বুঝেছে?

হর। ঐ এক কথা খালি কিনা আফিং খাওয়া—বলি বাপু পঁয়তাল্লিশ বছরের পরে তবে ত আফিং ছুঁয়েছি তা' এদ্দিন কি এসব চালালে ভূতে?

রমা। আহা হা—ভাঁদুড়ী আবার কেঁচে কেন ঘটাও বিপত্তি ও মেনেই নাও না কেন মার পেট থেকে পড়েই খেয়ে আস্‌ছো সেটা হ'ল প্রথম জন্ম দার-পরিগ্রহ হ'ল দ্বিতীয় জন্ম আর আফিং খাওয়াটা

হ'ল তৃতীয় জন্ম কিন্তু ধর্‌তে গেলে সবইতো এক জন্মের ভিতরে হে বাপু।

গণেশ। আমি তো বোলেছি মা আমায় যদি দেখ্‌তে হয় বড়দা যখন দেখ্‌বেনই না—তখন আমার হাতে সম্পূর্ণ না ছেড়ে দিলে আমি আর ওর মধ্যে নেই—অবশ্য হিসেবপত্র যার ইচ্ছে তিনিই দেখ্‌তে পারেন।

হর। বেশ কথা তাই দেখ না বাপু বুড়োকে কেন আর এমন করে জান্তে জবাই কর। ছেড়ে দিতে হবে এই দণ্ডে—এই দণ্ডে বল কি কর্‌তে হবে বল—

গণেশ। তা'হলে আমার নামে আম্‌মোক্তারী—লেখাপড়া করে পাঁচ বছরের জন্য বিষয় দেখবার ভার দিন—এ সময়ের মধ্যে কারুর কোন ভাল মন্দ মতামত চল্‌বে না—তার পর আপনি আছেন মা আছেন—বড় দাদা আছেন নরেশ আছে যার ইচ্ছা হয় বছর শেষ হ'লে হিসেবপত্র দেখ্‌তে পারেন।

মহা। তাইতো তোকেও বোল্‌ছি বাপু যা হয় একটা কর—

হর। তোমাদের সকলের যদি মত হয়—এই দণ্ডে—এই দণ্ডে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই—কি বল ভট্টচায দেখছো ত সব—

মহা। বেশতো গণেশ যা' বোল্‌ছে তাই কল্লেই তো হয়—তোমার আর এর মধ্যে থাক্‌বার দরকারই বা কি—

হর। না—কিছু না—মা অলকা গাড়ী কি এখনো আছে?

অলকা। হ্যাঁ বাবা আপনি গঙ্গা নাইতে যাবেন না?

হর। হু—চল ভট্‌চায্‌ তাহলে এই কথাই ঠিক কেমন? কিন্তু এর পর আর কিছু কেউ বোল্‌তে পাবে না।

রমা। এইতো আবার কেন পেছনে মার টান। টানই যদি রয় তা'হলে যা কোর্‌তে হয়—ভালো করে বুঝে সুঝেই কর্‌তে হয়—হট্‌ করে করা সেওতো ঠিক নয়?

হর। না—নাও আর না—চলো—

[কর্ত্তা রমাই ও নায়েবের প্রস্থান।

অলকা। চল দামিনী দিদি দেখি আবার ছোটদা কি করলে তাইতো আমার ডিগ্রি ডিস্‌মিসটা আর হোল না—

দামিনী। আ মরণ চল্—

অলকা। বা—রে আমায় দশটী হাজার টাকা আর আমি শুধু শুধু মরবো এমনি আর কি! শুনচো মা—না বাপু আবার এখনি বেহায়াই বলে গাল পাড়তে সুরু করবেন—চল্ ভাই দামিনী দিদি!

[দামিনী ও অলকার প্রস্থান।

গণেশ। দেখ্‌ছ ত মা—বাবার দিন দিন মাথা কি রকম হচ্ছে, এই নরেশ অন্ত প্রাণ—তার সঙ্গেই হঠাৎ একেবারে কি রকম করে বস্‌লেন—মান্‌লুম তার অন্যায় হোয়েছে তা' ঠাণ্ডা হয়ে বল্লেই ত হোত—এ মাথায় কি আর বিষয় কর্ম্ম চলে?

মহা। বোল্‌ছি ত বাপু তুই তাই করে নিয়ে দেখ শুন্—আমি ঠিক ওকে বলে কয়ে রাজী করিয়ে নেব অখন—যাই দেখি নরেশটা আবার কোথায় গেল—

[মহামায়ার প্রস্থান।

গণেশ। দানপত্রটা এখনো রেজেষ্টারী হয়নি। আমমোক্তারখানা একবার লিখিয়ে নিতে পারলে হয়—তারপর দেখা যাবে এ গোবরা গণেশের মাথায় শুধুই গোবর ভরা না আর কিছু ভরা আছে—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

ভবেশ চেয়ারে উপবিষ্ট।

ভবেশ। মানুষের জীবনটা যে কি কে জানে—বিশেষ করে আমার জীবন এতদিন ধরে লেখাপড়া শিখে মনে মনে যে আদর্শ গড়েছিলাম, সংসারে প্রথম প্রবেশ কর্‌তেই তা' ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল! চিরদিনের কল্পনা ছিল শুধু ফুল চন্দন দিয়ে মন্ত্র পড়া একটা যা'তা মেয়েকে কখনই বিয়ে কর্‌ব না। উভয়ের অন্তরের প্রেমমন্ত্রে যদি না উভয়ের দীক্ষা হয়—তা'হলে সে বিবাহ বিবাহই নয়—কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস—অপ্রত্যাশিতভাবে দামিনী এসে আমাদের পরিবারভুক্ত হ'লো। অল্প-দিনেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘোটে তার অন্তরের পরিচয় পেয়ে বুঝ্‌লাম তারও ধারণা আমারি মত আশার সফলতায় জীবনকে ধন্য মান্‌লেন। কিন্তু একদিনের একটা কথায় একটুখানি ভুল ত্রুটীতে সে আশা কোথায় স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল—গেছে যাক্। তবু এ জ্বালা এ তৃষ্ণার দগ্ধানি কেন?

(কমলার প্রবেশ)

ভবেশ। কি হল?

কমলা। অনেক করে বোঝাতে এখন একটু মাথা ঠাণ্ডা হোয়েছে! আমায় বোল্লে আচ্ছা বড়বৌদি তুমি যাও—আমি এখুনি বড়দার কাছে যাচ্ছি।

ভবেশ। আমার ত একটা কথাও কানে দিলে না আবার আমার কাছে?

কমলা। না গো—তোমার কথায়ই কাজ হোয়েছে—বল্লে, না বুঝে বড়দাও আমার উপর রাগ কল্লেন।

ভবেশ। হু কিন্তু তবু শেষ বুঝ মান্‌লে তো তো তোমার কথাতেই আচ্ছা দেখ—সবাই দেখি তোমার কথা বোঝে—বুঝি না কেবল আমি আর মা—কেন বল দিকি ?

কমলা। সে আমার অদৃষ্ট—

ভবেশ। অদৃষ্ট ত সবই গো তবু একটা কারণ ত আছে ?

কমলা। থাকে যদি তো তোমাদেরই কাছে আছে—তুমি জান আর তোমার মাই জানেন—

ভবেশ। জান্‌বো যদি তবে আর জিজ্ঞেস্ কর্‌ব কেন ? মার সম্বন্ধে না হয় কতক কতক বোঝা যায়—কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে ?

কমলা। বোঝ না ?

ভবেশ। কই ? কথা বুঝি না মানে কথার অর্থ বুঝি না তাতো নয় পরস্পরের ভাব বিনিময়ে কোথায় যে কি গরমিল হয় সেইটেই বুঝি না।

কমলা। ছাখো আমাদের মেয়েলি কথায় একটা কথা আছে, বলে যে যাকে দেখ্‌তে পারে না তার চলন বাঁকা, এও শুধু তাই আর কি। না বাপু আর কথায় কাজ নেই এখনই হয়ত শুধু শুধু রাগ করে মন খারাপ করে বস্‌বে—সত্যেই তো আমিই বা কি বুঝি ? যা' তুমিই বোঝ না তা' আমি কি বুঝ্‌ব ?

ভবেশ। ঐ ত মুস্কিল—এর চেয়ে যদি তোমার ভাবটাই আমাকে ঠিক ধারণা করিয়ে দিতে পারতে, তা'হলে হয়ত তোমার ভালবাসার জোরে এ দণ্ডের হাত থেকে মুক্তি পেতাম, কমলা। এও নয়, তাও নয়, ঐ ত মুস্কিল।

(ভবেশের নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া)

কমলা। ছিঃ কেন বল দেখি, মিথ্যে মিথ্যে এমন কর ! তুমি যেমনটি চাও, আমায় তেমনটি হ'তে শিখিয়ে দাও। তুমি সুখী হলেই তবেই ত

আমার সুখ। তা ছাড়া আর আমার কি আছে, এ কি তুমি বোঝ না ?

ভবেশ। ত' কই হয় কমলা ! আমি যদি বলি দেখ কি চমৎকার সন্ধ্যা—এস কমলা তুজনে বসে একটু গল্প করি—তুমি ওমনি ঠিক বলে বস্‌বে ওমা সে কি কথা ! সন্ধ্যে হলো দাঁড়াও সংসারের কাজগুলো আগে সারি যখনই যাই বলি না কেন ওই এক কথাই মুখে লেগে আছে কি না—কাজ—সব সময়ই যদি তাই হোল তা হোলে আমার পানে তোমার চাইবার সময়ই তো খুঁজে পাওয়া ভার তো শেখাব আর কাকে ?

কমলা। বলি হ্যাগা আমরা কি সেই কপোত কপোতী, যথা বসি বৃক্ষ চুড়ে' যে তু'জনেই শুধু মুখোমুখী করে বসে থাক্‌লেই দিন কাট্‌বে—তা'হলে সংসারের কাজগুলো হয় কোত্থেকে ?

ভবেশ। ওই এক কথা শিখেছ—কাজ আর সংসার—এমন সংসার উচ্ছন্ন যাক্‌ না—ও তুমি বুঝবে না ভাঙ্গা মন আর গড়ে না দেখছি এ কথাটা

কমলা। এ কথায় বুঝি এই কথা হোল ? কে জানে বাপু কেমন তোমাদের ভাঙ্গা গড়া তাইত বলি অদৃষ্ট আমারি ভাঙ্গা অদৃষ্ট এ ছাড়া আর কি বোল্‌ব।

(দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। বড় বৌদি—মাসীমা তোমায় একবার ডাক্‌ছেন।

কমলা। কেন আবার কি হোল ?

দামিনী। না আর হয়নি কিছু তবে মাসীমা তুদিন থেকে যেতে বোল্‌ছেন কিন্তু তিনি ও বেলায়ই যেতে চান, তাই বোধ হয় তোমাকে আর একবার বোঝাবার জন্যই ডাক্‌ছেন।

ভবেশ। যাও—আর কি—

কমলা। তোমারইত ভাই—তোমাদের বোঝবার ধারাই এক আলাদা —যাই দেখি আবার

ভবেশ। হু—

কমলা। এও বুঝি রাগের কথা হোল—বেশ—

[প্রস্থান।

দামিনী। কি হ'ল আবার দম্পতি কলহঙ্ক ?—

ভবেশ। আর না থাক্—অন্ততঃ তোমার মুখ দেখে বড়ই—

দামিনী। বড়ই কি রকম—যথা ক্ষত মধ্যে লবণ সঞ্চার নাকি ?

ভবেশ। আশ্চর্য্য ! মেয়ে মানুষ এমন কঠিন রহস্য করতে পারে ?

দামিনী। তাইত—কঠিন আবার রহস্য তবে তো সে বড় ভীষণ রহস্য বল, অর্থাৎ তখন আর দন্তসয়ে—য-ফলা না হয়ে তাকে ঘুরিয়ে এনে সয়ের গোড়ায় তালব্য শ আবার জুড়ে দিয়ে ইতি—করতে হয়—কেমন ?

ভবেশ। তা' বটে—আমার পক্ষে তুমি রহস্যই চিরদিন, সেই দু'বছর আগে তোমার অত সন্নিকটে থেকেও—তোমায় যেমন—ধরি—ধরি—করেও কখন ধর্ত্তে পারিনি, এখনও তেমনি মনে হয়—এই বুঝি ঠিক তোমায়—বুঝলাম আবার পরক্ষণেই নয়—

দামিনী। আহা আকাশের দামিনীকে কি কখন—ধর্‌তে পারা যায় গা—

ভবেশ। না তবু তার চপল লীলাটুকু দেখ্‌তে—মানুষের এত উল্লাস কেন বোল্‌তে পার দামিনী ?

দামিনী। সে মানুষের পাগলামি, সেকি দামিনীর দোষ ?

ভবেশ। যাক্ ও সব কথা আর সে দিন চলে গিয়েছে, দেখ পুরুষ মানুষে পুরুষ মানুষে যেমন একটা সখ্যতার বন্ধন হয় পুরুষে মেয়ে মানুষে তেমন একটা মধুর বন্ধন কি হোতে পারে না দামিনী।

দামিনী। হয়তো হয়—না হয়তো না হয়—

ভবেশ। সেকি কথা হোল ?

দামিনী। ঐ রকম ভবে আমার তো মনে হয়—হয় না !

ভবেশ। হয় না কেন ?

দামিনী। যেমন দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে ?

ভবেশ। তা' না হোক কিন্তু—ঘোলেরও তো একটা মধুর স্বাদ আছে ?

দামিনী। তা' আছে—কিন্তু—ধর ঘোল খেতে খেতে যদি অরুচি ধরে যদি আবার দুধ খাবার সাধ হয়—তা' হলেই যে সাধে ঘটে বাদ তখন হয় ত না মেলে দই—না মেলে দুধ—ভাঁড় ধরে টানা টানিই সার নয়তো শেষ ভাঁড়টা শুদ্ধই বিসর্জ্জন। শুধু হা হতোস্মিই সার—

ভবেশ্। কেন দামিনী তুমিতো শিক্ষিতা তুমিতো জান ইউরোপে chivalry বলে একটা কথা আছে। কত গুনী-জ্ঞানী কর্ম্মী—কবি—বীর প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য ও সখ্যতার দলে তাদের কাছ থেকেই তাদের অন্তরের উৎসাহের প্রেরণায় শান্তি লাভ কোরে ধন্য হোয়েছেন ? আমাদের দেশেও রাজপুতদের মধ্যেও এমন কত গল্প আছে জানতো ?

দামিনী। হু খুব জানি তা—তার জন্যে ভাবনা কিসের ? ধর কাল যদি হঠাৎ তুমি ঘুম ভেঙ্গে নিউটনের মধ্যাকর্ষণের মত একটা আকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার কর্‌বার জন্যে আমাদের ওই ডালিমতলাটায় তোড় জোড় করে বসো—কি বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের মত দ্বিগ্বিজয় কর্‌তেই বেরোও—আমি তখন রুমাল না উড়িয়ে স্বদেশী মতে এই আঁচল উড়িয়েই খুব উৎসাহ শক্তির প্রেরণা দিতে থাকৃব—বল—যদি, তো বড় বউদিদিকেও—

ভবেশ। থাক্—

দামিনী। ওমা সে চল্‌বে না বুঝি—তবেই তো—

(মহামায়া ও নরেশের প্রবেশ)

নরেশ। বড়দা আমার এ কথাটা মাকে ও বড় বৌদিদিকে একটু বুঝিয়ে দিন তো।

ভবেশ। কি কথা ? বলি আগে তোমার রাগ পড়েছে বল্‌তে পার ?

নরেশ। রাগ আবার কিসের বড়দা—বাবার কথায় আবার রাগ করব কি !

ভবেশ। সে বেশ কথা—তা' রাগ না হোক অন্ততঃ অভিমান তো বটে—

নরেশ। তা' বল্‌তে পারেন কিন্তু সেও সাময়িক—তাঁদের উপর সেও কতক্ষণ টেকে। আগুনে যেমন জল পড়্‌লে হয় তাদের একটা স্নেহের কথায় তারও অবস্থা যে ঠিক তেমনি তা না হলে জান্‌তে হবে সেটা মনুষ্যত্বের বাইরে।

ভবেশ। যাক্ নিশ্চিন্ত হলেম—তা' হলে এখন কথাটা কি ?

নরেশ। মা বোলেছেন দু'দিন থেকে যেতে, কাল আমাদের সেখানে একটা গ্রাম্য সমিতির অধিবেশন আছে তা'তে গ্রামের লোকেরা ত আছেই কোলকাতা থেকেও আমার দু'চারজন বন্ধু যাবেন আমাদের village scheme সম্বন্ধে কি পদ্ধতিতে কাজ করলে ভাল হয়—তাই কাল ঠিক করা হবে—আমি যে সে সমিতির সেক্রেটারী—আমায় যে উপস্থিত থাকৃতেই হবে বড় দা—

ভবেশ। এই কথা ? বেশ ত সেতো আর সকাল বেলাই হ'চ্ছে না খুব সম্ভব বিকেলেই হবে।

নরেশ। হ্যাঁ—তা' বটে—

ভবেশ। কাল সকালে অলকাকে দেখ্‌তে আসবার কথা আছে মা বোধ হয় সেইজন্যই আরো বোল্‌ছেন—তা' তুমি খাওয়া দাওয়া করে দু'পুরের গাড়ীতে রওয়ানা হলেই হবে। কেমন মা সেই জন্যইত ?

মহা। এইত বাপু মিটে গেল—বাড়ীর একটা শুভ কাজ তোরা সবাই না থাকলে যে কি রকম দেখায় বল দিকি ?

নরেশ। তা—যা দেখাক্ মা কিন্তু তোমার অলকার দেখাটা যে এবারেই শেষ হলেই বাঁচি! কতদিন আর ভীম নাগের তহশীলে খাজানা দাখিল চল্‌বে ?

মহা। ও হরি—শুন্‌লে একবার কথা ওরা তবু দশ হাজারের কথায় হাঁপ পাড়ছিল—তুই যে একবারে দশটাকাতেই দাঁত ছিরকুটে পড়লি! তোদের এমনি টানই বটে।

নরেশ। নইলে যেমা ছোট বেলা থেকে যে ছড়া শুণে এসেছো। যে আর ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙ্গা—সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে।

মহা। তাই বটে তোমরা ওই হুড়কো ঠেঙ্গা দিতেই আছ।

নরেশ। কিন্তু মা আমার দেখ্‌ছি সময় খারাপ তাই হঠাৎ ওকথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—নইলে তোমার নরেশ ঠিক তা নয় মা—এটা জেনো—

মহা। তা' জানিও বটে আর তা' না হলেই বাঁচিও বটে। এখন বেলা হয়েছে চল সব খাবি চল দামিনী যাতো মা ওদের ঠাঁইগুলো করে দে—তো—

নরেশ। এস বড় দা—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

গণেশ। মার প্রথমে মতলব ছিল অলকাকে আগে থাকতে কিছু না জানিয়ে—কোন রকমে কৌশলে তাদের দেখিয়ে দিবেন—কিন্তু তাতো ফেঁসেই গেল—উল্টে মেজ বৌকে দিয়ে—এমন ইষ্ট মন্ত্র কানে গুজে দেওয়া গেছে সেই যথা পূর্ব্বং তথা পরং—ছাড়া আর বড় কিছু এগুচ্ছে না। উপস্থিত দানপত্র খানাত বাক্স বন্দি থাকুক তার পরে দেখা যাবে নইলে বাবা মা দুজনেরই যে রকম ঝোঁক পড়েছে এখানে দেবার।

(বংশীর প্রবেশ)

গণেশ। এই যে বংশী এসেছিস? নে— শিগ্‌গির ঘরটা ঝেড়ে ঝুড়ে ফেল্—

বংশী। আজ্ঞে—

গণেশ। শুধু আজ্ঞে নয়রে একটু হাত চালিয়ে বুঝেছিস?

বংশী। আজ্ঞে—

গণেশ। এবারে লাগ্‌ছে কি বলিস বংশী?

বংশী। আজ্ঞে এমন দশ হাজারে পড়েছে ঢাক্ আর কি যায় ফাঁক এখন ঝপা ঝপ্ আস্‌তি থাকবে ময়না পাখীর ঝাঁক, বরের বাজারেই এবার দেওলি মার্‌বো ভাবেন কেন দাদাবাবু?

গণেশ। না—ভাববো কেন ঘুম্‌বো—দশটী হাজার গুণে দিতে হবে আর তার আগে ক্রমান্বয় এ' রকম নিত্য চল্‌বে অপ্যায়িত আর কি?

বংশী। আজ্ঞে—সেটা কর্ত্তার ইচ্ছে কর্ম্ম দাদাবাবু কর্‌বেন কি?

গণেশ। তবে তোরাই বল দেখি—একেবারে দশ হাজার টাকা এইটি কি ঠিক হ'ল?

বংশী। আজ্ঞে তা' কি হয় নইলি কেন কয়—মেয়ে ঘরের ভাজি খায়—আর পরের পানি চায় মুখ সারতে আর মেয়েকে কে টাকা দিতে চায় বলুন।

গণেশ। এই বল দিকি বংশী—তুইতো আর আজকের নস্—সংসারের সবইত জানিস্ কিন্তু এ'কথা যে বোল্‌বে সে দোষী।

বংশী। আজ্ঞে সে কি কথা দাদাবাবু—আপনারা বল্‌বান না তো বল্‌বে কে?

গণেশ। হ্যারে বাবা মা দু'জনেরই এই পাত্রে খুব দেবার ইচ্ছে নয়?

বংশী। আজ্ঞে মুই তা কি কব দাদাবাবু।

গণেশ। সে কিরে তুই আবার জানিস্‌নে—বাবার তুই হলি—

বংশী। তাহলি কি হয় দাদাবাবু—ও লোকের পেটের কথাও কার বলয়—ওরে যে বিশ্বাস করবা সেই মরবা—তায় মুই চাকর মানুষ সমঝ কেন করেন না?

গণেশ। এর আবার সমঝ করব কিরে—থাক্‌গে তুই একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির নে— [গণেশের প্রস্থান।

বংশী। আজ্ঞে—আহা—দাদাবাবুর কি সরল প্রাণ বোনের বিয়ে লেগে যেন কত ধড় ফড়ানিই লাগ্‌ছে—তাই এই খবরটা জান্‌তি পারিনি এখুনি একটা কুটুম কামড় ঝাড়েন আর কি, যাতে বিয়ের গয়ায় পিণ্ডি হয়—বলি মোরতো আর জান্‌তি বাকি নেই। ছোট বেলা হতকেই দেখ্‌ছি—ত'—ও—গোবরা পানা বদনে অমাবস্যার অন্ধকারই সয়—নইলে পরেও কাল মেঘে হাসির ঘটা বজর বাতেরই ভয়।

(অলকা ও দামিনীর প্রবেশ)

অলকা। বংশী কি করছিস্ রে?

বংশী। আজ্ঞে—এগুলো ঝাড়্‌তে লেগেছি দিদিমনি।

ও হয়েছে—হয়েছে—ও পরিষ্কারই আছে। তুই এখন যা এখান থেকে—

বংশী। আজ্ঞে দিদিমনি, মেজ দাদাবাবু বল্‌ল আজ কি না আপনগোর—

(সহসা জিভ্‌ কাটিয়া নীরব হওন)

অলকা। ফের্‌ কথা কয় যা বল্‌ছি এখনি—

বংশী। আজ্ঞে (স্বগতঃ) দাদাবাবুকে আর ঝাড়বার লেগে ভাবতি হবা না—দিদিমনি আপনিই ঝেড়ে বিদায় কর্‌বান—বাপ্‌ মেয়ে তো নয়—একেবারে আকবরি বেগম—

[বংশীর প্রস্থান।

অলকা। ব'স দামিনী দিদি—সে গানটা আজ আমায় শিখাতেই হবে।

[অলকা দামিনীর হস্ত ধরিয়া পিয়ানোর কাছে গমন।

দামিনী। ওমা সে কিলো এখনি যে—

অলকা। কি আমার গঙ্গা যাত্রা সে এখনও ঢের দেরি—কোথায় বহুবাজার কোথায় বালিগঞ্জ—তোড়জোড় কোরে আস্‌তেই বেচারিদের ঘণ্টা দুইয়ের ফের—তুমি গাও—আচ্ছা দামিনী দিদি—এরা কি খাজা আহম্মক্‌ ভাই, বৌ বাজারে বাস করে বৌ খুঁজ্‌তে আস্‌ছেন কিনা বালিগঞ্জ। কপালে শুধু বালি খাওয়াই সার আর কি? মরুক গে—নাও গাও—

দামিনী। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কে অলকা?

অলকা। কে ছোটদাদা না? বেশ হয়েছে—ছোড় দাদা গান ভারী ভালবাসে নিজেকে একজন ভাল গাইয়ে বলে মনে একটু গর্ব্বও আছে। আমার গানতো কানেই লাগে না, তুই ভাই ওই গানটা একবার শুনিয়ে দেত—দেখি কি বলে।

দামিনী। না বাপু তবে থাক্‌—আর শোনাতে হবে না থাম তুমি —

অলকা। আহা লজ্জাবতী লতা গো—সেদিন বলে অত লোকের সাম্‌নে গেয়ে এলেন—সে শুনবো না গাইতেই হবে—

দামিনী। না ভাই কি করিস্ অলকা? তোকে আর এক সময় শেখাব অখন—

অলকা। আহা—কতই জান—না—আমি এখনই শিখ্‌ব—বলেছি ত'—আচ্ছা দরজাটা ভেজিয়ে দেব?

দামিনী। জানি না—যা—বড় জ্বালাতন করিস্ হ্যাঁ—

অলকা। হাঁ তা করি এখন গাওতো এই নাও—

[পিয়ানোর সুর দেওন]

গীত

এ নব প্রভাতে—
মম কুঞ্জ দ্বারে—
কে এল রে—
শিহরে তরুলতা কুসুম মুঞ্জরী
ভ্রমর উড়ে গুঞ্জরী—
ছল ছল ছল ছল উছলে তটিনী জল
কোকিল কহু কহু
মুহু কুহরে
কে এলরে—
আকুলি দশ দিশি সমীর হিল্লোলি ধায়—
কি মদির-আবেশ বশে বিহ্বল পাগল প্রায়—
সহসা কিসের লাগি
তনুমন উঠে জাগি
পুলক ভরে
কে এল রে—

নয়নে দেখিনি তারে
জানিনে সে কেমন
পরানে পেয়েছি সাড়া
যেন তার আগমন—
নিখিল ভুবনময় সবে যেন আজি কয়
এসেছে এসেছে সে রে—
কে এল রে ॥

দামিনী। হ'লত—রেহাই দাও এখন আমি উঠ্‌লুম।

অলকা। আহা ও আবার কি কথা?

দামিনী। না ভাই আমার পরিচয় দিও না যেন।

অলকা। আহা ছোট্‌দা যেন ওকে চেনেন না? না—ও গানের কথা। তা কি বোল্‌ব—কেমন গহরজানের গান্ শুন্‌লে ছোট্‌দা কেমন?

দামিনী। মরণ আর কি; গহরজান বুঝি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গান গাইতে আসে—না।

অলকা। তা' নয়—তবে? আমার কি হোসেন খাঁ পেয়েছ যে জল য্যান্ত তুমি বর্ত্তমান থাকৃতে—

দামিনী। দূর—সেই জন্যই তো যেতে চাচ্ছি—

অলকা। আহা আজ আবার ওকি ঢং—

(নরেশের প্রবেশ)

নরেশ। কে গাচ্ছিল রে অলকা তুই? খুব উন্নতি করেছিস্ তো—কিন্তু এত মিষ্টি গলা—

অলকা। কেন তোমার গলা ছাড়া জগতে কি আর কারো গলা মিষ্টি হতে নেই ছোট্‌দা?

নরেশ। কেন থাক্‌বে না—আর আমার যে তাই ধারণা—তাইবা তোকে কে বোল্লে—আচ্ছা মেয়েত—নইলে তুই কিনা তাইবা জিজ্ঞাসা করব কেন—যদিও আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছিল—

অলকা। তা' কাজ কি বাপু আর ঠেকা ঠেকিতে আমি নয় গো—আমি নয়—তাহলেই তো নিশ্চিন্দি।

নরেশ। না হোলে আরও খুসী হোতুম। কেন না যেই কেন গাক্ না খুব মিষ্টি লাগ্‌ছিল—অনেক দিন এমন গান শুনিনি।

অলকা। কি গো দামিনী দিদি—ছোড়্‌দার সার্টিফিকেট যা'তা ভেব না বুঝ্‌লে—আর আমার জন্যই পেলে সেটাও মনে রেখ।

নরেশ। কেন আমার সার্টিফিকেট মানে?

অলকা। মানে এ সম্বন্ধে তুমি একটী কম বিশ্বনিন্দুকতো নও ছোটদা—কখন সহজে ত—

নরেশ। সে তোমাদের মত'দের সম্বন্ধে—

অলকা। ও বাবা—ক্রমশই আকাশ মুখো দামিনী দিদি তুমি ভাই আকাশের আকাশেই থাকো—আর আমাদের সঙ্গে বুঝলে কি না—

দামিনী। কি জানি ভাই তোমার দাদা যদি বাড়িয়ে বলেন তার জন্যে আমায়—টানা টানি কেন?

নরেশ। না বাড়িয়ে বলা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ—ভাল লাগ্‌লেই ভাল বোল্‌ব মন্দ লাগ্‌লেই মন্দ বোল্‌ব তা' সে যেই কেন হোক্ না—।

অলকা। আজই যাচ্ছ ছোড়্‌দা?

নরেশ। হ্যাঁ—এই দুপুরের গাড়ীতেই যাব—বড়দাকে খুঁজছিলাম—তা, কই দেখ্‌তে পেলাম না যাই— [নরেশের প্রস্থান।

অলকা। অমন করে চেয়ে কি ভাব্‌ছিস দামিনী দিদি—ছোড়্‌দার কথা? ও ঐ রকম কথা কইতে কইতে ওমনি ব্যস্—

দামিনী। তাই দেখ্‌ছি—

(ঠাকুর দাদার প্রবেশ)

অলকা। এই যে ঠাকুরদা যে, দামিনী দিদি, ঠাকুরদার কেমন চেহারা খানি হোয়েছে—দেখ্‌লেই যেন যাত্রার সেই বৃন্দে দূতীকে মনে পড়ে না ভাই?

ঠাকুরদাদা। আহা ঠিক্ অনুমান কোরেছিস ভাই ঠিক্ অনুমান কোরেছিস্ মনের কথাটা একেবারে টক্ করে ধোরে ফেলেছিস্ এ্যা—তাইত বলি নাত্‌নি—তোদের বালাই নিয়ে মরি হামাগুড়ি দে যৌবনটা আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধরি।

অলকা। তা' যা কর তা'কর ঠাকুরদা দেখো যেন আমাদের ধরো না।

ঠাকু। বালাই সে বরাৎ. কি ভাই—এযে শুক্‌না বটের ডাল, শুধু গাঝাড়ি আর হাওয়া খাই।

অলকা। ও তোমার ছড়া রাখো ঠাকুরদা আজ তোমার সেই টাকের গানটা গাইতেই হবে।

ঠাকু। তাই ত দিদি এই সকাল বেলায় গান—

অলকা। তোমার আর সকাল সন্ধ্যি কি ঠাকুরদা? তোমার ত এখন তিন কালই সমান।

ঠাকু। হ্যাঁ—তা' ঠিক বোলেচিস্ ভাই—তা ঠিক—কিন্তু ভাই তাহলে আমার ও' একটা রাখতে হবে মান।

অলকা। তোমার মান কবে না রেখেছি ঠাকুরদা?

ঠাকু। তাতো রেখেছিস ভাই—তাত রেখেছিস—তাও এমন কিছু না শুধু একটা কথার বায়না শুধু সেই কথাটী রাখা চাই—তার পরে যা ইচ্ছে তোমার কোরো ভাই—

অলকা। তা যদি হয়—তাহলে তো আমিও বেঁচে যাই—বেশ তা এখন কথাটা কি শুনি?

ঠাকু। —হ্যাঁ—[illegible]—তা কথাটা কি জানিস ভাই—ঐ একটু আগে যা—বোলেছিস দূতিগিরি—

অলকা। দূতিগিরি—তা বেশ—শেষে কি এই ব্যবসাই ধরলে নাকি ঠাকুরদা ?

ঠাকু। কি করি ভাই—এই তোদেরই জন্যে—

অলকা। কেন আমাদের অপরাধ ?

ঠাকু। কেন যদি বলিস ভাই তাহলে কিছু বোল্‌তে হয় শোন। মানুষের গোড়ার ইতিহাসে এ কাজের তেমন খাতির ছিল না—তখন যে যেমন সুবিধে পেত—পছন্দ সই মেয়ে হোলেই ঝুঁটী ধরে তাকে এনে ঘরে পুরতো তা নিয়ে উভয় পক্ষে হয়ত দুদিন একটু কাটাকাটি চল্‌ত তার পর আবার সব মিটে যেত।

অলকা। এ্যাঃ—ঝুঁটী ধরে এনে পুরতো—সেকি ঠাকুরদা ?

ঠাকু। কেন দিদি তুমি তো ইতিহাস পোড়েছ মনে করে দেখ ভুল বলিনি।

অলকা। হ্যাঁ—তখনকার—প্রিমিটিভ এজে কতকটা এই রকমই ছিল বটে।

ঠাকু। কেমন তো, আচ্ছা তারপর ক্রমে যখন পরিবার বর্গ বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌ল তখন বংশের কতকগুলি পরিবারে মিলে একটী একটী দলের সৃষ্টি কোরলে—তাই থেকে হোল কুলের সৃষ্টি আর যারা এই কুল বৃত্তান্ত সম্যক্‌ ভাবে জান্‌ত তাদের বলা হত ভাট—এদের দ্বারাই এ কাজটার প্রথম সূত্রপাত—তবে এর মধ্যে কবিদের আর্শ প্রয়োগের মত দু'চারটে যে তার ব্যতিক্রম না ঘটতো এমন নয়—যেমন হংস মুখে প্রেম বার্ত্তা বা যক্ষপুরে মেঘ-যাত্রা—

অলকা। ছাড়্‌ গেল যে ঠাকুর দাদা—আর মালিনী মাসী—

ঠাকু। আহা—হা—হা—ঠিক বোলেছিস্ ভাই বড় রসের খবরটাই বাদ্ গিয়েছে—যাক সে কথা—ও হোল বড় লোকের বড় কথা, সবারই হয় কি তা কিন্তু মোটের উপর যতদিন পর্য্যন্ত এই কুলের ছিল আটা আটী ততদিন এই ভাটদের হাতে ছিল এর জিয়ন কাটি সেই থেকে এখানকার ঘটক ঘটকিনী পর্য্যন্ত ধোরে এ কাজটা এ রকম ভাবেই চলে আস্ছিল—কিন্তু এখন যেমন সে কুলের বাঁধন ক্রমশঃ আল্গা মার্তে সুরু হোয়েছে তখন কাজেই আবার অন্য উপায় দেখ্তে হচ্ছে, এদের দ্বারা আর চোল্ছে না। এখন এই আমাদের মত টেকোমাথা ঠাকুর দাদাদেরই এ' কাজের ভার নিতে হোচ্ছে তা' দিদিমনিদের গায়ে হাত বুলিয়েই হোক্—আর টেকো মাথায় তবলার চাটি খেয়েই হোক্—একটা নূতন কিছু না কোর্লে আর চোল্ছে না ভাই এখন আসল কথা যা বোল্তে এসেছি দিদি তা' শোন—আজ এখুনি তোমায় দেখ্তে আস্বে অন্য বারের মত এবার আর কিছু করিস্নে ভাই। তোমার ও রসনাটী একদম সংযত কোরে শান্ত শিষ্টটি হোয়ে ঠিক যেন প্রতিমাখানির মত চুপটি কোরে বসে থাক্বে। এই কথাটী আমার রাখ্তে হবে বুঝ্লে কিনা—

অলকা। অর্থাৎ ঠিক যেন চালচিত্তিরটীর মত—কেমন ঠাকুরদা।

ঠাকু। রহস্য নয় ভাই বুড়'কে কথা দিয়েছ যখন—

অলকা। তা' নিশ্চয় রাখ্ব কিন্তু গানটা ?

ঠাকু। এই যে দিদি তার আর কি—এমন একটা আনন্দের কাজ এতে দুকদম নেচে গেয়ে নেব তার আর কথা আছে। আর ধর আমার হাত দিয়েই যদি লেগে যায়—সে কি কম আনন্দ—

অলকা। তবে আর কি—আয় দামিনী দিদি সুর দে ভাই—

(ঠাকুরদাদার গীত)

আমার এমন কোমল টাক্
হাত বুলিয়ে দেখ্‌নারে ভাই
যেন পদ্মফুলের ঝাঁক্
রসে ভরা রসের খনি তায় ভ্রমরার গুণ গুণানি—
কান পেতে শোন দিদি মনি
যেন ঠিক সত্যিকার মৌচাক্।
যেবা থাক যে বয়সে, চেয়ে দেখ কাছে এসে—
দেখ্‌লে পরেই মজ্‌বে রসে—
জান্‌বে কেমন রসের পাক—
হবে যেই রসিক সুজন এ' টাকের মর্ম্ম
বুঝ্‌বে সেজন—
জীবনে তার নব যৌবন যাবে না কভু ফাঁক্॥

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর—তানারা অস্‌তিছেন।

ঠাকু। তাই নাকিরে—যা—যা—কর্ত্তাবাবু ও বড় দাদাবাবুকে খবর দিগে যা—

বংশী। কর্ত্তাবাবুতো আপনাকেই জানাতে কলেন দাদাঠাকুর—

ঠাকু। ওঃ বুঝেছি আচ্ছা তুই যা আমি যাচ্ছি—দিদিমনি তাহলে ভাই তুমি এই কোচ্‌টার উপরে একটু খানি চুপ কোরে বোস তোমাদের চার চক্ষুর যোগাযোগটা করে দিলেই আমার ছুটি তখনকার দিনে ছাদ্‌না তলায় দু'জনের মাথায় কাপড় ঢেকে তবে ওটা হো'ত—এখন নব্য ভাবে এইটেই হোল সভ্য প্রথা—এই খানে যদি মন পড়ে বাঁধা

তবেই হাতে সুতো বাঁধা বুঝ্‌লে কিনা তা'হলে আমি যাই দিদি—তাদের নিয়ে আসি—কেমন ?

অলকা। যা হয় কর বাপু—বার বার কি যে জ্বালাতন কর জানিনে—

ঠাকু। জান্‌বে দিদি জান্‌বে যেমন ডুমুরের ফুল ফোটা কেউ কখন, ফুটতে দেখেনি কিন্তু ফুটলেই ডুমুর ও ফলে—লোকে বলে—এ বিয়ের ফুলও তেমনি আগে শুধু কানা কানি ফুটলে পরেই জানা জানি—যাই তাদের আনি গে—যা' বলেছি মনে থাকে যেন ভাই—

[ঠাকুরদাদার প্রস্থান।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। হ্যাঁলা অলকা—তবু সেই কাপড়খানা পড়েই রইলি—এত কোরে বল্লুম ওখানা বদ্‌লে—সেই—

অলকা। থাক্‌ ঢের হোয়েছে থাম বাপু—আগে আমি বদলাই তারপর—

মহা। ওমা—ঐ যে সব আস্‌ছেন আয় দামিনী !

অলকা। কেন দামিনী দিদি থাক্‌ না মা—

মহা। আহা কি যে বোলিস ও আইবুড়ো মেয়ে—তায় বিয়ের যুগ্‌গি—ওকেন তাদের সাম্‌নে বেরুতে যাবে না—

অলকা। হুঁ তাই কিনা—না—দামিনী দিদি আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী—ওকে দেখে পাছে নিজের মেয়েটী—

মহা। কি কথার ছিরি—যত বড় হচ্ছিস—আয় দামিনী—

[উভয়ের প্রস্থান।

অলকা। নাও যে কদিন আর জ্বালাতে পারো—দানপত্রটা একবার পাকা রেজেষ্টারী হোয়ে গেলে হয়—তার পর বুঝব—অজয়দা ঠিক মতলব দিয়েছে—ছিঃ আর দাদা বলা—দুজনে দুজনকে পছন্দ কোরে প্রাণ

সোঁপেছি এ free loveএর কাছে জোড় করে পায়ে বেড়ি দিয়ে দাসী করা—পোড়া কপাল—এ' কুসংস্কার আমরাই দূর করব নইলে এডুকেশনের কি ফল হোল।

(হরচন্দ্র, বর ও তার জনৈক বন্ধুর প্রবেশ)

হর। বোস বাবা বোস—তোমার বাবা ছিলেন—আমার বাল্য বন্ধু এ রকম যোগাযোগ হওয়া আমার পরম সৌভাগ্যের কথা এখন কেবল ভগবানের ইচ্ছায়—তোমার মন হোলেই আমি নিশ্চিন্ত হই—মেয়েটিকে আমার আজকালের মত লেখা পড়া গান বাজ্‌না সব তাতেই শিক্ষা দিতে একটুও ত্রুটি করিনি—

বন্ধু। আজ্ঞে সে খুব ভালই কোরেছেন—নইলে আজকালকার শিক্ষিত ছেলেদের সম্বন্ধে অবিচার করা হয়। কথায় বলে যোগ্যেন যো যোয়েত তা' শিক্ষা কতদূর হোয়েছে ?

ঠাকু। তা' বড় কম নয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল শেষের ধাপটি পেরুতে বাকি। আজকাল ঐ যে একটা কথা উঠেছে যে বিয়ে পাশ দিলেই বিয়ে তা' পাত্রির পক্ষেও সেদিকে দিদিমণি আমার সমান পাল্লা বজায় রেখেছেন।

বন্ধু। বটে বটে—তবে আরতো বল্‌বার কিছু নেই—

ঠাকু। না—তা' দিদিমণি আমার বল্‌বার কিছু রাখেন নি। এক কথায় যাকে বলে রূপে গুণে সরস্বতী।

বন্ধু। না পাত্রিটী সব দিক থেকেই উপযুক্ত বোলে মনে নিচ্ছে—

হর। তাই বল বাবা—তুমি হ'লে বাবাজীর বন্ধু তুমি বোল্লেও অনেকটা ভরসা পাই—আমার বড ইচ্ছে এইখানেই দেওয়া কেননা আমার বাল্য

বন্ধুর ছেলে আজ ওর পিতা বর্ত্তমান থাকলে আমি সম্পূর্ণ জোর কর্‌তেই পার্‌তুম।

বন্ধু। আজ্ঞে তাতো বটেই—তা' আপনি ভাবিত হবেন না। আমার বন্ধুরও অমত করবার মত বিশেষ কোন কারণ ঘোট্‌তে পারে বোলে ত আমার মনে হয় না, কেন না আমাদের উভয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব যেমন উভয়ের আদর্শও তেমনি একরূপ। সুতরাং আমার যখন সম্পূর্ণ মনোনীত হয়েছে—তখন আচ্ছা আমি না হয় ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরে এখুনি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। একথাটা একটু ত্বরা করাও প্রয়োজন ওর জননীর বিশেষ ইচ্ছে এই মাসেই যাতে হয় দেশে অনেকদিন যান নি সেখানে নূতন কোরে বাড়ী ঘর করা হোয়েছে পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে এই আশ্বিন মাসে পুজার সময় দেবী পক্ষে গৃহ প্রবেশ কর্‌বেন এই কল্পনা।

হর। তা এই মাসে আমারও তো দেবার বড়ই ইচ্ছে বাবাজী, আর ফেলে রাখবো না—তোমার কল্যাণে মতামত সম্বন্ধে যদি আজই জান্‌তে পাই তাহলে বড়ই—

বন্ধু। আজ্ঞে সেরকমই করা যাবে—এস অমর।

হর। ভবেশ এদের বৈঠকখানা ঘরে বসাও গে আমি এখুনি আস্‌ছি।

[বরের বন্ধুবর ও ভবেশের প্রস্থান।

ভট্‌চায তুমিও পেছু পেছু যাও হে—আমি মেয়েদের একটু জলযোগের ব্যবস্থা কোর্‌তে বোলে এখুনি আস্‌ছি। [হরচন্দ্রের প্রস্থান।

ঠাকু। হ্যাঁ—আমি ঠিক আছি—তুমি এস, দিদিমণি, আজ বড় মান রেখেছিস্ ভাই!

অলকা। হুঁ—কেমন ঠাকুরদা ঠিক একেবারে চালচিত্রীর কিনা—একেবারে nothing not কিছু নট্ট নড়নচড়ন তবে বাছাধন যখন আমার শিক্ষার বহর জান্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তখন বাছার কানের

রহস্যটাও জানবার জন্যে আমার হাতের আঙ্গুলগুলো শুড়শুড়িয়ে উঠেছিল ঠাকুরদা—আপশোষ রয়ে গেল দেখ্‌ছি সবতাতে পুরুষগুলোর দম্ভ না ভাঙ্গতে পারলে আর—

ঠাকু। রক্ষা করো ভাই—তার চাইতে এই আমার কানটাই আচ্ছা কোরে মোলে না হয় আপশোষটা মিটিয়ে নে দিদি - আর সেজন্য দুঃখই বা কেন দিদি—পুরুষের দম্ভ ভাঙ্গবার জন্যেই তো তোমাদের জন্ম নইলে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব কার চরণপদ্মে চক্ষু বুজে শবাকার—আহা—মহামায়া—দুর্গা দুর্গা—আসি দিদি—এখন তুমি বাড়ীর ভেতর যাও।

[ঠাকুরদাদার প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে চুপি চুপি অজয়ের প্রবেশ)

অজয়। Well my love ! what news ? বাঃ কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় আজ—Ah : Loveliness of a blooming flower what a beauty সত্যি ভাই এইবার বিয়ের ফুল ফুট্‌ছে এ'অধমকে আর কেন—এইবেলা মানে মানে বিদায় হওয়াই ভালো।

অলকা। আহা যাও—ফের যদি অমন কর—বলি কার কথায় আড়ষ্ট কাঠ হোয়ে এতক্ষণ যম যন্ত্রণা ভোগ করা হোচ্ছিল মহাশয়, নইলে কি আর ফের আমি—

অজয়। হ্যাঁ—কার কথায় কার কথায় ভাই অলকা বল না—(হস্ত ধারণ।)

অলকা। যাও—আর ন্যাকামি করতে হবে না—

(ঠেলিয়া দেওন ও অজয়ের পুনরায় হস্ত ধরতে যাওন ও এই অবস্থায় সহসা ঠাকুরদার প্রবেশ)

ঠাকু। কই হে ভাদুড়ী বড় সু খবর হে—(স্বগতঃ) তাইত—তাইত এ্যাঁ কি রকম—চোখের ভুল নয়তো।

অলকা। কি ঠাকুরদা—বাবাকে খুঁজ্‌ছো? তিনি এই ভিতরে গেলেন— অজয় দা, তাহলে গাড়ীখানা একবার আজ দেখে রেখো—সকারটা বোল্‌ছিল টায়ারটা নাকি ঠিক নেই। ও বেলায় বায়োস্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা মেজবৌদি বোলেছেন—

অজয়। হ্যাঁ—আমি এই যাবার সময় দেখে যাচ্ছি।

অলকা। যাই বাবাকে আমি ডেকে দিচ্ছি ঠাকুরদা [উভয়ের প্রস্থান।

ঠাকু। হু অমনি সবাই যাই যাই—কিন্তু আমি কি দেখ্‌লুম ছাই। তেষট্টি বছরের মধ্যে কখনো ত চক্ষে চশমা ঠেকাইনি। চোখের দোষ দিই কি করে—বাবা—সেদিন সেই যে মোটরের কথায় শেষ উড়িয়েই না দেয় গাড়ী বোলেছিলাম বলি তা' কালের গুণে বুড়ো বেটাদের কি বাক্ সিদ্ধি হোলরে বাবা? কিন্তু এ তো ওগরাবারও জো নেই—ফোকান্না-বারও জো নেই—তায় বুড়ো যেরকম মেয়ে অন্ত প্রাণ—যা' করেন ভগবান—এরা যখন পছন্দ কোরেছে তখন যেমন কোরে হোক্ এবার বিয়েটা দিয়ে ফেলা চাই-ই আর কিছুতেই—

(হরচন্দ্রের প্রবেশ)

হর। কি হল ভটচায্—কি হলো—কথা দিলে?

ঠাকু। এঁ্যা—এঁ্যা—কি বোলছিলাম্। হ্যাঁ এরাতো রাজী হোয়েছে।

হর। রাজী হোয়েছে—দুর্গা দুর্গা—যাক্ বাঁচা গেল। কিন্তু তবে অমন ঢোক গিলে কথাটা বল্‌লে কেন বল দেখি?

ঠাকু। (স্ব) গলায় যা বিষম লেগেছেরে বাবা করি কি? (প্রকাশ্যে) না বল্‌ছিলাম কি জানো ভেবে দেখছি ওরা যখন রাজী হোয়েছে তখন আর একটুও দেরী করা নয়, এই সামনের লগ্নেই লাগিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি?

হরে। হ্যা—হ্যা—সে আর বোল্‌তে কথাতেই বলে শুভস্য শীঘ্রং তা' চল এইবার ওদের একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেওয়া যাক্ আর কথাটাও একেবারে পাকাপাকি করে ফেলা যাক্।

ঠাকু। হ্যা চল—(স্বগতঃ) করাবে ত মুখ মিষ্টি কিন্তু এ'ধারে যে বিষম শনির দৃষ্টিরে বাপ---ঘরে পোষা কাল সাপ--- [উভয়ের প্রস্থান।

(অন্যদিকে গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। তাইত এ রকমখানা কি—ভোজ বাজী নাকি ? কই কানে মন্তর দেওয়ার তো কোন ফলই ফোল্ল না দেখছি—অলকাটাও অন্যবারের চাইতে দিব্য শান্তশিষ্টটী হ'য়ে কাজটা সার্‌লে—আর আর বার কত আরো হাঙ্গামা করে এবারে একদম একটা কথাও না। দশহাজার টাকা বটে ! আচ্ছা এ'গণেশশর্ম্মাও বড় কেউকেটা না এর শোধ তুলবই তুলব দেখি কতদূর গড়ায়। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দরদালান

নরেশ আহারে প্রবৃত্ত—সুরমা সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতেছে।

নরেশ। আচ্ছা তুমি কি বোলে উঠে এলে বল দেখি—ডাক্তার না তোমায় একেবারে উঠাউঠি কর্‌তে বারণ কোরেছে।

সুরমা। ডাক্তার তো এক রকম জবাবই দিয়ে গিয়েছে শুন্‌তে পাই তখন আর ও মিথ্যে ভয় করে কি হবে ?

নরেশ। ডাক্তার অমন কত কি বলে, ওসব শুন না—তুমি নিশ্চয় সেরে উঠবে দেখো আমার কথা—

সুরমা। ও বাজে আশা ছেড়ে দাও—এখন আমি একটা কথা বলি শোন।

নরেশ। না তুমি যদি না বাঁচ তা'হলে এ'সংসারে আমার আর কোন কথা শোন্‌বার আছে বোলে মনে হয় না। যাক্—

সুরমা। না—লক্ষ্মিটী শোন—ডাক্তারেরা এতদিন ধরে নাড়াচাড়া কোরে কি না বুঝে আর অত বড় কথাটা বোলেছে আমি বাঁচবো না এ ঠিক—তা দেখো মা তো বুড়ো হয়ে পড়েছেন তিনি আর ক'দিন, তাই বোলছি তুমি বরং আর একটী বিয়ে করো' তা'হলে আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে মর্‌বো নইলে আমার খোকাকে কে দেখবে ?

নরেশ। সুরমা—

সুরমা। রাগ কোরো না—ভাল করে ভেবে দেখ আর আমি জেনেছি মারও তাই ইচ্ছে, আর সে ইচ্ছে কিছু অন্যায়ও নয়।

নরেশ। সুরমা—ন্যায় অন্যায়ের বিচার তো পরে—শুধু তোমার মুখ থেকে এ'কথা শুনে উপস্থিত আমার প্রাণে যা' কষ্ট হচ্ছে—তা যদি তুমি বুঝতে—শুধু খোকার ভাবনাই ভাবছ—আর কিছু নয়—বেশ তা'হলে জেন তুমি অবর্ত্তমানে খোকাকে দেখবার আমার চাইতে জগতে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই—যদি এই জান্‌লেই নিশ্চিন্ত হও তাহলে এই টুকু শুনেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার। কখনও তোমার মুখ থেকে ও কথা যেন আর না শুনি।

সুরমা। রাগ কোর্‌লে ?

নরেশ। রাগ নয় সুরমা—তুমি কি বোলে এ'কথা বোল্লে ?

সুরমা। ওগো বড় কষ্টে বোলেছি—নইলে আর কিছু নয়—জিজ্ঞাসা কোর্‌ছ—ওঃ সে কথা যে জানাবার নয়—থাক্ তবে আর কখনও বলব না।

(কমলার প্রবেশ)

নরেশ। না কখন না—

কমলা। ওমা একি এঁ্যাঃ বলি ছোট বউ তোকে কে বাতাস করে তার ঠিক্ নেই তুই এসেছিস্ এখানে পাখা নাড়তে ?

নরেশ। হঁ্যা—দেখ না একবার রকমখানা।

কমলা। কে জানে ভাই তোমাদের রকম তোমরাই জানো—তুমিই বা কোন্ বারণ কোরেছ ? দিব্যি ত দেখ্‌ছি বসে বসে বেশ বাতাসই খাচ্ছ

নরেশ। ব্যাস্ শুধু ঐ অবধি—আর কিছু নয় বৌদি—বোল্লে না যে জানি তোমরা পুরুষ মানুষ এই রকমই আত্মসুখী, স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি তা নয় অতঃপর শুধু এইখানেই শেষ।

কমলা। ঠাট্টা নয়—তুমি তা নও জানি বোলেই তাইতো আরো বোল্লুম—ছোট বউ—ওঠ্ ভাই—নে আমার হাত ধর্ এখুনি যদি মা এসে দেখেন তা হলে আর রক্ষে থাক্‌বে না। আর সে তালটা আগেই আমার ঘাড়ে পড়বে তাতো জানিস্ ?

নরেশ। সে কথা কিন্তু ঠিক্—কেন আর মিথ্যে মিথ্যে বড় বৌদিকে গাল খাওয়াও।

সুরমা। না দিদি আমি উঠ্‌ছি—

কমলা। হঁ্যা—তাই চল্—ঠাকুর পো তো এখুনি খেয়ে ঘরে যাবে, তার পর আজ আবার দেশে যাবার কথা আছে যত পারিস্ পেট ভোরে হাওয়া খাইয়ে পাঠাস্—ঠাকুর পো—একটু বসে খাও ভাই দই মিষ্টিটা নিয়ে আস্‌ছি— [কমলা ও সুরমার প্রস্থান।

নরেশ। বড় বৌদি না থাক্‌লে আমি কি সুরমাকে ফেলে একদিনও কোথাও নড়্‌তে পার্‌তাম, ভাগ্যিস এরা গিয়াছে—ঐ যে মা আস্‌ছেন—এখুনি হোয়েছিল আর কি ?—

(মহামায়া ও দামিনীর প্রবেশ)

মহামায়া। দেখ্‌লে যা ভেবেছি তাই। হুঁ—তিনি হলেন বড় ঘরের বড় বউ বড় গিন্নি—তিনি আবার আমার কথা মত চোল্‌বেন—এত কোরে বোল্লাম ছেলেটা একলা বসে খাচ্ছে—কি চাই টাই একবার দেখ্‌তে ব্যস্—কোথায় বা কে ? আর আমি যদি না বোলতুম ও দেখ্‌তে ঠিক্ এতক্ষণ এসে এখানে হাজির হোতেন—এ যে আমি বোলেছি কিনা—

নরেশ। না মা বড় বৌদি এই মাত্র এখানে এসেছিলেন—আমার জন্যে দই মিষ্টি আন্‌তে গেছেন।

মহামায়া। দেখলে ত দেখ—তাকে এ গিন্নিপনা কে কোর্‌তে বোলেছে ? আর আমি যে বামুনকে না দিয়ে নিজে ডিমের বড়াগুলো ভাজ্‌ছিলাম তুই খেতে ভাল বাসিস বলে সে কি তাঁর জন্যে—আমি বুঝি আর দই মিষ্টি দিতে জানি না।—

নরেশ। না মা খাওয়া আমার এক রকম হোয়ে গিয়েছে কিনা—তাই দেখেই বোধ হয় গিয়েছেন।

মহামায়া। হ্যাঁরে হ্যা—তোরা ওই রকমই সব বুঝিস্ তায় আবার তুমি—বড় বৌদির নামে কিছু তোমার কাছে বল্‌বার জো আছে। দামিনী তুই একটু বাতাস কর্‌ত বাছা—ততক্ষণ—যে গরম—আমি বড়া ক'খানা নিয়ে আসি।

নরেশ। না—না—মা—আর আন্‌তে হবে না—ক'দিন যে গরম পড়েছে ওসব আর খাবো না, তার চেয়ে বরং দইই ভাল—পেট্‌টা ঠাণ্ডা থাক্‌বে—আবার তো এই গরমে এখুনি যেতে হবে।

মহামায়া। তবে থাক্ বাপু—মিথ্যে আমার করাই সার—তোমার বড় বৌদির মানই বজায় থাক্—

নরেশ। ছিঃ মা কি যে বলো—তোমার চাইতে আবার আর কারু মান!

মহামায়া। পোড়া কপাল, আমার আবার মান্।

নরেশ। থাক্ থাক্ আর বাতাস কোরতে হবে না—হ্যাঁ মা কেবল নিজের মেয়েরই বিয়ের চেষ্টা দেখছ। সেই সঙ্গে সইমার মেয়েটীরও একটা ঠিক কর। তিনিই তো তোমারি উপর ভার দিয়ে গিয়েছেন।

মহামায়া। সে আর তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না গো। সে জ্ঞান আমার খুবই আছে—মনে মনে একটা ঠিক দিয়েও রেখেছি। নইলে কি আর ওমনি চুপ করে আছি—তা কথাটা—যখন পাড়লি—তা দেখ্ তোকে একটা কথা অনেক দিন থেকে বোল্‌ব বোল্‌ব মনে কোরছি—কিন্তু— [দামিনীর ধীরে ধীরে প্রস্থান।

নরেশ। আমাকে? কি কথা মা?—

মহামায়া। দেখেছ আচে আচে বুঝে লজ্জায় ওমনি সরেছে—কি বুদ্ধিমতী মেয়ে! রূপে গুণে বুদ্ধিতে কি কাজ কর্ম্মে যাতে বল অমন মেয়ে—কি পাওয়া যায়? আবার কি মিষ্টি গান—আহা—

নরেশ। সে দিন অলকাকে বোধ হয় শেখাচ্ছিল, শুন্‌লুম বেশ মিষ্টি গলা!

মহামায়া। কেমন শুনেছিস তো আমার তো ওর গান শোনা এস্তক আর কারুর গান কানেই লাগে না। অবিশ্যি তুই খুব চমৎকার গাস্—তা' তোরা হলি পুরুষ মানুষ কত শিখেছিস্ কিন্তু এ' নাশিখেও এমন আহা—তা ভাখ্ বোল্‌ছিলাম—কি—বল্‌তে আমারও কি কম কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু না বোলেই বা করি কি—সংসার এমনি যায়গা এক চোখে কাঁদ্‌তে হয়—আবার সে চোখ মুছে—অন্যের পানে চেয়ে সব ভুল্‌তে হয়।

নরেশ। এসব কি বোল্‌ছ মা?

মহামায়া। ভাখ্ বাবা কিছু মনে করিস্‌নে ডাক্তাররা যে রকম বোল্‌ছে

তাতে আর বৌমার কোন বাঁচবার আশা দেখ্‌ছিনে তাই বোল্‌-ছিলাম একটা ক্ষুদ কুড়ো যখন হোয়েছে—ওটার মুখ চেয়েও তো তোর যা হয় একটা করা উচিত।

নরেশ। তুমি এ'সব কি বোল্‌ছ মা—যা হয়—মানে—

মহামায়া। তাই বোল্‌ছি বাবা হাতের মধ্যে এমন ভাল মেয়ে রয়েছে ওর মার কাছে প্রতিশ্রুতও আছি বয়েসও হল কবে চক্ষু উলটুব তার ঠিক নেই আমাকেও এদায় থাক্‌তে মুক্তি দিস্‌—তোরও সংসারের একটা স্থিতি হয়—আর সংসারের মধ্যে ওই একটী—আমি যদি আজ—চলে যাই—কে ওকে দেখ্‌বে বল্‌ দেখি?—ভাব্‌ছিস—ভাই বউরা—হায় মনেও ভাবিস্‌নে—দাদেয়ঞ্জীর আবার মায়া ঐ যা একটু করা করি দেখিস এই যতক্ষণ আমরা আছি—ততক্ষণ—কিন্তু সে সতীন পো হলেও তবু বাধ্য হয়ে—দেখ্‌তে হবে—তোরা পুরুষ মানুষ ওসব বুঝিস্‌নে—

নরেশ। মা আশ্চর্য্য—ছোট বউ এখনও বেঁচে—আর তবু অম্লান বদনে তুমি একথা বোল্‌তে পার্‌লে? কি আর বোল্‌ব—তুমি মা—তোমায় বেশী কিছু আর বোল্‌তে চাই নে—একটু আগে ছোট বোর মুখ থেকেও এই কথা শুন্‌লুম—তাকেও যা বোলেছি—তোমাকেও তাই বোল্‌ছি—ভগবানের ইচ্ছায় সত্যি যদি তাই ঘটে—তা'হলে আমি ছাড়া খোকাকে দেখ্‌বার আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হবে না। এইরূপই আমার স্থির বিশ্বাস—তোমায় মিনতি কোরে বলছি আর যেন কখন এ'কথা আমায় শুন্‌তে না হয়।

(বামুনঠাকুরের প্রবেশ)

বামুন। এই বড় বৌদি মিষ্টি আর দই পাঠিয়ে দিলেন—খোকাবাবু বড় কাঁদাকাটা কোরছেন তাই নিজে আস্‌তে পার্‌লেন না। বল্লেন

মা বোধ হয় এতক্ষণ ছোট বাবুর কাছে গিয়েছেন। তুমি এটা দিয়ে এস।

মহামায়া। দেখ্‌লে রকম খানা আমি আছি—আর আসে।

[(নেপথ্যে) রামলাল—কইকো নেহি ভিতর মে ঘুস্‌নে দেও। এই আরে কাহে বখেড়া বানাতে হো নেহি হুকুম হ্যায়—যাও—দোহাই দাড়োয়ান সাহেব একবার ছোট বাবুর সাথে দেখা করবো ছাড়ি দাও। নেহি নেহি ভাগো—]

নরেশ। একি! কিসের এ' গোলমাল, ঠাকুর, কিছু জানো?

বামুন। আজ্ঞে শুন্‌ছিলাম—দেশ হতে নাকি ক'ঘর প্রজা এসেছে দেখা কোর্‌তে, তা' মেজ বাবু তাদের বাড়ী ঢুক্‌তে দেননি সেইজন্যে তারা এ চেঁচামিচি করছে।

নরেশ। প্রজারা এসেছে, কি ব্যাপার! ভেতরে আস্‌তে না দেবারই বা কারণ কি! আমি উঠ্‌লাম মা দেখি কি!

মহামায়া। ওমা—সে কিরে প্রজারা এসেছে এসেছে তাকি হোয়েছে—তাই বোলে—খেতে খেতে উঠ্‌বি কেন?

নরেশ। খাওয়া তো হয়েছে মা—আচ্ছা এই দই টুকু খেলাম।

মহামায়া। আর ও মিষ্টি দুটো খেয়ে ফ্যাল্‌ বাবা—

নরেশ। না মা—আর না—আমি দেখি কি ব্যাপার?—

[নরেশের প্রস্থান।

মহামায়া। আচ্ছা পাগ্‌লা ছেলে—একটা কিছু শুনেছে কি এমনি ছুটেছে—কপাল খানা—সময় বুঝে কথাটা পাড়লুম—তাও আর হ'ল না একদিনে আর কানে কথা নিবে। হ্যাঁ ঠাকুর এরা কেন এসেছে তা কি কিছু শুনেছ?

বামুন। আজ্ঞে বংশী বল্‌ছিল তাদের নামে নাকি নালিশ রুজু হ'য়েছে—তাই তারা কর্ত্তাবাবুর কাছে দরবার কর্ত্তে এসেছে।

মহা। তবেই ত—যে পাগ্‌লা ছেলে—আবার না একটা কিছু কাণ্ড ঘটিয়ে বসে—যাই আবার দেখি—

[মহামায়ার প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে দামিনীর হাত ধরিয়া সৌদামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। হ্যাঁ—কে মেজ বৌদি?

সৌদামিনী। কিলো—দিন দুপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপন দেখছিস্ নাকি? চম্‌কে উঠ্‌লি যে—

দামিনী। না ভাই তুমি যে হঠাৎ—

সৌদামিনী। আড়ি পাতার উপর আবার আড়ি পাতা আছে লো যেমন চোরের উপর বাটপারি, বলি দরজার আড়ে অমন হরিণের মতন দু'কান উর্দ্ধ করে কি শোনা হচ্ছিল?—

দামিনী। না ভাই মেজ বৌদি—আমি—আমিতো এই শুধু—

সৌদামিনী। হ্যাঁগো—এই তুমি—তুমিইত' শুধু কান পেতে পান কোরছিলে মধু—

দামিনী। আহা মেজ বৌদির কি যে কথা—

সৌদামিনী। হুঁ—মনের কথালো মনের কথা—আবার কি কথা—এখন চল্—এখানে দাঁড়িয়ে হবে না—সে কথা—আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বৈঠকখানা বাটী সম্মুখস্থ উঠান

গণেশ ও নরেশ

গণেশ। নরেশ তোমায় বারণ কোরছি তুমি এদের সাম্‌নে যেও না—বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবে একবার যা' কর্‌বার তা' কোরেছ—কিন্তু আর না—বাবা যখন এবারে কাগজে কলমে লেখাপড়া কোরে আমারই উপর সম্পূর্ণ দেখবার ভার দিয়েছেন—তখন এ' সম্বন্ধে আমি যা' ভাল বুঝব তাই কর্‌ব। এতে আর কারুরই মতামত চল্‌বে না। এমন কি বাবারও না।

নরেশ। বাবার ও না ?

গণেশ। না—সেই জন্যেই মার অভিমতে লেখাপড়া করিয়ে নিয়ে তবে এ' কাজে এবারে হাত দিয়েছি। বার্দ্ধক্যে নিজের অক্ষমতা বোধে বাবাও স্বইচ্ছায় এ' অধিকার আমায় দিয়েছেন।

নরেশ। বেশ—বাবা যা কোরেছেন তার উপর কারুর কিছু বল্‌বার নেই, আর কারুর অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ কোর্‌তেও আমি আসিনি—আমি এসেছি শুধু ওদের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে।

গণেশ। তা—সে দেখা করা করি এখন হবে না—আর এ বাড়ীতেও নয়।

নরেশ। তা'হলে সে হুকুমের অর্থও আমার জানা উচিত—কারণ এখন ত আমি আর সে ছেলে মানুষটী নই।

গণেশ। বয়সে না হলেও কার্য্যতে নিশ্চয়! সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ কোরেছি—নইলে কথনও এমন ভাবে আমার মুখের উপর জবাব কোরতে না।

নরেশ। কি ছেলে মানুষী করা হোয়েছে? প্রজাদের এবারকার খাজানা মকুব করা—এইত—তা তোমাদের কাছে সেটা ছেলে মানুষী ঠেক্‌তে পারে। কিন্তু আমার জ্ঞানে তা বলে না—এ সম্বন্ধে সেদিন বাবার সঙ্গেও যথেষ্ট বাক্‌ বিতণ্ডা হোয়ে গিয়েছে—আর তার পুনরাবৃত্তি কর্‌তে চাইনে, উপস্থিত আমারই জন্য যখন ওরা বিপদগ্রস্থ হোয়েছে তখন ওদের সঙ্গে দেখা কোরে আমারই তার বিহিত কর্‌তে হবে। বিষয় দেখার সম্বন্ধে আপনার absolute right থাক্‌তে পারে—কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর সে অধিকার নেই।

গণেশ। নিশ্চয় আছে—

নরেশ। নিশ্চয় নেই—

গণেশ। তা' হলে কি তুমি বোল্‌তে চাও তুমি আমার ভাই নও! তুমি এ বাড়ীর কেউ নও। সংসারের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি আমাদের শত্রু।

নরেশ। আশ্চর্য্য মেজদা কি এসব বোলছেন। না থাক্‌—আমি আর আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। এই রামলাল কেওয়াড়ী খোল্‌ দেও।

গণেশ। খবরদার রামলাল ম্যাৎ খোল্‌না—

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। দেখো—যা' ভেবেছি তাই—হ্যাঁরে কি হোয়েছে—কি হোয়েছে?

নরেশ। মেজদা আপনি কি ঠাউরেছেন?

গণেশ। দেখ মা—একবার চোখ রাঙ্গিয়ে বল্‌বার ভঙ্গিমাটা দেখ।

মহা। বলি হ্যারে—কি হয়েছে বল না?

গণেশ। হয়েছে আর কি—বাবু নবাবী মেজাজে প্রজাদের খাজানা মকুবের হুকুম দিয়ে এসেছিলেন—আমি তা না মঞ্জুর কোরে তাদের নামে নালিশ রুজু করে দিয়েছি। নইলে সাম্‌নে এই দু'দিন বাদে কলেক্টরীতে টাকা দাখিল না কোরতে পার্‌লে বিষয় লাটে উঠ্‌বে। এ' না কোরলে টাকা আস্‌বে কোথা থেকে। আমার উপর যখন ভার দেওয়া হয়েছে তখন আমি যা' ভাল বুঝব তাইত করব।

মহা। তা' বেশত'—বাবা নরেশ তুই বা কেন আর এ' সব নিয়ে মাথা গরম করিস্‌? তুইত আর ওসব দেখ্‌ছিস্‌নে, এখন ও যা' ভাল বুঝে তাই করুক না। তুই তোর দায়িত্ব থেকে খালাস।

নরেশ। মাথা গরম আমি করিনি মা—মাথা গরম উনিই কোরেছেন। উনি যা' ভার নিয়েছেন সে সম্বন্ধে উনি যা ভাল বোঝেন করুন গে—তা নিয়ে তো আমি কিছু বল্‌তে আসিনি।

[নেপথ্যে—"দোহাই দাড়োয়ান সাহেব একটী বার দেখা করতে দাও।" ("আরে নেহি হোগা ভাগো—"]

মহা। হ্যাঁরে বাইরে এসব চেঁচামেচি কিসের?

গণেশ। কিসের তবে শোন, প্রজাদের নামে নালিশ হোয়েছে—তাই এখন ওরা মতলব কোরে এসেছে যে ছোট বাবু যে ওদের খাজানা মকুবের হুকুম দিয়েছিলেন—এখন পাঁচ জনের সাম্‌নে সেইটে ছোট বাবুর মুখ থেকে কবুল করিয়ে নিতে তাহলে ওরা মকর্দ্দমার সময় বোল্‌তে পারবে যে একে এবার হাজা শুকোর সময় তাতে ঐ হুকুম অনুযায়ী খাজানার টাকার জন্যে তারা কোন যোগাড় যন্ত্রও করেনি—এখন তারা হঠাৎ কি ক'রে দ্যায়, এখন এ কথা শুনলে ও প্রমান হ'লে তখন জজ প্রজাদের দিকে চাইবে বই আমাদের দিকে চাইবে না; সেই জন্যে তাদের সঙ্গে এখন দেখা কোরতে বারন কোরেছি এইতে ওর রাগ।

মহা। হ্যাঁরে তা—ওত কোন মন্দ কথা বলেনি, এখন না হয় নাই দেখা কল্লি বাপু।

নরেশ। তা' কি করে হয় মা! এদিক থেকে দায়িত্ব খালাস হলেও—তাদের কাছে যে আমি দায়িত্বে বদ্ধ মা, তারা তো আমার কথাতেই এ' বিপদ গ্রস্থ হোয়েছে—

গণেশ। শুনলে তো মা—শোন জমীদারের ছেলের বিষয়-বুদ্ধিখানা দেখ একবার।

(হরচন্দ্র ও ঠাকুর দাদার প্রবেশ)

হরচন্দ্র। সত্যিই কি রকম বুদ্ধিখানাই বটে—আমি পাশের ঘর থেকে এতক্ষণ সব কথাই শুন্‌ছি—যাক্ সেদিন ওই কথা নিয়ে অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে—আমি আর কোন কথার মধ্যে থাকৃতে চাইনে স্থিরই করেছি। তবে যতক্ষণ বেঁচে আছি একেবারে কথা না কইলেও চলে না। তা তুমি বাপু নিজে কিছু দেখ্‌বে শুন্‌বে না—অথচ নিজের খেয়ালের বশে সকলকে বিপদ গ্রস্থ কোর্‌বে। কেবল তাদের বিপদটাই দেখ্‌ছ আমাদের বিপদটা বুঝি আর বিপদ নয়—আশ্চর্য্য! জমীদারের ছেলে হয়ে এমন বৈষয়িক বুদ্ধি না থাকা—এ' তোমাতেই দেখ্‌ছি—

নরেশ। কিন্তু জমীদারের ছেলের পক্ষে এইরূপ বিষয় বুদ্ধি থাকাটাই যদি বুদ্ধির হিসাবে পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়—তা'হলে ভগবানকে ধন্যবাদ তিনি আমায় তা না দিয়ে ভালই কোরেছেন বোধ হয়।

হরচন্দ্র। তা ঠিক—না দেখ্‌ছি ওর সঙ্গে আর কথা চলে না—গণেশ তোমায় ওসব ছেড়ে দেওয়াই হোয়েছে, তুমি যা' ভাল বোঝ তাই কর ওকে আর কিছুর মধ্যে টেন না।

গণেশ। কিন্তু তা' কি করে হয় বাবা—আমি এখন ওকে প্রজাদের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে স্মরণ করেছি উনি তবু জোর করে তাই কোর্‌তে চান—তা উনি ত একজন—যে সে বাইরের লোক নন—আপনারই পুত্র—এতদিন উনি বিষয় দেখ্‌ছিলেন তাও সকলে জানে—এখন উনি যদি এরকম বিরুদ্ধাচরণ করেন—তাহলে সেক্ষেত্রে কি করে কি করা যায় বলুন।

হরচন্দ্র। তাইতো ভট্‌চায্‌—এ ত বিষম বিপত্তি দেখ্‌ছি হে—ছাড়বারও জো নেই রাখবারও জো নেই আর যত ছাই মনে কর্‌ছি আমি আর এর মধ্যে থাক্‌ব না তত কিনা আমাকেই এরা এর মধ্যেই টেনে এনে ফেলে।

ঠাকু। কি জান ভাতুড়ী থাক্‌লে কি হয় গাড়ীজুড়ি—নিজের হাতে না রাখ্‌লে রাস্‌—মিছেই কাটা ঘোড়ার ঘাস সে ঘোড়া শুধু খায় দায় চাট্‌ ছাড়ে, আর গাড়ী টান্‌তে গেলেই ফ্যালায় নিয়ে গিয়ে পগাড় পাড়ে—

(হারান ও মনোহরের প্রবেশ)

হর। হুঁ—

মনো। মেজবাবু আমায় ডেকেছেন ?

গণেশ। হ্যাঁ এদিকে আবার এক কাণ্ড শুনুন বাবা। জানি না এতেও ছোটবাবুর কিছু যোগাযোগ আছে কিনা—কিন্তু এইটুকু বিশ্বস্তসূত্রে জান্‌তে পেরেছি যে নায়েব মশায়েরই প্ররোচনায় প্রজারা এখানে এসে হাজির হোয়েছে, আর আপনার কথামত হিসেব দেখ্‌তে গিয়ে দেখি খাজানার টাকার আদায় জমা প্রায় ৫০০০ হাজার—আর খরচ দেখানো হোয়েছে—জঙ্গল কাটানো, পড়োজমি, পুষ্করিণী সংস্কার—পথ তৈয়ারী ইত্যাদি খরচ বাবদ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা বাকী তিনহাজার টাকার কোন হিসেব নিকেশ নেই—বোধ হয় কি বাবদে সেটা পুরণ করা

হবে সেটা ভেবে চিন্তে ঠিক দেবার অবসর পাননি। দুদশ টাকা হ'লে কোন কথা ছিল না কিন্তু রাতারাতি এমন পুকুর চুরি হোলে—

মনো। চুরি—

হর। না—না—সে কি কথা—একি সম্ভব—মনহর ?

মন। আজ্ঞে সম্ভব কি অসম্ভব—হুজুরই তা বিবেচনা করে দেখুন—এতটুকু বেলা থেকে এসে এই সংসারে চুল পাকালাম আজীবন প্রাণপণ করে এই সংসারে খেটেছি—এত বড় অপবাদ যদি তারি পুরস্কার হয়, তাহলে এসম্বন্ধে নিজের সাফাইয়ের জন্য কিছু বোল্‌তে নিজকে ঘৃণা বোধ হয়। হুজুর মাপ কোর্‌বেন।

গণেশ। চমৎকার—তা'হলে এরকম হিসেবের মানে কি ?

মন। মেজবাবু—আমি না হয় গরীব—পেটের দায়ে আপনার সংসারে খাটতে এসেছি—সংসারে আমার মত লোকের আজীবন বিশ্বস্ততার মূল্য অতি সামান্য—সুতরাং ধর্‌তে হবে আমার দ্বারা সকলই সম্ভব। কিন্তু ছোটবাবু ত আর তা' নন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন এ'রকম হিসেবের মানে কি ?

নরেশ। চুপ্ করুন নায়েব মহাশয়—এসংসারে ছোটবাবুই চোর—সে তা' নিজেই স্বীকার কোরছে আপনি যা কিছু কোরেছেন সে আমারই কথামত। আপনার দায়িত্ব কিসের ?

গণেশ। শুন্‌ছেন বাবা—কেমন মজার ব্যাপার ! কোন মীমাংসা করবারও উপায় নেই।

নরেশ। উপায় নেই কেন ? যদি চুরি বলেই সপ্রমাণ হয় তা'হলে বিচারে যথাবিহিত সাজা দ্বারা তার চূড়ান্ত মীমাংসা হবারই বা বাধা কি ?

গণেশ। তা' বিষয় সম্পত্তি ছেলেখেলার জিনিষ নয়, আর এ'কাজ কোরে বুক ফুলিয়ে গৌরব করবারও কিছু নেই—সত্যি বলে জানতে পারলে আজ আমার নিজের ছেলে হোলেও তাকেও আমি উপযুক্ত শাস্তি দিতে

একদণ্ডও পশ্চাৎপদ হোতুম না। কিন্তু শুনুন নায়েব মহাশয়—ছোট-বাবু যাই কেন বলুন না আপনার বিপক্ষে আমি আরও এত প্রমাণ পেয়েছি যাতে করে আপনাকে এ পদে আর বাহাল রাখতে আমি একদণ্ডও প্রস্তুত নই। আমি আজই আপনাকে জবাব দিলাম। আপনার স্থানে আজ থেকে এই হারান বহাল হোল।

মন। জবাব দিন্ তা'তে দুঃখ নেই—কিন্তু দোহাই মেজবাবু অবিচার কোর্‌বেন না—অপরাধ যথার্থ প্রমান না কোরে শুধু শুধু মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এ গরীবের সর্ব্বনাশ করবেন না। আজও চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌ছে—পৃথিবীতে আজও ধর্ম্ম শূন্য হয়নি—এতবড় অন্যায় আপনারও সইবে না—এই সংসারের জন্য জীবনপাত কোরেছি—আবার এই সংসারের অন্নেই জীবনধারণ কোরেছি—এ সংসারের মমতাও কখন এ জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না—তাই বড় দুঃখে বোলছি দোহাই—অবিচার কোর্‌বেন না—অবিচার কোর্‌বেন না।

গণেশ। হুঁ—বাঃ—ছোটবাবুর সঙ্গে থেকে বেশ বক্তিমে দিতে শিখেছেন দেখছি? কিন্তু ও ছাই দিয়ে মাচ ঢাকা এখানে চোলবে না। বুঝেচেন—মানে মানে সোরে পড়ুন—প্রমাণ দেখাতে গেলে যেটুকু মান এখনও আছে—সেটুকুও থাক্‌বে না।

মন। না—এমন ভিক্ষা দেওয়া মান আমি বিষ্ঠা সমান জ্ঞান করি। বলুন কি প্রমাণ দিতে চান—এই দণ্ডে বলুন নইলে শুনুন মেজবাবু—যদি আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হই—যদি আমার ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম হ'য়ে থাকে—তাহলে এই পৈতে হাতে কোরে উপরে ঐ সূর্য্যদেবকে সাক্ষী কোরে বোলছি—

ঠাকুর। হাঃ—হাঃ—হাঃ—একি—কর কি কর কি—মনহর—এই কি তোমার এ সংসারের উপর মমতার পরিচয়—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

মন। এ্যা এ্যা তাইত তাইত ভটচার্য্যি মশায়—সত্যই তো একমুহূর্ত্তে

একেবারে ছিঃ ছিঃ হোয়ে গেলাম—ধীক্—ধীক্—মানুষের অদৃষ্টকে ধীক্—মানুষের আত্মসম্মান জ্ঞানের দম্ভকে ধীক্—ধীক্—মানুষের এই রোশ বশীভূত আত্মাকে আর তার উপরে সব চেউতে ধীক্ পরান্ন-জীবি জীবনের মমতাকে। না ভটচার্য্য মশায়, বজ্রাঘাত তুল্য যত বড়ই ভীষণ আঘাত হোক না কেন তাও সহ্য কোর্‌ব তবু মুখ ফুটে আর একটা কথাও বোলবো না। মেজবাবু যত বড় লাঞ্ছনার গুরুভার আজ এই বৃদ্ধের মস্তকে দিয়ে আপনার সন্তোষ বোধ হয়—তাই দিন—এ বৃদ্ধ আজ তাই মাথা পেতে নিয়ে নীরবে বিদায় নিচ্ছে। এ হতভাগ্যকে মার্জ্জনা কোর্‌বেন।

নরেশ। না কিসের জন্যে এ হীনতা মাথা পেতে নিতে স্বীকার হোচ্ছেন নায়েব মহাশয়—না অধীর হবেন না—শুনুন ছোটকর্ত্তা বেঁচে থাক্‌তে যে আপনার উপর এ' মিথ্যা অপবাদ দিবে সে নিজেই এ জগতের কাছে নিশ্চয়ই একদিন মিথ্যাবাদী বোলে ধরা পোড়বে। এর কিছুতেই ব্যত্যয় হবে না জান্‌বেন।   [মনোহরের প্রস্থান।

গণেশ। কি—কি—আমি মিথ্যাবাদী? (রামলালের প্রবেশ) একি রামলাল—কিস্‌কো হুকুম সে কেওয়াড়ী খোল্ দিয়া?

রামলাল। হুজুর—নায়েবাবু আনেকো বখৎ উন্‌লোককো কেয়া বলিন্—উন্‌লোক ওই শুন্‌কে চলা গেই।

হর। তবে [illegible]—তুমি যে বোল্লে নায়েব মশার প্ররোচনাতেই তারা এখানে এসেছে?

গণেশ। এও কত বড় ধূর্ত্ততা বুঝলেন না—রকম সকম বুঝে আপনিই আবার সরিয়ে দিলে কিন্তু আপনি শুনবেন না বাবা—নরেশ আমার মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমায় মিথ্যাবাদী বোল্লে আমি এর বিচার চাইই—চাই—নইলে আমি নিজেই এর বিহিত কর্‌ব।

নরেশ। কোর্‌তেই তো বোলছি—বাধা কিসের?

হর। কি তোমাদের এসব কাণ্ড—কেবল চেচামিচিই শুনছি—একটা কথাও তো ভাল করে বুঝতে পারলুম না।

মহা। না আমিও একেবারে অবাক্ মেরে গেছি—যা বোল্‌বি কইবি তাকি একটু ঠাণ্ডা হোয়ে বলা যায় নারে বাপু? মার পেটের ভাই কেউ কারত একটু সহ্যি হয় না।

গণেশ। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে তো মা? এ'রকম হিসেবের গরমিল—এত এক রকম চুরি বোল্লেই হয়—উল্টে আমায় বোলবে মিথ্যাবাদী।

হর। তা' এ তোমার খুবই অন্যায় নরেশ—নিজেরা এমন গরহিসাবি কাজ কোরে উল্টে বড় ভাইকে মিথ্যাবাদী বলা।

নরেশ। যদি এতদিনের বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীকে বিনা বিচারে এত বড় অপবাদ দেওয়াটা অন্যায় না হয় তাহোলে আমার এ বলাটাই বা অন্যায় কিসের? আর আমি ঠিক ওকে উদ্দেশ্য কোরেও বলিনি—যে বিনা দোষে এমন অন্যায় মিথ্যে অপবাদ দিবে সে নিজেই একদিন নিশ্চয় জগতের কাছে মিথ্যাবাদী বোলে ধরা পড়বে—শুধু এই কথাই বোলেছি।

হর। ওত কেবল একটা কথার মারপ্যাঁচ বইত নয়। গণেশ ছাড়া যখন উপস্থিত আর কেউ সে অপবাদ দিতে আসেনি তখন এ'ক্ষেত্রে বলাটা ওকে ছাড়া অন্য কাউকে বোঝায় না। আর বিনা দোষে—বিনা দোষে বলছ—সেইবা কি রকম কথা—অবশ্য সব কথা এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—তবু যতটা শুনলাম তাতে তো তোমার কথাও তো ন্যায়সঙ্গত বোলে বুঝছিনি।

নরেশ। কেন যে বোঝেন না তা'ত বুঝিনে—আমি নিজেই যখন সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছি সে কথা শুনেও তবু তাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেন কিসে?

হর। তাহোলে কি তুমি বোলতে চাও—এসমস্ত টাকার গরমিলের জন্য তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী? আশ্চর্য্য! সেই বা কি রকম কথা! সেটাও ত বড় ভাল কথা নয়।

নরেশ। ভাল হোক্ মন্দ হোক্ আসলে কথাটা যা তা' শুনুন—সে খরচ বাবদে টাকা ব্যয় হোয়েছে তার কতক অংশের উল্লেখ খাতাতেই লেখা আছে,—বাদবাকী টাকার সম্বন্ধে কথা হোচ্ছে এই যে, মেরামত অভাবে নায়েবমশার বাড়ী পোড়ে যেতে বসেছিল—তাই তাঁকে সারাবার জন্য দেওয়া হোয়েছে—ভেবেছিলাম আপনার অনুমতি নিয়ে পরে সেটা খাতায় তোলা হবে—এর পরে কিছু কিছু ওর বেতন থেকে পরিশোধ হবে,—

হর। হু—কিন্তু যা' কর্‌বার তা'ত দেখ্‌ছি নিজেই সব কোরেছ কার অনুমতি অপেক্ষা রাখনি—আর এতগুলো টাকা—

নরেশ। আজ্ঞে না—সে অপরাধ অবশ্য আমি স্বীকার কোরতে বাধ্য তবে আমার উপরই তখন সম্পূর্ণ দেখ্‌বার ভার ছিল আর যদি দৈব ক্রমে প্রজাদের এমন দুরবস্থা না দাঁড়াত তাহলে—পরে অনাদায়ী টাকা আদায় হোলে পর তাই থেকে যাহোক্ এর একটা বিহিত করবো এই রকম মনে করেছিলাম।

হর। দেখ বাপু কোন কাজটাই তুমি যুক্তি সঙ্গত করোনি। গণেশ তো ঠিক কথাই বোলেছে—বিষয় রক্ষা করা তো ছেলেমানুষীর কাজ নয়। সে তাই বল্‌তে গেল বোলে বড় ভাইকে তুমি কিনা খাঁ কোরে মিথ্যাবাদী বোলে বস্‌লে? এ খুবই অন্যায় কাজ হোয়েছে এর জন্যে সর্ব্বাগ্রে গণেশের কাছে তোমার মার্জ্জনা চাওয়া উচিৎ—এই কথা—আমি বোলতে চাই আর অন্যান্য বিষয় গণেশ যা' ভাল বোধ করে আমি যখন তার হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছি তখন ওসব সম্বন্ধে আমার বলবার আর কিছুই নেই।

গণেশ। না বাবা—ওসব মার্জ্জনা ফার্জ্জনা আমি বুঝিনে। আজ কালের মধ্যে টাকা দাখিল করতে না পারলে বিষয় লাটে উঠবে। যেখান থেকে হ'ক আমি টাকা চাই—আমার স্পষ্ট স্পষ্ট কথা।

নরেশ। কিন্তু উপস্থিত এখুনি যদি তার কোন বিহিত উপায় না হোয়ে উঠে তা হোলে কি করতে চান—জেলে দেবেন?

গণেশ। জেলে যাবার কাজ কোরলেই লোকে জেলে গিয়ে থাকে—কার্য্যে যেমন প্রমাণ পাবো সেই রকমই বিহিত করবো। তার জন্য তোমার উপদেশের কোন অপেক্ষা করবো না।

নরেশ। বেশ পারেন তো তাই কোরবেন। বাবা আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে—সেদিন এসব কথা প্রসঙ্গে আমি নিজে হোতেই এ সংসারে আমার অন্ন বন্ধ করবার আজ্ঞা দিতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম—কিন্তু সে দিন জানতে পারিনি যে আমার ভাগ্য বিধাতা তখন অলক্ষে আমার সে কথা শুনে হেসেছিলেন—সেই জন্যে কলে কৌশলে তাই আজ কার্য্যে পরিণত কোরলেন। আজ থেকে যতদিন না আমি এ টাকা পরিশোধ করতে পারবো ততদিন এ সংসারে অন্ন আমি আর কিছুতেই গ্রহণ করবো না। আমার স্ত্রী পুত্র সম্বন্ধে অবশ্য এখুনি কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছি না—কেন না স্ত্রীতো এক রকম মৃত্যু শয্যায় শায়ী। খোকাও পেট থেকে পড়ে অবধি মা কেমন তা' জানে না—সুতরাং—

হর। থাক—শুনছ গিন্নি শোন—ভটচায্ শুনছ! এরি নাম সংসার বাঃ—চমৎকার—চমৎকার—কাল যাকে জন্ম দিয়েছি আজ সে কথায় কথায় চোখ রাঙ্গিয়ে ভয় দেখায়—চমৎকার নয়—চমৎকার—

মহা। থামো বাপু—তোমাদের সকলের কথাই চমৎকার। হ্যাঁরে নরেশ তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? যখন তখন এসব কি কথা বলিস?

নরেশ। না মা—একথা বলায় যদি চোখ রাঙিনি হয় তাহ'লে না থাক আর কিছু বল্‌বার প্রয়োজন দেখি না—তবে তুমি ভেবনা মা, তোমার কাছে যাওয়া আসা আমি বন্ধ করবো না—আর মেজদাও যদি আমার সম্বন্ধে কিছু করতে ইচ্ছে করেন—সচ্ছন্দে তা কোর্‌তে পারবেন—আমি কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকবো না এটা ঠিক—চল্লেম মা—আর কোন কথা না— [নরেশের প্রস্থান।

মহা। ও নরেশ—শোন্ শোন্ দাঁড়া—দাঁড়া না—এ সব কি কাণ্ডরে বাপু? না এই যে এক ঘরে পড়া বুড়ো আছেন বিচার বুদ্ধি তো ঢু ঢু মাঝখান থেকে টক্ করে একটা কথা কোয়ে—সকল দিক থেকে তাল গোল পাকাতেই আছেন—একি সংসার রে বাবা—খালি জ্বলে পুড়ে মলুম—খালি জ্বলে পুড়ে মলুম!

হর। ঠিক্ ঠিক্ আমারই দোষ গাছের গোড়ায় না ঘুন ধরলে গাছ মরে কিসে—বল্‌তে পার ভট্‌চায্ সবই মানুষের অদৃষ্টে করে না মানুষ নিজের বুদ্ধির দোষে মরে? কেউ যদি এ কথাটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারতো—জীবনভোর চেষ্টা কোরেও আজ পর্য্যন্ত এর কিছু মীমাংসা কোর্‌তে পারলেন না,—ক্রমশঃ যেন বুদ্ধি আরো হারিয়ে যাচ্ছে—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভাবলাম নিস্তার পাবো—তা নেই—নেই—কোন দিক থেকেই দেখ্‌ছি নিস্তার নেই—সবই পেয়েছিলাম কিন্তু কি যেন একটা দোষে—সবই হারালাম।

ঠাকু। যদি হারিয়েই ফেলে থাকো—তবে সাধ কোরে কেন কাদা মাখো? সুখের চেয়ে তবু সোয়াস্তি ভাল—এখন এইটুকু জেনেই চুপ্‌মারা ভাল,—

হর। তা' ঠিক কিন্তু মন যে বোঝে না—

ঠাকু। বোঝে না—কিন্তু তাই বোলে তুনউকে পা দিলেও ত চলে না। তা হোলে বাঁচো আর মরো—ফের নিজের রাশ্ নিজেই টেনে ধর—

না চেয়ে এদিক ওদিক সিধে নিজের পথে ফেলে যাও ঠিক্—ভাল মন্দ হবে যেই নিজে হোতেই চিন্‌বে সেই—পরের কথা কানে তুলে—কাঁচ কুড়ুবে না কাঞ্চন বোলে। আমি বুঝি সোজা স্থজি মরি বাঁচি নিজেই জুঝি।

হর। কিন্তু সে উপায়ও যে রাখিনি ভট্‌চার্য্য—তাইত বল্‌ছি সবই অদৃষ্টে করে—না বুদ্ধির দোষে লোকে মরে?—

ঠাকু। আহা ঐত মনের ফাঁকি—ইচ্ছে থাক্‌লে আবার উপায় নেই কি—ইচ্ছের মত ইচ্ছে হলে—একটার যায়গায় সাতটার পথ খোলে—

হর। না ভট্‌চায্‌ ও সব কথার কথা না—না—আর ভাব্‌তে পারিনে—যখন ছেড়েই দিয়েছি—যা' কর্‌বার গণেশই করুক আমি কিছু কোরতে বোল্‌তে গেলেই—উল্টে আরো বেশী গোল বাধে দেখছি —গোড়ায় পাশা উল্টো পোড়েছে এ আর ফিরবে না—চল ভট্‌চায্‌।

ঠাকু। তবে তাই চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

গণেশ। সংসারে না ঢুক্‌লে মানুষ চেনা যায় না। এই বুড়োকে চিরদিন খুব সরল বোলেই জান্‌তুম—দেখ্‌লে কেমন ঠোকর মেরে কথা কইলে?

মহা। বুদ্ধি থাক্‌লে হবে কি—তুই বাপু লোক ভাল নস্, বড় বাঁকা মন, কেন বুড়োর দোষ কি? এমন কিছু মন্দ কথা বলেনি। আর ওরত কোন স্বার্থ নেই—তবে ওর একটু বেশী কথা কওয়া স্বভাব—তুই সকলকে উল্টো চোখে দেখিস্—এই যে এতদিনকার পুরোন লোকটাকে এক কথায় জবাব দিলি দোষ ঘাট অমন কার নেই—বামুনের ছেলে—এই যে চোখের জলটা ফেলে গেল এইটিই কি ভাল কথা হোল—আর নরেশটা যেন এক রোখা পাগ্‌লা—তা বলে তোরই এমন বলাটা ঠিক।

গণেশ। তা' ঠিক হবে কেন? একজন গচ্ছিত টাকা দান করে উড়ান আর একজন যা' খুসি কোরে তবিল ফাঁক কোরে বসে থাকুন—কর্ম্মচারীরা যার যা' খুসি কোরে নিজের পেট ভরুক—আর আমি কাউকে কিছু বোল্‌তে পারবো না—শুধু চুপটি কোরে বসে থাকবো। এই জন্যেই বুঝি ধোরে কোরে আমার মাথায় যত ঝঞ্ঝাটের ভারটা চাপান—এ' রকম কোরলেই ঠিক বিষয় দেখা হবে কেমন?

মহা। কে জানে বাপু সবাই তোরা কেমন কেমন—ভাল মন্দ কাউকে কিছু বল্‌বার জো নেই যা' বুঝিস্ কর্। আমার শুধু বোকে মরা বইত নয়—নরেশটা আবার সত্যি কি করলে ভবেশকে দেখ্‌তে বলিগে—কি আমার কপাল মা চিরদিনই এমনি করে কাট্‌লো।

[মহামায়ার প্রস্থান।

গণেশ। হুঁ—যাও ঠিক যায়গায় ছোবল মেরেছি—ও আর দেখ্‌তে হবে না—সবাইকে এইবার বুঝে নেব—একজন সদা শিব ভোলানাথ, আস্‌কে খান তার ফোঁড় গোনেন না—দু'দশ টাকা প্রফেসারি কোরে এনে নবাব বনে গেছেন—কুড়ের বাদ্‌শা! আর একজন পরের সবারই সব ফুঁকে দিয়ে স্বদেশী মহাত্মা নাম কিন্‌তে ব্যস্ত আর খোদ্ মালিক দিন রাত্রি আফিমের নেশায় ডুবে নিজেও ডুবেছেন সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ডোবাতে বোসেছেন—মাঝখান থেকে দু'দিন বাদে এই হাঁদা গোবরা গণেশ চক্ষুকর্ণ থাকৃতে সে পথে দাঁড়িয়ে এমনিতে শুধু খাবি খাবে সেটী হোচ্ছে না—এইবার সবাইকে দেখ্‌ব—তখন ওই সৌখিন বাবুদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর এই গোবরা গণেশের ভোতা বুদ্ধি—কার বুদ্ধিতে কত ধার তা' ভাল কোরেই মালুম হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(দামিনী ও সৌদামিনী)

সৌদামিনী। কেমন ঠিক বলেছি কি না বল্। বদ্যির কাছে কি আর রোগ চাপা যায় লা।

দামিনী। রাগ কোর' না ভাই মেজ বৌদি—তাহলে তোমাকেও একদিন রোগে ধরেছিল বল ?

সৌদা। মর্ ছুঁড়ি যত বদ্যি বুঝি নিজেরা রোগে পোড়ে তবে রোগ ধর্তে শিখে ? তা'হলে আর বোদ্যি হওয়া ঘটত না লো। অনেক আগেই পটল তুলতে হোত। লোকে দেখেও শেখে ঠেকেও শেখে—তোদের কলেজে পড়া মেয়েদের মত আমাদের অমন বুকের পাটা ছিল না—ঠেকে যে শিখতে হয়নি সেটা এখন ভাগ্যি বলেই মানি।

দামিনী। তা বেশ ভাই তোমরা না হয় ভাগ্যবতী—কিন্তু তোমার দুটি পায়ে পড়ি মেজ বৌদি—একথা যেন আর কখন দু ঠোঁট না হয়—নেহাৎ ধোরে ফেলেছ—আর আমার কেমন স্বভাব—ভাল হোক্ মন্দ হোক্ মিথ্যে বোলে তাকে চাপ্‌তে পারিনে।

সৌদা। তা জানি লো—সেইটেই তোর মস্ত গুণ তাইতেই তোকে এত ভালবাসি—তা এতে তোর দোষ দিইনে—সময়ের যা গুণ তাত হবেই। ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে কোরে সব রাখবে তা হবে না। সেই জন্যেই ত তখনকার লোকে আগে থাক্‌তেই তার বিহিত কর্‌ত।

দামিনী। বল কি বৌদি—যেমন বসন্ত হবার ভয়ে আগেই টিকে দিয়ে দেওয়া কিন্তু তা'তেই কি একেবারে রোগের হাতে এড়ান আছে—বৌদি ?

সৌদা। যে তাতেও না এড়ান পায় তার নামটা খরচের খাতাতেই পড়ে যায়—যাক্ সে জমা খরচ এক্ষেত্রে দেখ্‌ছি তোর দোষের চেউতে মার দোষই বেশী—মা কেন আগে থাকৃতে মিথ্যে আশা দিয়ে—সেইটেই আরো ঘটিয়ে তোল্লেন ?

দামিনী। কারুর দোষ নেই মেজ বৌদি—আমার কপালেরই দোষ আমিই বা কেন এমন অন্যায় আশা—যাই ভাই বৌদি—কে আস্‌ছে। (সৌদামিনীর হাত ধরিয়া) দেখ ভাই বৌদি যেন—

সৌদা। ভয় নাই লো, আমি যাতে তুই রক্ষে পাস্ তারই চেষ্টা করব জানিস্? ওমা সঙ্গে বড় ঠাকুরও আস্‌ছেন না! চল্ একটু ওদিকে—

(অন্তরালে গমন ও গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। সবাই বলে অদৃষ্ট! যার যা খুসি কোর্‌বেন অথচ খুসীর মত ফলটী না ফল্‌লেই দোষ কার—অদৃষ্টের—যার সঙ্গে কোন পুরুষে কারোর পরিচয় নেই দেখা সাক্ষাৎ নেই—সেই জন্যে যার নামই হোল অদৃষ্ট—তবু সেই—কিমাশ্চর্য্যকে অথ পরমকে নিয়েই যত টানা টানি—আবার একদল লোক আছেন যারা কাজের বেলায় ভালমন্দ কোনই বিচার রাখেন না অথচ মুখে হরি হে সবই তোমার ইচ্ছে। বেটারা নিজেরা যেমন খাজা আহাম্মক্—এই দিন দুনিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্য যদি কেউ থাকে সেও যেন তেমনি। ভীরু বেটাদের—কোরছি—যা নিজেই কোরছি একথা বলবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত নেই!

গোবরা গণেশ—গোবরা গণেশ—হ্যাঁদা ভোদা গণেশ দেখি এবার ভোতায় ধার কষে কিনা!

(অন্তরাল হইতে সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। হ্যাগা—বট্‌ঠাকুরও তোমার সঙ্গে আস্‌ছিলেন না? আমি তাই দেখে আরো সরে গেলাম।

গণেশ। হ্যাঁ—কথা কইতে কইতে এমনি আস্‌ছিলেন—নিজের ঘরে চোলে গেলেন। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যে?

সৌদা। এই দামিনীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা কইছিলাম ওগো তোমায় সেদিন যা বোলেছিলাম—আজ ছুঁড়িকে ঠিক হাতে নাতে খোরেছি।

গণেশ। হুঁ—তবে তো বড় আবিষ্কারই করেছ। বলি ও পালা যে এর আগে একবার বড় কর্ত্তার সঙ্গেও হ'য়ে গিয়েছে—তার কিছু খবর রাখো—ওকে এখনও তোমার চিনতে ঢের বাকী।

সৌদা। না—গো—না--সেত আমি তোমার কাছেই শুনেছিলাম—আজ তাই একথার সঙ্গে সে কথাও হোল। ছুঁড়ি বড় সরল সব আমায় প্রাণ খুলে বল্‌লে—যতদূর বুঝলাম সেটা তোমার দাদাবাবুরই কীর্ত্তি—বিবাহ কি রকম হওয়া উচিত এ বিষয়ে ওর মত জান্‌তে চেয়েছিলেন—তাতে ওযা' বোলেছিল সেটা তার নিজের মতের সঙ্গে মিল খাওয়ায় তিনি তাই থেকে অমনি ধরে নিয়েছিলেন যে দামিনী তাঁকে ভালবাসে। তাই এতটা গড়িয়েছিল, কিন্তু ওর দিক থেকে মোটেই তা' ঠিক নয়, তাই যেই এক সময় তাঁর সেই ভুল ভাঙ্গলো তখন অমনি তোমাদের বড়বৌদিকে দেখে নির্ব্বিঘ্নে হাতে সুত' বাঁধ্‌লেন।

গণেশ। রেখে দাও সব ছেনালি—তোমাদের মেয়ে জাতটাকে জানতে ত আমার বাকি নেই—সেই সেকালের ঘোমটা দেওয়া সতী সাবিত্রীর দল থেকে এখনকার এই বেপর্দ্দা স্বৈরিনীর দলও পর্য্যন্তও নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে গেলে এপিট্‌—আর ও পিট্‌—

সৌদা। ছিঃ কি অশুদ্ধ মন বাপু তোমার!

গণেশ। হুঁ—কাজেই—কিন্তু দেখ তোমাদের সেই সত্যিকার সাবিত্রী-দেবী তিনি ত রূপ কথাতেই সত্যি হ'য়ে আছেন—কেন না যমের হাত থেকে স্বামী ফিরিয়ে আনা এ পর্য্যন্ত আর কখনত এমন কোন দেবী নয়ন গোচর হয়নি—যাদের দেখে আস্‌ছি—যারা শুধু—সেই নামের দোহাই দিয়ে সতী বল্‌তে চান্‌—

সৌদা। কেন আরও কি নেই—দময়ন্তী—সীতা—

গণেশ। হ্যাঁ—তা—তা—কিন্তু ধরতে গেলে সেও ওই কিম্বদন্তীর—সামীল—খুঁজে দেখ্‌লে লাখে না মিলে এক—বুঝ্‌লে!

সৌদা। কি রকম—তুমি কি বোল্‌তে চাও কেউ সতী নেই?

গণেশ। ইস্‌ একেবারে—ফোঁস্‌—বাস্‌—ঐ পর্য্যন্ত—সেই যে বলে—বিষ নেই আর কুলপানা চক্র আর কি! যা' বলি তা-ঠাণ্ডা হোয়ে শুনে তার পর জবাব দাও।

সৌদা। আচ্ছা বল কি বল্‌তে চাও—শুনি—

গণেশ। হ্যাঁ—শোন—প্রথমেই তোমাদের সেই নামের দোহাই ধরা সতীর দলের কথাই বলি। যারা স্বামী পাদোদক না খেয়ে চরণ ধূলি মাথায়—না দিয়ে—কোন শুভকাজে হাত দেন না, দিন রাত্রি চব্বিশ প্রহরের মধ্যে নেহাৎ নিদ্রায় চক্ষু বোঝা ছাড়া আর সকল সময়েই ঘোমটায়—মুখ ঢেকে পারত পক্ষে পর পুরুষের মুখ দেখেন না বা দেখ্‌তে দেন্‌না—কিন্তু পালা পার্ব্বনে কি বিবাহ উৎসবে তাঁরাই যখন আবার কোন আত্মীয় কুটুম্বিনীর গহনা গাঁটী পড়া দেখে—সেই ভাগ্যবতী

রমণীর—স্বামীর গুণ গরিমা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে নিজের গরীব স্বামীর নিন্দা গান উল্লাস বদনে গাইতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন না তুমি কি বোলতে চাও তাঁরা পরম সতী ?

সৌদা। ওমা সে আবার কি কথা—নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করা যেমন এও তেমনি দুঃখু কোরে দু'কথা যদি বলেই তা' বলে সে সতী নয় ?

গণেশ। কি কোরে—যে হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই মেনে তাঁরা এই সতীত্বের পরিচয় দিতে চান—সেই শাস্ত্রেই যে বোলেছে যে নারী কায়মনো-বাক্যে স্বামীর অনুগামিনী হয় সেই যথার্থ সতী নামের পাত্রী তা' নইলে নয়।

সৌদা। তবে আর কি—বেশতো—কায়মন যখন বোল্‌ছে তারা তো কায়ার দ্বারা কোন—অকার্য্য কোর্‌তে যাচ্ছে না ? বা মনে মনে কোন পর পুরুষের ভাবনা কোরছে না—কি যে সব বাজে কথা বলো তখন তারা সতী নয় কিসে'।

গণেশ। রহ্ ধৈর্য্যং—রহ ধৈর্য্যং—ও কি রকম সতী জান—যেমন পাহাড়া-ওয়ালার ভয়ে কষ্টে শিষ্টে লোভ সাম্‌লে সাধু হওয়া এও তেমনি সতীপনা আর কি ! নির্ভয়ে তেমন স্থান ক্ষণ সময় সুযোগ পেলে তখন তাঁরা কি কোরে বসেন সে বিষয় বড়ই সংশয় ! ঐ যে বল্লুম শুধু লজ্জা, ভর, ভয়ে কথা বাঁচিয়ে চল্‌লে হবে কি ! মনই যদি অশুদ্ধ রইল' সেখানেই যদি অসন্তোষ অভাব রইল' তখন আর সে ঠুমকো সতীপনার হবে কি ! অভাবে স্বভাব নষ্ট হতেই বা কতক্ষণ ! শুধু কড়াকড়ির জোরে যেটুকু টেকা টেকি বইত নয়। তারপর এখনকার সতীদের কথা তো ছেড়েই দাও—এঁরা কেটে জোড়া দিতে পারেন—হাতে হাতে বুকে বুকে মুখে মুখে এককোরে প্রণয়ীর সঙ্গে জাহাজে চড়ে বেড়িয়ে মুক্ত বায়ু সেবনে তাঁদের আত্মা তবু সম্পূর্ণ

মুক্তই থাকে—তাঁরা একেবারে মুক্তা সতীর দল। তাই বোল্‌ছি ও সতীত্বের বড়াই কোরনা—ও শুনতেই বেশ—আর কিছু না—আর—তোমাদের মত যারা—

সৌদা। থাক্ আর তোমায় নাম কোরতে হবে না—আঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি নিকৃষ্টি মন তোমার এঁ্যা—হ্যাঁগা—তাহলে আমাকেও তুমি ঐ রকম ভাবো ?

গণেশ। আহা—ও একটা কথার পৃষ্ঠে কথা হয়ে গেল বাস্। আবার নিজেদের মধ্যে মিথ্যে ও সব কথা তুলে হাঙ্গামা পাকাও কেন! এখন একটা দরকারি কথা শোন—অলকার বিয়ের কথা—যা' তোমায় জান্‌তে বোলেছিলাম—তার কি হোল? সত্যই কি বাবা মার দুজনারই মত ?

সৌদা। ওমা—আবার মতামত কি? দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। আমি ভেতরের কথা জেনেছি—দেখ্‌বে সেই কাজের সময়—একেবারে, তখন সবাই জান্‌তে পার্‌বে। এই রকমই ব্যবস্থা হয়েছে। তাও আমি শুনেছি।

গণেশ। হুঁ—কেন—পাছে অলকা কোন হাঙ্গামা করে তাই? কিন্তু ব্যাপার খানা কি বল দেখি। তোমার কাছে অত সব শুনেও তবু সেও এবার দেখবার দিন কোন কিছু অসম্মতি দেখায় নি।

সৌদা। তাকি জানি বাপু—হয়তঃ এবারে তার ইচ্ছে আছে। তোমার বোনটীত সোজা নন্—কে তার ভাব বুঝবে! তবে আমি যা' জান্‌তে পেরেছি তাই তোমায় বল্লুম।

গণেশ। হুঁ—বটে। যা হোক তোমার আড়ি পাতা বিদ্যের তারিফ্ দিতে হয়।

সৌদা। বারে—নিজে কোরতে বলে—এখন এবার নিন্দে।

গণেশ। আহা—এ বুঝি নিন্দে (চিবুকে হাত দিয়া) এই মুখখানির

তারিফ করি না ? এমন যাচা আদর যদি ত্যাগ করো—তাহলে কি করবো বলো—যাই—

সৌদা। যাও যাও আর কাজ নেই মাগো যে তোমার ব্যাখানা !

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। এই যে হেথকে দাদাবাবু ?

গণেশ। কিরে বংশী ?

বংশী। আজ্ঞে—ডাক পিয়ন এই চিঠিখানা দিলে।

গণেশ। আচ্ছা যা (স্বগতঃ) তাইত শেষ এই হোল—টাকাটা আটকাবার জন্যে এত করে বল্লাম এত কল কৌশল করলাম সব বৃথা হোয়ে গেল ! ঠিক আমমোক্তারীথানা লেখাপড়া হবার আগের দিনেই দেখ্‌ছি বাবা এ কাজ কোরে এসেছেন। হুঁ—এর বেলা বেশ মাথা খ্যালে। আইনের চালটা টেনে সেই নিজের জিদই বজায় রাখা হোল। আচ্ছা এর শোধ নেবই—নেব দাঁড়াও—

সৌদা। হ্যাগা—কিসের চিঠি হাঁ কোরে এত কি ভাবছ ?

গণেশ। কি আর—দেখ বাবার কীর্ত্তি। বিষয় দেখবার জন্য আমায় এদিকে লেখাপড়া কোরে দেওয়া হোল আবার ভেতরে ভেতরে চুপি চুপি অলকার দরুণ সেই দানপত্রখানা রেজেষ্টারী কোরে দিয়ে এসেছেন পাছে আমি টাকাটা আট্‌কাই। অথচ এদিকে দুদিন বাদে টাকা দাখিল না কোর্‌তে পার্‌লে লক্ষ্মীজলার আবাদ নিলেমে চড়বে এত কোরে বোঝালুম তবু যা' খুসী কোরে এমনি কোরে আমাদের পথে বসানো।

সৌদা। ওমা সেকি—শুনেছি সেই লক্ষ্মীজলাই যে আমাদের লক্ষ্মী গো ?—

গণেশ। তা' এমন কোরে পায়ে ঠেললে কি লক্ষ্মী আর থাকেন ? যাই মার কাছে—এমন কোর্‌লে বিষয় ছাই দেখে কোর্‌ব কি ?

সৌদা। তা' এত বড় দায় যখন তা' মাও ত একেবারে হাত শূন্য নন—তিনিই কেন এখন যা' হয় কোরে দিয়ে দিন না বাপু। আবার তখন আদায় পত্র হোলে নিলেই তো পার্‌বেন। টাকাতো আর পালাচ্ছে না?

গণেশ। যাই দেখি একবার বোলে নইলে সবাই শেষে মজাটা বুঝতে পার্‌বেন। [গণেশের প্রস্থান।

(অলকার প্রবেশ)

অলকা। এই যে মেজবৌদি এখানে—আমি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আজ বায়স্কোপ তাঁহলে দেখতে যাচ্ছত? অজয়দাকে গাড়ী দেখে শুনে ঠিক কোরে রাখতে বোলেছি।

সৌদা। না ভাই তোরা যাস্—আজ উনি বড় ব্যস্ত আছেন দেখে যাবার কথা আর তুলিনি।

অলকা। বাবা—এর জন্যে বুঝি আবার রোজ রোজ মত নিতে হবে? তবেই হোয়েছে!

সৌদা। তা' নিতে হয় বৈকি ভাই, আমরা ত তোমাদের মত কলেজে পড়া মেয়ে নই ভাই—তবে তাও বলি ভাই যাই কেন হও না—অমন ঘাড় উচু বরাবর থাক্‌বে না। তোমার তিনি আগে আসুন—তখন বুঝবে।

অলকা। হুঁ ঢের হোয়েছে থাক্‌না সে তখন দেখা যাবে। তুমি তা'হলে যাচ্ছ না?

সৌদা। না ভাই—ঢের বেলা হ'ল, অনেক কাজ পোড়ে রয়েছে।

[সৌদামিনীর প্রস্থান।

(অপরদিক হইতে চুপি চুপি অজয়ের প্রবেশ)

অলকা। এদিকে ত সর্ব্বনাশ এখন কি করবে তা' বল ?

অজয়। কেন, কি হোয়েছে ?

অলকা। কি আবার ! আমার মুণ্ডপাতের যোগাড়। তুমি আস্‌বার একটু আগেই আমি মেজবৌদির খোঁজে এদিকে আস্‌ছি হঠাৎ দরজার পাশ থেকে কানে এল—মেজদা ও মেজবৌদিতে আমার নাম কোরে কি কথা হোচ্ছে। শুনেই কপাটটার আড়ালে একটু কান পেতে দাঁড়ালাম—শুন্‌লুম মেজবৌদি বলছে—মতামতের কথা কি বলছ—ভিতরে ভিতরে বিয়ের দিন পর্য্যন্ত স্থির হোয়ে গিয়েছে—কাউকে এখন জানতে না দিয়ে একেবারে—সেই কাজের সময়—কৌশলে এটা সারা হবে।

অজয়। এমনি আর কি ?

অলকা। এমনি আর কি ! হাজার হোক্ মেয়ে মানুষ—শেষ সত্যিই কি লোক হাসানো একটা হাঙ্গামা পাকিয়ে ছেলেমানুষী করতে যাবো—আমিও ক'দিন ধরে এদের ভাবগতিক দেখে তাই তোমায় রোজ বোলছি যা হোক একটা ঠিক কর নইলে শেষ মুস্কিলে পড়তে হবে।

অজয়। আহা ভাবছ কেন সে ত ঠিকই আছে। কেবল সেইটের জন্যেই না অপেক্ষা করা।

অলকা। কি সেই দানপত্রের টাকাটার কথা ? দেখ তুমি আমায় সেদিন এ নিয়ে বোঝালে বটে কিন্তু সত্যি বলতে কি—তোমার মুখে ওকথা শুনলে আমার মনটা কেমন হ'য়ে যায়। আমরা কি টাকার কাঙ্গালী—আমরা যে আদর্শ বুকে নিয়ে একাজ করতে চাইছি সে কি—

অজয়। না—না—সেকি কথা অলকা—আমিই কি সেই জন্যে বোলছি—তবে কি জান practical worldএ ও জিনিষটা নইলে একদণ্ডও চলে

না, তাই মনে করা যে যদি এমনিতে এ সুযোগটা হয়ে যায়—তখন দু'দিনের আগু পেছুর জন্য সেটা ছাড়ি কেন? এটা হোয়ে গেলে তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তি হই। চিরদিন একরকমভাবে পালিত—হঠাৎ উপস্থিত তোমার কষ্ট না হয়। নইলে অশিক্ষিত নই ত অলকা তার জন্যে কি কিছু ভাবি শুধু উপস্থিত তোমায় না কোনরকম কষ্টে পড়তে হয় তাই বলা।

অলকা। তাই যদি হয় তাহলে আমার জন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। আর তাও এখুনি জানলাম বংশী একটু আগে মেজদাকে একখানা চিঠি এনে দিলে চিঠিখানা একটু দেখেই মেজদা কেমন গম্ভীর মেরে গেলেন। মেজ বৌদি জিজ্ঞাসা কোরলে কিসের চিঠি গো—মেজদা ওমনি গর্জ্জে গর্জ্জে বলতে লাগলেন—কি আবার দেখনা বাবার কীর্ত্তি অলকার নামে সেই দানপত্রখানা এর মধ্যে চুপি চুপি রেজেষ্টরী কোরে দিয়েছেন। ভাবে বুঝলাম মেজদা আমমোক্তার নামা লিখিয়ে নিয়ে বিষয় দেখবার ভার নিয়েছেন কিনা—কিন্তু বাবা আবার সেই আম-মোক্তার নামা লেখাপড়া হবার আগের দিনেই নাকি এই দানপত্রখানা রেজেষ্টরী কোরে ফেলেছেন। আর টাকাটা আটকাবার আর জো রইল না। তাই রাগ ঝাল আপশোষ—

অজয়। বাস্—তা'হলে সব চুকেই গিয়েছে।

অলকা। কি যে বল তা' জানিনে। চুলোয় যাক্ ওসব কথা—আমি দেখছি আজকের মধ্যে এর একটা বিহিত ভেবে চিন্তে কোর্‌তেই হবে, নইলে শেষ মুস্কিলে পড়তে হবে।

অজয়। তুমি যা' বোলছ তা হোলে আর ভাবনা কিসের অলকা—আজ এইবার বায়স্কোপ দেখবার নাম কোরে সরে পড়লেই ত হয়, আর দেরী কর্‌বার দরকার কি? তোমার মেজদার যা' ভাব বোল্লে—তাতে তাঁর মাথায় আর কোন মতলব আস্‌বার আগেই আমরা আমাদের

মতলব হাসিল করে ফেলতে পারবো। কেবল কাউকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠাতে হবে যাতে এখুনি এখুনি কেউ আমাদের খোঁজ করতে না পারে।

অলকা। সে কি কোরে হবে?

অজয়। কেন এইরকম চালাকি কোরে লিখ্‌লেই হবে তুমি যেন এই বিয়ের কথা টের পেয়েছ—তোমার এখন মত নেই তাই রাগ করে উপস্থিত তোমার সেই মাসীমার বাড়ীতে চন্দননগরে চোলে গিয়েছ—অর্থাৎ এটা যেন ছেলেমানুষী কোরে ভয় দেখানো, ভয়ের একটু কারণও আছে, তাঁরা ব্রাহ্ম কিনা তারপর তাই বিশ্বাস কোরে এরা যতক্ষণ চন্দননগরে খুঁজতে ছুটবেন আমরা ততক্ষণ তোমার সেই বরানগরে বন্ধুবাড়ী গিয়ে উঠবো—সেখানে সহজে খোঁজ পাবার কোনই উপায় নেই। কিছুদিনের মধ্যেই কাজ হাসিল করা যাবে, তখন কোনদিক থেকে কেউ আর কিছু করে উঠতে পারবে না।

অলকা। তা' এ' মন্দ মতলব নয়। আর দেখ বাবা আমায় যা' দেন তাইতেই যে টাকাটা আমার জমেছে তা' ছাড়া গহনাও আছে—এতেই আমাদের উপস্থিত খুব চলে যাবে। দানপত্রের টাকার জন্যে অত আমাদের ভাবনাই বা কিসের? এর মধ্যে তুমিও যা হয় একটা কাজকর্ম্ম দেখে নিতে পারবে আর আমিও চুপ কোরে বসে থাক্‌বো না।

অজয়। এ' আবার কি বোলছ অলকা—তুমি আবার কি কোর্‌তে যাবে, যাক্‌ ও বাজে কথা তাহলে শোন—আজ এই বায়স্কোপ দেখবার নাম কোরে বেড়িয়ে পড়া যাক্—তুমি শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর সব জোগাড় যন্ত্র কোরে ঠিক করে নিয়ে তৈরী থেকো, আমি চিঠি পাঠাবার বন্দোবস্ত ঠিক কোরে রাখবো। যা' বল্লুম ঐরকম চিঠিখানা লিখে সঙ্গে নিও।

অলকা। আচ্ছা তা'হলে এখুনি আমি সব ঠিক করে নিইগে এই কথা ঠিক রইল, কেমন ?

অজয়। হ্যাঁ নিশ্চয়ই—কারা আসছে আমি চল্লুম।

[অজয়ের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়ে অলকার প্রস্থান।

(হরচন্দ্র ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

হর। ছিঃ—ছিঃ ভট্‌চায্‌ তোমায় খুব সরল উদার বোলেই এতদিন জান্‌তুম, তোমার এমন নিকৃষ্ট মন।

ঠাকু। সত্যি কথা বলার যদি নিকৃষ্ট মনের পরিচয় হয় তা'হলে কি কর্‌বো নাচার—এই এটাও বুঝে দেখ এতে আমার কোন স্বার্থ নেই—আর জানা জানা বলছ—সেও জানাতে তোমার কাছেই জানিয়েছি। আর কাউকে বলতে যাইনি।

হর। না—ওসব কথা মুখ দিয়ে বার করাই ঠিক নয়—শুন্‌ছি মেয়েটা কান্না-কাটি করেছে—গিন্নিও শুন্‌লাম রাগ কোরে এই নিয়ে অনেক কথা কোয়েছেন—তাহলেই দাঁড়াল কিরকম চাকর দাসীর কানেই বা কোন দু'একটা না গিয়েছে—এমনি কোরে কথাটা শেষ বাইরে বেরুতেই বা কতক্ষণ ?

ঠাকু। কিন্তু আমি অলকাকে ঠাট্টা ছলে যেভাবে বলেছিলাম তাতে অলকা একটু রাগ প্রকাশ কোর্‌লেও—তোমার গিন্নি এসে যদি তাই নিয়ে আর ঘোঁট না পাকাতেন তা'হলে কিছুই এত কান্না-কাটিতে দাঁড়াত না।

হর। না ও দেখছি তোমার স্বভাব—সকল কথাতেই ঠোকর মারা—আমার সঙ্গেও তাই—তবে আমার সঙ্গে সেটাতে তেমন কিছু আসে যায় না। তাও সব সময়ে ভাল লাগে না।

সেও যাক্—সংসারের সব কথাতেই তোমার মাথা দেওয়ার প্রয়োজন কি তা'ত বুঝিনে। ঐ জন্যে আজকাল গিন্নি থেকে ছেলে পিলে সবাইত দেখি তোমার উপর অসন্তুষ্ট।

ঠাকু। তা' হতে পারে—আর তুমি নিজেও যখন অসন্তোষ বোধ কচ্ছ—তখন তার উপর বলবার আর কিছুই নেই। কিন্তু আমার সে রকম পর বোধ থাকলে দেশ ঘর ছেড়ে শুধু বড় লোকের মো-সাহেবী করবার জন্যে তোমার বাড়ীতে দু'বেলা নিত্য এমন আস্‌তাম না—এটাও তোমার বুঝে দেখা উচিত। তা' যদি না বোঝ তা'হলে আর আমার এ ভাবে আসাটাও ভাল হয় না।

হর। যার—ভাল মন্দ সে তার নিজের বোধের উপর নির্ভর করে তা' নিয়ে তর্ক করবার প্রয়োজন দেখিনে, আর সব সময় সব লোকের কথা নিয়ে ভাল মন্দ বিচার কর্‌বার প্রয়োজনই বা কি—তাও বুঝিনে।

ঠাকু। বোঝ না—কিন্তু আমার যে ঐটেই রোগ্—ভাল মন্দ দেখ্‌লেই হক্ কথা না বলে থাকতে পারিনে। ভাল তা'হলে চল্লুম—কিছু মনে কর না—দেখ ভাদুড়ি—ছোট বেলায়—এই ভাব—এই আড়ি—কিন্তু বড় হোয়েও সেটা কেমন একটু দেখায়—বাড়াবাড়ি কি আর বোলব—আচ্ছা আসি তা'হলে—

[ঠাকুরদাদার প্রস্থান।

হর। তাই'তো চলে গেল। এত দিনের বন্ধুত্ব না—কি একটা উল্টো হাওয়া যে বইছে কিছুই বুঝতে পারছিনে। কিন্তু অলকাকে কেউ কিছু বলা যে আমার একেবারেই সহ্য হয় না—তা' সে যেই কেন হ'ক্ না। এটা আমার দুর্ব্বলতা বুঝি—উপায় নেই—সংসারে একটা নিয়ে মানুষ থাকে। আজকাল প্রাণের সমস্ত মমতাটা যেন ওকে ঘেরেই আছে। আর দু'দিন বাদেই তো পরের ঘরে যাবে, অন্তরের

সেই গোপন ব্যথাই কি এমনতরটা দাঁড় করিয়েছে—কে জানে, বিয়েত এক রকম স্থির স্থার করা গেল। কিন্তু অলকা কি এ বিয়েয় সুখী হবে—দুর্ভাবনার এড়ান নেই—তাইত ভট্চায্টা কি সত্যিই চলে গেল। না সবই দেখ্ছি অদৃষ্ট—অদৃষ্ট—কোন দিকে কোন হাত পাইনে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গ্রামস্থ আটচালা বাঁধা ইস্কুল বাড়ীর সম্মুখ

(মনোহর ও নরেশ)

নরেশ। ভাবিত হবেন না নায়েব মহাশয়—মেজদার এই সব কীর্ত্তি কারুর বুঝ্তে বাকী নেই; এরই মধ্যি অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা কোরেছে—আমি তাদের ব্যাপারটা যা' ভাল কোরেই বুঝিয়ে দিয়েছি।

নায়েব। তাত দিয়েছেন ছোট বাবু। সকলের ত আপনার মত সাদা মন নয়—চোখের সামনে সত্যের দিকটা ভাল কোরে খুলে খেলে দেখিয়ে দিলেও—তারা চোখ বুজে আগেই তাদের মন গড়া মিথ্যের দিক্টা ধোরেই বিচার কোরতে সুরু কোরবে। সেই দলের লোকই জগতে বেশী। যাক্ সেজন্যে আর মনে দুঃখু রাখিনি—মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় যে ভুল করেছিলাম—তা' অমনি মন থেকে বিসর্জ্জন দিয়েছি—কিন্তু ভাব্ছি আপনি আমার জন্যে এ দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নিলেন—অসময়ে কর্ত্তারই বা কেন এমন বুদ্ধি হ'ল—তিনি মানুষ চিনেন না। শেষ সংসারের অবস্থা কি দাঁড়াবে।

নরেশ। সে ভেবে আর কি কর্‌বেন্ নায়েব মশায়—যা হবার হবে—তবে সত্যি কখন চাপা থাকে না এই আমার ধারণা—বাবারও এ ভুল ভাঙ্‌তে বেশী দেরী লাগ্‌বে না—উপস্থিত শুনুন—এই চিঠিখানা নিয়ে আজই কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা কোর্‌বেন; তার সেরেস্তায় একটা ভাল কাজ খালি আছে, আমি জান্‌তে পেরে সেইটে আপনার জন্যে ঠিক করে এসেছি—আপনি যাবামাত্র সেই কাজে ভর্ত্তি হবেন।

নায়েব। আশ্চর্য্য! এই অবস্থাতেও আপনি আগেই আমার কথা ভেবেছেন—

নরেশ। আশ্চর্য্য কিসে—যিনি সকলের রক্ষা কর্ত্তা—ধার্ম্মিকের অন্ন—তিনি এমনি কোরেই রক্ষা করেন। আমার বরং এতে স্বার্থ আছে—আপনি সেখানে থাক্‌লে সেখানকার খবরাখবর—পেতে পারবো—আপনি আর দেরী কোর্‌বেন না—এই সকালের গাড়ীতেই চলে যান্। কাজটা শুন্‌ছি জরুরীর—ফেলে রাখ্‌বার নয়—তাই এখুনি যেতে বলছি।

নায়েব। বেশ তাই যাচ্ছি—দেখুন কিন্তু আপনাকে একটা কথা বোলে যাই। আজ এখানে আস্‌বার সময় কাছারী বাড়ীর সাম্‌নে হারানকে এখুনি দেখ্‌লুম—একটা লোকের সঙ্গে খুব নিবিষ্ট মনে কথা কোচ্ছে। সে লোকটাকে আমি চিনি—সে টিকটিকি পুলিশের লোক—দেখে আমার ভাল ঠেক্‌ল না—এ' সব সভা সমিতি বন্ধ রেখে কিছুদিন একটু সাবধানে থাক্‌বেন।

নরেশ। সে ভয় নেই নায়েব মশায়—আমার এখানে টিকটিকির গন্ধ বোলেত—

নায়েব। না ছোট বাবু—সময় আজ কাল ভাল নয় তিল থেকে তাল দাঁড়াচ্ছে—যাদের ভালোর জন্যে আপনি এত কোরছেন সেই গ্রামের

লোকেরও আপনার উপর তেমন সকলের ভাল ভাব আমার ঠেকে না। বিশেষ আর একটা কথা—যদিচ আমার বলাটা ভাল দেখায় না। তবু না বোলেও পারছিনে, মার পেটের ভাই হ'য়ে মেজ বাবু আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার দেখালেন—তাতে কোরে এত দিনের পর হঠাৎ পুলিশের লোকের সঙ্গে হারানের এত দহরম মহরম কিসে তা'ত বুঝিনে।

নরেশ। এটা নিতান্ত অতিরঞ্জিত কোরে দেখা হোচ্ছে নায়েব মশায় ও সব মিথ্যে ভাবনা ভাববেন না।

নায়েব। তা' হবে—আমরা জমীদারী সেরেস্তার লোক মনটা তেমন শুদ্ধ নয়—খারাপ দিকটাই বেশী করে দেখি—যাই হোক্ তবু এই বুড়োর কথা একটু সাবধানে থাকেন যেন।

নরেশ। আচ্ছা, আচ্ছা—এখন আসুন আর দেরী কোরবেন না।

নায়েব। যে আজ্ঞে—তবে আসি— [নায়েবের প্রস্থান।

নরেশ। গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে নায়েব মশায়ের কথাটা দেখ্‌ছি মিথ্যে নয়। এই যে গ্রামের মঙ্গলের জন্যেই সেখানকার যত পচা পুকুর বন জঙ্গল রাস্তা ঘাট এত করে পরিস্কার করা হচ্ছে এটা যেন আমাদেরই দায়—তারা যেন এটা হোতে দিয়ে আমাদেরই কৃতার্থ কোর্‌ছেন। এমন না হোলে দেশের আজ এ' অবস্থা ঘট্‌বে কেন।

(নেপথ্যে গীত)

খোল গো দুয়ার—খোল গো দুয়ার
খোল গো দুয়ার
নয়ন তুলিয়ে—দেখ না চাহিয়ে—
ভীখারী দাঁড়ায়ে—
দ্বারে তোমার।—

ধন রত্নের নাহি প্রয়োজন

নাহি আকিঞ্চন কিছু আর—

শুধু মুষ্টি ভিক্ষা তরে ফিরি ঘরে ঘরে

কৃপা মাগি সবাকার

খোল গো দুয়ার ॥

জননী যাদের অন্নপূর্ণা জগতের দৈন্য হরে

তাহারি সন্তান আজি হতমান কাঙ্গালের সম ফিরে

কে ঘুচাবে তার এ' বুকের বেদনা

কে মুছাবে আজ অশ্রু তার।

ছিল যেথা মার বসন ভূষণ

লুঠে নিল তায় যত জগজ্জন

শুধু দাসত্ব শৃঙ্খল কঠিন বন্ধন

হোয়েছে জীবন সার

(ধুয়া—) খোল গো দুয়ার ॥

নিজ কর্ম্ম দোষে আপনায় ভুলি

ধুলি সনে মিশি হোয়ে আছে ধুলি

কে আজি তারে ধরিবে গো তুলি

নিজ পদে পুনঃ দাঁড়াতে আবার!

এসগো কল্যাণী গৃহ দেবী সবে

তোমরা বিনা কে বল রক্ষিবে

কে বল দেখিবে সন্তানে আর—

(ধুয়া—) খোল গো দুয়ার ॥

(হরিহরের প্রবেশ)

নরেশ। এস হরিহর খবর কি? ছেলেরা ফির্‌ল বুঝি সব?

হরি। হ্যাঁ—এরা হল্‌দি গাঁ ঘুরে বামুন পাড়া হোয়ে এই ফিরছে।

(গীত গাহিতে গাহিতে ছেলেদের প্রবেশ)

নরেশ। আসুন আসুন চৌধুরী মশায় যে (ছেলেদের প্রতি) আচ্ছা তোমরা এখন যাও—চৌধুরী মশায় খবর কি ?

চৌধুরী। এই তোমাদের রকমখানা দেখ্‌তে এলাম—বলি হ্যাঁ হে এমনিতেইত দেশের লোকের দু'বেলা ভাল কোরে হাঁড়ি চড়ে না—এর উপর আবার ঘর ঘর সকলের গলায় একটা করে হাঁড়ি ঝুলিয়ে একি সুব্যবস্থাটা হচ্ছে বাপু।

নরেশ। কেন এ আর নূতন ব্যবস্থা কি চৌধুরী মশায়? হিন্দুর ঘরে মুষ্টি ভিক্ষার ব্যবস্থা ত চিরকালই আছে। মা লক্ষ্মীরা তাই মনে করেই যার যেমন সাধ্য রোজ দু'এক মুঠো চাল তাইতে ফেলে রাখ্‌বেন—আমরা সময় মত সেগুলি সংগ্রহ করে এনে সপ্তাহের মধ্যে যে ক'দিন মজুররা এই গাঁয়ের পুষ্করিণী বা জঙ্গল পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত থাকবে তাদের খোরাকী বাবদে তা' খরচ করতে পারব—ওরি মধ্যে একটু বৰ্দ্ধিষ্ট গৃহস্থ যাঁরা তাদের কাছ থেকে মাস কাবারী টাকাটা সিকিটা যা চাঁদা পাওয়া যাবে তাইতে মজুরদের দিন মজুরীর হিসাবটাও মেটাতে পারা যাবে।

চৌধুরী। ও বাবা—এর উপর আবার চাঁদা—এ' যে একটা দিব্যি গোলক ধাঁধাঁ করলে রে বাবা—

নরেশ। কেন চৌধুরী মশায় এ দিতে ত কারুর কষ্ট হবে না, গায়েও লাগ্‌বে না—অথচ এই আবশ্যকীয় কাজগুলি অতি সহজেই সম্পন্ন হবে।

চৌধুরী। হাঁ খুব সহজই বটে—ঐ যে বলে ভাঁড়ে মা ভবানী তার আবার তপ্ত আর আমানি। এও তাই আর কি! বলি নিজের কুল'লে তবেত ত ভিক্ষে—আবার শুনছি নাকি কি একটা ইস্কুল খুলেছ

তাতে জগন্নাথ ক্ষেত্রের মত যত চাষা ভুষোর ছত্রিশ জাতের ছেলেদের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি ছেলেদেরও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে—এর বেলা কি হিন্দুয়ানীটা কোর্‌ছ বাপু ?

নরেশ। কেন চৌধুরী মশায় বিদ্যেটাও কি অন্নের মত ছুঁত মার্গের সামিল নাকি ?

চৌধুরী। নয় কিসে ? এ দিকে ত হিন্দুর ঘরের কথা তুল্লে—বলি মুনি ঋষিরাও যে এটা করতে সাহসী হন্‌নি তার খবর রাখো ?

নরেশ। আজ্ঞে যত টুকু খবর রাখি তাতে ত মনে হয় সেটা শুধু বেদ বিদ্যে সম্বন্ধেই।

চৌধুরী। ওহে বাপু—বিদ্যের আবার বেদ আর অবেদ—ঐ ত—ঐ শুধু কূট তর্ক করা একটা তোমাদের রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। ভাল আর একটা কি কথা শুন্‌ছি তুমি নাকি বাপ ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া কোরে পৃথক হোয়ে চলে এসেছ ? বলি এটাও কি তোমাদের নব্য হিন্দুয়ানীর একটা ব্যবস্থার মধ্যে নাকি ? আরও কত কি শুন্‌লাম যাক্ সে সব—কিন্তু বলি কি এতদিন এই যে—জমীদারির টাকায় এ' কাজ গুলো কতক কতক কোরছিলে—সেটা বরং বুঝি, যে, হাঁ বাপু প্রজার হিতে জমীদারের সেটা করা কর্ত্তব্য। এ সব চাঁদা ফাঁদা ভিক্ষের ঢেউ তুলে গাঁ সুদ্ধু লোককে উদ্‌ব্যস্ত করা কেন ?

নরেশ। আর প্রজাদের নিজেদের দিক থেকে কি কোন কর্ত্তব্য নেই চৌধুরী মশায় ? এই রকম চিরদিন সব তাতে পর-প্রত্যাশী হয়েই যে দেশটা দিন দিন ডুব্‌তে বসেছে সেটা কি এখনও ভেবে দেখবার সময় হয়নি চৌধুরী মশায় ?

চৌধুরী। হুঁ—ঢের ভাবা হয়েছে হে বাপু! নইলে কি আর অমনি এই চুলগুলি কালো থেকে এমন শোনের দড়ি সাদা হোতে বসেছে ? হ্যাঁ ছাখো—এর উপর আবার এই যে বক্তিমে ফক্তিমে দিয়ে

বেড়াচ্ছ এটা একটু বুঝে সুঝে দেখ—দিন কাল ত ভাল নয়—ঠেক্‌লে তখন বুঝবে যাক্—দেখছি মিথ্যে বকা—তবে কি জানো হাজার হোক্ তোমরা হোলে গাঁয়ের জমীদারের ছেলে পুলে একটু মায়ার টানত আছে—সেই জন্যই বলা—যাই আবার আহ্নিকের সময় হোল—হরি হে সকলি তোমারই ইচ্ছা। [প্রস্থান।

হরি। শুন্‌লেন ত সব কথা ?

নরেশ। কিন্তু আমাদের এ শুনে পেছপা হোলেও চল্‌বে না ভাই। দিন দিন পল্লীগ্রামের এই হীন অবস্থা ঘটায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশ বাঙ্গালী জাতীর আজ যে দুর্দ্দশা দাঁড়িয়েছে সে সমস্যার সমাধান আজ যে এই আমাদের বাঙ্গলার যুবকদের উপরই নির্ভর কোর্‌ছে। ভাই-ভেবে দেখ কত দিনের এই কুসংস্কার কত দিনের দাসত্বজনিত এই পরমুখী হীন বৃত্তির নীচতা দেশের লোকের স্বভাবগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—এর উচ্ছেদ সাধন দু'দশ দিনেও তোমার আমার মত দু'দশজনের দ্বারাও কখন সম্ভব নয়।

হরি। তা' হলে ধরুণ সে এক রকম দুরাশাই।

নরেশ। না দুরাশা বোল্‌তে পারিনে—কেন না আমরা ত আজ কালকার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মত দেশের লোকের মনে কোন সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি কোরে সেই উত্তেজনার সাহায্যে কার্য্য সিদ্ধি বা সেই সুযোগে নিজেদের নাম কেনা—সে রকম উদ্দেশ্য নিয়ে এ' কাজ কোরতে আসিনি—আমাদের যা' কাজ উপস্থিত সে শুধু আমাদের গ্রাম খানির মধ্যেই নিবদ্ধ—আর সে কার্য্যের জন্য যে টুকু উত্তেজনার প্রয়োজন সেও আমাদের নিজেদের মধ্যেই—গ্রাম বাসীদের কাছ থেকে এখন আমরা সে আশা কোরতে পারিনে, যতক্ষন না আমরা নিজেরা কাজ কোরে তাদের দেখাতে পারবো যে এইভাবে কাজ কোর্‌লে সকলেরই মঙ্গল—আর তাতে আমাদের কোন

ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই—তাই এই জঙ্গল পরিষ্কার, পথ ঘাট পুষ্করিণী আদির সংস্কার ইত্যাদি এই সব ছোট ছোট কাজগুলি কোরে দেখান—তার পর সমবায় প্রথায় কি ভাবে কাজ কোরলে কৃষি ও গ্রাম্য শিল্পিরা জমীদার মহাজন ও পাইকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেদের অর্জ্জিত ধনে নিজেরা লাভবান হবে—ও গ্রামের মঙ্গল সাধন হবে ধীরে ধীরে—সেই বিষয়টী তাদের বোঝাতে হবে সেই জন্যেইত ইস্কুল করা—যাতে ভদ্র ইতর যুবা বৃদ্ধ সকলই ক্রমশঃ এর উপকারিতা বুঝ্‌তে সক্ষম হয়।

হরি। কিন্তু আমাদের দেশে কি এই সমবায় প্রথায় কাজ করা চল্‌বে?

নরেশ। আগে থাকৃতেই সকলকার বিষয় চিন্তা কোরতে না বসে সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথমে কাজ কোরে দেখাটা উচিত নয় কি? আমরা আজ কয়জন যুবায় মিলে যদি আমাদের এই গ্রামখানির মধ্যেই আমাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ কোরে কৃতকার্য্য হোতে পারি—তখন আমাদের দেখা দেখি অন্যান্য গাঁয়ের লোকেরাও সেই রকম কোরবে। এমনি কোরে পল্লী সমাজের অসার দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চার হলে ক্রমশঃ দেশের লোকেরও সেই দিকে দৃষ্টি পোড়বেই।

হরি। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ মোহ আজ আমাদের হিন্দু সমাজে যে বিপ্লব অবস্থা এনে দিয়েছে তাতে শুধু এই পল্লী সংস্কারের দ্বারা কত টুকু তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারা যাবে। আর উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই পুরাতন পল্লী সমাজের আদর্শের পুনরাবর্ত্তনের উপকারিতাই বা কত টুকু সেও বিশেষ ভাববার বিষয় নয় কি?

নরেশ। দেখ ভাই, ভাববার বিষয় আছে বৈকি? জাতীয় জীবনের সংস্কারের পথ ত একটী নয়—আর আজ কালকার দিনে জগতের সকল জাতীর উন্নতির সঙ্গে সমযোগ্যতা লাভ করাও যতদিন না জাতীয় জীবনের সকল শক্তির সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয় ততদিন জাতীয়

জীবনের উন্নতির আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র, তাও জানি—তবে কেন এ কাজ্ করতে যাওয়া—পল্লীই যে দেশবাসীর ভাণ্ডার ভাই—অগ্রে তাই সে ভাণ্ডারকে রক্ষা কোরতে হবে।

হরি। কিন্তু দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থ উপার্জ্জনের উপায়—বিদ্যার প্রতিষ্ঠা সবই যে এই সহরের আশ্রয়ে।

নরেশ। হ্যাঁ—কিন্তু সেই বাণিজ্য সম্ভারের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যই উৎপন্ন হবে পল্লীতে আর তার উপার্জ্জিত অর্থের সংগ্রহ চোল্‌বে সহরে—লক্ষ পল্লীবাসী দরিদ্র চাষীর প্রাণ-পাত পরিশ্রমের ফলে সুখ ঐশ্বর্য্যের ভোগ কর্ত্তা হবে অল্প সংখ্যক সহরবাসী আর সেই ভোগের উচ্ছিষ্টে মাত্র প্রাণ ধারণ কোরবে পল্লীবাসী—এই লক্ষ লক্ষ চাষী—অল্প সংখ্যক ও বহু সংখ্যকের মধ্যে এই যে শক্তির ভেদ—মনের বিচ্ছেদ—এই খানেই জাতির ধ্বংসের বীজ নিহিত। যে জাতির মুষ্টিমেয় লোক সুখ সম্পদ ভোগ ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা বুদ্ধির অধিকারী—আর এক দিকে লক্ষ লক্ষ লোক অজ্ঞান আঁধারে দারিদ্র্যতার পীড়নে মুমূর্ষু প্রায়—সে জাতীর মঙ্গল কোথায়?

হরি। কিন্তু অনেকের আবার মত—সহরবাসী অধিকাংশ ভদ্রলোকের পক্ষে এখন আর পল্লীগ্রামে ফিরে গিয়ে জীবিকা উপার্জ্জনের সুবিধা হওয়াত অসম্ভব!

নরেশ। তাদের বোঝবার ভুল। পল্লীগ্রামে ফিরে যাওয়া মানে যে সেখানে সকলে লাঙ্গল ঘাড়ে চাষ কোরতে যাবে—তাতো নয়—বা সেই যে একমাত্র উপার্জ্জনের স্থান তাও নয়—পূর্ব্বেও কখন তা ছিল না। কথা হোচ্ছে সহরের সঙ্গে পল্লীগ্রামের যোগ্যসূত্র রক্ষা করা—ঐক্যতা মূলক যে মিত্র বুদ্ধি, এতদিন যে হিন্দু জাতীর জাতীয় জীবনে প্রাণ সঞ্চার কোরেছিল আজ সেইখানে বিলাতী সভ্যতার বিলাস ভোগের রিপু বাহিনী ব্যক্তিগত ভেদ বুদ্ধি সমস্ত জাতীয়

জীবনকে বিষাক্ত কোরে দিয়েছে। নিজ হিত ও পরহিতের ঐক্যতায় যে মিত্র শক্তি সমাজের প্রাণ তাই হারিয়েই বাঙ্গালী আজ ধ্বংসের মুখে চোলেছে—তাই আজ আর সংসারে পিতা পুত্রে মিল নেই—স্বামী স্ত্রীতে মিল নেই—ভাইয়ে ভায়ে মিল নেই—বন্ধুতে বন্ধুতে মিল নেই—প্রতিবাসীতে প্রতিবাসীতে মিল নেই—ঘর ছাড়া বাঙ্গালী আজ ঘর হারিয়ে সব হারাতে বোসেছে। তাই আবার তাকে নিজের ঘর মুখী কোরতে হবে। কালে আদর্শের আকার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সকল জাতীয় জীবনের আদর্শেরই একটা মুলগত বৈশ্যমতা থাকে—সেই হ'ল তার জীবন মরণের জীয়ন কাঠি তাকে হারান মানেই নিজকে হারান—অনিবার্য্য মৃত্যুর আবাহন—আজ আমাদের হিন্দু সমাজের সেই অবস্থা—একথা যদি আমরা এখনও না বুঝি তা' হ'লে আমাদের আর গত্যন্তর নেই ভাই, চল এখন বেলা হ'ল—অনেক কাজ এখনো পড়ে রয়েছে।

হরি। হ্যাঁ—চলুন— [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

(হরচন্দ্র ও কমলা।)

কমলা। বাবা! বেলা ত' ঢের হ'ল—এইবার তা' হলে—একটু সরবৎ ও ফলটল মিষ্টি কিছু নিয়ে আসি।

হর। এঁ্যা—আন্‌বে? না আর একটু হক্ মা—হ্যাঁ—বলছিলাম কি আজ অলকাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে কেন? বংশীর কাছে শুনলাম

সে নাকি আজ সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া কোরে বায়স্কোপ দেখ্‌তে গিয়েছে। তা' অমন সময় কি আবার বায়স্কোপ হয়।

কমলা। হ্যাঁ বাবা আজ বুঝি দু'বার কোরে হবে—আর নূতন বোইতে খুব ভীড় হয় কিনা—তাই বোধ হয় ঠাকুরঝি দুপুরের মধ্যে খাওয়া দাওয়া কোরে অজয়ের সঙ্গে গিয়েছে—মেজবৌ যাবে বলেছিল তা' শুন্‌লাম যায়নি।

হর। তাই বুঝি—তা' মেজ বৌমা গেলেন না কেন! দুজনে একসঙ্গে গেলেইত ভাল হত—মেয়েটা নাকি খুব কাঁদা কাটা কোরেছে শুন্‌লাম—না—না এ বড় খারাপ আমি ভট্‌চায্‌কে খুব বোকে দিয়েছি—অজয়—সে ত—এতদিন আমাদের ঘরের ছেলের মতই আছে—অলকা তাকে দাদা বলে—তাতে এমন দোষটা কি হল মা—এ্যা?

কমলা। তবে মেয়েছেলে, ঠাকুরঝি বোলতে নেই—এখন একটু বড় শড়টী হোয়েছে কিনা—তা' ঠাকুরদা এমন কিছু বলেন নি শুধু ঠাট্টা কোরে—

হর। না—না—ও সব নিয়ে আবার ঠাট্টা করা কি?

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। বলি হ্যাঁগা—বড় লোকের মেয়ে তোমার জন্য কি দেশশুদ্ধ লোক হাঁড়ি গলায় কোরে বসে থাক্‌বে—এ সহরের লোকের ত আর তোমাদের হোল্‌দে গাঁয়ের লোকের মত ভোরে উঠে পান্তা খাওয়া ধাত নয় যে এত বেলা অবধি না খেয়ে সব বসে থাক্‌বে।

কমলা। না মা আমি এই বাবাকে একটু ফল মিষ্টি খাইয়ে যাবো বলে বসেছিলাম—আজ একাদশী কিনা—

মহা। আহা আজ যে একাদশী এ' কথা কি আর কেউ জানে গা—যত পাঁজি পুঁথি এই হল্‌দে গাঁয়ের মেয়েটার কাছে আর সংসারে

এত সবাই থাক্‌তে ফল মিষ্টি খাওাতেই বা আস্‌বে কে! ন্যাকা ন্যাকা কথা শুন্‌লে হাড়ের ভেতর অবধি জ্বলে উঠে।

(নেপথ্যে) (কি জ্বালাতন—কোথায় গামছা—কোথায় যে কি কিছুর যদি একটা ঠিক থাকে)

মহা। ঐ দেখ, ওদিকে ছেলেটা কলেজ থেকে খেটে খুটে এসে গামছা খানা পর্য্যন্ত পায়না কি আমার ঘরুনী গো—শ্বশুরের সেবা ওত আর কেউ কখন করেনি—যা' কোরতে শিখেছিলেন উনি—সাধে কি ছেলেটা বকাবকি কোরে মরে।

হর। সে কি বৌমা—এত বেলা—এখনও তোমার খাওয়া হয় নি ?

মহা। আহা মরি যেমনে তেমন—এর বেলা অমনি স্নেহের সাগর উথ্‌লে উঠ্‌ল—আর বাড়ী শুদ্ধ লোকের যে খাওয়া দাওয়া হয়নি—সে কথা শোন্‌বার বেলা বুঝি এতক্ষণ দুটী কাণের মাথা খেয়ে বসেছিলেন—এমন নইলে কখন এত বাড়্‌ হয়—।

হর। আঃ এ নিয়ে আর এত বকাবকি কেন! আর সবাই এতক্ষণ খেলেইত পারত।

মহা। আহা, কি যে কথার ছিরি—খেলেইত পারত—উনি হলেন বাড়ীর বড় বৌ ওকে ডিঙ্গিয়ে আর দুটো বৌ খায় কি কোরে—আর বৌঝির খাবার আগে আমি বুড়ো মাগীই কি খেতে পারি নাকি? না আমাদের খাবার আগে চাকর দাসীরাও খেতে পারে ?

কমলা। এতে রাগ কোর্‌ছেন কেন মা—বাবা বুড়ো মানুষ এত বেলায় ওঁকে যা হ'ক্ কিছু না খাইয়ে আমরাই বা খাই কি কোরে—তাই এতক্ষণ খাইনি—এইবার ওঁকে কিছু খাইয়ে—

মহা। থাক্ গো থাক্—আর তোমার ব্যাখ্যা বর্ণিমে শোনাতে হবে না সে বুদ্ধি কি আর কারুর ঘটে আছে ?

(ফলমিষ্টি লইয়া বামুন ঠাকুরের প্রবেশ)

বামু। মা এই সব এনেছি—

মহা। রাখ এইখানে—এখন যাওগো বড় লোকের বউ—কি চায় ছেলেটা একবার দেখে এসে—তার পর ভাতের থালায় হাত দিয়ে আমার সাত পুরুষ কৃতার্থি কর—আহা কি যে রত্নই এনেছিলে—

[কমলার ধীরে ধীরে প্রস্থান।

হর। আহা সকল কথাই এমন রূঢ় কোরে বলা কেন? তা' ছাড়া কি আর বলা যায় না।

মহা। না—কি কোরব—তোমার মিষ্টিমুখী বউয়ের মত আমরা ত তেমন শ্বশুরের মিষ্টি খেতে পাইনি তা' অমন মিষ্টি মুখ হবে কি কোরে—এখন নাও—এই ফলটা আর সরবৎ টুকু ও মিষ্টি দুটো খেয়ে নাও দেখি—তারপর তোমার মিষ্টিমুখী বউয়ের মিষ্টি বিচার কোর' আখন।

হর। হ্যাঁগা অলকা কি এখনও ফেরেনি?

মহা। সেই কথাই বলা হোচ্ছে—তোমার মিষ্টিমুখী বউ আজ কাল আবার তার পেছনেও যেমন লেগেছেন—মেয়েটা রাগের মাথায় কোন দিন না কিছু কোরে বসে—এ যেন বায়স্কোপ দেখ্‌তে গিয়েছে ফিরতে শুনছি এখন একটু দেরী হবে, কিন্তু—

হর। সে কি—বড় বৌমা—তিনিও কি তাতে কিছু বলেছেন নাকি?

মহা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার সেই তিনি মিষ্টিমুখী বৌমা—নইলে এত মিষ্টি মিছরীর ছুরী আর কে চালাবে—বলেন নি আবার? সে বুড়ো মরা ত তবু ঠাট্টা ক'রে দুটো তামাসার ছলে বলেছিল। আর ওর সে শুনিয়ে শুনিয়ে ব্যাখ্যানা।

হর। এঁ্যা, সে কি? বড় বৌমাও ব'লেছেন?

মহা। তা' বোল্‌বেন্ না নইলে শ্বশুরের এত মিষ্টির ধার সুধবেন কি করে! এইবার ক্রমশঃ কত গুড়ে কত মিষ্টি তা' ভাল কোরেই জান্‌তে পারবে। তখন বুঝ্‌বে এই বুড়ির কথার কত মর্য্যাদা।

হর। বল কি—বড় বউমাও বলেছেন? আমি কোথায় ভট্টাচার্য্যকে ওরই জন্যে খুব শক্ত শক্ত কথা তখন শুনিয়ে দিলাম—বুড়ো মনের দুঃখে রাগ কোরে চলে গেল—চোলে গেছে—আর আস্‌বে না।

মহা। বেশ কোরেছ, বেশী বুদ্ধির দৌড় কিনা—নিজের ঘর বুঝলেন না গেলেন কিনা আগে পরের উপর ঝাল ঝাড়তে—নাও এখন আর ও মিষ্টিটা ফেলে রাখতে হবে না খাওয়া হোক্—

হর। আশ্চর্য্য—বড় বউমা—আশ্চর্য্য! না সংসারে দেখছি কিছুই বিশ্বাস কর্‌বার নেই—কি নিয়ে তবে সংসারে থাকা। কিন্তু—না—না—তাহলেও তিনি এমন কিছু বলেছেন কি—যাতে—

মহা। কিঃ তা' বিশেষ কিছুই বলেছেন—তা' যদি কোনরকমে বাইরের লোকের কানে যায় তা'হলে মেয়েটার বর যোটা ত দূরের কথা শিগ্‌গীরই ভাদুড়ী বংশের এতদিনকার ডাক সাইটে খ্যাতিও—

হর। চুপ চুপ—ছিঃ ছিঃ—বয়েস হলে কি হয়—কিছুই আজও জগতের চিন্তে জান্‌তে শিখলেম না—হঁ্যা—যাকে এতদিন এত সরল এত পবিত্র বলে জানা ছিল—

মহা। তা' হবে না—নইলে কলিকাল বোলবে কেন? পবিত্র বলে পবিত্র একেবারে বউ যে তোমার শালগ্রামশীলে হয়েছিল গো। কারুর একটা হাঁ না টু কর্‌বার যো নেই—যত দোষ এই কটুমুখী বুড়ির—দাঁড়াও এইবার ভাল কোরেই বুঝবে?

(গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। কি হ'ল মা বাবাকে বোলেছ?

মহা জানিনে বাপু তোদের কোন্ দিকে যে কি দেখবো—আর কোন দিকে কি বোলব তাত বুঝ্‌তে পারিনে।

হর। কেন গণেশ আবার কি বলে—কি হলো আবার ?—

গণেশ। মা—বাঃ—তাহলে বাবাকে এখনো কিছু বলনি ? কিন্তু এই দুদিন বাদে বিষয় লাটে উঠলে তখন কিন্তু আমায় দুষো না। এত কোরে বুঝিয়ে বল্লুম মেয়েকে দেবার দিন ত একেবারে চলে যায়নি ঘরে যখন এখন আর উপরন্তু টাকাও তেমন নেই—এদিকে নরেশের জন্যে আদায়পত্রেরও এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে—তা' উনি কিনা সব জেনে শুনে আমার ঘারে সব ভার চাপিয়ে দিয়ে চুপি চুপি সবাইকে লুকিয়ে সেই দানপত্রের টাকাটাও রেজেষ্টরী কোরে দিয়ে এসেছেন, তা' আবার কেমন আমাকে বিষয় দেখবার ভার আমমোক্তারী নামায় লেখাপড়া কোরে দেবার ঠিক আগের দিনেই এই কাজ কোরেছেন, কেননা তা নইলে আমি পাছে টাকাটা আট্‌কাই—এর বেলা জমীদারী বুদ্ধি বেশ চলে—তারপর এদিকে আজ বাদে কাল লক্ষ্মীজলার আবাদ লাটে উঠবে তখন এ জমীদারী বুদ্ধির ফল দাঁড়াবে কি—বিষয় দেখ্‌বার ভার নেওয়া হোয়েছে বোলে আমিই চোর দায়ে ধরা পড়েছি না ?

মহা। কি গো চুপ কোরে রইলে যে কিছু বলছ না—সত্যই তো দেখবার ভার নিয়েছে বোলে চোরদায়ে ধরা পড়েছে নাকি ?

হর। উঁহু—তা' কেন—আমার যখন বিষয় তখন আমিই চোর দায়ে ধরা পড়েছি তখন এতে বলবার আর কি আছে ?

মহা। বটে ! কিন্তু শাস্তিভোগের বেলা যে এর জন্যে সবাইকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হর। তা' সঙ্গ দোষে তাইত হয়—এটা ত আর নতুন কথা নয়, আর একথাও জানো বোধ হয়—চোর ডাকাতেরও একটা মায়ার টান থাকে—চুরি করুক আর ডাকাতিই করুক সেই টাকা তার সংসারে সেই মায়ার

লোকদের জন্তেই ব্যয় কোরে থাকে। তা—তাদের তো চুরি ডাকাতির টাকা আমার ত তবু তা' নয়। তখন আমিই বা তা' করব না কেন ?

মহা। শোন একবার কথার ছিরি—তাই বুঝি যত মায়ার টান সব মেয়ের উপর পোড়ল আর সবাই অমনি ভেসে যাক্ !

হর। কেন ভেসে যাবে কেন—নিজেরা এখন মানুষ হোয়েছেন—একজন এতদিন বিষয় দেখছিলেন তার দ্বারা হ'ল না—এখন যিনি দেখবার ভার নিয়েছেন তিনি দেখুন যাতে সব রক্ষে হয় তাই করুন।

মহা। এমন অনাসৃষ্টি বুদ্ধি না হলে এমন ঘটে আফিং ধোরে দিন দিন আরো বাহাত্তুরেতে ধরেছে—কি যে উপমার ছিড়ি ! কি মায়ার টানই দেখালেন।

হর। বেশ ত ! আমার সেটা যদি ঠিক দেখানো না হয়ে থাকে যে টাকা অলকার নামে দেওয়া হোয়েছে সেরকম টাকা তোমার নামেও এক-সময় যে না দেওয়া না হয়েছে এমন ত নয়—এতদিনে স্থদে আসলে তার পরিমাণও টাকার চেউতে বেড়েছে বই কমেনি—তা' উপস্থিত তাই থেকে তুমিই না হয় কিছু দিয়ে ঠিক টান্‌টা দেখিয়ে দাও না কেন ?

মহা। হু ঠিক—এই এতক্ষণে এইবার ঠিক নেশাখোরের বুদ্ধি জুগিয়েছে—নেশাখোর যেমন নেশার ঝোকে অম্লান বদনে দশটাকা খরচ কোরে তারপর আবার খ্যাচের সময় মাগ ঠেঙ্গিয়ে তার গায়ের গয়না কাড়্‌তেও কসুর করে না—এও তেমনি আর কি ! সংসারে ঢুকে অবধি স্থখের ওর নেই এখন এই শেষ সময় হাতে খোলা পোঁদে মালা কোরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন আর কি ! যেরকম বরাৎ দেখছি কপালের সিঁদুর যে অক্ষয় কোরে এসেছি এমন ত প্রমাণ নেই তখন আমার দশাটা কি হবে তা' শুনি ?—

হর। তাইত গিন্নি পাছে তবু এমন নির্ব্বিবাদী আফিংএর নেশাটা ধরে-ছিলাম নইলে আর কোনটার একটী ধর্‌লেই ভোম্‌ভি মিলিটারী

হাম্‌ভী মিলিটারী যা' তুমি বোলছিলে সেরকমই মধুর অভিনয় হয়ত—দূর হোগ্‌গে ওসব কথা—এখন আর বলি কি হবে তবে এর জন্যে তোমার এত ভাবনাই বা কেন? এই টাকা যদি এখন তুমিই দাও তা সে'ত এই বিষয় রক্ষের জন্যেই দেবে অমনি নষ্ট কর্‌তে ত আর দিচ্ছ না—তা' ছাড়া যার এতগুলি উপযুক্ত ছেলে থাকে—

মহা। যাক্—ঢের হোয়েছে—নিজে উপযুক্ত হোয়ে যেমন জ্যান্তে মরার ব্যবস্থা দিচ্ছ—ছেলেরা আবার তেমনি মরার উপর খাড়ার ঘা চালাতে কসুর কর্‌বে না সে এখুনি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।

গণেশ। (স্বগতঃ) বাঃ! চমৎকার সংসার! চক্ষু বুঝলেই কাকস্য পরিবেদনা—তেমনি বেঁচে থাক্‌তে এই এক রূপচাঁদ ছাড়া বাবা আর কেউ কারু না—সবাই স্বার্থের গেরো বাঁধছেন আর মুখে মায়া দয়ার নজীর দেখাচ্ছেন—বলিহারি কারখানা—হুঁ—গোবরা গণেশ—গোবর গাদায় মানিক হারিয়োনা বাবা—হাতে যখন এসেছে তখন আর—নইলেই যে গোবরা সেই গোবরা।

হর। কি বাবাজি! তোমার গর্ভধারিণীর কথা ত শুন্‌লে—আমার নিজের সম্বন্ধে আর বলবার কিছু নেই—তোমরা রাগই কর আর দুঃখই কর—আমি যা কোরেছি তা' জেনে শুনেই কোরেছি মানুষের বাঁচন মরণ বা ভাল মন্দ সময়ের উঠন পড়ন আজ পর্য্যন্ত সেটা কেউ ঠিক্ দিতে পারেনি—যেটা কোর্‌ব মনে করেছি সেটা সময়েই নিজের সামর্থ্য থাকতেই কোরে যেতে পারাই ভাল তারপর ইচ্ছাময়ের ইচ্ছেয় যা হ'বার তা' হবে।

মহা। আচ্ছা তপস্বী গো আমার! চিরকাল নিজের ইচ্ছেয় যা খুসী তা কোরে এখন গঙ্গা নেয়ে ফোঁটা তিলক কেটে আফিং ঠুসে মালা ঠক ঠকিয়ে তপস্বী বনে ইচ্ছেময়ের ইচ্ছে দেখাতি এসেছেন। কথা শুনলে হাড়ে জ্বলুনি ধরে। দূর হোক্—মিথ্যে বকে মরা—চিরকালটাই একদশা

—না মোরে আর এড়ানও নেই—ছাড়ানও নেই—মেয়েটার জন্যেই ভাবনা। কথাটা এত এগিয়েছে সেই কথা বল্‌বার জন্যেই এসেছিলাম, তা' এ পোড়া সংসারে কি কোন কিছু স্থির হোয়ে কর্‌বার জো আছে—তালের পর তাল আছেই। যেমন কোরে হোক্ মেয়েটার একটা গতি করে—তারপর এ' সংসারের পায়ে দণ্ডপাত কোরে ইস্তফা—মেয়েটা রাগ কোরে সকালে ভাল কোরে খেয়েও যায়নি এত বেলা হ'ল এখনও ফির্‌লও না, পোড়া মায়ার টানে ঘুরপাকেরও এড়ান নেই—যাই দেখিগে—মেয়েটা এতক্ষণ এল কিনা— [মহামায়ার প্রস্থান।

গণেশ। নরেশের এত গোলযোগ পাকান স্বত্ত্বেও প্রজাদের ভয় ডর দেখিয়ে তবু কতক টাকা আদায় করা গিয়েছিল বাকীটার সম্বন্ধে ভেবেছিলাম যা' তা'ত দেখছি আপনি দানপত্রখানা রেজেষ্টরী কোরে আগেই তার গোড়া মেরে রেখেছেন তারপর মার কথাও ত এই শুনলাম। আর ও নীলাম রদের কোন উপায়ই দেখছি না। এখন উপায় কি কোর্‌তে বলেন ?

হর। আমার কিছু বলবার নেই বাপু—যেটুকু ছিল তা'ত তোমার মার সামনেই কথা হ'ল শুনলে—এখন যা' নিজেরা ভাল বোঝ করগে—আমায় আর কিছু বোল না—বোলেও কোন ফল দেখছিনে।

গণেশ। বেশ তা'হলে বাকী শেষ বড়দাদাকে একবার বোলে দেখি তিনি বা কি বলেন।

হর। হ্যাঁ—তাই বলগে—বলাও কর্ত্তব্য তিনি সবার বড়—আমাকে আর না।

গণেশ। ভাল। [গণেশের প্রস্থান।

হর। আজ সকাল থেকে শয্যা ত্যাগ করে ওঠা অবধি—থেকে থেকে প্রাণটার মধ্যে কেমন কোর্‌ছে বুঝতে পার্‌ছিনে—অথচ বিষয় কি—অলকা সম্বন্ধেও এসব কান পেতে কথা শুনা বা তার সম্বন্ধেও তো

কোন কিছুই ভাবিনি—এসবের ঢের আগে থেকেই এ'রকমটা হোচ্ছে —কেন হোচ্ছে কে জানে—

(বংশীর প্রবেশ)

একি তাই—কিরে বংশী ?

বংশী। আজ্ঞে একখানা চিঠি—

হর। কি চিঠি! কিসের চিঠি—কে দিলে ?

বংশী। আজ্ঞে তাত জানি না—একটা লোক আপন্‌কো নাম করে চিঠিটা ত্যালে।—

হর। আচ্ছা তুই এখন যা। [বংশীর প্রস্থান।

হর। কিসের চিঠি আবার—একি অলকার হাতের লেখা না (কম্পিত হস্তে পত্র খুলিয়া স্বগতঃ পাঠ)

শ্রীচরণেষু—

বাবা আপনাকে অনেকবার আমার মনোভাব জানিয়েছি যে আমি এখন কিছুতেই বিবাহ কোর্‌ব না। কিন্তু আমি জান্‌লাম যে তবু আপনারা তাই দেবার জন্য স্থির নিশ্চিন্ত হোয়ে গোপনে তারি উদ্যোগ কোর্‌ছেন—তা' ছাড়া বাড়ীতে আজ ঐ কথা উপলক্ষ করে ঠাকুরদা ও বড়বৌদির কাছে এমন বাক্য সব আমায় শুন্‌তে হয়েছে তাতে যদি কিছুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান আমার থাকে তা'হলে পুনরায় আর কখন' এরূপ বাক্য শোনবার অগ্রেই এ সংসার পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে আমি শ্রেয়ঃ বলে মনে করি। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়াই যদি আপনাদের একান্ত সঙ্কল্প হয় তা'হলে জান্‌বেন আমি সেকেলে অশিক্ষিতা মেয়ে নই ও এক্ষণে নাবালিকাও নই—আর বেশী কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না। আপনাদের স্নেহ ঋণ কখন ভোলবার

নয়—কিন্তু কি কোর্‌ব সত্যের দিকে তাকিয়ে তবু এই সব অপ্রিয়কর বাক্য বলতে বাধ্য হলাম্ কন্যা বলে মার্জ্জনা কর্‌বেন। ইতি—

আপনার অভাগিনী কন্যা

অলকা।

হর। এ্যাঁ—একি—একি—ওঃ এইজন্যে এতক্ষণ প্রাণ এমন করছিল! এখন উপায়—ঘুণাক্ষরে একথা এখন বাইরে প্রকাশ কর্‌লেই ত সর্ব্বনাশ—হা ভগবান—আজীবন প্রাণটানা ভালবাসার বিনিময়ে এই দুঃসহ আঘাতই কি তোমার ন্যায় দণ্ডের একমাত্র নেয্য বিচার হল প্রভু! না না অস্থির হ'লে চলবে না। চুপি চুপি যেমন করে হোক মেয়েটাকে ফিরিয়ে আন্‌তেই হবে, কাউকে এখন কিছু জানান হবে না,—শুধু ভবেশকে বলে তাকেই পাঠাই—আর নিজে এই বলে এক খানা চিঠি তার হাতে দিই যে,—মা তুই যেমনটী চাস্ আমি তাইতেই রাজী—ঠিক এ' ছাড়া আর উপায় নেই—নইলে শেষে কি বৃদ্ধ বয়সে লোক নিন্দার ভয়ে আত্মঘাতী হবো—হা ভগবান—হা ভগবান—একি কোরলে— [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কমলা ও দামিনী

দামিনী। সত্যিই ক্ষিদে নেই বৌদি!

কমলা। ক্ষিদের আর অপরাধ কি ভাই—আজ সকাল থেকে ঘরে বাইরে এত খাওয়া হয়েছে যে পেটে আর জায়গা থাক্‌লে ত খাবো। মা বুঝি এসে ভাল করে খাইনি দেখে খুব আরো আপ্‌সেছেন?

দামিনী। হ্যাঁ—মাসীমা ঘরে ঢুকেই এদিক ওদিক চেয়েই বল্‌লেন এ' থালা ভড়া ভাত পড়ে কার ঠাকুর? তাইতে মেজ বৌদি বোল্লে কি জানি মা—দিদির আজ শরীরটা ভাল নেই বলে তাই খেতে পারেন নি। তাই ভাত পোড়ে আছে—এই শুনেই আর কি—

কমলা। কি বল্লেন?

দামিনী। বল্লেন—হুঁঃ; শরীর ভাল নেই, না দু'কথা বলা হয়েছে ব'লে গায়ের জ্বালায় আর চোখে কানে দেখতে পাচ্ছেন না। ভাত ফেলে তাই ঝাঁঝ দেখান হয়েছে। সেই যে বলে ঘুটে কুড়ুনীর বেটী রাজার বউ তার নাগাল পায় কি কেউ! আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্, থাক্, দেখি এইবার তোর কত বাড়ের দৌড়—এই সব আর কি—যেমন নিত্য নৈমিত্তিক হ'য়ে থাকে, সে যাক্, এখন তোমার ঘরে আবার কি হ'ল?

কমলা। সে আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্ ভাই। সেও আমার যেমন অদৃষ্ট! বাবা একাদশীর উপোষ করে আছেন তাঁকে ফল মিষ্টি খাইয়ে—তবে খেতে আস্‌বো বলে তাঁর কাছে বসেছিলাম—তাই খেতে যেতে একটু দেরী হয়ে গেছে বলে মা এক চোট না ভূত না ভবিষ্যতি শোনালেন—এ দিকে উনি কলেজ থেকে এসে ঘরে আমায় না দেখ্‌তে পেয়েই ঘরের জিনিষ পত্র তচ্‌নচ্ কোরে ছুঁড়ে ফেলে গামছা গামছা কোরে তিন পাড়া হাঁকা হাঁকি—অথচ সাম্‌নের দড়িতেই ঝুল্‌ছিল—তাই দু'কথা বোল্‌তে গিয়েই বেশ এক চোট তার কাছে হল—আচ্ছা দামিনী! কি কোরে আজ কালকার মেয়েদের মত কথা কইতে পারা যায় আমায় শেখাতে পারিস ভাই?

দামিনী। হাঁসালে বৌদি—আমার চেয়ে তুমি কি কিছু কম বোঝ না জান বৌদি?

কমলা। না ভাই, বুঝিই বা কি আর জানিই বা কি বল্—নইলে উনি

বলেন কেন—"তোমার সঙ্গে কথা কোয়েও সুখ পাইনে—তোমার কথায় প্রাণে একটুও সারা দেয় না।"

দামিনী। কি জান ভাই বৌদি আজ কালকার বিদ্যেও হোয়েছে যেমন মুখস্থ—বিদ্যে তেমনি—এখনকার ছেলেমেয়েরা কথা যে কয় সেও ঐ মুখস্থ কথা—আবার যেখান থেকে তাদের শিক্ষা দীক্ষা—সেই এখনকার শিক্ষকেরাও তারাও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার সময় আর সাত জনের কথা দিয়েই বোঝায়—কেন না তারা নিজেরাও ঐ সাত জনের কথা দিয়েই বোঝে। আবার এখনকার বই পত্রও যা পড়ে তাতেও সেই মুখস্থ কথা—কাজে কাজেই তাদের কথার ধাঁজই হ'ল মুখস্থ—আবার ছাখনা ঐ জন্যে তাদের বিদ্যের দৌড়ও যেমনি একটু বাড়তে সুরু হয় অমনি সেই সঙ্গে নিজেদের চোখের মাথা খেয়ে চশমা ধর্‌তে হয়—বেচারিরা নিজের চোখ দিয়েও আর দেখ্‌তে পায় না—সেত তোমায় দিয়ে হবে না বৌদি—তুমি কখন সে শিক্ষা পাওনি—অথচ তুমি হ'লে এখনকার একজন সেই আধুনিক শিক্ষকেরই বউ—কাজে কাজেই যত গোল বেঁধেছে।

কমলা। সেই জন্যেই ত তাদের মত হোতে তোকে শেখাতে বল্‌ছি লো।

দামিনী। সর্ব্বনাশ! ঐ দেখ তুমি আমায় অম্লান বদনে বলে বস্‌লে লো—এখনও এমন অশ্লিল ভাষী হলে আজ কালকার মেয়েরা তোমায়—কিলো বলে হয়ত আগেই কিলিয়ে দেবে—না কোন আশা নেই বৌদি—কোন আশা নেই—সে আর এখন হয় না। বরং তোমার তিনি যদি এত দিন গোড়া থেকে শেখাতেন তা' হলে হয়ত বা কতক হত।

কমলা। ওমা—তা বুঝি বোলিনি—কত বোলেছি, যে বাপু তবে কি রকম

কথা কইতে হয় কি ভাবে কইলে তোমার মনের মত হয়—তুমিই না হয় তা শেখাও না বাপু।

দামিনী। কি—কি—বাপু? হোয়েছে—একি তোমার ছিদেম-গঙ্গা জলের ভারি বৌদি? এইখানেই যে একেবারে স্বজ্ঞানে প্রেমের গঙ্গা লাভ হয়ে গেল বৌদি—বোলেছি কোন আশা নাই। তা ও কথায় কি জবাব দিলেন।

কমলা। অমনি মাথা নেড়ে বোল্‌লেন, সে কি আর এখন হয়—না শেখাবারই জিনিস?

দামিনী। ঠিক একেবারেই দিব্যি পুরোদস্তুর একটি নায়িকা চাই। তা দেখ বৌদি, সে তোমাকে দিয়ে হবে না ভাই।

কমলা। হবে না!

দামিনী। কি করে আর হয়—আচ্ছা আমি যা বলব ঠিক্ ঠিক্ পারবে?

কমলা। কি বল না ভাই তাইত তোকে জিজ্ঞাসা করছি।

দামিনী। যেমনি দেখ্‌বে ঐ মাথা নাড়া—অমনি হাসি হাসি মুখে গায়ে গাটী ঘেঁসে কানটী ধরে বেশ করে দিয়ে দেবে নাড়া— তা'হলেই দেখ্‌বে কথার আর দরকারই হবে না—এমনিতেই অমনি প্রাণে লেগে যাবে সারা—

কমলা। ওমা সে কি গো?

দামিনী। তবেইত—কথাতেও পারবে না—কাজেতেও পারবে মা—তা হলে আর—ওমা চল্লুম বৌদি! ঐ ত্যাখো—তোমার শেখবার বরাতই নেই—		[প্রস্থান।

(অপর দিক্ হইতে ভবেশ ও গণেশের প্রবেশ)

কমলা। ওলো, দাঁড়া, দাড়া, আমিও—

[কমলারও প্রস্থান।

ভবেশ। সব তো শুনলাম—এখন উপায় ?

গণেশ। সেই পরামর্শের জন্যই ত আপনার কাছে এলুম—আর সময়ও নেই—এতদিন বরাবর সবাইকে বোলেও আস্‌ছি—বাবা সব শুনে সব জেনে তবু এই করলেন। তারপর এত বড় বিপদে মারই কি এই কাজটা উচিৎ হ'ল ?

ভবেশ। তাইত আমার মাথায় ত কিছু আসে না ভাই—তোমরা বিষয় নিয়ে নাড়া চাড়া কোরছ—তোমাদের তবু বৈষয়িক বুদ্ধিও আছে—আমি এতদিন ধোরে শুধু বই নাড়া চাড়া করেই দিন কাটালাম—ও ছাই আমি কিছুই বুঝিনে—

গণেশ। (স্বগতঃ) হুঁ এর বেলা কেউ কিছুই বোঝেন না। যত বোঝে এই হাঁদা গণেশ—তা' বুঝ্‌বে এবার ভাল কোরেই বুঝ্‌বে। (প্রঃ) একটা উপায় মনে করেছিলাম কিন্তু কোন লজ্জায় সে কথা আর—

ভবেশ। কি বল দেখি ?

গণেশ। না—বড়দা সে কথা আর মুখে না আনাই ভাল—ছিঃ ছিঃ বিপদে পড়লে মানুষের এতটা weakness—এমন স্বার্থ বুদ্ধিও হয় !

ভবেশ। বলি কথাটাই কি শুনি ? ছাখো, তোমার বৌদি তবু আমার চেয়ে সংসারের খবর রাখেন—আমি এ সম্বন্ধে বাবার সাম্‌নে তোমায় আরো একদিন বলতে শুনেছিলাম বটে তার পর ভুলেই গেছি—আর মনে নেই—কাল উনিই আমায় বল্‌ছিলেন যে—হ্যাঁগা কি হবে সামান্য টাকার জন্যে অমন বিষয়টা যাবে—শুনলাম মেজ বৌমাও নাকি দুঃখুঃ কোরে ওঁর কাছে বলেছেন কি হবে দিদি—উনি ত ভেবে ভেবে মারা গেলেন—মা বাবা শুধু ঠাকুরঝির বিয়ের জন্যেই ব্যস্ত—কিন্তু এ' যে কত বড় বিপদ—তা' কেউ একবার ভেবে দেখছেন না !

গণেশ। কি বল্‌ব' বড়দা—বৌদি সংসারের জন্য যতটা ভাবেন যতটা প্রাণ দিয়ে করেন তাকি আর জানিনে না দেখ্‌তে পাইনে—বল্‌তে

কি মার চেউতেও সংসারের সব দিকে ওঁর দৃষ্টি বরং বেশী বই কম নয়। নইলে এ সব বৈষয়িক বিষয় আমরা সবাই থাকতে, বউ মানুষ, ওঁর ত ভাববার কথা নয়। তবু উনি ভাবেন। মা শুধু যেদিকে নিজের ঝোঁক তাই নিয়েই থাকেন। আমি তবু এত বুঝিয়ে বল্লুম তা' তার জবাব তাত শুন্‌লে!

ভবেশ। সে যাক্ এখন তোমার বৌদি বোলছিলেন যে "কি আর হবে—যখন অত বড় বিপদই দাঁড়িয়েছে সত্যিই যদি আর কোন উপায় না থাকে তা'হলে না হয় একটা কাজ করলে হয় না—মার দরুণ যে টাকাটা আমার কাছে রয়েছে সেত ব্যাঙ্কে জমা দেব দেব করে আর এখনো দেওয়া হয়নি—উপস্থিত সে টাকা দিয়েই—এটা রক্ষে হোক্ না—তুমি তাই ঠাকুরপোকে বল।"

গণেশ। ছিঃ থাক্ বড়দা আর বোল না—এখুনি ঐ কথাটাই মনে হয়ে তোমায় বল্‌তে গিয়ে নিজেই নিজের কাছে লজ্জায় মোরে যাচ্ছি—সেই জন্যে ত বলেছিলাম যে বিপদে পড়লে কি মানুষের এতটা weakness আসে।

ভবেশ! তা' ভাই আমি ও সব বুঝিনে—নেওয়া উচিৎ কি অনুচিত সে সব তোমরা বোঝ—তবে উনি ঐ রকম বোলছিলেন।

গণেশ। না বড়দা—সে হয় না—না—না—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কেন হয় না ঠাকুরপো! তোমরা কথা কইছিলে তাই আমি আর এতক্ষণ কিছু বলিনি—শুন্‌ছিলাম—নইলে মেজবৌর মুখে শোনা অবধি আমি নিজেই তোমায় বোলব' মনে করেছিলাম—এতে ত সকলেরই দায়িত্ব সমান ভাই—তুমি দেখ্‌বার ভার নিয়েছ বলে কি

চোর দায়ে ধরা পড়েছে না ছোট্ট ঠাকুরপো না বুঝে একটা কাজ কোরেছে বলে শুধু তার দোষটা ধরলেই আমাদের চলবে।

গণেশ। না বউদি বাবা বর্ত্তমান থেকে—আর আমরা তিন তিনটে এত বড় ছেলে থাকৃতে আজ এ কাজ কোরলে লোকের কাছে ছিঃ ছিঃ—লজ্জা রাখতে ভাঁদুড়ী বংশের আর জায়গা থাকৃবে না—এ হয় না—না—না—।

কমলা। আশ্চর্য্য করলে ঠাকুরপো—লোকের কাছে! লোকে জান্‌বেই বা কি করে—একি ঢাক্ পাড়্‌বার কথা—না আমিই ঢাক পাড়্‌তে যাচ্ছি! আর সময়ের ফেরে কার ঘরেই না কি হয়—কত বড় বড় ঘরের মেয়েদের গায়ের গহনা খুলে দিয়েও ইজ্জত বজায় করৃতে হয়। তাকি লোকে জান্‌তে যায় না তা জানাবার কথা।

গণেশ। বোল্‌ছ বটে বউদি! কিন্তু তবু না জান্‌লেও—এ বড় দুঃখু বড় কষ্টের কথা আমারত এমন ঠেকে।

কমলা। না ঠাকুরপো, এ নিয়ে আর মিথ্যে মাথা ঘামিও না—যখন জোগাড়ের আর কোন উপায়ই নেই তখন ভেবে দেখ কাল নীলেম ডাকের সময়ও টাকা না দিতে পারলে কি দাঁড়াবে—শুনেছি ঐ লক্ষ্মী জলার আবাদই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী—তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি ঠাকুরপো আর না বোলনা—আমি এখুনি টাকা এনে দিচ্ছি—তুমি চুপি চুপি জমা দিয়ে এস গে—

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। কই বড় দাদা বাবু—আপুনি এখনও গ্যালেন না কর্ত্তা বাপু আবার আমায় ডাকৃতি পাঠালেন।

ভবেশ। এত ডাকা ডাকির তাড়া কেন বল দেখি?

বংশী। আজ্ঞে তা' মুই কি বোলব'।

গণেশ। কি আর—অলকার বিয়ের পরামর্শ বোধ হয়—আজ যে সকালে তাদের লোক জান্‌তে এসেছিল—আমায় বোলেছিলেন তুমি ত এ দিকের হাঙ্গামা নিয়েই রয়েছ—তোমার বোধ হয় সময় হবে না। ভবেশ এলেই তাকেই পাঠাতে হবে দেখ্‌ছি—তাঁদের নাকি আজ একটা পাকা কথাই দিতে হবে।

ভবেশ। ও তাই বুঝি—আচ্ছা চল্‌ যাচ্ছি—তা'হলে যা' ভাল হয়—তোমার বৌদির সঙ্গে ঠিক কর ভাই—আমি চল্লুম—

[ভবেশ ও বংশীর প্রস্থান।

কমলা। তা'হলে ঠাকুরপো দাঁড়াও ভাই—আমি টাকাটা এখুনি তোমায় এনে দি, এরপর কেউ যদি আবার এসে পড়ে—বিশেষ মা যাতে এখন টের না পান—

গণেশ। তাইত তাইত বৌদি! আমার কিন্তু এখনও কেমন ঠেক্‌ছে!

কমলা। না আর না চুপ্‌! আমি এখুনি আস্‌ছি একটু দাঁড়াও—

[কমলার ঘরের মধ্যে যাওন।

গণেশ। যাক্‌ দেখ্‌ছি বরাত জোর—এত সহজে হবে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি—ও হ্যাঁদা গণেশ—বাবা বুদ্ধি যদি শানাতে হয়ত এই বেলা এই টাকাতেই সকল দিকের কাজ সারতে হবে; বরাত মানে এই—সময় বুঝে সুবাতাসকে ধরা—এ যদি না হোত নিজের স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিতে হোত। তা' আর করতে হ'ল না। এ' একেবারে ধরি মাছ না ছুঁই পানি—নিজের গায়ে আঁচড়্‌টী পর্য্যন্ত লাগা নয়—তবে বৌদিটা কি সরল! ছোঃ দয়া মায়া না ঘেঁচু only weakness of the brain এ না করলে আর একজন আর এক রকমে পথে বসাবার যোগাড় করবেন। সে আর হোচ্ছে না।

(কমলার পুনঃ প্রবেশ)

কমলা। এই নাও ঠাকুর পো দু'খানা হাজার টাকার আর বোধ হয় খুচর' ক'খানা ১০০৲ টাকার নোট—

গণেশ। তাইত সবই নম্বরী নোট—আচ্ছা সে যা হক্—কিন্তু—ছিঃ ছিঃ না বৌদি এ' যে বড়ই কেমন ঠেক্ছে।

কমলা। চুপ্—যাঃ ঠাকুরপো মা বোধ হয় দেখ্তে পেয়েছেন।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। বলি ও কিসের টাকারে গণেশ? একেবারে নোটের তাড়া দেখ্ছি যে—হুঁ—বুঝ্তে পেরেছি—আর কোন উপায় না পেয়ে শেষ নাড়ি ভুঁড়ি কাঁথা বেঁচা টাকা দিয়ে বিষয় রক্ষা করতে চোলেছ—হ্যাঁরে তোদের কি একটু হায়া ঘেন্না নেই। সব পুড়িয়ে খেয়েছিস্—মিন্সে এখন বেঁচে থাক্তে আর বুড়ো বুড়ো মর্দ্দ ছেলে সব—ছিঃ ছিঃ ছিঃ গলায় দড়ি—গলায় দড়ি—পেটে ধরেছি কি আর বলব?

গণেশ। চুপ্ কর মা চেঁচিও না—নিয়েই যদি থাকি তাতে কি হয়েছে? টাকায় কারু নাম লেখা থাকে নাকি? বলি তা'হলে এতদিন কত হাড়ি মুচি প্রজার টাকায় পেট ভরিয়েছ কেন? এখন এ' যার টাকা তারি টাকা আর সেও কিছু আমাদের পর নয় সংসারে তুমি আমি যেমন সেও এখন তাই। নিজে দেবার বেলায় প্রাণ কর কর করে উল্টে লোককে কথা শোনাতে এসো! বিপদে পোড়লে কার ঘরে কে কি না করছে—কিন্তু তাই বলে কেউ আর ঘরের কথা পরের কানে তুলে দেবার জন্যে তোমার মতন এমন হৈ চৈ করে চেঁচায় না বুঝ্লে—যাও যাও চুপ্ চাপ্ থাকগে আর মিছে বোক না।

মহা। কেন চুপ কোরে থাকবো রে—তোদের ভয়ে? একেইত শ্বশুরের আদরে আদরে—এমনিতেই মাটিতে প্া' পড়ে না—তার উপর আবার ঐ টাকায় বিষয় রক্ষে হবে আর সেই বিষয়ের অন্ন খেয়ে মনে কোরছিস উঠ্তে বোসতে লাথি খাবার জন্যে আমায় বেঁচে থাক্তে হবে—না? কেন মা গঙ্গা এখনও জলশূন্য হন্‌নি—আর এমন জন্ম আমারও হয়নি—আবার টাকা না দেবার নাড়া—এতেই এই—দিয়ে শেষ সবার লাথিই গায়ের অলঙ্কার হোত সে বুদ্ধি আমার আছে।

গণেশ। হাঁ তা আছে তাই নিয়েই থাক—এখন চুপ্ করো—যেমন কোরেই হউক আজ টাকা জমা দিতেই হবে। নইলে নীলেম রদের আর কোন উপায় নেই—আমি যখন ভার নিয়েছি যা' ভাল বুঝেছি কোরেছি পরের কাছে ধার করা শুধু হাতে কে দেয়? তাই বৌদির কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে—জেনো সেই ধারেরি মতন—আবার স্থবিধে মত এক সময় দিয়ে দিলেই হবে—মিথ্যে মাথা গরম কোরে না বুঝ্লে—যাও।

মহা। হুঁ—কিন্তু ত্মাখ্ আমি এই বোলে যাচ্ছি ও টাকা তোদের সইবে না—সইবে না—সইবে না—কোরগে যা—যা তোদের ইচ্ছে—

[মহামায়ার প্রস্থান।

(হঠাৎ বিকৃত মুখে মাথায় হাত দিয়া
গণেশের মাটিতে বসিয়া পড়ন)

কমলা। কি হোল—কি হোল ঠাকুরপো অমন কোরছ কেন?

গণেশ। কি জানি বৌদি হঠাৎ মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল আর দাঁড়িয়ে থাক্তে পার্লাম না।

কমলা। তা হবে না মাথার আর দোষ কি—একে এই দুশ্চিন্তে তায় সকাল থেকে এতটা বেলা পেটেও দু'ফোটা কিছু পড়েনি—কিন্তু তা' হোলে এখন কি হবে ঠাকুরপো! আর ত সময় নেই যা হোক দুটী

খেয়ে নিয়ে এখনো ছুটোর গাড়ী ধোরতে পারলেও হোত—কিন্তু এ শরীর নিয়েই এখুনি অমনি হুড়ুর ত্বম কোরে এই রোদ্দুরে ছোটা সেও ত ঠিক নয়—তা'হলে উপায় ?

গণেশ। তাইত শরীর হঠাৎ কেন এমন বেএক্তার হোল তা'ত বুঝ্তে পারছিনে এ' অবস্থায় যাওয়াও দেখ্ছি মুস্কিল—সময়ই বা আর কই—যাই দেখি যাহোক কোরে হারানকেই না হয় পাঠাই—টাকা নিয়ে যে কেউ নীলেমের আগে পৌছুতে পারলেই হোল—তাই যাই—সব বুঝিয়ে স্থঝিয়ে তাকেই পাঠিয়ে দি—নইলে রাস্তায় আবার যদি কিছু হয়, তখন হারান সঙ্গে থাক্লেও উল্টে তখন আমায় নিয়ে মুস্কিলে পোড়বে। পথে কোন বিভ্রাটে পোড়ে একটু যেতে দেরী হোয়ে গেলেই সর্ব্বনাশ —তাই কোরি। কি বল বৌদি ?

কমলা। সেত বটেই ; নইলে যদি আবার পথে কিছু হয়।

গণেশ। হ্যাঁ তাই কোরিগে—তুমি ভেবো না বৌদি—ভগবান যখন উপায় কোরে দিয়েছেন তখন রক্ষে কোর্‌বেনই—তুমি মার সাম্‌নে আর যেয়ো না। একথা নিয়ে আর এখন কোন হৈ চৈয়ে কাজ নেই—বুঝলে—যাই এই রকম ব্যবস্থাই করিগে।

কমলা। হ্যাঁ তাই কোরে একটু স্থস্থ হোয়েই খেয়ে নাও ঠাকুরপো সকাল থেকে এত বেলা অবধি না খাওয়াতেই আরো বোধ হয় অমনতরটা হোয়েছে—

গণেশ। হ্যাঁ যাই—আবার এ' ধারে দেরী হোয়ে যাচ্ছে।

[গণেশের প্রস্থান।

কমলা। ভগবান এ' শঙ্কট দিনে মুখ তুলে চাও ঠাকুর—কি ক্ষ্যানে অক্ষ্যানে এ' সংসারে এসেছিলাম জানিনে—যাই কেন করি না কিছুতেই মার কাছে ভালই নেই—বিনা দোষে একি অদৃষ্টের ফের তুমিই জান ঠাকুর ! যাক্ এখন এ' দায় থেকে রক্ষে কর প্রভো, আর

কি বোলব—আশ্চর্য্য। এত বড় বিপদেও মা কি না এমনি কোরে শাপ্ মন্নি দিয়ে গেলেন শুনে অবধি এখনও আমার গা কাঁপ্‌ছে—

(ভবেশের প্রবেশ)

ভবেশ। গণেশ কোথায় গেল ?

কমলা। ঠাকুরপো টাকাটা পাঠাবার ব্যবস্থা কোরতে গেল—সকাল থেকে খাওয়া দাওয়া নেই—তার উপর এই ভাবনা—আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পোড়ে গিয়েছিল—পাছে রাস্তায় আবার এমনতরটা হয়—তাই নিজে আর না গিয়ে হারানকে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরছে—দেখ একবার বিপদ! আবার শোন ঠাকুরপোকে যেমনি টাকা এনে হাতে কোরে দিচ্ছি হঠাৎ অমনি কোথা থেকে মা এসে হাজির—দেখেই বুঝলেন যে আমারি কাছ থেকে শেষ টাকা নেওয়া হোচ্ছে—এই আর যায় কোথায়—যাচ্ছে তাই কোরে এক চোট তোমাদের উপর রল্লেন আর আমার কথা ত ছেড়েই দাও—কারণ এ' রাগের মূলই হলুম আমি—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পোড়া কপালীর গরীব মা মোরেও তাঁর এড়ান নাই—আবার চোলে যাবার সময় শাপ্ দেওয়ার মত বোল্‌তে বোল্‌তে গেলেন দেখিস আমি এই বোলে যাচ্ছি এ' ড়াঁড়ী ভুতির কাঁথা বেচা টাকা—ও টাকা তোদের সইবে না—সইবে না—সইবে না—মা গো—মনে কোরে এখনও আমার গা যেন শিউরে উঠ্‌ছে। যেমনি আমার অদৃষ্ট তেমনি কি সময় যে চোলেছে ত জানিনে।

ভবেশ। হুঃ—সময়! দেখ শুনেছিলাম লোকে বলে দুঃসময় কখনও একা আসে না তা' সেটা এতদিন শোনা কথা ছিল মাত্র। আজ তার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি একেবারে অবাক হোয়ে গিয়েছি,—ছাখ এ' সব বিপদের উপর আবার এক সর্ব্বনেশে বিপদ ঘটেছে—কথাটা খুবই গোপন রাখবার কথা—কিন্তু তবু তোমায় না বোলে থাকৃতে পারছিনে।

কমলা। ওমা আবার কি বিপদ গো—কি হোয়েছে—এঁ্যা ?

ভবেশ। চুপ্ আস্তে—কথাটা যেন কিছুতে তুকান না হয়—অলকা রাগ কোরে বাবাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে—বায়স্কোপ দেখ্তে যাওয়া টাওয়া ওসব মিথ্যে তার অমতে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা হোচ্ছে সেই জন্যে সে আর এ' সংসারে থাকৃতে রাজী নয়—উপস্থিত মাসীমার বাড়ী নাকি যাবে তার পর কি কোরবে তা' আর কিছু জানায়নি তোমাদের সঙ্গেও নাকি কি সব কথাবার্ত্তা হোয়েছে তাতেও খুব রাগ প্রকাশ কোরেছে।

কমলা। কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়—মাসিমা সেই চন্দন নগরের। ওমা তাঁরা যে ব্রহ্ম জ্ঞানী গো,—

ভবেশ। তাই বাবা আমায় চুপি চুপি এখুনি সেখানে যেতে বোল্লেন কোন রকমে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে—তুমি শিগ্গির কোরে জামা চাদরটা বার কোরে দাও। কিন্তু কি জানি কিন্তু সেখানে গেছে বোলেত আমার মনে নিচ্ছে না—

কমলা। সে কি গো—অমন অমঙ্গুলে কথা বোল না—গা শিউরে উঠে! না না—ঐ মাসীমার বাড়ীতেই গিয়েছে। মেয়ে মানুষ নইলে কি সাহসে আর কোথাও যাবে।

ভবেশ। মেশোমশায় ব্রহ্ম জ্ঞানী সেই জন্যে সে দিক থেকে একটা মতলব কোরে যেতে পারে বটে—কিন্তু আমি যা' শুনলুম অজয়ও নাকি তার সঙ্গে আছে—বায়স্কোপ দেখ্তে যাবার ছল কোরে তুজনে এক সঙ্গে বেরিয়েছে—কি জানি—এতদিন কিছু মনে হয় নি—আজ কিন্তু বংশীর কথা শুনে—

কমলা। ওগো চুপ্ চুপ ও আর মুখে এন না—কি কুক্ষণেই আজ অজয়ের সঙ্গে অত মেশামেশির কথা নিয়ে তু'কথা বোলেছিলাম তাই জন্যে সকালে এক কাণ্ড ঘোটে গিয়েছে—তার পর সত্যিই যদি এই হয়—রক্ষে করো ঠাকুর—রক্ষে করো—না না ও সব কিছু নয়।—

ভবেশ। যাক্ তুমি শিগ্‌গির কোরে জামা কাপড়টা—কিসের শব্দ—ইস্ হঠাৎ মেঘ কোরে ঝড় এল নাকি ?

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। দাদাবাবু—ট্যাক্‌সি আন্‌ছি।

ভবেশ। হ্যাঁরে—মেজবাবু কোথায় ?

বংশী। আজ্ঞে, তেনা এই নূতন নায়েব মশায়কে কোথাকে পাঠিয়ে স্নান কোর্‌তি গ্যালেন।

ভবেশ। আচ্ছা যা' আমি যাচ্ছি—কমলা তা'হলে এখন আমি আসি। বড্ড মেঘটা কোরেছে দেখ্‌ছি। [বংশীর প্রস্থান।

কমলা। একি ! ঝড় উঠ্‌লো যে গো—কি কোরে যাবে ?

ভবেশ। তা হোক্ ট্যাক্সিতে যাবো—এখুনি এষ্টেসনে গিয়ে পৌঁছুব। নইলে ট্রেন ধরতে পারা যাবে না—চল্লুম—সাবধান কাউকে যেন এখন আর— [ভবেশের প্রস্থান।

কমলা। একি কোর্‌লে ঠাকুর ! এক বিপদ কাট্‌তে না কাট্‌তে আবার একি কাণ্ড ঘটালে প্রভু। এ' সর্ব্বনাশীর মুখ দিয়ে কেন ছাই অমন কথা তখন সকালে বেরিয়েছিল—সত্যি সত্যিই শেষ যদি তেমন কিছু হয়—ও মাগো কি হবে তা'হলে এ' অভাগীর অবস্থা আরো যে কি দাঁড়াবে। তাও যাক্—চিরদিনই সহ্য কোরে আস্‌ছি—সেও না হয় সইবে—বিষয় যায় যাক্ তাতেও আসে যায় না—কিন্তু ঠাকুরঝি এ' কি কোর্‌লে ! এ দুর্ণাম যে কোনরকমে একবার রট্‌লে আর—রক্ষে কর ঠাকুর—এ' বজ্রাঘাৎ থেকে আজ আমার শ্বশুরকুলকে রক্ষে কর। দোহাই আর কিছু চাইনে—ইস্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে একি ভীষণ মেঘ ছেয়ে এল—আকাশ যেন একেবারে ভেঙ্গে আস্‌ছে,—কি হবে—গ্যালেন ত—এখন গাড়ী ধর্‌তে পার্‌লে হয়—রক্ষে কর ঠাকুর—রক্ষে কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ পথ

গণেশ

গণেশ। বিকেলে ঝড়ের বেগটা একটু থামা মেরেছিল—আবার দেখ্‌ছি বাড়্‌লো—তা' বাড়ুক—কাজ এতক্ষণে হাঁসিল হোয়ে গিয়েছে—কিন্তু হারানেটা এখনও ফির্‌ছে না কেন! বোধ হয় পুলিসে রিপোর্ট লিখিয়ে আস্‌তে দেরী হোয়েছে। ফার্ষ্ট ট্রেন আর ধোর্‌তে পারেনি—ঝড়টা হোয়ে খুব সুবিধেই হোয়েছে—এ' দুর্য্যোগে কে আর কার খবর রাখে—এখন হারানেটাকে যেমন শিখিয়ে দিয়েছি—সেই মত ঠিক কোরে আস্‌তে পার্‌লে হয়—হুঁ—গোবরা গণেশ এ' যদি হয় ত বাস্‌—প্রথম নম্বরেই লক্ষ্মী জলার আবাদটী নির্ব্বিবাদে উদরস্থ করা, তার পর—কেরে!

(ব্যস্ত ভাবে বংশীর প্রবেশ)

বংশী। আজ্ঞে মুই দাদাবাবু—আঃ! কি দুর্য্যোগ কর্‌লো রে বাবা—কি হাওয়াই ছাড়্‌তিছে—এ আলোটা জালি ত ওটা নিবি যায়—আবার সেটা জালি ত এটা নিবি যায় হঃ!

গণেশ। হ্যাঁরে বড়দা বাবার কাছ থেকে ফিরেছেন?

বংশী। আজ্ঞে না দাদাবাবু তানের ত কই এখনো ছাখছি না।

গণেশ। ছাখ্‌ত ছাখ্‌ত; হারান এলো কি না।

বংশী। আজ্ঞে হারান ঠাকুর হয়ত আস্‌তি আস্‌তি পথ হেরিয়েছে দাদাবাবু—বাপ্‌রে কি ঝাট্‌কি মার্‌ছে—কি দুর্যুগ, লোক এ ঘর হোতি ও ঘরকে যাতি ঠিক কোর্‌তি লারে।

গণেশ। দূর্‌ হতভাগা—ধেড়ে মিন্সে পথ হারাবে কিরে—যা যা—ভাখ্‌ এলো কি না?

বংশী। হ্যাদে কও কি দাদা ঠাকুর—মানুষ ত মানুষ! ঘর বাড়ী জাহাজ শুদ্ধ হেরিয়ে যায়! বংশীর কথায় অমিল পাবা না—ঐ লাও আবার ঠাকুর দালানের আলোটাও ন্যাব্‌লো যে—ভাল মুস্কিল করে দেহি—কি করিরে বাবা কি করি—ইস্‌ কি আঁধারী রে বাবা—

[বংশীর প্রস্থান।

গণেশ। আলো আর অন্ধকার বেশি শক্তি কার—মানুষের জন্মাবার আগে গোড়ায় অন্ধকার—আবার চক্ষু বুঝলেই সেই অন্ধকার—মাঝ খানে স্বধু দু'দিন বেঁচে থেকে মিথ্যে আলোর স্বপন দেখা—তেমনি পাপ আর পুন্যি ওরো সব শূন্যি—সব শূন্যি—দুর্ব্বল মনের মন গড়া খেয়াল মাত্র,—"There is no good and bad in this world but thinking make it so" সেক্‌সপীয়রের এই কথাটাই লাক্‌ কথার এক কথা—ড্যাম নন্সেন্স্‌ ভীরুর দল যত—আবার মজা কেমন—ভেতরে স্বার্থের টান সকলেরই—অথচ বাহিরে ধর্ম্মের বাহাদুরীটে দেখান চাই। ধর না এই যে বৌদি টাকাটা দিয়ে বদান্যতা দেখালেন—কিন্তু আসলে কি জানেন যে বিষয়টা গেলে তাঁর ভাগটাও যাবে—এতে সে দিক রক্ষে হোল—বাহিরেও নাম কেনা হোল—আবার টাকাটা ফিরে পাবার আশাও রহিল—এই রকমই সবই রে বাবা—হুঃ! অনেক দেখে তবে হাঁদা গণেশের বুদ্ধি খুলেছে—আচ্ছা অলকাটা কি কোর্‌লে—বিয়ের কথা টের পেয়ে মিথ্যে রাগ দেখিয়ে একটা কিছু মতলব এঁটেছে—আর কি মরুক্‌ গে এখন।

(বৃষ্টি ঝড়ে ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নরেশের প্রবেশ)

নরেশ। ওঃ অনেক দিন এমন ঝড় বৃষ্টি দেখিনি—সময় বুঝেই কি সব হয়—সদর থেকে এতটা এলুম কারুর সারা পাচ্ছি নে কেন? বংশী বংশী—

গণেশ। কে—কে—নরেশ নাকি?

নরেশ। হ্যাঁ মেজদা—উঃ কি অন্ধকার—একটাও আলো নেই কেন?

গণেশ। ঝড়ে কেবল নিবে যাচ্ছে—তা' তুমি হেথায় হঠাৎ এ' দুর্য্যোগে—হারানের সঙ্গে দেখা হোয়েছিল? কাছারীর খবর কিছু জানো?

নরেশ। কে—হারান! কৈ না সেত যায়নি—আমিত সেই খবর জান্‌বার জন্যেই আস্‌ছি—এদিকে যে সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল মেজদা—কোন উপায় কোরতে পার্‌লে না?

গণেশ। কেন—কেন—কি হোয়েছে?

নরেশ। আর কি হোয়েছে—সে কি! আজ যে নীলাম ডাকের দিন—একি তোমাদের কারু স্মরণ ছিল না মেজদা—

গণেশ। কি রকম! নিজে হঠাৎ অসুস্থ হোয়ে পড়ায় টাকা কড়ি দিয়ে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দু'টোর গাড়ীতে ঐ জন্যে হারানকে পাঠিয়ে দিয়েছি—তখন ঝড় ঝাপ্‌টি ও তেমন কিছু দেখা দেয় নি—তাকে এষ্টেশনে পৌছে দিয়ে গাড়ীও ফিরে এসেছে—তুমি কি বোল্‌ছ নরেশ! এ্যাঁ—

নরেশ। তা' কই। আমি ত সেই সকাল থেকে একবার কাছারী একবার এষ্টেশনে এই কোরে সমস্ত ক্ষণ কাটিয়েছি—তার পর যখন নীলেম ডাকের সময় হোল তখন ও আমি যদি কেউ এখনো আসে বোলে হাঁ কোরে পথ পানে চেয়ে—হঠাৎ নীলাম ডাকের আওয়াজে চমক ভাঙ্গল—ফিরে চাহিতেই দেখি—ডাক উঠে গেছে—তখন

মাথাটার ভেতর কেমন কোরে উঠ্‌ল—কপালে হাত দিয়ে সেই খানেই বোসে পোড়্‌লুম।

গণেশ। এঁ্যা হারান যায়নি—একি—একি বোলছ তুমি নরেশ—হায় হায় কেন আমি মোরতে মোর্‌তেও গেলুম না। কি হলো—কি হোল—এঁ্যা—কিন্তু—হারান কি এমন অবিশ্বাসের কাজ কোর্‌বে তাত মনে হয় না—তবে কি গাড়ীতে কোন accident !

নরেশ! না—সে হোলে ট্রেণে আস্‌তে সে কথা কিছু না কিছু নিশ্চয়ই আমি শুন্‌তে পেতুম। তবে গাড়ী থেকে নেমে পথে যদি কিছু ঘটে থাকে প্রথম ঝড় ওঠ্‌বার মুখে ! আমি ত সমস্ত পথ ঝড় মাথায় কোরেই আস্‌ছি।

গণেশ। নীলাম হোয়ে গেছে—এঁ্যা—ওঃ কি হোল—এত কোরেও লক্ষ্মী-জলাকে হারাতে হোল—নরেশ—নরেশ ভাই—কেন তুমি অমন কোরে চোলে গেলে—আমিই বা কেন মাথা গরম কোরে মিথ্যে বকাবকি কোর্‌লেম—তা নইলে কখনই এমনতরটা ঘটত না—কি হোল—কি হোল—লক্ষ্মীজলাই যে আমাদের লক্ষ্মী ছিল ভাই—কে জানে শেষে কি মার অভিশাপেই এমন হোল—কোন উপায় না কোর্‌তে পেরে বৌদির কাছ থেকে চুপি চুপি টাকা ধার কোরে—তাও বৌদি স্বইচ্ছায় দিতে ইচ্ছুক হোলেন তাই—তবু এমনি গ্রহকোপ—বৌদি যেই টাকাটা এনে আমারি হাতে দিচ্ছেন অমনি কোথা থেকে মা এসে হাজির—দেখেই বোল্লেন—কিরে ড়াঁড়ীভূতির কাঁথা বেচা টাকায় বিষয় রোক্ষে কোর্‌তে বোসেছিস্—দেখিস এই আমি বোলে যাচ্ছি "ও টাকা ত তোদের সইবে না—সইবে না—" হায় হায় শেষ কি তাই এমন হোল—কি হলো—কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে ভাই।

নরেশ। তাই বুঝি—কি আশ্চর্য্য ! বৌদির উপর মার চিরদিন এমনি বিষদৃষ্টি—এতেও রাগ ! কিন্তু আর কি হবে—ফিরে পাবারও আর

কোন আশা দেখ্ছিনে—সবই অদৃষ্টের খেলা—নইলে এমন হবে কেন! এ দুর্য্যোগে নীলাম ডেকে নেবার মত লোকও বড় একটা কেউ জোটে নি—কোথা থেকে সেই সুদখোর মেড়ো বেনোয়ারী বেটা কিনা ডেকে নিলে—একি কেউ স্বপনেও ভাব্তে পারে মেজদা।

গণেশ। কি কি সেই বেনোয়ারী—এঁ্যা—সে বেটার চৌদ্দপুরুষেও যে কেউ কখন জমীদারীর জও জানে না—একি ভেল্কিবাজী—এত কোরে টাকা যোগাড় হোয়েও এই হোল—কি হোল—কি হোল—এঁ্যা (স্বগতঃ) যাক্ তাহোলে দেখ্ছি হারানে কাজ ঠিকই হাসিল কোরেছে—হুঁ—বড় রাগ দেখিয়ে যাওয়া হোয়েছিল—এখন আবার ছুটে এসেছেন—ভোঁদা গণেশ—হুঁঃ (প্রকাশ্যে) তাইত নরেশ একি হোল ভাই—আমি যে কিছুই বুঝে উঠ্তে পার্ছিনে—হায় হায়—যখন সর্ব্বনাশ হয় তখন কি সবদিক থেকেই এমনি হয়—এর উপর আবার এ'ধারে এক ভীষণ কাণ্ড—না থাক্ যে মানসিক অবস্থা নিয়ে তুমি ছুটে এসেছ—এখন আর—

নরেশ। এঁ্যা—আবার কি হোয়েছে! না মেজদা—উল্লেখ যখন কোরেছ তখন না বলাতে আমার মনের অবস্থা যে আরও দুঃসহ হোয়ে উঠ্লো—না না—বল বল আবার কি হোয়েছে শিগ্গীর বল।

গণেশ। কি জানি ভাই আমিত এই দুর্ভাবনা নিয়ে সকাল থেকে ব্যস্ত। তার উপর মাথা ঘুরে পোড়ে গিয়ে অবধি শরীরও একেবারে বেএক্তার ছিল। চুপ কোরে জ্বরে পোড়ে থেকে কেবল ঐ এক চিন্তা নিয়েই ছিলাম—হঠাৎ বিকেলবেলা শুনি—অলকা নাকি রাগ কোরে কোথায় চোলে গিয়েছে—বাবাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে—সে আর এ'সংসারে কিছুতে থাক্তে ইচ্ছুক নয়—বাঙ্গালী ঘরের অবিবাহিতা মেয়ে তার এমন দুঃসাহস—একি কল্পনায়ও আসে—তাই বোল্ছি ভাই—একি সব ভেল্কিবাজী—এঁ্যা—

নরেশ। সর্ব্বনাশ! বল কি মেজদা—কিন্তু হঠাৎ এরকম রাগের কারণ কি?

গণেশ। অজয়ের সঙ্গে বড় মেলামেশা করে বোলে—আজ সকালে ঠাকুরদা ও বৌদি নাকি ঠাট্টা কোরে কি সব বোলেছিলেন—তাই চিঠিতে জানিয়েছে যে পুনরায় আর কখন এরকম অভদ্রোচিত বাক্য শোন্‌বার আগেই সে এ' সংসার পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করে—আর তার সম্পূর্ণ অমতে কৌশলে তার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করা হোচ্ছে—কিন্তু সে সেকেলে অশিক্ষিতা মেয়ে নয়—আর নাবালিকাও নয়—এটা যেন মনে থাকে।

নরেশ। এতদূর—আশ্চর্য্য! উপস্থিত কোথায় গিয়েছে তা' কিছু জানিয়েছে?

গণেশ। বোলেছে ত—এখন মাসীমার বাড়ী যাচ্ছি—পরে যা হয় জানাবে। কিন্তু আমার ত সত্যি বোলে মনে নেয় না—কেন না যে অজয়কে নিয়ে এত কথা হোয়েছে—সেই অজয়ের সঙ্গেই নাকি এক গাড়ীতে তাকে বংশী যেতে দেখেছে—থাক্‌ এখন ওসব কথা—তুমি আগে বাবার কাছে যাও—তিনি বড়ই কাতর হোয়ে পোড়েছেন। আশ্চর্য্য—এদিকে যে এতবড় একটা বিপদ আজ ঝুল্‌ছে—তার সম্বন্ধে কি হোল না হোল তা' জান্‌বার জন্য একবার কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করেন নি।

নরেশ। আশ্চর্য্য—বোল্‌ছ কি মেজদা! সে বিপদের চাইতে এটা কি কম বিপদ—না কম ভাববার বিষয়! এর উপর যে আমাদের বংশের সমস্ত মানসম্ভ্রম নির্ভর কোর্‌ছে—একি তুচ্ছ বিষয়—বিষয় গেলে আবার হয়—কিন্তু এ যে—না—না—ভগবান অলকার কি শেষে এমন বুদ্ধি হবে—

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি গা—মিন্সের আক্কেল দেখ দিকি—পাছে লোক জানাজানি হয়—তাই বোলে তুই এই সমস্ত বেলাটা চুপ কোরে বোসে রইলি—লোক জানাজানি নাই বা কোর্‌লুম—নিজেরা পাঁচজনে পাঁচ দিকে এতক্ষণ খোঁজখবর ত কোর্‌তে হয়—তা' নয়—এখন এই আকাশ ভেঙ্গে ঝড় দেখা দিলে—তায় এই রাত্তিকাল—কাকেই বা বলি—কেই বা কোন্ দিকে ছোটে—এঁ্যা—কি করি গা! দাঁড়িয়ে কেরে—কে—কে—নরেশ নাকি!

নরেশ। হ্যাঁ মা—(পদধূলি গ্রহণ) আমি এই আস্‌ছি।

মহা। হ্যাঁরে তা এসেছিস্—এই জল ঝড় মাথায় কোরে তা তা তাহোলে তোর কাছেই বুঝি গিয়েছিল—বাঁচলুম—তা' তাকে একেবারে সঙ্গে কোরে এনেছিস্ ত?

নরেশ। কাকে আন্‌বো মা! কি বোল্‌ছ তা'ত বুঝতে পার্‌ছি নে—অলকার কথা বোল্‌ছ বুঝি—

মহা। এঁ্যা তাহোলে তা' নয়? আমি ভাব্‌লুম এই জল ঝড় মাথায় কোরে যখন এমন সময় এসেছিস—তখন তাই বুঝি—তা' নয়—ওরে তবে কি হবে?

নরেশ। কিসের কি হবে মা!

মহা। ওমা মিন্সে তা হোলে তোদেরও কিছু বলেনি—দেখো একবার আক্কেলখানা ছ্যাখো—শুধু বড় ছেলেকে বোলে তাকে গেলেন চন্দননগরে পাঠাতে—সে ভারি সব কাজে দড় কিনা—বলে নিজের গায়ের কাপড় কোথায় থাকে তার ঠিক থাকে না—আঃ আমার কপাল! আর তুই পোড়াকপালি মেয়ে তোর সাহসখানাই বা কি—এখানে বিয়ে না পছন্দ হয়—আমি মা আমাকে বল্—তা নয় এসব কি কাণ্ড।

নরেশ। ভেবো না মা—অলকা মাসীমার ওখানেই গিয়েছে।

মহা। তাই বা ভাব্বোনা কি বল্—তারাত ব্রেহ্মোজ্ঞানী হোয়ে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের বোল্‌তে গেলে একরকম দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হোয়ে গিয়েছে—তখন আর কোথাও না গিয়ে সেখানে যাবার মানে—কে জানে বাপু—আমার এ'সব ভাল ঠ্যাকে না—আর তাই যদি হয়—তাহোলে ভবেশ গিয়ে কোন' ফল হবে মনে করিস্—সে বেহায়া মেয়েকে ত আমি জানি—এমন এক কথা তাকে কোয়ে দেবে দে্‌খবি—ভবেশ অমনি চুপ করে মুখটী বুজে চোলে আস্‌বে।

নরেশ। তা' ঠিক মেজদা—বড়দা না গিয়ে আমি কি তুমি যদি যেতুম।

মহা। তবে আর কি বোল্‌ছি—সব তা'তে মিন্সের বুদ্ধিখানা এমনি।

গণেশ। তাও যদি ঠিক গিয়ে থাকে। তাহোলে ভেবো না মা—বড়দা আগে খবরটা নিয়ে আসুন পরে যা' হয় করা যাবে—এখন আর তুমি এ' নিয়ে হৈচৈ কোরে গোলমাল কোর না—একটু ঘুণাক্ষরে কিন্তু প্রকাশ পেলেই সর্ব্বনাশ—আসুন বড়দা তারপর দেখ্‌বো—নরেশ তুমি ভাই বাবাকে দেখগে—তিনি বড়ই অস্থির হোয়ে পোড়েছেন—একে ক'দিন শরীরটা ভাল নেই—বিষয় আষয়ের অবস্থা এই—তার উপর আবার এই সব কাণ্ড—কাল ডাক্তার বোলছিল হার্টটা আবার ব্যাড টার্ণ নিয়েছে—খুব সাবধানে রাখতে—তা' হঠাৎ এই সক্ লাগায় কি যে দাঁড়াবে ভগবানই জানেন।

নরেশ। তাইত—কি যে হবে একেবারে চারিদিক থেকে এ'রকম হোলে।

গণেশ। কিন্তু ভ্যাখো ওটা আর ডোণ্ট্ ডিস্‌ক্লোজ নাও—বুঝেছ—

নরেশ। না।

মহা। ভ্যাখ নরেশ—সেই রাগ কোরে চোলে গিয়েছিলি—আর আজ কেমন কোত্থেকে হঠাৎ আপনি এসে হাজির হোয়েছিস্—আপনার

লোকের টান এমনিই হয়রে—ভগবানের খেলা দেখ্—তোরা ত তা' বুঝিস্‌নে। কেবল কথায় কথায় রাগ কোর্‌তেই জানিস্—ইস্—এ কিরে ভিজে যে একেবারে ঝুপসি হোয়ে গেছিস্—চল্ চল্ কাপড় ছেড়ে ফেল্‌বি চল—ভাল কথা হাঁরে তোদের তার কি হোল—হারান ফির্‌ল—সেই—ড়াঁড়ীভূতির টাকা দিয়ে পিত্তি রক্ষে কোরেছিস্ ত ?

নরেশ। ছিঃ মা—এসব কি বোল্‌ছ—বৌদি কি আমাদের পর—আমরা তোমার যা' তিনিও তাই।

মহা। ছ্যাখ নরেশ আর আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিস্‌নে—একে নিজের জ্বালায় জ্বলে মর্‌ছি—বাবা রাধারমণ আগে মেয়েটার একটা গতি মুক্তি করে দিন—তারপর তোদের আপন নিয়ে তোরা থাকিস— তীর্থবাসী হই সেও স্বীকার তবু সংসারের পায়ে দণ্ডবৎ আর না— (মেঘ গর্জ্জন ও ঝড়ের শব্দ) ইস্ কি কাল দুর্য্যোগই এল গো—একি ঝড়ের ঝাপটা—ভবেশ কি আর আজ ফির্‌তে পার্‌বে—কি কোরে রাত কাটবে মা—রক্ষে কর মা দুর্গা রক্ষে করো—চল্ নরেশ কাপড়-গুলো ছাড়বি চল্—বড় ভিজেছিস।

নরেশ। হ্যাঁ বল মা—মেজদা তাহোলে—

গণেশ। হ্যা তুমি কাপড় ছেড়েই বাবার কাছে যাও ভাই—আমি আর একটু দেখেই যাচ্ছি—

নরেশ। (স্বগতঃ) উঃ ভগবান কি হবে !

[মহামায়া ও নরেশের প্রস্থান।

গণেশ। যাক্ তাহোলে হারান কাজ হাসিল কোরেছে। কিন্তু পুলিশে যেমন রিপোর্ট কোরে আসতে বোলেছি—সেগুলো সব ঠিক কোরেছে কিনা; কোন দিক থেকে কিছু সন্দেহ করবার না থাকে—আজই এখানে ফিরে আসা চাইই—এলে যে বাঁচি—তারপর যত পারিস ঝড়—ব'—লোকে অন্ধকারকে ভয় কোরে আলো আলো কোরেই মরে—

আমার কিন্তু অন্ধকারেই আনন্দ হয়—কি দুর্জ্জয় শক্তি অন্ধকারের—অনন্ত কোটী চন্দ্র সূর্য্যের আলো এক নিঃশ্বেসে যার গ্রাসের মধ্যে লয়—সৃষ্টির এই অনন্ত সৌন্দর্য্য যার কটাক্ষে বিলয়—তার কাছে আলো—ভীরু লোকগুলো বোঝে না—তবু সেই আলোকেই চায়—দূর ভীরু সব—অন্ধকার—অন্ধকার—আমি কিন্তু তোমাকেই ভালবাসি—তুমিই আমার প্রভু—শক্তি দাও—শক্তি দাও—আর কিছু চাই না—আর কারুর ভয় রাখি না—হারানের শব্দ না—দেখি হারান এল কি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

ভবেশ ও কমলা

ভবেশ। আজ রাত্রিতে আর কোন কথা না বলাই বোধ হয় ভাল ছিল।

কমলা। তবে কেন বোল্লে—

ভবেশ। কি কোর্‌ব! মিথ্যে কথা বলা আমার অভ্যাস নয় জানত—বাড়িয়ে কোন কথা আমি বোলতে পারিনে।

কমলা। হ্যাঁগা—এখন তা' হোলে কি হবে!

ভবেশ। কি হবে কি বোলব—রাত্রিতে এ' দুর্য্যোগে আর কোন খোঁজ খবর করাও অসম্ভব—এদিকে বাবা যে রকম অস্থির হোয়ে পোড়েছেন তাঁর কাত্‌রাণী শুন্‌লে বুক ফেটে যায়—আমি সে অবস্থা আর চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌লাম না—তাই পালিয়ে এলাম! তাঁর ধারণা সে যখন চন্দননগরে যাবে বোলেছে তখন নিশ্চয়ই তাই কোরেছে কিন্তু ট্রেনে যায়নি নৌকাতে গেছে—নৌকা চড়ায় তার বরাবরই ভারি

সাধ—সেই জন্তেই এ সর্ব্বনাশ ঘোটেছে—এই ভীষণ ঝড়ে নিশ্চয়ই নৌক ডুবি হোয়ে মারা গেছে।

কমলা! না না—নৌকায় যেতে যাবে কেন—ট্রেনে এমন শিগ্‌গির যাওয়ার সুবিধে থাক্‌তে—

ভবেশ। কি জানি আমি বোঝাতে গেলাম—বল্লেন না না—সে যতবার আমার সঙ্গে গিয়েছে—কিছুতে ট্রেনে যেতে চায়নি—জিদ্ কোরে সেই নৌকায় গিয়েই ছেড়েছে—

কমলা। কিন্তু সেখানে যখন যায়নি—তখন গেলই বা কোথায়—মাগো অত বড় সোমত্ত মেয়ে—তায় একলা—একি কাণ্ড ঘটালে গা—লোকেই বা কি বোল্‌বে—সর্ব্বনাশ—হ্যাঁগা—কি হবে গা।

ভবেশ। কিন্তু আমি যাবার সময় যা' শুনলাম বংশীর মুখে—সে দোকান থেকে আস্‌তে নাকি পথে অলকাকে অজয়ের সঙ্গে এক খানা ট্যাক্সি গাড়ীতে যেতে দেখেছে।

কমলা। সেকি—না না ওগো ও কথা বোল না—ও কথা বোল না—আজ সকালে আমি পোড়ামুখী মাথা খেতে ঐ অজয়ের কথা নিয়ে কথা কওয়াতেইত মেয়ে রাগ কোরে—কি জানি কি এ দুঃসাহসী কাণ্ড ঘটালে গো—হে ঠাকুর—দোহাই তোমার তাকে ফিরিয়ে আনো—ফিরিয়ে আনো—এ বিপত্তি থেকে রক্ষা করো!

ভবেশ। তুমি এখন বাবার কাছে থাকলে বোধ হয় ভাল হোত কমলা—ঠাকুর দাদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তুমি ততক্ষণ যাও—মা একলা আছেন—আমি গণেশের সঙ্গে কথা কোয়ে দেখি—সেকি পরামর্শ দেয়!

কমলা। না বাপু আমি এখন যাবো না—এর আগে আমি ক'বার গেছি—বাবা আমায় দেখেই এমন বিরক্ত ভাবে মুখ ফিরিয়েছেন তাতেই বুঝেছি—মা নিশ্চয় ঐ সব কথা নিয়ে আমার নামে বাবাকে

বোলেছেন—নইলে এ পর্য্যন্ত বাবা কখন আমার পানে অমন ভাবে চান্‌নি—আমার এমনি পোড়া কপাল।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। ভবেশ—ভবেশ—এখানে আছিস্ বাবা!

ভবেশ। হ্যাঁ মা—এই যে আমি—কি হোয়েছে মা।

মহা। হ্যাঁরে সত্যি সেখানে যায়নি!

ভবেশ। সে কি কথা মা—এ' অবস্থায় কি মিথ্যে বল্‌বার সময়—আর আমাকে ত জানো—কখন কি মিথ্যে বোলতে শুনেছ?

মহা। না বাবা তা' বোলছি না—তবে সে মেয়েটী ত সোজা নয়—নিজে লুকিয়ে থেকে তোর মেসোর সঙ্গে গড়া পিটি কোরে—তাকে দিয়ে যদি ঐ রকম বলিয়ে থাকে—তাই ভাবছি—

ভবেশ। তা' কি হয় মা—অন্ততঃ মাসীমা তা' হোলে কখনই চুপ কোরে থাকৃতে পারতেন না—তিনি কি বোঝেন না—অলকার খবরের জন্য আমরা কি রকম অস্থির হোয়ে পোড়েছি—আর এ' কত বড় গুরুতর ব্যাপার দাঁড়িয়েছে।

মহা। তবে আর যাবেই বা কোথায়—তার কোন কলেজের বন্ধুর বাড়ী যদি গিয়ে থাকে—কিন্তু দামিনী বোল্লে—"না মাসিমা, তার তেমন বন্ধু বড় কেউ নেই—তা' হোলে আমি জান্‌তুম", তবে কি হোল—হ্যাঁ ভবেশ—উনি যা' সন্দেহ কোরেছেন যদি তাই ঘোটে থাকে এঁ্যা—তবে কি হোল কি হোল—আমি যে আর ভাবতে পারি নে—ও বাবা তোরা যা হয় একটা কর্!

ভবেশ। কিন্তু একটা কথা—একলা সে যায়নি মা—বংশী বোলেছে তাকে নাকি অজয়ের সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে দেখেছে।

মহা। এঁ্যা—কি বোল্লি—অজয়—অজয়—কই সে কথা ত শুনিনি!

ভবেশ। সে কথা আর এতক্ষণ কাউকে আমি বোলিনি মা—আমি যখন

চন্দননগরে যাবো বোলে বেরিয়েছি—তখন শুনলুম বংশীর কথা—যদি সত্যি হয়—মিথ্যেই বা বলি কি কোরে সে ত যে সে চাকরের মত নয়। ধোর্‌তে গেলে সে এখন আমাদের সংসারের মধ্যেই একজন।

মহা। ওরে পোড়া কপালি মেয়ে একি কাজ কোর্‌লি—সত্যি যেমন বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাস্ তা' যদি যেতিস্—তাতে কোন কথা ছিল না—একে এই দুর্য্যোগ তায় এই রাত্রি কাল—কোথায় রইলি তার ঠিক নেই—ওমা লোকে শুন্‌লে কি বোল্‌বে গো—ওলো সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশের উপর একি সর্ব্বনাশ ঘটালি।

ভবেশ। স্থির হও মা—কি হোয়েছে—তা' যখন জানা যাচ্ছে না—তখন আগে থাক্‌তে কতকগুলো মিথ্যে ভাবনা ভেবে ফল কি—তুমি বাবার কাছে যাও—একে তাঁর শরীর ভাল নয় তাতে এ' অবস্থায় তাঁকে একলা ফেলে রাখা ঠিক নয়।

মহা। একলা নয়রে নরেশ এসেছে যে—তোর সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি বুঝি—আমার মাথার ঠিক নাই—আমি এক জায়গায় চুপ কোরে থাক্‌তে পারছি নে বাবা। কি কোরব রে কি হবে।

ভবেশ। এ' ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রিতে আর কি উপায় করা যাবে মা তা'ত বুঝ্‌তে পারছি নে—নরেশ কখন এলো মা?

মহা। এই একটু আগে এসেছে রে—ভগবানের খেলা দেখ্—তবু ত দিন বুঝে কেমন তাকে এনে ফেলেছেন—কিন্তু এখন কি হবে বল্ দিকিন্—এ' রাত্রিতে কি আর কোন—

ভবেশ। না মা—এ রাত্রিতে আর কি কোরে কি হবে। (স্বগতঃ) তাইত' হঠাৎ নরেশ এই দুর্য্যোগে সেখানে আবার কিছু ঘটল নাকি—হারান কি কোরে এল তাও ত জানিনে—এসেই বাবার কাছে গিয়েছিলাম। (প্রঃ) মা তুমি একটু স্থির হও—নইলে বাবাকে সাম্‌লান দায় হবে।

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। মা ঠাক্‌রান—কর্ত্তা বড় অস্থির হোতে নাগ্‌ছেন—ছুটে ছুটে এই ঝড়েতে ছাতির মধ্যে যাতি চান্‌—ছোট দাদা বাবু একলা সাম্‌লাতি পার্‌ছেন না—তাই আপুনকে আস্‌তি কলেন।

মহা। হ্যাঁরে বংশী—তুই অলকার কথা কি বোল্‌ছিলি রে!

ভবেশ। চুপ্‌ ওসব কথা এখন থাক্‌ মা—কোথায় কে কি শুনে ফেল্‌বে—বাবাকে দোষ দিচ্ছিলে—কিন্তু দেখ্‌ছি অস্থির হোয়ে তোমারই বুদ্ধির ঠিক নেই—বাবাকে দেখগে মা—গণেশ কোথায় দেখি—তাকে সঙ্গে কোরে আমিও এখনি যাচ্ছি।

মহা। বুদ্ধি কি আর আমার আছেরে—আমি যে কিছুতে আর স্থির হোতে পারছি নে—আমি আর তার কি কোরব—তোরা আয়।

ভবেশ। হ্যাঁ—আমরা এখনি যাচ্ছি—তুমি ততক্ষণ একটু থাকগে—

মহা। কি হবে—কি হবে—হে বাবা রাধারমন—কি হবে!

(মহামায়ার ও বংশীর প্রস্থান ও অন্তরাল হইতে কমলার প্রবেশ)

ভবেশ। মাকে দেখে হঠাৎ কোথায় সোরেছিলে—

কমলা। ঐ পর্দ্দার আড়ালটায় ছিলুম—হ্যাঁগা ঠাকুরপো এসেছে হঠাৎ যে?

ভবেশ। কি জানি কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে—সেখানে আবার কিছু ঘোটল না ত?

কমলা। ওমা তাইত—এই সব গোলযোগে ও কথা আর কিছু মোনেই ছিল না।

ভবেশ। যাই দেখি গণেশ নিশ্চয় এতক্ষণে খবর পেয়েছে—কিন্তু অলকা একি সর্ব্বনাশ ঘটালে—এ রাত্রিতে ত আর—

(ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন)

কমলা। ইস্—দেখ্‌ছি একবার আকাশের গতি—আবার ঝড় উঠ্‌ল—একি কাল রাত্রি এলো গো—

ভবেশ। আমি চল্লুম কমলা—গণেশ কোথায় দেখি—

[ভবেশের প্রস্থান।

কমলা। হে ঠাকুর মুখ রক্ষে কর—ঠাকুরঝিকে ফিরিয়ে এনে দাও—ফিরিয়ে এনে দাও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ছাতের সম্মুখস্থ অলিন্দ

নরেশ ও হরচন্দ্র

নরেশ। করেন কি বাবা—করেন কি—ওদিকে যাবেন না—ওদিকে যে খোলা ছাত দেখছেন না—ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হোচ্ছে—এখন ত ওদিকে যাবার যো নেই—বাবা একটু স্থির হোন—একটু স্থির হোন্—আজ রাত্‌টা কাট্‌তে দিন।

হর। ওরে ছেড়েদে—ছেড়েদে—কি বোল্লি—ঝড়্ ঝড়্—না না—ঝড়্ নয়—ঐ—ঐ—রাক্ষস ঐ আমার অলকাকে চুরি কোরে নিয়ে গেছে—ঐ যে—দেখ্‌ছিস্‌নে তাই অমন দাঁত কড় কড়িয়ে গর্জ্জন কোরে কি রকম জিব মেলে লক লকিয়ে হাস্‌ছে—সর্ব্বনাশী—রাক্ষসী তাকে ফিরিয়ে দে ফিরিয়ে দে—নইলে তোকে এখনি টুঁটী টিপে মেরে ফেলে তাকে যেখান থেকে পারি ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌বো—

ইস্ বুকের মধ্যে ঢুকেছিস্—বুকের মধ্যে ঢুকেছিস্ —আচ্ছা দেখ্ এইবার তোকে শ্বাস বন্ধ কোরে মার্তে পারি কি না—দেখ্ উঃ—বুক গেল—বুক গেল—না হোল না—পার্লাম না পার্লাম না—ওরে ছেড়েদে ছেড়েদে—একবার আমায় ঐ ছাতে খোলা আকাশের তলায় যেতে দে—আমি একবার খুব গলা ছেড়ে চীৎকার কোরে তার নাম ধোরে ডাকি—সে শুনতে পেলেই যেখানেই থাক্—ঠিক আমার কাছে চোলে আস্বে,—অলকা—অলকা—অলকা—কৈ—এলো না ত ?

নরেশ। বাবা চুপ্ চুপ্—আস্তে—লোকে শুন্লে কি ভাব্বে !

হর। শুন্তে পেলে না—শুন্তে পেলে না—না না তাইত তাইত একি কি কোর্ছি—যদি কেউ টের পায় মাথাটা কেমন এলো মেলো হোয়ে যাচ্ছে নারে—আর একটা কথা—আর একটা কথা—মোরে গেলে কেউ কি আর ফিরে আস্তে পারে—না তা ত কখন হয় না—ঠিক্—তাইত একি কোর্ছি।

নরেশ। না বাবা—সে কখনও ঝড়ে নৌকো ডুবি হোয়ে মারা যায় নি—আপনি কেন মিথ্যে যা' তা ভেবে মাথা খারাপ কোর্ছেন—সে রাগ কোরে ভয় দেখাবার জন্যে নিশ্চয় তার কোন বন্ধুর বাড়ী লুকিয়ে আছে—দেখ্বেন কাল ঠিক জানতে পারা যাবে।

হর। তাইত—তাও ত হোতে পারে—ঠিক এওত হোতে পারে—না—

নরেশ। হোতে পারে নয় দেখ্বেন তাই হোয়েছে—নৌক' ডুবি—ওসব যা ভাব্ছেন—সে কখনই নয়—যে ঐ রকম কোরে যায়—সে কখন সখ্ কোরে এ অবস্থায় নৌকো চড়্তে যায় না—বিশেষ ট্রেনে এমন শিগ্‌গির যাবার সুবিধে থাক্তে—সেকি জানে না—যে সেখানে গেছে জান্তে পারলে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তখনই গিয়ে ধর পাকড়্ কোরব—এইতেই বোঝা যাচ্ছে—যে সে সব নয়—রাগ কোরে আমাদের শুধু

ভাবাবার জন্যে ঐ রকম কোরে আর কোথাও লুকিয়ে বোসে আছে—আজকের এ' দুর্য্যোগের রাত্রিটা কাট্‌তে দিন্—দেখ্‌বেন কাল ঠিক তার খোঁজ পাওয়া যাবে।

হর। হাঁ—তাও হোতে পারে—দাঁড়া—দাঁড়া—একটু ভেবে দেখি—দেখ অলকা আমার শেষ এমন কোরে জলে ডুবে মোরেছে—এ' কথাটা যেমনি আমার মাথায় আস্‌ছে—আর অমনি সমস্ত মাথাটা যেন কেমন হোয়ে যাচ্ছে।

নরেশ। না না—স্থির হোন্ বাবা—ঐ রকমই ত হয়—হঠাৎ শক্ লেগে লোকের অমন মাথা খারাপ ত হোয়ে যায়ই—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত যাওয়া আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু অলকা সম্বন্ধে শুধু একটা মিথ্যে অনুমানের বশে আপনার অমন অস্থির হওয়া উচিত নয় বাবা—একটু ধৈর্য্য ধোরে মাথা স্থির কোরে ভেবে দেখুন—আপনি যেমন অনুমান কোরেছেন তেমনি আমাদের মনেও ত অন্য পাঁচটা অনুমান হোচ্ছে—কিন্তু কোন্ অনুমানটা যে ঠিক্ তা' যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে ততক্ষণ মিথ্যে কাতরতায় বিবেচনা বুদ্ধি না হারিয়ে যাতে সত্যি কি ঘোট্‌ল সেইটাইত আগে জান্‌বার জন্যে চেষ্টা করা দরকার বাবা।

হর। এ্যাঁ—এ্যাঁ—তা ঠিক বটে—তা ঠিক্।

নরেশ। তাই বোল্‌ছি বাবা এ' রাত্‌টা কাটুক—যদি এমন দুর্য্যোগ না হোত তা'হোলেও বা পাঁচ রকম চেষ্টা দেখা যেত—দেখ্‌ছেন ত কি ঝড় বৃষ্টি—

হর। চুপ্—ও ঝড়ের নাম আর কোরিসনে—না না মাথাটা তোর কথা শুনে একটু তবু যেন ঠাণ্ডা বোধ হোচ্ছে—হ্যাঁরে ভট্টচার্য্য কোথায়—সে সেই রাগ কোরে গিয়ে অবধি আর আসেনি না! আচ্ছা তাকে একবার ডাক্‌লে হয় না—তার খুব বুদ্ধি—দেখেছি অনেক সময় সে যা' বলে তাই ঠিক্ হয়—সেই বা কি অনুমান করে—

কি কোর্‌তে বলে—উঁহু—না দাঁড়া দাঁড়া ভেবে দেখি—না না—সেই হতভাগাইত যা' তা বলায় তাইত মা অলকা আমার রাগ কোরে এই কাণ্ড কোরেছে, না না তাকে না—তাকে আর না।

নরেশ। না বাবা এও আপনার ভুল ধারণা—তাঁর কথায় করেনি—কোরেছে নিজের ইচ্ছাতেই ও শুধু ছল কোরে বলা মাত্র—বরং আমার ত আরো মনে হয় এ ক্ষেত্রেও তার অনুমানযায়ী ফলই ফোলেছে।

হর। কি—কি—কি বোল্লি—তাঁর অনুমানযায়ী ফলই ফোলেছে—কি রকম—এ আবার কি বোল্‌ছিস ?

নরেশ। থাক্ বাবা—এখন আপনার মাথাটা ঠিক নেই—এখন ও সব কথা থাক্—আগে যথার্থ ব্যাপারটা প্রকাশ পাক্ তখন সবই জান্‌তে পার্‌বেন—ঠাকুরদাকে আমি আপনিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম—তা—আপনার যখন ইচ্ছে নয়—তখন না হয় বারণই কোরে দি—ও বংশী—বংশী—

হর। না না—আচ্ছা তুই কেন এমন কথা বোল্লি তাই বল্—অনুমান—কিসের অনুমান—কি অনুমান তার—

নরেশ। (স্বগতঃ) তাইত হঠাৎ একথা কেন বোল্‌তে গেলুম এখন—তাইত একি বোল্‌লুম।

হর। চুপ কোরে রইলি যে বল্ বল্ !

নরেশ। না বাবা এখন থাক্।

হর। না না—বোল্‌তেই হবে—নইলে এ ভেবে আবার হয়ত আমার মাথা কি রকম হোয়ে যাবে।

নরেশ। (স্বগতঃ) বোল্লে কি দাঁড়াবে জানিনে—আবার না বোল্লেও দেখ্‌ছি মুস্কিল—বাধ্য হোয়ে উপস্থিত বোল্‌তেই হোল দেখ্‌ছি—রক্ষা কর ভগবান—(প্রঃ) কেন বোলেছিলাম জানেন বাবা—যে

জন্যে আপনাকে বোল্লুম যে আপনার ধারণা ভূল সে কখন নৌকায় যায়নি—সেও সেই ঠাকুরদার সেই অনুমানযায়ী কথা—আর তাইতে এ কথাও বোল্‌ছি।

হর। আঃ—স্পষ্ট কোরে বল্ না—সে যে তাকে অজয়ের নাম কোরে যা' তা ঠাট্টা কোরে বোলেছিল—যে জন্যে সে রাগ কোরে এই কাণ্ড ঘটালে তাতে আর অনুমানের কি ফল ফোল্‌তে দেখলি তাই বল্।

নরেশ। দেখ্‌ছি, এই বাবা যে সে যদি তারি জন্যেই রাগ কোরে যাবে—আর মাসিমার ঐখানেই যাবে—তা' হোলে কি সে আবার সেই অজয়ের সঙ্গেই একত্রে যায়!

হর। কি—কি বোল্লি—অজয়—হ্যাঁ—তা' গিয়েছে শুনেছি—তাতে কি হোয়েছে—সেত বায়স্কোপ দেখ্‌তে—অমনত কতবার গেছে।

নরেশ। কিন্তু এ তা যায়নি—ওটা শুধু লোক দেখানো—চিঠিতে তার নিজের কথাতেই বোঝা যাচ্ছে—তাই মনে হয়—হয় সে শুধু আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে কোথাও কোন তার বন্ধুর বাড়ীতে লুকিয়ে আছে—নয় তার কোন উদ্দেশ্য আছে।

হর। কি উদ্দেশ্য আছে! অজয়ের সঙ্গে গেছে—তা তা উদ্দেশ্য আছে—এসব এসব কি বোল্‌ছিস্—না না তা' কখনই হোতে পারে না—এ বংশের মেয়ে—আমার মেয়ে সে—না—না—ভগবান এমন কোরে আমায় বুদ্ধি হারা করো না—ওরে শুধু ঝড় নয় ঝড় নয়—এ যে একেবারে সব অন্ধকার হোয়ে আস্‌ছে—আমায় ধর—আমায় ধর।

নরেশ। বাবা—বাবা! হায় হায় একি কোর্‌লুম—কেন বল্লুম—

হর। তাই কি—তাই কি—ভট্টচার্য্যের অনুমানের কথা বোলছিস্—না না—তা—কখন হোতে পারে না—হোতে পারে না—ভগবান আমায় বল দাও—বল দাও—আমায় একটু স্থির হোয়ে ভেবে দেখ্‌তে দাও—বল দাও—

নরেশ। তাইত বোল্‌ছি বাবা—আপনি সব কথাতেই এমন অধৈর্য্য হোয়ে মন্দ দিক্‌টাই আগে থাক্‌তে মনে নেন্‌ কেন—বিপদের সময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলাইত আরো সব চাইতে বিপদ—তাতেই ত আরো হিতে বিপরীত ঘটে—স্থির হোয়ে একটু ঠাণ্ডা হোয়ে সকলের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ কোরে—যাতে এ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেই চেষ্টা করুন—নইলে শুধু মেয়ে মানুষের মত কাতর হোলে কি ফল হবে বাবা।

হর। হ্যাঁ—তাইত—তাইত ঠিক বোলেছিস্‌—মেয়ে মানুষের মত ঠিক বোলেছিস—না না—ভগবান বল দাও—বল দাও—দেখ তাহোলে ভট্‌চার্য্যকে ডাকাই যাক্‌—কি বোলিস্‌—

(ভবেশ ও রমাই ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

নরেশ। বাবা এই যে ঠাকুরদা এসেছেন।

হর। এঁ্যা—কই এসেছ ভট্‌চার্য্য—

রমাই। বলি কি হে—বিপদ নাই কার ঘরে—তা' বোলে কে এমন তোমার মতন হাল ছেড়ে পড়ে—শুন্‌ছি নাকি পাগলের মত যা' তা' বোল্‌ছ—বুক চাপ্‌ড়াচ্ছ—আর কাঁদ্‌ছো—পুরুষ মানুষ এমনতর বেহুঁস—তায় এত বড় একটা জমীদারীর মালিক—তার কি সাজে হওয়া এমন বৌঠক—বিপদ কার—একচোট এসেছে—আবার যাবে কেটে—শুধু এমন হা হুতোস্মী কোরে কি হবে ছাই—বরং এখন কি করা উচিৎ ভেবে দেখ তাই।

হর। তাইত নরেশকে বোল্‌ছিলাম যে ভট্‌চার্য্যকে ডাক—তার খুব বুদ্ধি জানো ত—আমার যা যুক্তি পরামর্শ সবই তোমার সঙ্গে—তা তুমি কিনা এই সময় রাগ কোরে ঘরে বোসে রইলে।

রমাই। সে কি কথা হে—রাগ কোরে তুমিই ত দিলে তাড়িয়ে—ঐ জন্যেই পীরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ—যাক্‌ এ

নিয়ে আর কথা কাটা কাটির সময় এ নয়—সংসারে সবই হয়—আর থাক্‌তে গেলেই সবই সইতেও হয়—নইলে দেখছ ত যেমনি শুনেছি—অমনি দৌড়ে এসেছি।

হর। তা জানি—তা জানি—সেইজন্যেই ত এত মাথার গোলমালের অবস্থাতেও আগেই তোমার কথা মনে হয়েছে—আর তোমাকেই ডাক্‌তে বোল্‌ছিলাম তা শুনেছ ত সব?

নরেশ। হ্যাঁ—বাবা—আমি ওঁকে সব বোলেছি।

হর। তা' এখন কি করা যায় বলো দেখি—দ্যাখো—এর চেয়ে যদি আমার একটা জমীদারী হারাতে হোত বোলবো কি তাতেও আমি এত কাতর হতেম্‌ না—কিন্তু অলকা—অলকা—হা ভগবান এমন কোরে যদি তাকে হারাতে হয় তাহোলে যে আমার সব শূন্য হোয়ে যাবে—এ বজ্রাঘাত যে আমার সহ্যের অতীত ভট্‌চার্য্য—আমায় রক্ষে কর—কি কর্‌লে এ বিপদ থেকে রক্ষে পাই তাই বলো—

রমাই। দ্যাখো ভাদুড়ি, যেখানেই বড্ড বাড়াবাড়ি সেইখানেই ভগবানের আড়ি—কি বুঝ্‌ছি বোলছ নূতন কোরে আর কি বুঝ্‌ব' বলো—যা বুঝেছি তা' রকম কোরে একটু আধটু আগেই তোমায় জানিয়েছি—তারপর বন্ধুত্বের খাতিরে স্পষ্ট কোরে বোল্‌তে গিয়েই গলাধাক্কা খেয়েছি—কাযেই বোল্‌তে গেলেই দোষ—আর মিথ্যে এখন সে বলা বলিতেও মিট্‌বে না—আপশোষ অন্ততঃ এ' দুর্য্যোগের রাত্রিটা যাক্‌ ত কেটে—তারপর দ্যাখা যাবে ভেবে চিন্তে যা বুদ্ধি আসে ঘটে।

হর। কি—কি আবার—সেই ভাবের কথাই বোল্‌ছ—আর তাই ছড়া কাটিয়ে শোনাতে এসেছ—এইজন্যে তোমায় ডাকলেম্‌—ধীক্‌—যাও যাও—সব দূর হোয়ে যাও—আমি আর কারুর পরামর্শ শুন্‌তে চাইনে—আমার অলকা—আমার অলকা—তা' কখনই হোতে পারে না—একি একটা ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র—যাও সব দূর হোয়ে যাও।

রমাই। দেখ ভাদুড়ি,—নিজের মনে যেমনটী বুঝব'—বোলতে গেলে ত তেমনই বোলব'—পেটে এক মুখে এক—ভাবের ঘরে চুরি কোরে অন্য রকম বলা সে আমার স্বভাব নয় ভায়া—তা রাখো আর মারো—তাড়াও আর ডাকো—যা' স্বভাব নয় সে আর ফেরবার নয়—এই দ্যাখো না চিরকালটা কবির দলে ছড়া কাটিয়ে এখন সাদা কথা বোলতে গেলেও ছড়া—এ' ছড়া কাটানো কথা কওয়াই স্বভাব গেছে দাঁড়িয়ে জানত—বলে স্বভাব যায় না মোলে ইজ্জৎ যায় না ধুলে—এখনও যদি তা না বুঝে থাকো তাহোলে নাচার—বলবার নেই কিছু আর।

(মেঘ গর্জ্জন ও বজ্র পতনের শব্দ)

ভবেশ। উঃ কি ভীষণ শব্দ—বাজ পোড়ল বোধ হয়—

গণেশ। খুব কাছেই পোড়েছে—একেবারে ঘরের ভেতর পর্য্যন্ত—চোক ঝলশানি আলো—

ভবেশ। তবে কি আমাদেরই—

(নেপথ্যে) ঐ যে ঐ যে—কই কই—ঐ যে একেবারে ছাত্‌টা খোসে গেছে দেখ্‌ছ না।

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। দাদাবাবু—দাদাবাবু—

ভবেশ। কি—কি—কি হোয়েছে বংশী—

বংশী। সর্ব্বনাশ হইছে—সর্ব্বনাশ হইছে দাদাবাবু—ঠাকুর ঘরের উপরি—বাজ পড়ছে।

ভবেশ। কোথায়—ঠাকুর ঘরে!

(বেগে মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। ওরে ভবেশ, কি হোলরে—ওরে আমার কি হোলরে—

হর। কি—কি বাজ—বাজ পোড়েছে—ঠিক ঠিক—সে আমি অনেক আগেই জেনেছি—অনেক আগেই জেনেছি (পুনঃ মেঘ গর্জ্জন) ঐ যে ঐ যে দেখছ না—সর্ব্বনাশী এখনও তাই কেমন লক্‌লকিয়ে হি হি কোরে হাঁস্‌ছে—দেখছ না—ও আমি অনেক আগেই জেনেছি—অনেক আগেই জেনেছি।

মহা। ওরে আমার ধর্ম্মের ঘরে কি পাপ সেঁধুলোরে—আমি যে কিছুতেই জান্‌তে পার্‌লুম নারে—ওরে সর্ব্বনাশী পোড়ারমুখী মেয়ে—কি কোরে গেলিরে—কি কোরে গেলি।

হর। কি—কি—গিন্নী—খবরদার চুপ—আমার অলকা—আমার অলকা সে হোতেই পারে না—হোতেই পারে না—মা মা তুই একবার ফিরে আয় একবার ফিরে আয়—এরা জানুক—না না সে যে নেই—নেই—কেমন কোরে আর আস্‌বে—ঐ ঐ রাক্ষসীই তাকে নিয়েছে—মা মা নেই নেই—অলকা আমার নেই! দেখ্‌ দেখ্‌ ঐ যে রাক্ষসী আবার হাস্‌ছে।

(আকাশের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল)

(হারানের প্রবেশ)

নরেশ। কে আসে? হারান না!

গণেশ। কে হারান? হ্যাঁ—সেই ত! হারান তুমি কালেক্টরীতে যাওনি—একি—একি—তোমার সর্ব্বাঙ্গে কাপোড়চোপড়ে এত রক্ত কিসের—দেখ নরেশ—যা ভয় কোরেছিলাম—এ আবার কি কাণ্ড!

নরেশ। তাইত—একি—কি হোয়েছে হারান!

হারান। আজ্ঞে—গাড়ী থেকে নেবেই—পাছে দেরী হয় বোলে—ঝড় বৃষ্টি গ্রাহ্য না কোরে দৌড়তে দৌড়তে কাছারীর পানে যাচ্ছি—সামনের মাঠটা পেরিয়ে সদর রাস্তা ধোর্‌ব বোলে মাত্র কতকটা পথ এগিয়েছি

অমনি হঠাৎ কোত্থেকে দুটো মুসলমান গুণ্ডা এসে পেছন হোতে এক ঝাঁকি মেরে হাত থেকে টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিলে—আমি চ্যাঁচাবো কি ফস্ কোরে রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে—দুজনে ঘাড় টিপে ধোরে—কাটা বোনের মধ্য দিয়ে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে টেনে নিয়ে গিয়ে—একটা ঝোপের মধ্যে আমায় লাথি মেরে ফেলে দিয়ে দুজনেই পালাল—পেটটায় এমন লাথির চোট্ লাগে যে কিছুক্ষণ আর উঠতেই পারিনি।

গণেশ। এ সব কি বোল্‌ছ হারান—একি গল্প রচনা কোর্‌ছ—সাবধান জানো কত বড় দায়িত্বের কাজে তুমি গিয়েছিলে—এখুনি তোমায় পুলিশ সোপর্দ্দ কোর্‌তে পারি—সেটা যেন মনে থাকে।

হারান। দোহাই হুজুর—এখনও আমি পেটের ব্যাথায় সোজা হোয়ে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে—তবু এ' অবস্থাতেও মোর্‌তে মোর্‌তে পুলিশে রিপোর্ট লিখিয়ে—একটা প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে—সারা রাস্তা গাড়ীতে কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে কোন মতে এসে পৌছেছি—সেই প্রজাটাকেই জিজ্ঞাসা করুন হুজুর সে আমার কি অবস্থাটা দেখেছে।

গণেশ। কি সর্ব্বনাশ—এত চেষ্টা চরিত্রির কোরে টাকা পাঠান গেল—শেষ এই হোল—অমন সোনার আবাদ লক্ষ্মীজলা সেও হারাতে হোল—টাকাও গেল—নরেশ একি হোল ভাই—একি মার অভি-শাপের ফল—না তোমার মনে অযথা কষ্ট দিয়েছিলাম—তারিরই ফল—হা ভগবান—একি হোল!

নরেশ। সে সব কিছু নয় সবই দুঃসময়ের ফল মেজদা—নইলে এতদিন-কার লক্ষ্মীজলা আমাদের এমন কোরে যাবে কেন!

হর। কি—কি—লক্ষ্মীজলা কি হোয়েছে—গেছেত বেশ হোয়েছে—চমৎকার! এ নইলে মানাবে কেন—মানাবে কেন—ভবেশ ভবেশ—যাও দেখত রাধারমন বাজের ঘায়ে একেবারে ধুলো

হয়ে গুঁড়িয়ে গেছেন—না হাড় গোড় ভাঙ্গা ঠুঁটো জগন্নাথ হোয়ে এখনও টিঁকে আছেন—মা মা অলকা তুইত আর এ জগতে নেই কিন্তু দেখ্‌তে পারছিস্‌ত কেমন মানিয়েছে—বা—বা—চমৎকার—হবে না—হবে না—তোকে তাড়িয়েছে—হবে না!

মহা। ধর্ম্ম বিটুলে অলপ্‌পেয়ে মিন্সে—উনি আবার মালা জপেন—তাই কোথাকার হাড় হাবাতের মেয়ে বৌ কোরে এনে সংসারে ঢুকিয়ে আমার সোনার সংসার ছাড়্‌খারে দিতে বোসেছেন—এখন কিনা উল্টে আবার রাধারমনকে ঠাট্টা কোরে গাল পেড়ে পুন্নি কোর্‌ছেন; ও পোড়ার মুখ পুড়ে আরো কালী না হয় তাই ত্যাখ্‌। এখন হোয়েছে কি—কিরে গণেশ বোলিনি তখন যে, ড়াঁড়ীভূতির কাঁথা বেচা ওরে ও হাড় হাবাতের টাকা নিস্‌নে—নিস্‌নে—ও তোদের সইবে না—সইবে না—কেমন এখন আমার কথা হোল—ওমা এই যে কালামুখী আবার এই দিকেই আস্‌ছেন যে—

(অন্তরাল হইতে কমলার প্রবেশ)

কমলা। মাগো—তোমার গালত আমার আশীর্ব্বাদ মা—কিন্তু এমন সর্ব্বনেশে অভিশাপ কেন দিলে মা—একি কোর্‌লে মা?

মহা। কেন গো—নবাবের মেয়ে—ব্যাঙের সিকির গরমে যে আর চোকে কানে দেখ্‌তে পারছিলে না—আমার গাল তোমার আশীর্ব্বাদ বটে তা এর বেলা ফোল্‌লোনা—কেন? বেহায়ীর আস্পর্দ্ধা দেখ—লজ্জা নেই এই অবস্থায় এখনও আবার কথা।

নরেশ। তুমিই বা এই অবস্থায় এসব কি বোলছ মা—কি আশ্চর্য্য! এই সর্ব্বনেশে বিপদের সময়—তায় বাবার এই অবস্থা—আর তার উপর তুমি এই রকম কোর্‌বে।

মহা। তোরা এখন তাই বল্‌বি বই কিরে—যাক্‌ সব—কি হবে আর বোকে—আমার রাধারমন যখন গেছে তখন সব গেছে—এখন তোরা

বাপে বেটায় মিলে তোদের এই আহুরি বৌকে নিয়ে সংসার হ্যাখ্‌—আমি আর কেন—মেয়েটারও কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না—গেছে গেছে—সব গেছে—রাধারমন যখন গেছে।

রমাই। ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলনা মা লক্ষ্মী। রাধারমন ভাঙ্গা গড়ার জিনিষ যে যাবে—কার বজ্র কাকে মারে—এ ব্রহ্মাণ্ড গেলেও তবু রাধারমন ঠিক থাক্‌বে—গেছে গেছে—বোল্‌তে নেই—ধোরেই থাকো আবার সবই ফিরে পাবে—

মহা। হুঁ—এই হাড় হাবাতের গুষ্ঠির মেয়ের বাতাস যতক্ষণ এই সংসারের গায়ে লাগ্‌বে ততক্ষণ এই সংসারের কিছুতে ভাস্থি নেই—ভাস্থি নেই এই আমি বোলে রাখ্‌ছি—যার চোখ আছে—এর পর তা' দেখ্‌তে পাবে কেউ আমার বশ নয়—নইলে কবে তাড়িয়ে এর বিহিত কোর্‌তাম।

রমাই। ওকি কথা গো—ঘরের বউকে যাও তাড়াতে—তবে আর লক্ষ্মী ঠাঁই পাবেন কোথা দাঁড়াতে—দেখ ভাদুড়ি তোমাদের যা কারখানা, এ দেখ্‌ছি সেই খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা—বরাবর তাই কোরেছ'—এখনও সেই পথে চোলেছ'—আমায় তাড়াও আর যাই করো—একটা কথা বোলে যাই শোন—আজ রাত্‌টা অন্ততঃ মাথা ঠাণ্ডা কোরে চুপ্‌ চাপ্‌ থাকো—মেয়ে তোমার নৌকা ডুবিও হয়নি—বা আর কিছুও হয়নি—মতলব কোরে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে জান্‌বে—উপস্থিত এ নিয়ে আর বিশেষ কিছু গোল কোরনা—নইলে শেষ লোকের মুখ ঠ্যাকাতে পারবে না—আমি এখন চোল্লুম—

হর। না না—ভট্টাচার্য্য—দাঁড়াও দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—অলকা আমার নৌকোডুবি হয়নি—হয়নি—ঠিক বোল্‌ছ।

রমাই। আমার ত এই রকম ধারণা।

হর। হ্যাঁ—দেখো নরেশের একটা কথায় আমারও তা' এক একবার মনে নিচ্ছে যে মাসির কাছে সে যায়নি কেন না সেও জানে যে তা হ'লে আমরাও তাকে তখনি গিয়ে ধোরব—না না তা হয় না কিন্তু দেখো আর একটা কথা—বায়োস্কোপে যখন যায়নি তখন ঐ অজয়—অজয়ও কেন ওর সঙ্গে যায়—আর তুমিই বা এখন কি ভাবে ঐ সব কথা বোল্লে—তাইত ঐটে ঠিক বুঝতে পার্‌ছিনে ভট্টাচার্য্য—আমার সব যে অন্ধকার—অন্ধকার হোয়ে যাচ্ছে—ভট্টাচার্য্য—ভট্টাচার্য্য—আমায় বুদ্ধি দাও বুদ্ধি দাও—তোমার খুব বুদ্ধি।

মহা। আহা সব বুদ্ধি দেখা আছে—কেন, তখন যে বোলেছিলাম যে ওগো—ওসব হাঙ্গামায় কাজ নেই—কোথাকার কোন্ পরের ছেলে—তাও অজানা—অজাতের—তা তখন যে ঐ আদুরি কুলের ধ্বজা বোউ অমনি শ্বশুরেব কাছে আবদার ধোরে বোসলেন—না বাবা ওকে একটা ঠাঁই দিতেই হবে—আমাদের দেশের জানা শুনা ঘরের ছেলে—হঠাৎ বাপ মারা যাওয়ায়—অবস্থান্তরে পোড়ে বিপদে পোড়েছে—কেবল দুটী ভাত ও একটু খানি স্থান পেলেই কলিকাতায় থেকে কলেজে পড়তে পায়—এস্কলাসিপ পেয়েছে—মাইনেও দিতে হবে না—ইত্যাদি কত কাঁদুনীই গেয়েছেন—আর সেই সঙ্গে তখন তোমার এই বুদ্ধিমন্ত মন্ত্রদাতা মন্ত্রীটীও যা বোলেছিলেন—তাও ত মনে আছে—ঝাঁটা মারি অমন বুদ্ধিকে—এখনও আবার ঐখানে বুদ্ধি চাওয়া হোচ্ছে—আমি হোলে এতক্ষণ সব—

রমাই। কি কোরতে বাছা—ঝাঁটায় বিদেয় কোর্‌তে—তাতে দুঃখ নেই মা লক্ষ্মী—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমি আর কি বোলেছিলাম—বোলেছিলাম শুধু তাই কোর্‌তে—এইত—তা' দেবার করবার মত শক্তি যার থাকে তাকেই লোকে তা' বোল্গে থাকে—কিন্তু ভিখেরী যদি ভিক্ষের নামে শেষ করে চুরি—তখন দোষটা কার ধরে—

যে চুরি করে—না যে গেরস্থ সাবধান থাকে না—তার—না যে বেচারা শুধু ভিক্ষে দিতে বলে—সকল দোষই তার—মা লক্ষ্মী—আগে সেইটে কর বিচার—অমনি অমনি ঝেঁটিয়ে কোর্‌বে পার।

নরেশ। যাক্ যাক্ মার কথা ছেড়ে দিন ঠাকুরদা—বাবা মা ওদের তুজনেরই মাথার ঠিক নেই দেখছেন না—কিন্তু যতক্ষণ না আমরা সমস্ত বিষয় জান্‌তে পারছি—ততক্ষণ অজয়ের সম্বন্ধেও আমাদের কোন কথা বলাও কি ঠিক ?

রমাই। তা বটে দাদা—তবে কি জানো মানুষের মন বড় পাজী—একটা কিছু ঘোটলেই—পোড়া মনে সু—কু—তুই গাইবেই—আর বোলতে কি আগে ঐ কু টাই—নিজের মনেই বুঝে দেখনা ভাই।

হর। না—না—সব—সব—মিথ্যে জল্পনা—আমার কপাল ভেঙ্গেছে—কপাল ভেঙ্গেছে—নইলে এত দিনের ঘরের লক্ষ্মী লক্ষ্মীজলার আবাদ আজ এমন কোরে হারাতুম না। আজন্ম ভাতুড়ী বংশের ভাগ্য দেবতা রাধারমন—শেষ তাঁরও আজ এমন দশা ঘোটত না—মিথ্যে—সব মিথ্যে—নেই নেই—সে আমার আর নেই—(পুনঃ পুনঃ মেঘ গর্জ্জন) ঐ যে ঐ যে—দেখ্‌ছিসনে—রাক্ষসী আবারও হাস্‌ছে হি হি—হি হি কোরে আবারও হাস্‌ছে—রাক্ষসী কি কোর্‌লি—কি কোর্‌লি—দে দে আমার অলকাকে ফিরে দে।

[সঙ্গে সঙ্গে ভবেশের প্রস্থান।

ভবেশ। বাবা—বাবা—কোথা যান—কোথা যান—

[বেগে বহির্দেশে গমন।

নরেশ। মেজদা—মেজদা—দেখো দেখো—বড়দা একলা !

গণেশ। তাইত বাবাকে নিয়ে মুস্কিল হোল দেখ্‌ছি— [গণেশের প্রস্থান।

মহা। কি গো নবাবের মেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ দেখ্‌ছিস না ? ব্যাঙের সিকির নবাবীত ফুরিয়ে গেল—এখন আর কি নবাবী দেখাবি ?

না এখন আর কিছু না থাক্—রাধারমনের কথা মনে কোরে বুক কাঁপছে—যদি বাবা রাধারমনের কৃপায় অলকাকে এখনো ফিরে পাই তখন দেখ্‌বো—দেখ্‌বো তোর কত তেজ—তা' এইবার ভাল কোরেই দেখ্‌বো—

কমলা। তেজ দেখাবো কাকে মা—মা মা একি বোল্‌ছ মা—এমন কোরে কাকে কি বোল্‌ছ ? অলকা তোমার মেয়ে কিন্তু যেদিন থেকে এই ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়েকেও দয়া কোরে এনে তোমার ঘরে স্থান দিয়েছ—সেদিন থেকে সেও যে তোমার মেয়ে মা—সে কথা কি একেবারে ভুলে যাচ্ছ—মা গো—এমন নিষ্ঠুর কি কোরে হচ্ছ মা !

মহা। মরণ—আবার কেঁদে সোহাগ জানান—এ শ্বশুর নয় গো খুব খেলা হোয়েছে—দূর হোক্ মিথ্যে যত ছাই ভষ্ম নিয়ে বোকে মর্‌ছি—ওদিকে আমার রাধারমনের কি হলো তা এখনো দেখ্‌লুম না—পোড়া সংসারের মাথায় কপালে আগুন—দূর হোক্—সব দূর হোক্—যাই দেখিগে—ওরে বংশী কোথায় গেলি—শিগ্‌গির একটা আলো নিয়ে আয়ত—আলো নিয়ে আয়—চেয়ে আছেন দেখ—মর্ ।

কমলা। ঐ আশীর্ব্বাদ—ঐ আশীর্ব্বাদ করো মা—আর কিছু বোলনা।

মহা। মোর্‌গে যা—কে বকে এখন তোর সঙ্গে—বাইরে আলো নিয়ে আয় না আলো নিয়ে আয় না মড়া— [মহামায়ার প্রস্থান।

নরেশ। বৌদি—বৌদি—আঘাৎ অতি নিদারুণ—কিন্তু তবু যে সহ্য কোর্‌তে হবে বৌদি—দেখ্‌লে ত বড়দার সামনেই মা তোমাকে কিনা অকথ্য কথাই শোনালেন—তবু বড়দা কি রকম সহ্য কোরে চুপ কোরে ছিলেন—কেন শুধু মা বোলেইত—তেমনি তুমিও—

কমলা। ঠাকুরপো—তোমার বড়দা যে চুপ্ কোরেছিলেন—সে তাঁর কর্ত্তব্যই কোরেছেন—আর আমারও তাই কর্ত্তব্য তাও জানি—কিন্তু সহ্যের কি একটা সীমা নেই ঠাকুরপো ?

নরেশ। কিন্তু যেখানে মানুষের মনের সঙ্গে সম্পর্ক সেখানে সীমা নির্দ্দেশ করা শক্ত—বিশেষ তোমার মন যে আমি জানি বৌদি—সেই জন্যেই বোল্‌ছি—আর কেউ হোলে বোল্‌তাম না।

কমলা। না ঠাকুরপো—আর যে পারছি না।

রমাই। তবু পার্‌তে যে হবে ভাই—বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে তুমি—পার্‌তে যে হবেই ভাই!

কমলা। ঠাকুরদা—এতটুকু বেলা থেকে মার মুখে ঐ কথা শুনে এসেছি—এখনও শুন্‌ছি—জীবন ভোরই ঐ কথা শুন্‌তে হবে কিনা জানি নে—কিন্তু কি পুণ্য কোর্‌লে বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্ম হয় বোল্‌তে পারো ঠাকুরদা!

রমাই। পাপ কি পুণ্য তা' জানিনে ভাই—তবে এত বড় আত্মদান বাঙ্গালীর মেয়েতেই পারে—জগতের আর কোন দেশের আর কোন ঘরের মেয়ে পারে কিনা জানি না।

নরেশ। ঠাকুরদা—আজ আর তোমার বাড়ী যাওয়া হবে না। বাবার অবস্থাত দেখ্‌ছ।

রমাই। আমার আর যাওয়া যাই থাকা থাকি কি ভাই—তাই হবে।

কমলা। যাও ঠাকুরপো—বাবাকে দেখগে আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে।

নরেশ। হ্যাঁ তাই যাই—আর তুমি একটু খোকাকে দেখগে বৌদি—খোকা বোধ হয় একলা আছে—এস ঠাকুরদা—

[নরেশ ও রমাই ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।

কমলা। "খোকাকে দেখগে"—ঠিক্ কেন না জানো—যে তা হোলেই এখুনি সব ভুলে যাবো—আপনই মাথা স্থির হবে—ঠিক্ তাই জেনেই ত তোমাদের এত জোর—আর আমাদের এই অবস্থা—তবু আপনার পেটের নয়—কিন্তু এই খোকাই সব শেষ—আর কিছু নেই—কে

জানে—যাই দেখিতো সহ্য কোরতেই হবে—হে ঠাকুর বল দাও—দেখি বুঝি সহ্য কোরতেই হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মিঃ বোসের বাটী

মিস্ বেলা ও অলকা—

গীত।

অলকা। জানিনে কোন্ ক্ষণে সই—
কোন্ ক্ষণে—
কোন গোহিন্ রাতে দক্ষিণ বাতে—
ফুটলো এ ফুল গোপনে !
কোন ক্ষণে সই কোন ক্ষণে !!
নয়ন তুলে দেখিনু যেই তায়—
সারা প্রাণ উঠ্‌লো কেঁদে কঠিন কাঁটার ঘায়—
বোল্‌ব কি সই মনের কথা তবু রাঙ্গিয়ে দিলে
মোর সকল ব্যথা—
তারি স্বপনে
না মেনে কাঁটার বাঁধন ফোঁটে লো সই গোলাপ যেমন
গরবিনী নিজ গরবে—
সৌরভে মাতি আন্‌মনে—
কোন্ ক্ষণে সই কোন্ ক্ষণে !

বেলা। বাঃ আপনি এমন গান গাইতে পারেন—তা'ত জান্‌তুম না—কলেজে যখন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়—আমাদের সান্ধ্য পার্টিতে অনেকবার আপনাকে আস্‌তে দেখেছি—কিন্তু কখন গান গাইতে ত শুনিনি !

অলকা। শোনাবার মত হোলে তবেত শোনাব ভাই—উনি যে আবার এর মধ্যে তবু লজ্জা দেবার জন্যে তোমাকে এ'খবর দিয়ে ফেলেছেন তা'ত জান্‌তুম না ভাই—নেহাৎ ধোরে বোস্‌লে তাই গাইলাম।

বেলা। লজ্জা দেবার মত কেন—আমার ত খুব ভাল লাগ্‌ল'—আপনি আজকাল কি কোর্‌ছেন—কলেজে আর যয়েন কর্‌বেন কিনা জিজ্ঞাসা কোর্‌তে মিঃ দত্ত বোল্লেন যে আপনি নাকি আজকাল খুব গানের চর্চ্চা কোর্‌ছেন—সেই জন্যে বড় Curiosity হোল শোন্‌বার—তাই একটু বিরক্ত কোর্‌লুম্—কিছু মনে কোর্‌বেন না।

অলকা। বিলক্ষণ তা আমাকে আবার আপনি বোল্‌তে সুরু কোর্‌লে যে—এটা বুঝি তোমাদের সমাজের আজ কাল একটা নূতন এটিকেট্।

বেলা। না ভাই—অনেক দিনের পর আবার নূতন কোরে দেখাশুনা কিনা—আর বোধ হয় কতকটা অভ্যাস বশেও বোলে ফেলেছি।

অলকা। অভ্যাস বশতঃ—তা হোলেই বোঝা যাচ্ছে যে সেটা এটি-কেটেরই নমুনা—নইলে এতটা অভ্যাস দাঁড়ায় কেন ?

বেলা। তোমার সঙ্গে কে কথায় পারবে ভাই—সেইত তুমি !

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়। এই যে দুজনে আবার নূতন কোরে বেশ আলাপ জমেছে দেখ্‌ছি—

বেলা। পুরোন আলাপ কি জম্‌তে বেশী দেরী লাগে—আপনার সেদিনকার কথার প্রমাণ পর্য্যন্ত নিয়ে ছেড়েছি।

অজয়। কি রকম।

বেলা। গান গাইয়ে তবে ছেড়েছি।

অজয়। উত্তম কোরেছেন—তা' গান শুন্‌লেন—এখন প্যালার ব্যবস্থা করুন দেখি—এক পেয়ালা চা পেতে পারি কি ?

বেলা। কিন্তু প্যালা পেতে হোলে—সেটা আপনার প্রাপ্য নয়—তবে অতিথি বোলে একবারের যায়গায় দশবার পেতে পারেন—আচ্ছা আপনি কি রকম লোক বলুনত ? অত ভোরে কাউকে কিছু না বোলে দিব্বি—অম্‌নি সোরে পড়েছেন—আমরা এদিকে চা খাবার সময় আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে অবাক্—অতএব প্যালার বদলে উল্টে এই অসৌজন্যতার জন্যে আপনার ফাইন হওয়াই উচিত—কি ভাই অলকা তুমিই বলো—

অলকা। নিশ্চয়—নিজে অন্যায় কোর্‌বেন—আবার পরের প্রাপ্য নিয়ে টানাটানি—কেমন লোক দেখছ'ত !

অজয়। ভাল—মহাশয়াদের অনুজ্ঞা মাথা পেতে নিতে এ'গরীব প্রস্তুত—উপস্থিত তৃষ্ণার্থীকে এক পেয়ালা চা দিয়ে অতিথির প্রাণ ও মান দুই বাঁচান !

বেলা। মান বাঁচাতে পারি মিঃ দত্ত—কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর দাবী আমার কাছে নয়—সে ভার যাঁর উপর তিনি আপনার সম্মুখেই আছেন তার সঙ্গে বোঝা পোড়া করুন—আমি চোল্লুম—আপনার চা'র ব্যবস্থা কোর্‌তে—বাবা এখনও ড্রইং রুমে আপনার অপেক্ষায় বোসে আছেন—কিন্তু দেখ্‌বেন একটু শিগ্‌গির কোরে আস্‌বেন—প্রাণ রক্ষে কোর্‌তে গিয়ে আবার মান হারাবেন না যেন। [বেলার প্রস্থান।

অজয়। Dear, Dear শুন্‌লেত প্রাণ রোক্ষের কথা—Kiss kiss in Sweet kiss-Give me life and give me bliss.

(চুম্বন করিতে উদ্যত)

অলকা। যাও—অত ভোরে কোথায় যাওয়া হোয়েছিল শুনি—একবার বোলে যাবারও বুঝি সময় হয়নি—

অজয়। Excuse me dear—শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে তোমার ঘুম ভাঙাবো—রাগ কোরেছ অলকা—কিন্তু যখন শুনবে তখন আর ও রাগ থাক্‌বে না।

অলকা। আহা কি এখন শুনি।

অজয়। দেখো অলকা—বুদ্ধি কোরে বোস্ সাহেবের এখানে আসায় সব দিক থেকে আমাদের কত যে সুবিধে হোয়েছে—তাকি বোলব—তোমার সঙ্গেত থার্ড ইয়ারে পড়বার সময় বেলার দরুণ আলাপ—আমার সঙ্গে তার অনেক দিনের আলাপ।

অলকা। আজ্ঞে মশায় তা' জানা আছে—এখন যে কথাটা বোল্‌তে যাচ্ছিলে—তাই বলনা শুনি—আবার কি বেচারীর চা নষ্ট কোরবে—কিন্তু এবার তা' হোলে—তোমাকে সে রক্ষে রাখ্‌বে না তা জেনো।

অজয়। কি করি বল—রামে মারলেও মারবে—রাবণে মারলেও মারবে—সেদিকে যেমন দেরী হোলে ভয়—এদিকে তেমনি তোমার রোষান্বিত ভ্রুকুটী দৃষ্টিতে ভস্ম হবার ভয়—কোন্ দিক সামলাই বলো!

অলকা। Non-sense—How ridiculous idea তোমার—আমাদের মতন এমন দু'টী তরুণীর সঙ্গে কিনা রাম রাবণের তুলনা! You ought to be whipped for that.

অজয়। কিন্তু তরুণীদের ভ্রুকুটী দৃষ্টিতে ভস্ম হওয়ার চাইতে তাদের কোমল হাতের বেত্রাঘাত far better my dear—তার প্রমাণ দেখ'না—যেমনি রাগ কোরে আমার পানে ভ্রুকুটী দৃষ্টিতে চেয়েছ—আর কি ঘটে বুদ্ধি কিছু রেখেছ—নইলে মুখে দিয়ে এমন—idiotic expression বেরুবে কেন?

অলকা। যে আজ্ঞে—

অজয়। হ্যাঁ—কি বোল্‌ছিলুম জান অলকা—কাল বোস্ সাহেব আমায় বোল্লেন যে আমাদের সিভিল ম্যারেজের খবরটা কাগজে এ্যানাউন্স

করার সঙ্গে সঙ্গেই Deed of Giftএর টাকাটা আদায়ের জন্যে এটর্ণির লেটার পাঠানোও দরকার—নইলে দেরী হোয়ে গেলে—শেষে অনেক ডিফিকাল্টিতে পড়্বার সম্ভাবনা—অর্থাৎ এ সম্বন্ধে তাঁদের আর কোন ভাব্বার অবসর না দেওয়া—কেননা সময় পেলে এরপর তাঁরা অনেক মতলব আঁট্তে পারেন—তাঁদের জমীদারী বুদ্ধিতে না পারেন এমন কাজ নেই—তাই আমার সেই এটর্ণি বন্ধুটীর কাছে গিয়েছিলাম—সেও তাই এট্ওয়ান্স্ কোরতে বোল্লে। তাই এত সকালে গিয়ে চিঠি পাঠিয়ে এই আস্ছি!

অলকা। এঁ্যা—আশ্চর্য্য—এ' কি রকম mentality তোমার—এমনিতেই বাবার প্রাণে যে আঘাৎ লেগেছে—তার পর এখুনি এ' চিঠি পেলে তাঁর মনে কি রকম লাগ্বে তাকি একবারও ভাব্লে না—ছিঃ ছিঃ ছিঃ শুনে আমার কান্না পাচ্ছে—এত রাগ হোচ্ছে যে কি আর বোলব! ছিঃ ছিঃ কি নিষ্ঠুর তুমি—কি নিষ্ঠুর তুমি—ওঃ বাবা তোমার মনে কি হোচ্ছে—ভাবছ অলকা তোমার এত নিষ্ঠুর—এত নীচ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ওঃ—যাও যাও এখান থেকে!

অজয়। একেই বলে মেয়ে বুদ্ধি—ব্যাপারটা একটু তলিয়ে না বুঝে একেবারেই অস্থির হোয়ে পোড়্লে—এ' হোল practical worldএর কথা—সময় থাক্তে না বুঝ্লে শেষ কেবল মিথ্যে আপ্শোষ—শুধু sentiment নিয়েত জগত চলে না—তুমি মেয়ে মানুষ কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ আমার ত সব দিক ভাবা উচিত তাই অনেক বুঝে বাধ্য হোয়ে—এটা কোর্তে হোয়েছে—তাও সংসারে আমারও এই নূতন হাতে খড়ি—বোস্ সাহেব আমায় না বোল্লে এত শিগ্গির আমারও মাথায় এ' সব আস্ত না—এর পর একটু স্থির হোয়ে ভেবে দেখ্লে তখন তুমি নিজেই বুঝ্তে পার্বে অলকা—যে কেন আমি—

অলকা। থাক্—চাইনে আমি বুঝ্‌তে—যাও এখন—চোলে যাও আমার সাম্‌নে থেকে—উঃ বাবা—বাবা—

অজয়। (স্বগতঃ) হুঁ—poor girl—but I am not such a fool.—যাক্ একটু একথা—আপনিই ঠিক হোয়ে যাবে (প্রঃ) আচ্ছা অলকা আমি এখন যাচ্ছি—তাঁরা আবার আমার জন্যে অপেক্ষা কোর্‌ছেন—মাথাটা একটু স্থির হোলে ভেবে দেখো—বুঝ্‌বে কতটা তোমারই ভালোর জন্যে এ' কাজ কোরেছি—এখন বুঝ্‌বে না—কি আর বোলব' যাই—

অলকা। না কিছু বোল্‌তে হবে না—চোলে যাও।

অজয়। (স্বগতঃ) By and by and all will be alright (প্রঃ) আচ্ছা চোল্লুম— [প্রস্থান।

অলকা। উঃ কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর—এত টাকার মমতা—দুই দিন তর্ সয়না—তাই এত দিন ঐ রকম কোরে এত বোঝানো—ছিঃ ছিঃ এত মমতা—এই আদর্শ বুকে নিয়ে কি সব ত্যাগ কোরে এসেছি—বাবা—বাবা—মাগো—কি কষ্টে তোমাদের এখন দিন কাট্‌ছে—তাকি আমি বুঝ্‌তে পারছিনে মা—উল্টে তার উপর কিনা আবার এই চিঠি—ধিক্ লজ্জায় ঘেন্নায় আমার যে এখুনি মোর্‌তে ইচ্ছে কোর্‌ছে—এই টাকার জন্যে মেজদা কত রাগ কোরেছিলেন কিন্তু সে রাগও যেন আজ আমার কাছে কত মিষ্টি বোধ হচ্ছে। হায়—কি কোর্‌লাম—কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে—উঃ অজয়—অজয়—কি চোখে তোমায় দেখেছি—কত উচ্চ তোমায় মনে কোরেছি—আর একি—একি ! না না বড় ভালবাসি—বড় ভালবাসি—ওঃ এই ভালবাসার জন্যেই যে সব ছেড়ে এসেছি—শেষ এ' ভালবাসাকে হারাবো—না না জীবন কি মৃত্যু—অমৃত কি বিষ—হোক্ যা' অদৃষ্টে

আছে হোক্—উঃ কি হোল—কি কোর্‌লেম—কিছুই যে বুঝতে পার্‌ছিনে—ও'ই বাবা—বাবা—

(টেবিলের উপর হস্তের দ্বারা মুখ ঢাকিয়া অবস্থান)

"পট পরিবর্ত্তন—"

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

হরচন্দ্র ও রমাই ভট্টাচার্য্য

হর। ভট্চায্—সেই দিনকার—সেই ঝড়ের কথা তোমার মনে আছে—হায় হায়—কেন আমি সেদিন তাকে রাক্ষসী বোলে এত গাল পাড়্‌লাম—এর চেয়ে সে দিন যদি সত্যিই সে এ' কাজ কোর্‌ত—নৌকো ডুবিয়ে হোক্—বজ্রাঘাতে হোক্ কি গাড়ী শুদ্ধু উল্টে দিয়ে হোক্—যা করে হোক্ যদি সেই কাজ কোর্‌ত ভট্টাচার্য্য—এখন দেখ্‌ছি, বড্ড ভূল কাজ কোরেছি—এই বাপের সর্ব্বজয়ী স্নেহের দুর্জ্জয় শক্তির কাছে সে রাক্ষসীও হার মেনে গিয়েছিল—তাই সে বেঁচে গিয়েছে—আমি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ কোরেছি ভট্টাচার্য্য—নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ কোরেছি !

রমাই। তা ঠিক ও রকম যদি নাও হয়—তাহোলেও কথাটা একেবারে মিথ্যে নয় অনেক দিনই লেগেছে শনির দৃষ্টি—কাঙ্গালের কথা বাসি হোলেই মিষ্টি—অমন যখনই বোলতে গেছি উল্টে গাল খেয়েছি—তা' এবুড়ো না হয় এমনি গালই চিরদিন খাক্ কিন্তু এখন যে রাজ্যি শুদ্ধ বাজ্‌লো ঢাক—সেই বড় দুঃখ।

হর। কারুর কথায় কান দিই নি—ভট্‌চার্য্য—কারুর কথায় কান দিই নি—তার বিরুদ্ধে কারুর এতটুকু কথা আমার সহ্য হোত না—এমনি স্নেহান্ধ আমি—কিন্তু বোল্‌তে পারো ভট্‌চার্য্য—যে স্নেহ দিয়ে ভগবান বাপমার প্রাণ গড়েন তার এক রতির রতিও কি তিনি ছেলে মেয়ের প্রাণে দ্যান্ না—নইলে কি কোরে সে এই বুড়ো বাপকে এমন কোরে কাঁদিয়ে চোলে গেল—কলেজ থেকে দুদণ্ড আসতে তার দেরি হোলে যে বাপ লক্ষবার ঘরবার কোরেও এক মূহুর্ত্তের জন্যে স্থির হোতে পার্‌তো না—আর আজ—আজ এই নিদারুণ আঘাত সে কেমন কোরে সহ্য কোর্‌বে—এ' কথা কি তার একবারও মনে হোল না—উঃ এত দিনকার ভাদুড়ী বংশের উচ্চ মাথা এমন কোরে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে চোলে গেল—একবারও ফিরে চাইলে না—একবারও ভাব্‌লে না যে কি কোর্‌ছি—কিন্তু আমার প্রাণ যে এখনও তবু তারি পানে হা হা কোরে ছুটে চোলেছে—মনে হোচ্ছে—মনে হোচ্ছে কোথায় আছে দৌড়ে গিয়ে সেই খান থেকে তাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চোলে আসি—একি একি দুর্জ্জয় স্নেহপাশ—ভট্‌চার্য্য—না না পার্‌ছিনে—পার্‌ছিনে—শেষ আমি পাগল হবো দেখ্‌ছি ভট্‌চার্য্য—আমায় বাঁচাও—বাঁচাও—।

রমাই। দেখ ভাদুড়ি এত আর তোমার সে সখের ভূতের ভয় নয় যে তাড়িয়ে দেবো মেরে তিন তুড়ী—ভগবান যেমন মানুষকে স্নেহবৃত্তি দিয়েছেন তেমনি সেই সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তিও দিয়েছেন। শুধু স্নেহে অন্ধ হোয়ে থাকলেত চলে না—মেয়েটা এতদিন কি কোর্‌ছে না কোর্‌ছে তা' একবারও চেয়ে দেখ্‌লে না—যখন চারা গাছ জন্মায় তখন লোকে তার চারি দিকে বেড়া লাগায়—কেননা পাছে ছাগল গরুতে মুড়িয়ে খায়—এখন আর বুক চাপ্‌ড়ালে হবে কি—এখন

যদি নিজে চাও বাঁচ্‌তে তা হোলে একেবারে ও মেয়ের মায়াই হবে কাটাতে—এছাড়াত আর উপায় পাইনে দেখ্‌তে।

হর। তা' কি কোরে পারবো ভট্টচার্য্য—তা' কি কোরে পারবো – না না এ'যে অসম্ভব কথা বোল্‌ছ—অলকা—অলকা—সেই যে আমার প্রাণ-ঢালা স্নেহের ধন—তার মায়া আমি কাটাবো !

রমাই। জগতে কিছুই অসম্ভব নয়—অবস্থায় পোড়ে সব অসম্ভবই আবার সম্ভব হয়—যেমন কোন' হাত ক্ষত হোয়ে পচ্‌ ধোর্‌লে সেই সমস্ত হাতখানাই কেটে ফেল্‌তে হয় বাঁচতে হোলে তবে মন থেকে কি আর হাতের মায়া যায়—তবে সে যেমন এমনি কোরে পরিত্রাণ পায়—তোমাকেও তেমনি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ কোরে নিজকে সাম্‌লে দাঁড়াতে হবে—পার্‌বো না বোল্লে কি কোরে চোল্‌বে !

হর। কিন্তু ভট্‌চার্য্য—আমি তাকে এতদিন দেখিনি কি বোল্‌ছ—আমি তাকে ছেলেদের সঙ্গে একভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে এতবড় কোর্‌লাম—লেখা পড়ায় সে যে পুরুষের তুলনায়ও একটু কম যায় না—

রমাই। কিন্তু যে বিদ্যায় বোঝে না জীবনের সত্য—সে যে কাঁটালের আমস্বত্ব—যেমন পড়ান টেয়া পাখীর মুখে রাধা কৃষ্ণ বলা—বোঝ্‌বার বেলা বোঝে শুধু ছোলা আর কলা—বলি আমি না হয় সেকেলে বুড়ো হাবড়া মানুষ—আদার ব্যাপারী জাহাজের কি ধার ধারি—তুমিত তা' ঠিক নও,—তুমিত চুকেলে, একটু ভেবে দেখো দেখি—এত যে লেখা পড়া শিখালে—তা এত বিদ্যের ফলটা দাঁড়ালো কি ?

হর। ভেবে দেখব'—কি ভাব্‌বো—আর আমার ভাব্‌বার শক্তি নেই ভট্‌চার্য্য—জীবন ভোর ভেবে আস্‌ছি—কোনটাই আজ অবধি ভেবে ঠিক কোর্‌তে পারলুম্‌ না—যা ধোরতে যাই তাই হাত থেকে সোরে যাচ্ছে—ওসবই স্তোক বাক্য—দেখ্‌ছি জেগে আছে কেবল এক

অদৃষ্ট—সে অন্ধকার থেকে আর খালি অন্ধকারে নিয়ে চোলেছে—সতের' বৎসর ধোরে এই লক্ষ্মীজলার আবাদের জন্যে মামলা চালিয়ে ছিলাম—আজ বৃদ্ধ অক্ষম বোলে সেই লক্ষ্মীজলা যারা সক্ষম তাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোতে চাইলাম—আর অমনি কিনা সেই লক্ষ্মীজলা আমায় ত্যাগ কোরে চোলে গেল—পল্লিগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের তুচ্ছ ব্যাপারে নিত্য কলহ বিবাদে সংসারে অশান্তি দর্শনে নিজে পছন্দ কোরে শিক্ষিতা ঘরের মেয়ে এনে বিবাহ কোর্‌লাম—কিন্তু—তার পরিবর্ত্তে লাভ কোর্‌লাম কি—জীবনব্যাপী নিত্য বৃশ্চিক দংশন—সাধারণতঃ হিন্দুর ঘরের মেয়েরা অনাদরেই পালিত হোয়ে থাকে। কিন্তু আমি আমারি মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে সমভাবেই লেখা পড়া শিখিয়েছি—আর আজ—আজ কিনা—সেই মেয়েই আমার এই বৃদ্ধ বয়সে—এই বজ্রাঘাত কোরে চোলে গেল। শুধু চোলে গেল না—এত বড় বংশের মান-সম্ভ্রম একেবারে রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ে গেল—সমাজে আমার মুখ দেখাবার পর্য্যন্ত স্থান রহিল না। ভট্‌চার্য্য—এখনো বোল্‌ছ ভাব্‌বো। আবারও ভাব্‌বো—কিন্তু নেই—কিছু নেই—সব মিছে একমাত্র অদৃষ্টই জেগে আছে দেখ্‌ছি—সবই সেই অন্ধ নিয়তি শক্তির অধীন।

রমাই। কিন্তু আমরা কাজ কর্‌বার বেলা নিজের ইচ্ছেয় কাজ কোর্‌বো—আর ঠেকায় পোড়্‌লেই তখন তিন কেলে সেই বুড়ো অদৃষ্ট বেটাকেই গাল পাড়্‌বো। দেখ ভাদুড়ী—একটাকে ধর—হয় অদৃষ্ট বোলে হাত পা ছাড়ো—নয় যা কর্‌বার তা নিজে কোরছো ভেবেই কর—এও বোল্‌বে—অও বোল্‌বে—সেত ঠিক কথা নয়—যতক্ষণ তুমি আছ তোমার ইচ্ছা আছে—ততক্ষণ তোমার কাজও আছে—ভাবনাও আছে—শুধু মুখে বোলে হবে কি ? সব মিছে।

হর। তা' হয়ত ঠিক্—কিন্তু পারি কই! ঐ যে—কে গণেশ আস্‌ছে

না—ওর মুখ দেখেই মোনে হোচ্ছে—ও আবার কি একটা কাণ্ড নিয়ে আসছে—কি বলে দেখো।

(একখানা পত্র হস্তে গণেশের প্রবেশ—সঙ্গে নরেশ)

গণেশ। এই দেখুন বাবা, এখনো আপনি এই মেয়ের মায়া করেন—বংশের নাম ডুবিয়ে এত বড় একটা অন্যায় কোরেও লজ্জা হওয়া চুলোয় যাক্ এখনো একবার আস্পর্দ্ধা খানা দেখুন—

হর। হ্যাঁরে—কি হোয়েছে—অলকা কিছু বোলে পাঠিয়েছে বুঝি—তা বাপু আর তোরা রাগ করিস্‌নে—যা হবার তা'ত হোয়ে গিয়েছে সমাজ ত্যাগ করলেও তবুত তারা বিবাহ অঙ্গীকার স্বীকার কোরেছে—আর সেই যে প্রথম এমন কাজ কোর্‌লে তাও ত নয়—শুন্‌তে পাই বুদ্ধিমান পণ্ডিতের মধ্যেও কারু কারুর দ্বারা একাজ ঘোটেছে—এসব কালের গুণ—রাগ কোরে আর কি হবে বল্—আর আমাদেরও বুঝে না দেখার ফল—কি তাদের অদৃষ্টে এই রকমই ছিল—হাঁরে—তা চিঠিতে কি বোলেছে।

গণেশ। কি বোলেছে—এই দেখুন—বলা বলি নয়—একেবারে এটর্নির চিঠি পাঠিয়েছে—সেই Deed of Gift এর টাকা আদায়ের জন্যে—মেয়ে মানুষ হোয়ে এত বড় বেহায়া এত বড় বেলজ্জে আর আপনি কিনা এখনো তার সম্বন্ধে এ'রকম ভাবে কথা কইছেন।

হর। এটর্নির চিঠি! কেন—সেটাত তার নামে—

গণেশ। বোলতে চান্ দেওয়াই হোয়েছে না? কিন্তু তা' নয়—সে জানে—যে কাজ সে কোরেছে তাতে সহজে সে টাকা পাওয়া তার পক্ষে দুঃসাধ্য—তাই আগে থাক্‌তে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল কোর্‌তে চায়—কিন্তু তা' হোচ্ছে না—আপনি চুপ্‌চাপ্ থাকুন বাবা—আমাদের যা হবার তাত হোয়েছে—আমি তার সহযাত্রী সেই নচ্ছারটাকে একবার ভাল কোরে দেখ্‌বো—সেই, ভিক্ষায়ে

পালিত অকৃতজ্ঞ পথের কুকুরটার কত বড় আস্পর্দ্ধা তা' দেখ্‌বো—
তার সব পথ ঘুচিয়ে তাকে জেল খাটিয়ে তবে আর কাষ—

হর। না তা আর হোতে পারে না—তাকেই যখন আজ অলকা তার স্বামীত্বে বরণ কোরেছে—তখন সে আর আমাদের এখন পর নয়—তার সহস্র দোষ থাক্‌লেও সে দোষ এখন আমাদের হজম কোর্‌তেই হবে—তাকে নিয়ে এখন কিছু কোরতে যাওয়া মানে নিজেদেরই কলঙ্ক কালি নিজেরাই নিজেদের মুখে মাখিয়ে—তাই আরো দেখাবার জন্যে ঢাক বাজিয়ে লোক ডাকা—না সে আর কিছুতেই হোতে পারে না—তার চাইতে টাকাটা এখুনি চুপি চুপি পাঠিয়ে বোলে দেওয়া হোক্‌—যে এ চিঠির কথা যেন বাইরে আর না প্রকাশ পায়।

গণেশ। কি তবু টাকা পাঠাতে হবে—আর এই কোর্‌লেই আপনি কলঙ্কের কালি থেকে সমাজের কাছে এড়ন পাবেন না? বৃদ্ধ হোয়ে স্নেহের ঘোরে আপনার বুদ্ধি ভ্রংশ হোতে পারে—সমাজের তা এখনও হয়নি—আর কখনও হবেও না—কেন না সমাজ শুধু আপনার মত অক্ষম বৃদ্ধদের নিয়ে নয়—আর আমরাও এখন ছেলেমানুষ নই—নিজেদের ভালমন্দ বোঝ্‌বার যথেষ্ট সময় হোয়েছে আপনার এ পাগলামী আমরা কিছুতেই মান্‌তে প্রস্তুত নই—তা' কিছুতেই হবে না।

হর। নিশ্চয়ই হবে—হবে না? আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এ'কথা বলবার অধিকার—সে সময় এখনও তোমাদের কারুর হয়নি বাপু—যাও চুপ কোরে চোলে যাও!

গণেশ। আপনি যদি উন্মাদের মত কাজ করেন তা' থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার অধিকার আমাদের আছে বই কি?

হর। উন্মাদের মত বটে—কিন্তু তাত হয়নি—অন্ততঃ এখনো হয়নি—

যখন তা' হবে—তখন তোমরা কেন—প্রতিবাসী কি রাস্তার লোকেরও সে অধিকার থাকতে পারে—তোমাদের না হয় আর একটু বেশী—কিন্তু এখন নয়—যাও।

গণেশ। আপনার ভালমন্দের সঙ্গে যখন আমাদেরও ভালমন্দ জড়িত—আপনার মান সম্ভ্রমের উপর যখন আমাদের মান সম্ভ্রম নির্ভর করে, তখন আমাদের সে অধিকার চিরদিনই আছে—প্রতিবাসী বা আর কারুর নেই—তাদের আমাদের তুলনা হোতে পারে না—এইখানেই আপনার বুদ্ধি ভ্রংশের পরিচয়।

হর। ঠিক্—আর কি বুদ্ধিমন্তের পরিচয় তোমার—কেমন মান সম্ভ্রম জ্ঞান, তাই কোর্টে দাড়িয়ে নিজেদের কলঙ্ক নিজেরাই ঢাক পিটিয়ে প্রচার কোরতে চাইছ'—থাক্ আর বুদ্ধির পরিচয়ে কাজ নেই—ছোট বেলাকার সেই গোবরা গণেশ খ্যাতি জমিদারী তক্কোবোসেও সে খেতাবের একটুও ব্যতিক্রম দেখ্‌ছিনে।

গণেশ। বটে—তাই বুঝি জেনে শুনে সেই গোবরা গণেশের হাতেই জমিদারী দেখ্‌বার ভার ন্যস্ত কোরেছেন।

হর। হ্যাঁ—এটা একটু আমার বুদ্ধি ভ্রংশের পরিচয় বটে—আর তাতেই তোমারও এত হুকুমের জোর বেড়েছে—তাও বুঝ্‌ছি—তা' সে হুকুম অন্যত্তরে চালিও—আমার কাছে নয়—আর এ'বিষয়ে নয়—বুঝলে যাও।

গণেশ। কিন্তু সে হুকুমের শক্তি যখন নিজেই দিয়ে চুকেছেন—তখন গোবরা গণেশই হোক আর যেই হোক—তখন আপনাকেও তা' এখন মানতে হবে বৈ কি। যাও বোল্লেই অমনি যাওয়া হয় না—সেটাও বুঝে দেখবেন।

হর। কি—কি শুনতে হবে—তোমার হুকুম শুনতে হবে আমাকে'

পাজি—এতদূর বাড়্ হোয়েছে তোমার—বেরো—বেরো এখুনি আমার বাড়ী থেকে !

গণেশ। হুঁ—এ' আপনার নরেশ পান্‌নি যে নিজের অভিমানে নিজেই বেরিয়ে যাবে—কই বার করুন দেখি কেমন কোরে বার করেন।

হর। আলবৎ কোর্‌বো—এই দণ্ডেই—এই মূহুর্ত্তেই—শুধু অমনি নয় জুতো মেরে বার কোরবো।

নরেশ। একি ! বাবা বাবা করেন কি—স্থির হোন্ স্থির হোন্।

হর। না না—কখোন' না—কখোন' না—রামলাল—রামলাল—

গণেশ। হাঃ—হাঃ—তাও রামলালকে ডাক্‌তে হোল—নিজের শক্তিতে হোল না।

হর। কি বোল্লি—কি বোল্লি—সেই তোর পক্ষে উপযুক্ত—ছুঁচো মেরে কেউ হাতে গন্ধ করে না—রামলাল—রামলাল—

গণেশ। ভাল ডাকুন—তাই দেখা যাক্।

নরেশ। বাবা—বাবা আপনার ছুটি পায়ে পড়ি—স্থির হোন্—একি কোর্‌ছেন।

হর। কে নরেশ—বাবা ! ওরে তোকে একদিন সামান্য কারণে কি কোরেছিলাম—আর একি—একি আজ তারি শাস্তি ! ভট্‌চার্য্য—ভট্‌চার্য্য—আমি কি বেঁচে আছি না মোরেছি !

ভট্টচার্য্য। বাঁচোওনি—মরোওনি—ঘুমিয়ে ছিলে—হঠাৎ চম্‌কে জেগেছ—

হর। হুঁ—কিন্তু তাই—জেগেছি কি—জেগেছি কি—রামলাল—রামলাল।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। বলি তোদের হোয়েছে কি ? কিসের এত ডাকাত পড়াপাড়ি চীৎকার—কাণ্ডখানা কি ?

ভট্ট। তাইত—এ দেখ্ছি সবে সুরু—অযোধ্যা কাণ্ড—এখনো পুরো পুরি লঙ্কাকাণ্ড বাকী—মা লক্ষ্মী তুমি আর এ দেখ্তে এলে কি ?

মহা। বলি হঁ্যাগা কি হোল আবার তোমার—অমন পাগলের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রোয়েছ যে ?

হর। বা—মায়ে বেটায় কেমন একতারে সুর বাঁধা—চমৎকার ! ভট্চার্য্য শুন্‌ছো ?

ভট্ট। কান থাকলেই শুনতে হয়—চোক থাক্‌লেই দেখ্তে হয়—তাই বোলে লোকের কথা শুনে যে পাগল হোতে হয়—সেটাত ঠিক নয় !

হর। না—একেবারেই নয়—ঠিক বোলেছ ভট্চার্য্য—নরেশ।

নরেশ। বাবা।

হর। আয়ত আয় আমার সঙ্গে—আমি এখুনি এর ব্যবস্থা কোর্‌বো।

নরেশ। হাঁ—তাই চলুন বাবা—এখানে আর দাঁড়াবেন না।

হর। না !—আয়। এখুনি এই দণ্ডেই কোর্‌বো।

নরেশ। আচ্ছা যা ভাল বুঝ্বেন কোর্‌বেন এখন চলুন।

হর। উহুঁ—এখুনি—এই দণ্ডেই—ভট্চার্য্য তুমিও এসো।

ভট্ট। তা চলো—"হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী"—মা লক্ষ্মীর নিজে দেওয়া খেতাব—তা গালই থাক্ কি সুখ্যাতিই থাক্ আজকের দিনে খেতাব কেউ ছাড়্তে চায় না—ওটা একটা মস্ত পাওনা—আর স্বভাবও কারুর বদলায় না—বুদ্ধির দোষে—অদৃষ্টও কেউ খণ্ডায় না—তা' চলো—

[হরচন্দ্র, নরেশ ও ভট্চার্য্যের প্রস্থান।

মহা। হঁ্যারে—কি ব্যাপার আবার।

গণেশ। কি আবার শুন্‌বে—তোমাদের সেই ভাদুড়ী কুলোজ্জ্বলা মেয়ে—এই কাণ্ডের উপর আবার সেই দান পত্রের টাকা আদায়ের জন্যে

এটর্ণির চিঠি পাঠিয়েছেন—তাই টাকা না দিয়ে—যে পথের ভিখারী বেটা এই সবের মূল সেই লক্ষ্মী ছাড়া বেটাকে উচিৎ শাস্তি দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়্‌বো। এই কথা বোলেছিলাম বোলে—বাবা আমাকে প্রথমে নিজেই জুতো মেরে বাড়ী থেকে বার কোর্‌তে এসেছিলেন—তারপর আবার সেই জন্যে রামলালকে ডাকাডাকি কোর্‌ছিলেন।

ভবেশ। কিন্তু গণেশ তোমারও বাবাকে ওরকম ভাবে বলাটা—

গণেশ। বলাটা—বেশ মান্‌লুম না হয় ঠিকমত হয়নি—কিন্তু সেটাত শুধু সেই লক্ষ্মীছাড়াটার উপর রাগের ঝোঁকেই বোলেছিলাম—তার কথাতেই বোলেছিলাম—সে মানা না মানাতে সত্যি কিছু তাঁর হুকুম না মানাও বোঝায় না—বয়স্থ ছেলে বাপ-মাকে কোন অন্যায় কাজ কোর্‌তে দেখ্‌লে—কিম্বা তার সেই কাজটা অন্যায় বোলে বোধ হলে—এ'রকম বোলেই থাকে—কিন্তু তাই বোলে কোন ভদ্রলোকের ঘরের জ্ঞানবান পিতা সেই জন্যে এইরকম ছেলের প্রতি ব্যবহার করাটা কি বিশেষ শুষ্ক মস্তিষ্কের পরিচয় বোলে মনে কর বড়দা—আজ আমায় এই কোর্‌লেন—আবার হয়ত এই রকম কোন সামান্য কারণেই তোমাকেও কোর্‌বেন আবার সত্যি সত্যিই কোন দিন হয়ত কাউকে খুন কোরেই বোস্‌বেন—আজ যা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে একদিন তা' কাজেও দাঁড়াবে—তখন কি রকমটা দাঁড়াবে সেটা একবার ভেবে দেখেছ কি?

ভবেশ। মাথাটা কেমন হওয়া সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়—একটু হয়ত হোতে পারে—এক সঙ্গে দু-দুটো এত বড় আঘাৎ—কিন্তু—

গণেশ। কিন্তু নয় বড়দা—এখন থেকে বাবার সম্বন্ধে সাবধান না হোলে—শেষ এর ফল সকলকেই ভোগ কোরতে হবে।

মহা। মরুকৃগে—ওঁর কথা ছেড়েদে—এমনিতেইত সেই মানুষ—তা হ্যাঁরে বলিস্ কি—সেই কালামুখী বেহায়ীর কি একটু হায়া লজ্জাও

নেইরে—এখুনি এখুনি আবার উল্টে টাকা চেয়ে পাঠায়—আর সেই ভিখেরীর বেটা ভিখেরী নচ্ছার চোর বেটা—বেস্ কোরেছিস্ বোলেছিস্—তাকে জেলে দেওয়া কি—তাকে ডাল কুত্তো দিয়ে খাওয়ালেও কি রাগ যায়রে—মিন্সে আবার সেই জন্যে তোকে জুতো মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিতে চায়—কই আসুক—আসুক না একবার আমার সাম্‌নে—কি লজ্জাহীন বেহায়া মানুষ গা—এমন নইলে এমন মেয়ে হয় ?

ভবেশ। চুপ করো মা তুমি—আবার সেই সব নিয়ে এসময় চেঁচামিচি কোরে কাণ্ড ঘটিও না',—একেই লোকে চারদিকে কান খাড়া কোরে আছে। নিজেদের ঘরের মধ্যেও যদি আবার এইরকম কর।

গণেশ। যাই বল বড়দা—আমি কিন্তু এই বলে রাখ্‌ছি, বাবার সম্বন্ধে এখন থেকে আমরা সাবধান না হোলে শুধু এই রকম মার ধোর কোরতে যাওয়া নয়—বিষয় সম্বন্ধেও কোন্ দিন যে কি আবার কোরে বোস্‌বেন তার কিছুই ঠিক নেই—মান সম্ভ্রমত গিয়েইছে—বিষয়ও অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছে—এখনও যা আছে তাও না হারিয়ে শেষ সবাইকে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়।

ভবেশ। বিষয়ের ভারত ভাই তুমি নিয়েছ—যেরকম বোঝ কর—ও আর আমি কি বুঝি বল—কিন্তু বাবাকে নিয়ে দেখ্‌ছি সত্যিই ভাববার বিষয় হোল—উপরি উপরি—এই সাজ্ঘাতিক আঘাৎ—এমনিতেইত কিছুদিন থেকে শরীর ভেঙ্গেছে—ডাক্তাররা হার্টের অবস্থা ভাল নয় বোলেছে—এতদিনের লক্ষ্মীজলা অতবড় একটা বিষয় যাওয়াতে বাবা যতটা না কাতর হোতেন অলকার জন্যে সমাজের কাছে এই বৃদ্ধ বয়সে মান সম্ভ্রম হারিয়ে কি ভীষণ অবস্থা যে তাঁর দাঁড়িয়েছে—কোথায় ছেলেদের হাতে বিষয় দিয়ে সংসারে একরকম নিশ্চিন্ত হবেন ভেবেছিলেন—না বিনা মেঘেই এই বজ্রাঘাত—

গণেশ। বাবা এখন নরেশকে কেন সঙ্গে কোরে ডেকে নিয়ে গেলেন বুঝেছ বড়দা?

ভবেশ। বোধ হয় Deed of Gift এর টাকার বিষয় কিছু কর্‌বার জন্যে।

গণেশ। বোধ হয় নয়—নিশ্চয়ই তাই—শুন্‌লে না এখুনি এই দণ্ডে বোল্‌তে বোল্‌তে গেলেন—কিন্তু আমিত অল্পেতে ছাড়বো না জেনো—দেখি কতদূর কি হয়—আমি চোল্লুম্ বড়দা—নরেশের সঙ্গে দেখা কোরে এখুনি ব্যাপারটা জান্‌তে হবে।

ভবেশ। না ভাই আর ওসবে কাজ নেই—বাবার মনের অবস্থাত দেখ্‌ছো আর বাধা দিলে আরো ভীষণ দাঁড়াবে শেষে—

মহা। তাই বলে তুই বলিস্ কি ভবেশ—তবু সেই লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটার পেট পোরাতে হবে, তোদের গায়ে কি একটু রক্ত নেইরে—কি বোল্‌বো আমি মেয়ে মানুষ—নইলে এখুনি তার টুটি টিপে ধোরে তাকে জ্যান্তে মাটিতে গেড়ে তবে—

ভবেশ। স্থির হও মা—আর এখন কেন অমন কর—সে যাই হোক্ এখন তাকেই যখন একমতে তোমার মেয়ে স্বামী বোলে গ্রহণ কোরেছে তখন আর—

মহা। কপালে আগুন এমন মতের—এমন বিয়ের—কপালে আগুন সেই কালামুখীর—মরুক্ মরুক্—এখুনি দুটোই মরুক্—তাহোলে আমার হাড় জুড়োয়—হাড় জুড়োয়—রাধা রাধারমন—তোমার মনে এই ছিল বাবা—শেষ এমন কোরে মুখ পোড়ালে।

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। মা ঠাকুরান্—পুরুত ঠাউর আসি বোসে রইছেন।

ভবেশ। যাও মা—যা হবার তাত হোয়েছে—তবু যতটা পারা যায়—

লোকের কাছেত ঢেকে রাখ্‌তে হবে—নিজেদের মধ্যে আর ও যত আন্দোলন না করা যায় ততই ভাল—

মহা। ওরে পারছিনে পারছিনে—আগুন জ্বলেছে—আগুন জ্বলেছে—ওঃ রাধারমন! [মহামায়ার প্রস্থান।

গণেশ। তা হোলে থাক্—তোমার কথাই মান্‌লুম বড়দা—ও নিয়ে আর আমি কিছু কোর্‌তে চাইনে—কিন্তু এখন থেকে বৈষয়িক ব্যাপারে বাবার সম্বন্ধে আমাদের খুব সাবধান হোতে হবে, ওঁর যা মাথার অবস্থা তাতে ওঁর খেয়ালের উপর নির্ভর কোর্‌লে আর আমাদের চোল্‌বে না—এটা স্থির জেনো—

ভবেশ। বেশ ভাই বোল্‌ছিত সে তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে তাই কোর তবে বাবার মনে যাতে কোন রকমে কিছু আঘাৎ না লাগে—সেদিকটাও আমাদের বাঁচিয়ে চোল্‌তে হবে—আমি শুধু এই চাই।

গণেশ। সব জিনিষ চাই বোল্লেই হয় না বড়দা—তারও একটা সম্ভব অসম্ভব আছেত—তবে হ্যাঁ যতটা পারা যায়।

ভবেশ। হ্যাঁ—তা বটে—ভগবানের যে এ-সংসারের উপর কি অভিসম্পাত পোড়্‌ল জানি না—কি হবে তিনিই জানেন—চোল্লুম ভাই—আমার আজ আবার একটু সকালেই কলেজ যেতে হবে।

[ভবেশের প্রস্থান।

গণেশ। হুঁ—ছোট বেলার সেই গোবরা গণেশ খেতাবের এখনো একটু ব্যাতয় দেখ্‌ছেন না—ভয় নেই—আর একটু সোবুর—প্রথম কিস্তিতেই লক্ষীজলা লাটে দেয়া গেছে—এইবার একেবারে সকলকেই গোবরের লাড্ডু খাইয়ে—তবেই সে খেতাব ভাল কোরেই মালুম হোয়ে যাবে—হুঁ থাকো—সব থাকো— [প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালানের—সম্মুখস্থ ঘর

নরেশ ও মহামায়া

নরেশ। তুমি ভেবো না মা—তোমাদের আশীর্ব্বাদে এ' অসময়েও তবু যে আমার এ' কাজটা জুটে গেল—এও অনেকটা মন্দের ভাল বোল্‌তে হবে—সেই ভবেন চৌধুরীকে তোমার মনে আছে মা।

মহা। ওমা তাকে আর মনে নেই রে—সেই এতটুকু বেলা থেকে তোর সঙ্গে আমাদের দেশের সেই আম বাগানে খেলা কোর্‌তে আস্‌ত—কল্‌কাতায় আসার পরও তোর কলেজে পড়বার সময় কত দিন তাকে এখানে আস্‌তেও দেখেছি—সেত আমাদেরই ওখানকার ভুবনডাঙ্গার চৌধুরীদের ছেলে নারে—

নরেশ। হ্যাঁ মা—তার বাপ বিদেশে মস্ত কারবার কোর্‌তেন—সেখানে লেখা পড়া শেখ্‌বার তেমন ইস্কুল টিস্কুল না থাকায়—দেশেই লেখা পড়া কোর্‌ছিলো—তারপর এক সঙ্গেই পাশ কোরে আমারি মত কলেজে পড়বার জন্যে কলিকাতায় আসে—তাই এখানেও দেখেছো।

মহা। হ্যাঁ হ্যাঁ তা কি হোয়েছে রে!

নরেশ। তারি জন্যেইত এ'কাজ পেয়েছি মা—সম্প্রতি তার বাপ্‌ মারা গেছেন—সেই এখন কারবারের একমাত্র মালিক—তার বাপ যেখানে ছিলেন সেইখানেই তাদের গোড়ায় কারবারের পত্তন—এখন

আবার দেশেও একটী নূতন কুঠী খুলেছে—দেশের উপর তার ভারি মায়া—উদ্দেশ্য এতে কার্‌বার আরও ভাল হবে—পাঁচ রকমে দেশেরও অনেক উন্নতি কোরতে পারা যাবে—তাই দেশের কারবার দেখ্‌বার ভার সব আমার উপর দিয়েছে।

মহা। তাই বুঝি—তা' বেশ বেশ—ছোট বেলা থেকে তোদের এত বন্ধুত্ব।

নরেশ। কি বোল্‌ব' মা—এমন ভাল মন—বন্ধু মানুষ পাছে অধীনে কাজ কোরতে কুণ্ঠা বোধ করি—তাই একেবারে অংশীদার কোরেছে—অথচ লাভ লোকসানের দায়ী আমি নই—আমি শুধু দেখ্‌ব শুনব' এই পর্য্যন্ত।

মহা। বোলিস্ কি—হোলেই বা বন্ধু—আজকের দিনে কে এমন করেন।

নরেশ। এখানকার এই ব্যবসায় এরি মধ্যে লাভও বেশ হোচ্ছে—আবার সেদিন হাস্‌তে হাস্‌তে আমায় কি বোল্লে জানো মা—যে দেখিস্ তোদের ঐ লক্ষ্মীজলার আবাদ আবার তোদেরি কোরে দেবো—তবে আমার ছুটী।

মহা। আর বাবা—সে দিন কি আর রাধারমন কোর্‌বেন—তা হোলে কি এমন কোরে কলঙ্কে মুখ পুড়িয়ে দেন—তা যা' হোক্ তবু যে তোর একটা হিল্লে হোল—তা বাবা এইবার একটু সংসার ধর্ম্মে মন দে—আমি আর কদিন আছি—মার শেষ কথাটা রাখ্ বাছা—মরবার আগে প্রতিশ্রুতির হাত থেকে মুক্তি দে—দিন দিন বৌমার অবস্থা দেখ্‌ছিস্‌ত—ডাক্তারত শুন্‌ছি—একেবারেই আশা ছেড়ে জবাব দে গেছেন—তখন আর কেন বৃথা—

নরেশ। আশ্চর্য্য মা—ফের এখনও আবার ঐ কথা বোল্‌ছ—বাবার এই অবস্থা—সংসারের এই অবস্থা—সব ভুলে গিয়ে আবারও ঐ

কথা—একটা লোক মৃত্যু অবস্থায় শুয্‌ছে আর তুমি কিনা তারি চোখের উপরে—

মহা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—রাধা মাধব—তাকি আমি বোল্‌ছিরে!

নরেশ। থাক্‌ মা—আর দয়া দাক্ষিন্যে কাজ নেই—কিন্তু নিজের ছেলেকে কি আজও তুমি চিন্‌লে না মা—সেই দুঃসময় যখন অত ঝড় বড় মাথার উপর দিয়ে চোলে গেছে—তখনও একদিনের জন্যে এ সংসারের অন্ন আর আমায় গ্রহণ করাতে পেরেছিলে কি? যতদিন না হিসেবের গরমিলের টাকা পরিশোধ কর্‌তে পারি—তত দিন কিছুতে এ' সংসারের অন্ন গ্রহণ কোর্‌ব না—সে কথার আজও পর্য্যন্ত নড়্‌ চড়্‌ দেখেছ কি?

মহা। কি বোলব আমার কপালে সবই উল্টো—নইলে বেঁচে থাকৃতে ছেলে হোয়ে আমাকে এই কষ্ট দিচ্ছিস্‌—আচ্ছা সেই থেকে বুঝি তোর ঐ বন্ধুর বাড়ীতেই খাচ্ছিস্‌—আচ্ছা তারাই বা কি মনে করে বল্‌ দেখি।

নরেশ। কেন আমি তাকে সব বোলেছি—মনে করবার ত কিছু রাখিনি।

মহা। বেশ কোরেছ' বাছা—সকলে মিলে এমনি কোরেই আমায় দগ্ধাও—মার কথায় লোকে কত কি করে—মর্‌বার আগে মাকে একটা সামান্য প্রতিশ্রুতি হতে মুক্তি দিতে তাও তোমাদের আট্‌কায়—আর সেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে—শুধু আমার—

নরেশ। ঠিক সামান্যই বটে—কি আর বোলব এত কোরেও যখন তোমায় বোঝাতে পারলাম না—আমারও কপাল দোষ—ক্ষমা কোর' মা—নিজের অদৃষ্টে কি আছি জানিনে—তোমাদেরও কাছে অপরাধী—এমন খাপ্‌ছাড়া স্বভাব নিয়ে জন্মেছি—কখনোও তোমাদেরও কোন কথা রাখ্‌তে পার্‌লুম না—ক্ষমা কোর' আর কি বোল্‌ব।

মহা। সবই আমার অদৃষ্ট বাছা—কার দোষ দেব'—নইলে সংসারে কোন সাধ মিটল না—সবই হোতে গিয়েও হোল না—শেষ উল্টে কিনা এই বজ্রাঘাৎ—লোকের কাছেও একেবারে মুখ পুড়িয়ে দিলে—হ্যাঁরে তা' আজ এখুনি যাবি ?

নরেশ। হ্যাঁ মা এই চারটের গাড়ীতেই যেতে হবে—কর্ম্মফল বা অদৃষ্টের দোষে যা' হবার হোয়ে গিয়েছে—তা' নিয়ে আর বৃথা ভেবো না মা—মেজদা সংসারের ভার নিয়েছেন—এখন থেকে সাধ্য মত আমিও যেমন পারি পাঠাব। বাবার যাতে কোন কষ্ট না হয়—সেই দিকে দৃষ্টি রেখো মা—গাড়ীর সময় হোয়ে এলো—আমি তবে আসি (পায়ের ধূলা গ্রহণ) মনে কোন দুঃখু রাগ রেখো না মা—ছেলে বোলে ক্ষমা কোর'।

মহা। ছেলের উপর আবার মায়ের রাগ দুঃখু, হা ভগবান—কি আর বোলব। হ্যাঁরে বৌকে দেখে এসেছিস ত ? একচোখে কাঁদি—আবার এক চোখে চাই—মার প্রাণরে বাছা মার প্রাণ—এ বোঝাবার নয়।

নরেশ। সকলের সঙ্গেই দেখা হোয়েছে কিন্তু খোকা কোথায় মা তারে তো দেখ্‌লুম না।

মহা। ওমা—সেকিরে দাঁড়া—আমি দেখ্‌ছি—

(মহামায়ার প্রস্থান ও অন্য দিক দিয়া দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। বড় বৌদি আপনাকে একটু অপেক্ষা কোর্‌তে বল্লেন। তিনি এখুনি আস্‌ছেন—

নরেশ। তার সঙ্গেত আমার দেখা হোয়েছে—কিছু দরকার আছে বুঝি ?

দামিনী। তা হবে—আপনি কি আজ্র এখুনি যাচ্ছেন ?

নরেশ। হ্যাঁ—এই যাবো বোলেই বেরিয়েছি—

দামিনী। আপনার মুখে সেদিন আপনাদের ভিলেজ স্কিমের কথা শুনে আমার বড় দেখ্‌বার ইচ্ছে করে—আচ্ছা সেখানকার মেয়েদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পান না কি ?

নরেশ। সাহায্য ! সাহায্যের মধ্যে ফল, ভাল তরি-তরকারিটা লওয়া এই পর্য্যন্ত—আর তাঁরা কি কোর্‌বেন ?

দামিনী। কেন, এই যেমন ধরুন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে—সে বিষয় পুরুষদের দ্বারা যেমন বাহিরের কাজগুলি হবে—তেমনি আবার অন্তঃপুরের গৃহস্থলীর মধ্যেও ত অনেক কিছু দেখ্‌বার আছে—সে সব ত তাদেরই লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে।

নরেশ। কোর্‌লে হবে কি—যেখানে পুরুষরাই অধিকাংশ অশিক্ষিত—সেখানে মেয়েদের কাছ থেকে সে প্রত্যাশা কি কোরে করা যেতে পারে—যেমন ছেলেদের তোয়েরী করা যাচ্ছে—তেমনি শিক্ষিত মেয়েছেলেও বা হয়ত 'তা' করা যেতে পার্‌ত—কিন্তু তাও আজ কাল আবার শিক্ষিত মেয়েদের ক্রমশঃ যে রকম মতিগতি দেখ্‌ছি তাতে সে আশাও খুব কম, বরং আগে এই একটা দিক্‌ই হোক্।

দামিনী। তাহোলেও সকলের মতি কি একরকম হয়—তার মধ্যে হয়ত চেষ্টা কোর্‌লে তেমনও পেতে পারেন—এই দেখুন না আপনার কাছে শুনে অবধি আমারইত খুব ইচ্ছে হোচ্ছে—ঐ রকম কোর্‌তে—এখানে হোলে আমি এখুনি যতটা পারি আমার সাধ্য মত আপনাদের কাজে যোগ দিতাম।

নরেশ। (হটাৎ হাসিয়া) বেশত—এবারে এই গ্রীষ্মকালে আঁবকাটালের সময় মাত প্রায়ই দেশে যান—সেই সময় বৌদিদিদের সঙ্গে আপনিও যাবেন না—গিয়ে আমাদের কাজ কর্ম্ম দেখে আসবেন।

দামিনী। আপনি আমাকে আবার আপনি বলেন কি জন্যে !

নরেশ। কোন কিছুর জন্যে মনে কোরে বলিনি—আমরা কলকাতায় আসার পর আপনি যখন থেকে আমাদের সংসারে এসেছেন ধোর্‌তে গেলে তখন থেকে আমি একরকম বাড়ীছাড়া—মধ্যে মধ্যে যখন এসেছি বড়দার সঙ্গে আপনাকে তুমি বোলে কথা কইতে শুনেছি—বয়সে আপনি অনেক ছোট হোলেও অনেকটা সেই জন্যেত বোধ হয়—তা' ছাড়া আপনি একজন শিক্ষিতা বোলেও।

দামিনী। থাক্ আর লজ্জা দেবেন না—আমার কানে কিন্তু ওটা বড়ই কেমন ঠেকে—ও দুটী কারণই বাদ দিয়ে দয়া কোরে তুমিই বোল্‌বেন।

নরেশ। (একটু হাসিয়া) এতে দয়া দাক্ষিণ্যের কিছু নেই—আপনার অনুমতি হোলে এখন থেকে না হয় তাই বলা যাবে,—

দামিনী। ছিঃ কি যে বলেন যাকে তুমি বলা যায় তার কাছে বুঝি কেউ আবার অনুমতি চায়—বেশত আপনি ?

নরেশ। (স্বগতঃ) ঠিক্ ছিঃই বটে—রহস্য কোরে একজনের দুর্ব্বলতা বোধে আনন্দ অনুভব করে খুবই অন্যায় কোরেছি—যার যাতে প্রয়োজন নেই—তা নিয়ে রহস্য করাও অন্যায়—একে মা অন্যায় কোরেছেন—তার উপর আবার ছিঃ—

(খোকা সহিত কমলার প্রবেশ)

নরেশ। এই যে খোকা তোমার কাছে—বৌদি খোকাকে দেখিনি বলায় মা আবার এখুনি দাঁড়াতে বোলে খুঁজতে গেলেন !

কমলা। কিরে খোকা বাবার সঙ্গে যাবি ?

নরেশ। সে ভাগ্য ও কোরে আসেনি বৌদি—ছেলেরা যে কি তা জেনেও আপনা হোতে যে টুকু আপনার বোলে চেনে—তাও ওর ভাগ্যে ঘটেনি——এমনি সৌভাগ্য ওর—নিজের মার সঙ্গেও ওর কতটুকু সম্পর্ক—ওর কথা মনে হোলেই আমার এমন কষ্ট হয়—ওকি আর বাঁচবে বৌদি।

কমলা। বালাই ষাট—ও কথা বোল্‌তে আছে—তবে শোন সেই কথাই বল্‌বার জন্যে দামিনীকে দিয়ে তোমাকে একটু অপেক্ষা কোর্‌তে—বোলেছি—তখন তোমায় বল্‌তে ভুল হোয়ে গিয়েছিল।

নরেশ। এ্যাঁ—কি—ওর বাঁচা বাঁচি সম্বন্ধে কিছু বৌদি।

কমলা। হ্যাঁগো—কিন্তু তুমি অমন কোর্‌ছ কেন—কথাটা ভালোর দিকেই শুধু ওর সম্বন্ধে নয় ওর মার সম্বন্ধেও—

নরেশ। ওর মার সম্বন্ধেও—তবেই হোয়েছে—কে আবার তোমার মাথায়—কি একটা ঢুকিয়ে দিয়েছে বুঝি—

কমলা। না ঠাকুরের কথা এ কখন মিথ্যে হবার নয় জেনো—আমাদের দেশের সিদ্ধ পিটের তারা দেবীর কথা শুনেছ ত! তার কাছে মানৎ কোরে যে কেউ একমাস শুদ্ধাচারে থেকে পুজো পাঠায়—তিন দিনের মধ্যে তার পূজারীকে দিয়ে—কিম্বা যে মানৎ করে তাকে তিনি তার ভাল মন্দ ফলাফল জানিয়ে দেন।

নরেশ। তাই নাকি—তা পূজোর ভেট্ দেবার ব্যবস্থাই কি রকম—পাঁচ সিকে না পাঁচ টাকা—

কমলা। অবিশ্বাস কোর্‌ছ'—কিন্তু আমরা ছোট বেলা থেকে ওঁর কথা অনেক শুনে আস্‌ছি—তবু শুধু পূজারীর মুখে কোন কথা শুন্‌লে আমরাও হয়ত তেমন বিশ্বাস কোর্‌তুম না—কিন্তু মা আমাকে স্বপ্নে নিজে দেখা দিয়ে বোলে গিয়েছেন—ওরা মা-বেটায় দুজনেই ভাল হবে—দীর্ঘজীবি হবে—আমি অবশ্য ওর মার জন্যেই বিশেষ কোরে মানৎ কোরেছিলাম—তা—

নরেশ। তাই তিনি উপরি ফলাফলটা বোলে দিয়েছেন,—তা' ভাল কিন্তু কথা হোচ্ছে এটা সত্যিই মার কথা কি তোমারই ভক্তি আতিশয্যের অভিব্যক্তি মাত্র।

কমলা। ওইত তোমাদের পুরুষ মানুষের মনটাই অমনি—বিশেষ—তোমাদের এই—এখনকারদের—

নরেশ। তা' বোল্‌তে পারো—তবে আমারও একটা কথা শোন—এ তোমার মা বলুন না বলুন—আমার নিজের অন্তর্য্যামী যা বলে—আমি সেদিন তোমাদের ছোট-বৌকে বোলেছি—যে ডাক্তারেরা যাই বলুক সে কিছুতে মারা যাবে না—সে কিন্তু তা' বিশ্বাস করে না—তোমাদের মেয়েদের মনও যে খুব বিশ্বাস প্রবল—তাও ঠিক বলা যায় না বউদি—তবে এই খোকা এই বংশের একমাত্র প্রদীপ—এও কি—তবে তুমি বোল্‌ছ—তাই যেন হয়।

(অলক্ষে সহসা ভবেশের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

কমলা। নিশ্চয় হবে—ও কি ছিঃ কেঁদো না—যাত্রার সময় কাঁদ্‌তে নেই (হস্তদ্বারা চক্ষু মুছাইয়া দেওন)

নরেশ। তাইত ঢের দেরী হোয়ে গেল—যাই বৌদি নইলে গাড়ী ধোর্‌তে পার্‌বো না—মাকে বোল বউদি, আর, দাঁড়াতে পার্‌লাম না—আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছি—তবু তাঁকে বোল কিছু যেন মনে না করেন—আসি বৌদি।

(নরেশের প্রস্থান অপর দিক থেকে ভবেশের প্রবেশ)

কমলা। এস ঠাকুর পো খোকার জন্য ভেবো না।

ভবেশ। (স্বগতঃ) হুঁ—এত দূর—হাত দিয়ে চোখের জল মোছান—আর আমার বেলা একটুও এমন Sympathy হয় না যে দুদণ্ড কথা কই কি কথা শুনি—"Who Knows thy name is woman."

কমলা। বিড়্ বিড়্ কোরে এমন আপনার মনে কি বোল্‌ছ গা ?

ভবেশ। হুঁ—বোল্‌ছি—বোল্‌ছি—কই না—হ্যাঁ হ্যাঁ বোল্‌ছি—বোল্‌ছি কি বলেছি জানো ?

কমলা। কি ?

ভবেশ। এই এই বোল্‌ছি কি—সকলের বেলাইত বেশ সহানুভূতি দেখ্‌তে পাই—এমন কি মাত্রা বেশীও গড়ায়—কিন্তু আমার বেলা কি একটুও কিছু নয় ?

কমলা। কি জানি বাপু—কি যে তোমার মন—দিন দিন দেখ্‌ছি আরো বাড়াচ্ছ—আশ্চর্য্য !

ভবেশ। হুঁ—আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্যই বটে—এতটা আমিও দেখিনি।

কমলা। তা দেখ বাবা দেখ—যেমন কপাল কোরে এসেছি—তেমনিত দেখ্‌বে—যাই খাবার সময় হোল।

ভবেশ। হ্যাঁ, তাই যাও—যাবে বই কি—যাও যাও আর দাঁড়িয়ো না।

কমলা। কি হবে মিথ্যে বোকে।   [কমলার প্রস্থান।

ভবেশ। হুঁ—ঠিক—আশ্চর্য্য !

(ধীরে ধীরে লুক্কাইত অবস্থা হইতে গণেশের প্রবেশ)

ভবেশ। এ্যাঁ—কে ? গণেশ ? না কিছু নয়—(স্বগতঃ) It is the cause—It is the cause—who knows—who knows.

গণেশ। কিছু নয়—নয় খুবই কিছু আমার চক্ষু এড়ায়নি—আমিই বিষ ঢেলেছি—হুঁ তা হোলে ওযুধ ধোরেছে—যেটুকু বাকী ছিল তা' বড়বৌদি নিজেই গুছিয়ে দিলে—এইত চাই—একেই বলে will power—এই এক ইচ্ছে শক্তি জেগে আছে—আর সবই ফাঁকি—ঐ যে একদল বাপের সুপুত্তুর ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির—টাকার মায়া রাখেন না—তাই এত কোরে বোঝালাম সে হোল না—এক কথায় দশ হাজার টাকার চেক্—বাপের হুকুম তামিল কোর্‌তে উকীল বাড়ী জমা দিয়ে এখন জমীদারের ছেলে হোয়ে বন্ধুর নফর গিরি কোর্‌তে—বুক ফুলিয়ে চোলে গেলেন—তা যান যান—সেদিকেও জালপাতা

আছে—দেখি কি হয়—বেশী দেরী নেই—একে একে সব দিকেই জালে পোড়্তে হবে—হুঁ তখন বোঝা যাবে গোবরা গণেশের কেমনতর গোবর ভরা মাথা। [প্রস্থান।

(অপর দিকে দরজা দিয়া দামিনীর প্রবেশ।)

দামিনী। (স্বগতঃ) বৌদি না এলে হয়ত আর একটু কথা হোত—অনুমতি—কই অমন ভাবে আর কখন কথা বোলতে শুনিনি—কিন্তু তাই কি—না আমারি বোঝ্বার ভুল—নইলে মাসীমার কথায় এখনো অমন আপত্তি জানাবেন কেন—তবে ঐ অনুমতি কথাটা—না আর যদি একটু—বউদি এসেই সব গোল কোরে দিলে—

(চুপি চুপি সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী। কিলো চাতক পক্ষীর মত অমন হাঁ কোরে পথ পানে চেয়ে কি দেখ্ছিস—আহা তোদের বঙ্কিম বাবু যদি এটা দেখ্তেন—তা হোলে আর চাতকিনীর নাম না কোরে বোল্তেন—মেঘ ঐ যায়রে—চাতকিনী দেখে শুধু হাঁ কোরে চায় রে—

দামিনী। না যাও ভাই মেজবৌদি—কি যে যখন তখন বলো।

সৌদামিনী। কোথায় যাব লা—রাস্তায়—তা' তোর এখন সেই রকম অবস্থাই বটে—এটা যে একেবারে সদরবাড়ী সেটা হুঁস আছে কি? এদিকে নয় এই এই ঘরের ভেতর আয়—তোর মনের কথাই বোলব'—আর মিথ্যে পথ পানে চেয়ে হবে কি? সেকি আর এখন ফির্বে—আয়।

দামিনী। কি যে ঠাট্টা করো বৌদি—হ্যাঁ—

সৌদামিনী। হ্যাঁইত লো—আমি কিনা বোল্ছি—এখন আয়—

[দামিনীর হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অলকা ও অজয়

অলকা। এখনো ঐ পাপ হাতে কোরে দাঁড়িয়ে আছ—যাও যাও এখুনি ও ফিরিয়ে পাঠাও—আমি ও চোখেও দেখ্‌তে চাইনে—ছোঁয়াত দূরের কথা।

অজয়। কি কর অলকা—সংসারটা শুধু sentiment এ গড়া নয়—বুঝ্‌লে ?

অলকা। না আমি বুঝিনি—বুঝ্‌তে চাইও না—তুমি নিজে যদি তা' বুঝেছিলে তবে এমন সেন্টিমেন্টের কাজ কোর্‌তে গেলে কেন—

অজয়। আমি—আমি কি sentiment এর কাজ কোর্‌লাম অলকা—যা করা হোয়েছে—তা' তোমার আমার দুজনের ইচ্ছা সম্মতিতেই করা হোয়েছে—সেটা sentiment নয়—তার নাম ভালবাসা—দুনিয়ায় সবাইকে তাই নিয়ে চোল্‌তে হোচ্ছে।

অলকা। তাই যদি হয়—তা হোলে আমাদের তাইতেই চোল্‌বে—এ কিসের জন্যে !

অজয়। কিন্তু এরও যে প্রয়োজন আছে অলকা।

অলকা। হুঁ—একদিন ঐ কথাই আমায় বুঝিয়েছিলে—আমিও তাই বুঝেছিলাম—তোমার ঐ অন্ধ ভালবাসার মোহেই—কিন্তু আজ যখন মনে হোচ্ছে যে সেই তোমার ভালবাসার দোহাইতে বাপ মার নিঃস্বার্থ ভালবাসার উপর কতটা অত্যাচার—তাদের সঙ্গে কতটা কপটতা কোরে চোলে এসেছি আর কতটা আত্মমর্য্যাদা-হীন অর্থ-পিপাসার নীচতা নিয়ে ভালবাসার ভানে তাই আবার আমায় আজ বোঝাতে এসেছ—তখন টাকাত দূরের কথা সেই তুমি—সেই তুমি—তোমার মুখের দিকে চাইতেও আমার ঘৃণা হোচ্ছে—না—না—যাও যাও—

এখুনি ও নিয়ে এখান থেকে চোলে যাও—আগে ও ফেরৎ পাঠিয়ে তবে আমার সঙ্গে কথা কইতে এসো।

অজয়। এ সব কি বোল্‌ছ অলকা—না এ দেখ্‌ছি শুধু sentiment নয় sure madness—একেবারে ছেলেমানুষী। এই সেদিন এত কোরে এটর্নির চিঠি পাঠিয়ে আদায় কোরে আজ আবার এটর্নিকে কোন্ মুখে বোল্‌তে যাবো যে না এ আর দরকার নেই—সে যে তা হোলে পাগল ঠাউরে হাঁস্‌বে অলকা—They are not sentimental girls like you—তাঁদের নিজেদেরও একটা professional prestige আছে—এসব কি পাগ্‌লামির কথা বোল্‌ছ।

অলকা। পাগ্‌লামির কথা! কিছুমাত্র নয়—আমার কথায় আমার ইচ্ছায় তিনি সে চিঠি পাঠিয়েছিলেন—আবার আমারি ইচ্ছায় ও টাকা তিনি ফেরৎ পাঠাবেন তাতে যদি আমায় পাগল বোধ করেন—নিজের মনেই কোরবেন—কিন্তু পাঠানো না পাঠানোর সম্বন্ধে হাঁ না কর্‌বার অধিকার তাঁর কিছুমাত্র নেই—পাঁচ বছরের খুকী নই যে এ নিয়ে তুমি আবার আমায় বোঝাতে এসেছ।

অজয়। কিন্তু এটর্নির কাজটা চাকরের মত হুকুম তামিল কর্‌বার কাজ নয় ত যে তুমি তাদের যখন যেমন হুকুম কোর্‌বে তাঁরা তাই শুনতে বাধ্য। তাঁদের আইন বুঝে কাজ কোর্‌তে হয়, সেই সঙ্গে নিজেদের সম্ভ্রমও বজায় রাখ্‌তে হয়। নইলে আর পাঁচ জন মক্কেল মনে কোর্‌বে কি? তারপর তোমার নামে চিঠি গেলেও তোমার হোয়ে সেজন্যে আমাকেও দাঁড়াতে হোয়েছিল—আজ আবার এই কথা বোলতে গেলে—আমাকেই বা সে কি মনে কোর্‌বে—এরকম হাস্যকর প্রস্তাব কোর্‌তে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশ—সত্যইত তুমি কচি খুকী নও—যাও নিজে গিয়েই টাকটা দিয়ে এস না কেন—আমার মত নীচের সাহায্য নেবারই বা দরকার কি?

অলকা। নীচইত—সহস্রবার লক্ষবার বোল্‌ব—নইলে ভালবাসার ভান দেখিয়ে এই কাজ কোরে এখন আবার সেইখানে আমাকেই যেতে বলা—হা ভগবান—ঐ সুন্দর—ঐ সুন্দর মুখ—যার জন্যে সব হারালাম—তার মধ্যে এতদূর নীচতা এতদূর হীনতা এতদূর নির্ম্মম কপটতা—আশ্চর্য্য একি কোর্‌লে—কি কোর্‌লে ভগবান!

অজয়। দেখ অলকা—সবেরি একটা মাত্রা আছে—এত বাড়াবাড়ি যে কোর্‌ছ কিসের জন্যে তাই শুনি—যার জন্যে এই এক মুহূর্ত্তে আজ আমি—নীচ হীন নির্ম্মম কপট—একেবারে সব হোয়ে গেলাম—তুমি বড় মানুষের মেয়ে—তোমার মা বাপ আত্মীয় স্বজন সবই আছে—তুমি তাদের ত্যাগ কোরে এসেছ—আর আমি গরীব বোলে আমার বুঝি বাপ মা কেউ নেই—বড় মানুষের মেয়ের বাপ মার নিঃস্বার্থ ভালবাসা হয়—গরীবের বেলা বুঝি তা' হয় না—আমাকেও কি তাদের ত্যাগ কোরে তোমার জন্যে সমাজের বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়নি—তাই এই শুধু টাকা আনার জন্যে আমি আজ এত দোষী হোলাম। কিন্তু সেও কেবল তোমারি সুখ স্বচ্ছন্দের জন্যে করেছি—নইলে রীতিমত শিক্ষিত হোয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে তোমার টাকার প্রত্যাশায় কোর্‌তে যায় নি—বড় মানুষের মেয়ে হোতে পারো—কিন্তু তাই বোলে ভালবাসার গর্ব্ব শুধু বড় মানুষের মেয়েরই একচেটে অধিকার তা' নয়—তাতে গরীবেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে—একথাটা একটু ভেবে দেখ্‌লে ভাল হয় না কি? আশ্চর্য্য হোয়েছ তুমি—আশ্চর্য্য আমিও কম হইনি জেনো। গর্ব্বিতা নারী! ভালবাসার গর্ব্ব দেখাতে এসেছ—কিন্তু দুঃখের বিষয়—ভালবাসার পরিচয় গর্ব্বে নয়।

অলকা। গর্ব্ব—একি গর্ব্বের কথা হোল—অজয়!

অজয়। নিশ্চয় গর্ব্ব—এ গর্ব্ব নয়ত আর কি! আমি গরীব তাই আজ এত নীচ—এত হীন—এত নির্ম্মম—এত কপট—এ কথাটা এত শীঘ্র আমায় বুঝিয়ে দিয়ে ভালই কোরেছ অলকা—সেই জন্যে তোমায় ধন্যবাদ!

অলকা। এসব কি বোল্‌ছ—কি বোল্‌ছ—অজয়—অজয় বলতে গিয়ে ভ্রম ক্রমে যদি কিছু অন্যায় হোয়ে থাকে—আমায় মাপ্ করো—আমার যে বড় প্রাণে লেগেছে তাকি একটুও বুঝতে পারছো না—

অজয়। ভ্রম সকলেরই আছে—লাগেও সকলের সমান—এতে বোঝাবারও কিছু নেই—বল্‌বারও কিছু নেই— মাপ করবারও কিছু নেই—যে যেমন অবস্থার লোক সেই অবস্থানুযায়ী পথে চলাই তার উচিৎ—তাতে যদি ভুল হোয়ে থাকে তা' হোলে চিরজীবন ধোরে সেই ভুলের বোঝা বহন করে নিত্য অশান্তির চেয়ে সময় থাকতে নিজেদের পথ নিজেরাই দেখে নেওয়া ঠিক নয় কি?

অলকা। হোতে পারে—হয়ত ঠিক—কিন্তু সে বোধটা তোমার এত শিগ্‌গির হোল অজয়—আমারত গর্ব্ব—আর তোমার এটা কি? গভীর পিরীত প্রেমের দিব্যানুভূতি বুঝি!

অজয়। এরপর আর রহস্য চলে না অলকা—

অলকা। না—কি কোরে চোল্‌বে—তুমিত নীচ হোতে পার না—কপট নিষ্ঠুরও হোতে পারো না—কেন না তুমি যে এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন—নানা বিদ্যায় বিভূষিত রীতিমত শিক্ষিত—বর্ত্তমান সভ্য জগতের একজন আদর্শ প্রেমিক—তোমার সঙ্গে রহস্য—সে যে কোর্‌তে যাওয়াই ধৃষ্টতার নিদর্শন—তাকি হয়—তা' তুমি ত এখনি তোমার পথ দেখে নিতে প্রস্তুত—কিন্তু—কিন্তু—আমার জন্যে কোন পথটা দেখে নেবার জন্যে রেখেছ—সেটা একটু কষ্ট কোরে ভেবে বোল্‌বে কি অজয়!

অজয়। আমার ভেবে দেখ্‌বার অপেক্ষা করে না—তুমিত অশিক্ষিতা নও—তুমি নিজেও ত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা—

অলকা। হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলেই যদি শিক্ষিত হওয়া হয়—তাহলে আমিও তাই বটে—কিন্তু তবু আমি নারী—ভাব্‌বার বিষয় কিছু নেই—একটুও নেই? তোমার ঐ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত মহৎ হৃদয়ে কি ঠিক ঐ কথাই বোল্‌ছে—বল ঠিক ঐ কথা বোল্‌ছে—বোল্‌ছে অজয়!

অজয়। কেন—না বলবারও কোন কারণ দেখিনে—ভগবান নারী পুরুষ উভয়কেই বিবেক জ্ঞান দিয়েছেন—যার যা ভালমন্দ সেটা বুঝ্‌তে হোলে তার নিজের উপরই নির্ভর করে—অন্যের দ্বারা নয়—শিক্ষার প্রয়োজনইত সেই জন্যে।

অলকা। কি—কি—কি বোল্লে "ভগবান, বিবেক, জ্ঞান"—এ শব্দ দুটো—বইয়ের পাতা থেকে মধ্যে মধ্যে কানে এসে পৌচেছে বটে—কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে ও দুটো কথার অর্থ বোঝ্‌বাব অবসর ও তার সার্থকতা জীবনে কখন কোন কিছু অনুভবও হোয়েছে কি—হোয়েছে কি অজয়?

অজয়। না না কথাটা বোধ হয় আমার ঠিক বলা হয়নি—I mean বুদ্ধি।

অলকা। ও বুদ্ধি—অর্থাৎ যাকে বলে এখনকার উচ্চ শিক্ষিত মার্জ্জিত বুদ্ধি—না? ঠিক! কিন্তু তবু তোমার মুখ দিয়ে আজ ঐ কথা দুটো মনে হোয়ে—দুর্ব্বল নারী জীবনের ধাঁকারে অন্ধকারে কুল কিনারা হারিয়ে—নিজের যে আজ কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিনে—অজয়, অজয়—আমায় পথ বোলে দাও—পথ বোলে দাও—তোমার পায়ে ধোরে ভিক্ষা চাইছি—পথ বোলে দাও।

অজয়। তোমার মত শিক্ষিতা নারীর এখনও এতটা ব্লাইণ্ড প্রেজুডিস্ থাকতে পারে আশ্চর্য্য! হঠাৎ আমার বলবার মুখে একটা Wrong expression থেকে তোমার মনে এমন ভাবের উদ্দীপনা হয়—যাক্ তোমার এখন যে রকম মনের অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে উপস্থিত এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা না করাই কর্ত্তব্য—এ' টাকাটার বিষয় ও ভাবে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া—আর তুমি কি বোল্‌তে চাও সেইটুকু বোলে এখন আমায় অব্যাহতি দাও —অন্য বিবেচনা পরে হবে।

অলকা। ফের্ আবারও সেই টাকার কথা—যদি আমার কথা মত না কোর্‌তে চাও—তা' হোলে যা কোরে অব্যাহতি বোধ কর তাই করগে—কি পথে ছড়িয়ে ফেলে দাওগে—ভিখেরী—নাগেরি যে হয় নেবে—আমায় দ্বিতীয়বার আর জিজ্ঞাসা কোর না—আর যদি নিজে নিতে চাও বলো—এখুনি লিখে দিচ্ছি!

অজয়। তোমার মত বড় মানুষের মেয়ের মুখে এ' কথা শোভা পেতে পারে কেন না আমি গরীব—তা ভালো—কিন্তু দশ হাজার টাকা এমনি পথে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়া—তোমার হোলেও এখনো সেরূপ মস্তিষ্কের অবস্থা আমার হয়নি—তা' হোলে এখন থাক্—এখন আমি চোল্লুম—একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌বার কথা আছে—পরে যা হয় ভেবে বোল—ওবেলা দেখা হবে।

অলকা। না আমি খুব শুষ্ক মস্তিষ্কেই বোল্‌ছি—এ সম্বন্ধে আমার মুখ থেকে আর কখনো কোন দ্বিতীয় কথা শুন্‌তে পাবে না—এখনো নয় পরেও নয়—কিন্তু তোমার অব্যাহতির আগে আমার অব্যাহতির পথ বোলে দিয়ে যাও অজয়—বোলে দিয়ে দাও!

অজয়। Nonsense—Sheer madness! শোন অলকা—প্রাণটা বড় মানুষে গরীবে তফাৎ নয়—সুতরাং তাতে আঘাৎ লাগ্‌লে—সে আঘাতটাও উভয়েরই বোধ করি সমান—এ সম্বন্ধে আর বেশি

বল্‌বার প্রয়োজন দেখিনে—যে কারণে হোক্ আর যার দোষেই হোক্ সেটা যখন উভয়তই ঘোটেছে—তখন এ' উত্তেজিত অবস্থায় কোন দিক থেকে কোন মীমাংসার আশা করা যায় না।

অলকা। না এ' পুরুষ মানুষের বিশেষ তোমাদের মত পুরুষের মার্জ্জিত বুদ্ধির জ্ঞান যুক্তির কর্ম্ম নয়—মেয়ে মানুষ যা' বোঝে তা' মন প্রাণ দিয়ে একেবারেই বোঝে—সেই মনই যখন ভেঙেছে—তখন সেইখানেই সব মীমাংসা হোয়ে গিয়েছে—কেবল এইটুকু এখনো বাকী আছে—আমি তোমায় দুটী কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌তে চাই—টাকার সম্বন্ধে তোমায় আমি যা' কোর্‌তে বোল্‌ছি—তুমি তা' কোর্‌তে রাজী কি না—আর তা' যদি না কোর্‌তে চাও তা হোলে—তা' হোলে এই মিথ্যের বন্ধন থেকে সত্যই অব্যাহতি পাবার কোন সদ্‌যুক্তি আমায় দিতে পারো কি?

অজয়। তা' কি এখুনি আমায় বোল্‌তে হবে—এত শীঘ্র এখুনি—

অলকা। হ্যাঁ—এখুনি—

অজয়। আশ্চর্য্য অলকা—মেয়ে মানুষের মন এমনই ক্ষনভঙ্গুরই বটে!

অলকা। হোতে পারে—কিন্তু তা' হোলেও তোমার মত নির্ম্মম কপটী পুরুষদের মনের চাইতে শত গুণে সহস্র গুণে ভাল বোলে অন্ততঃ আমারত এই মনে হয়।

অজয়। বটে—ভাল তা' হোলে শোন—তোমার প্রথম জিজ্ঞাস্যটীর সম্বন্ধে আমার ব্যক্তব্য এই—কোন' সেন্ পার্সনে এমন ছেলে মানুষী কাজ কোর্‌তে পারে না—অতএব আমি তা' পার্‌বো না—দ্বিতীয়টীর সম্বন্ধে আমার দিক থেকে বলবার কিছু দেখ্‌ছিনে—সেটা তোমার নিজেরই বিবেচনা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে—আমার নয়—

অলকা। তোমার নয়—তোমার নয়! এ' কথাটা এক নিশ্বাসে অম্লান বদনে এমন কোরে বোল্‌তে পার্‌লে—কি কোরে পার্‌লে—কি কোরে

পারলে অজয়—এইখানে—এইখানে—এই নিজের বুকে হাত দিয়ে—নিজের বুকে একবার হাত দিয়ে দেখ দিকিন—হৃদয় বোলে মন বোলে যা ভগবান সকলকেই দিয়েছেন—তাকি তোমায় একটুও দেননি অজয়—পারলে বোল্‌তে পার্‌লে এ্যাঁ—কিন্তু তবু এত সুন্দর—এত সুন্দর—ভগবান—এও কি হয়—না না আমিই ভুল কোরেছি—আমিই ভুল করেছি—অজয়—অজয়—ক্ষমা করো—আমায় ক্ষমা করো—বল তুমি নিষ্ঠুর নও—কপট নও—শুধু সুন্দর—সুন্দর—এত সুন্দর—তাই—তাই আমি তোমায় ভালবাসি অজয়—

অজয়। দিব্য অভিনয় কোর্‌লে বটে—কিন্তু এটা ভালবাসার পরিচয় নয় অলকা—সেই যে বলে জুতো মেরে গরু দান এও তাই আর কি—এরপর আর ভালবাসার অভিনয়ের প্রয়োজন দেখিনে—আমি নীচ আমি কপটী মায়াবী—আমি যা আছি তাই থাক্‌বো বোধ হয়—অতএব এখন আমি চল্লেম্—তোমার যা' ভাল বোধ হয় কোর্‌তে পারো—আমার আর কিছু বল্‌বার নেই—

অলকা। না—না—দাঁড়াও—দাঁড়াও—অজয়—অজয়—

অজয়। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) Mad girl.

[অজয়ের প্রস্থান।

অলকা। দাঁড়ালে না—দাঁড়ালে না—এত কোরে ডাক্‌লুম—তবু চোলে গেলে—এত নিষ্ঠুর—এত নিষ্ঠুর—তবু এত সুন্দর—এত সুন্দর—ওঃ ভগবান একি কোরলে—কি কোরলে—

(টেবিলের উপর মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন অবস্থায় অবস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সৌদামিনী ও দামিনী

সৌদা। গা না গা এত খোসামোদ কোর্‌ছি।

দামিনী। সেকি মেজবৌদি—আমাকে আবার খোসামোদ কিসের—সব সময় কি গান ভাল লাগে ভাই!

সৌদা। ওলো—অমন কোরে গুম্‌রে গুম্‌রে থাকিস্‌নে—গা দিকিনি দেখ্‌বি গাইলে তবু মনটা কত হালকা হবে।

দামিনী। মেজবৌদি—তুমি দেখ্‌ছি ভাই এ রোগের পাকা বদ্যি—নইলে—

সৌদা। বটে, না পোড়ার মুখী—ফের আবার ঐ কথা—সেদিন হয়নি—আবার কতগুলো মিষ্টি কথা শোন্‌বার সাধ হোয়েছে বুঝি—না?

দামিনী। না তবে থাক্—আর তোমার সে মিষ্টি কথার মিছরির ছুরি হানাতে হবে না। আমার এমনিতেই দৃষ্টি খুলেছে।

সৌদা। তবে গা শিগ্‌গির।

দামিনী। কাযেই লোকে ব্যাগারে মুক্তি চান করে—আমি না হয় একখানা গান গেয়েই মুক্তি পাই—কি বল মেজবৌদি?

সৌদা। ভাবিস্‌নে লো—ভাবিস্‌নে—তোরও মুক্তি চানের জোগাড়েই আছি।

দামিনী। তা' দেখ্‌তেই পাচ্ছি বৌদি—বৌদি, যে বদ্যির হাতে পোড়েছি রোগ সারে না সারে—বিষস্য বিষম্ ঔষধং—একেবারে বিষবড়ি খাইয়ে না পাঠায় মুক্তির পারে—

সৌদা। তবে না ছুঁড়ি আবার বোল্‌ছিস্ সেই—

দামিনী। না ভাই মেজ বৌদি ভুলে বোলে ফেলেছি—আমি এই গাইছি তা' কি গাই বল দেখি ?

সৌদা। মরণ আর কি—বিষ খেতে যাবি কেনলা—পোড়ারমুখী খাবিত খাবি সুধাই খাবি—সেদিন যে গাইছিলি "সুধা ঢাল ঢাল" সেই গানটা গা—

দামিনী। আচ্ছা তবে তাই—

গীত

সুধা ঢালো—ঢালো পাপিয়া।
উধাও উধাও মুখে—নীলাঞ্জন নীল-বুকে—
নীলাম্বু—পয়োধি প্লাবিয়া॥
অনন্ত মথিয়া—দিগন্ত ভরিয়া—
পিউ দিয়া—কোন্ পিয়া খুঁজিছ হারে—
তারে কি দেখেছে আঁখি।
তাই সুধা ঢাল পাখি।
সেই সুধা—অধরে অধর রাখি সুধা লুটিয়া॥

ঐ গো মেজ বৌদি—তোমার সেই তিনি এসেছেন—আমার ভাগ্যে আর সুধা খাওয়া হোল না—ওটা তোমারই—বুঝ্‌লে কিনা—আমি এখন মানে মানে সরি—

সৌদা। ওলো দাঁড়া—দাঁড়া—সে বই খানা নিয়েছিস—

দামিনী। হুঁ এই যে—

[দামিনীর প্রস্থান।

সৌদা। ওমা—কখন নিলি গো—

(আপন মনে কথা কহিতে কহিতে গণেশের প্রবেশ)

সৌদা। দেখ গা বোল্লে রাগ কোর না—আজ কাল তোমার কি হোয়েছে বল দেখি। আগে আগে তবু একবার আধবার হাস্‌তে—এখন যখনি মুখ পানে চাই মুখ যেন অমাবস্যার অন্ধকার লেগেই আছে—ভুলেও কি একবার হাস্‌তে ইচ্ছে করে না গা?

গণেশ। আজ কাল খুব সুখের দিন যাচ্ছে কিনা তাই বেশী সুখে হাস্‌তে ভুলে গেছি।

সৌদা। তা' যতই দুঃখের দিন পোড়ুক্ না গো তবু মানুষে ভুলেও কি একবার না হেসে থাক্‌তে পারে গা—তার সাক্ষী তোমাতেই তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি শোন—এমনতে আমার সামনেত আজ কাল হাস্‌তে দেখিনে—লোকের সামনেও না—তবু আমার নজরে পোড়েছে একলা তোমায় কখন কখন আপন মনে হাস্‌তে—

গণেশ। তাই নাকি—তবে আবার হাসিনে বোলছ কেন? নিজেই প্রমান দিচ্ছ আবার নিজেই তা' নাকোচ্ কোরছ—আহা তুমি যদি ব্যারিষ্টার হোতে সৌদামিনী তা' হোলে কলকাতায় এতদিন ব্যারিষ্টার মহলে একটা হৈ চৈ পোড়ে যেত—কাউকে আর ব্যারিষ্টারি কোরে খেতে হোত না বোধ হয়—ভাগ্যিস্ তা হওনি!

সৌদা। যা' হোক নিজে হাস আর না হাস—অন্ততঃ আমায় যে তবু হাসালে এও ভাগ্য বোলে মানি—

গণেশ। তবে আর কি—সেটাওত একটা ভাগ্য—এখন তোমার হাসির ব্যাখ্যানা কর—আমার আজ ঢের জোরুরী কাজ রোয়েছে সকালেই সেরে ফেলতে হবে—বৈষয়িক বিশেষ গোপনীয় কাজ অনেক নথি পত্র ঘাঁটতে হবে—বাইরে নানান রকমের লোক আসা যাওয়া করে। তাই হারানকে এইখানেই আস্‌তে বোলেছি—তুমি এখন যাও—

সৌদা। তা' থাকো গো থাকো—তোমার কাজ নিয়েই থাকো—আসুক তোমার হারাণে পরাণে যে আছে যেখানে আমি আপনিই যাচ্ছি—ভাল কথা সেই যে বই খানার কথা বোলেছিলে আজ দামিনী বইয়ের আলমারিটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কখন তা' নিয়েছে জান্‌তেও পারিনি—আমি বই খানার কথা বোল্‌তে—যাবার সময় আমায় নিজেই দেখিয়ে চোলে গেল।

গণেশ। তাই নাকি—(স্বগতঃ) হুঁ তা হোলে ওষুধ ধোরেছে—সব দিকেই জালে ঘিরেছি এখন এই কাজটা যদি একে দিয়ে সারতে পারা যায়—যা' শত্রু পরে পরে—তা' হোলেই বাস্।

সৌদা। হঠাৎ চুপ্ মেরে কি ভাবছ গা ?

গণেশ। না ভাব্‌ছি—তোমার আজ কাল ওর উপর এত দরদ কিসের—মার কাছে কিছু ঘটকি বিদেয় পাবার আশা আছে নাকি ?

সৌদা। বা রে তুমিই সেদিন ওর কথা আমার কাছে শুন্‌তে শুন্‌তে ঐ বই খানার কথা বোলেছিলে যে ঐ বই খানায় নাকি ওরি মত অবস্থায় পড়ে একটি মেয়ে কি কোরেছিল—ও যদি পোড়ে দেখে ওর অনেক শিক্ষা হোতে পারে—তাই সে কথাটা আমি কৌশল কোরে ওর কাছে গল্প কোরেছিলাম—তাই শুনেইত—

গণেশ। ও হ্যাঁ মনে পোড়েছে—তা' বেশ কোরেছ—যাক্ এখুনি হারান আস্‌বে তুমি যাও এখন—কাজ গুলো আজ না সারলেই নয়।

সৌদা। আপনইত যাচ্ছি—আবার বোলে কষ্ট পাওয়া কেন—

(দেউড়িতে হাত দিয়া)

গণেশ। এ্যাঁ—রাগ কোর্‌লে—আহা তুমি হোলে আমার সৌদামিনী ও কালো মেঘে দামিনী হাসি—আমি বড্ড ভয় বাসি—

সৌদা। থাক্ আর ও আদরে কায নেই—ও ত আদর নয়—আমি কালো

বলে তাই উল্টে ঠাট্টা করা—তা' সত্যি বোল্‌তে কি কালো হই আর যাই হই—তোমার মত অমন মন কালো নয়—কিন্তু—

(সৌদামিনীর প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া হারানের প্রবেশ)

গণেশ। হুঁ ঐ—কিন্তু—কি হোল কিছু খবর পেলে—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ো হে—

(হারানের তথা করন)

হারান। আজ্ঞে এই খবর নিয়েইত আস্‌ছি—আমাদের যদু মোক্তার মশায়ত বোল্লেন—একেবারে পুরো স্বদেশী কেসেই ফেলেছে—এড়ানত নেইই—মেয়াদ হবেই—চাই কি—ট্রানস্‌পোর্টেসনই হয়ত দিতে পারে—যাদের সঙ্গে জড়িয়েছে তারা নাকি একেবারে ঐ দরের আসামী—

গণেশ। হুঁ—তারপর—

হারান। আর বোল্লে ১৪ই নাকি মামলার দিন—কলিকাতা থেকে একজন ভাল ব্যারিষ্টার আনা দরকার—আমাদের এখানকার উকীলে চোল্‌বে না—কেন না এখানকার মাথা ধরা যাঁরা—তাঁরা ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে মামলা নিতেই সাহস কোর্‌বে না—

গণেশ। তুমি কি বোল্লে—

হারান। আজ্ঞে—আমি আর কি বোল্‌ব—মনে মনেই হাস্‌লুম—মুখে অবশ্যি বোল্লুম—আজ্ঞে সেত কোর্‌তেই হবে—মেজবাবুত আপনার কাছে সেই জন্যেই পাঠিয়েছেন—যে আপনার আগে পরামর্শ নিয়ে—তারপর যে রকম যা কোর্‌তে বলেন তাই করা হবে।

গণেশ। সেকি আর কিছু বলোনি—

হারান। আজ্ঞে সে বোলেছি বই কি—

গণেশ। কি বোলেছ ?

হারান। আজ্ঞে সে আমি তাঁকে ভাল কোরেই বুঝিয়ে এসেছি—আপনার নাম কোরে যে এ খবর যেন কিন্তু কর্ত্তাবাবু কি বড়বাবু না জান্‌তে পান—অন্ততঃ তাঁর দিক থেকে যেন সেটা না হয় কেন না—একেইত সেই দুর্ঘটনার পর থেকে শয্যাশায়ী হোয়ে একরকম পাগলের অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন আর বড়বাবুও ত সেই শান্ত শিষ্ট ভালমানুষ—তিনি জান্‌তে পারলেও সে খবর কর্ত্তার কানে উঠ্‌তে দেরী লাগ্‌বে না—তা হোলে কর্ত্তাবাবুকে আর এ যাত্রায় বাঁচাতে পারা যাবে না !

গণেশ। তা শুনে কি বোল্লে !

হারান। কর্ত্তাবাবুর অবস্থা শুনে দুঃখ কোরতে লাগ্‌লেন আর বোল্লেন—যে আমিত আজ কাল মেজবাবুর নামেই চিঠিপত্র পাঠাই—কিন্তু খবরের কাগজেত জানাজানির সম্ভাবনা—তাতে আমি বোল্লুম সে আমরা যতটা পারি সামলাব—আপনি যেন কিছু না জানান—এই কথা মেজবাবু আপনাকে বিশেষ কোরে বোল্‌তে বোলে দিয়েছেন।

গণেশ। যাক্—ছোটবাবুর সেই বড় বৌদির নামের চিঠি খানা বড়দাদাকে কখন দিলে ?

হারান। আজ্ঞে—কালত আর হোয়ে উঠেনি—আজ এখুনি এসে দেখি উনি কলেজ যাবেন বোলে বেরুচ্ছেন—তাড়াতাড়ি দিয়ে অম্‌নি এই আস্‌ছি !

গণেশ। ঐ কথাটাই কিন্তু ভাব্‌ছি হারান—দিতে বড় দেরী হোল—কাল হোলেই বড় ঠিক্ হোত। কোন দিকে সন্দেহ করবার আর কিছু থাক্‌ত না।

হারান। আজ্ঞে—ঠাকুর ঘরে কে—না আমি কলা খাইনি—আগে থাক্‌তে অত ঘাবরান্ কেন ? সে আমি তাকে তখনি বুঝিয়ে দিয়েছি যে আপনি আমায় দেবার জন্যে দিয়েছিলেন—আমি দিতে ভুলেছিলাম—তাই এই দেরী হোয়েছে—শুনে আর কিছু বোল্লেন না

হাতে কোরে দু'একবার বাড়ির ভেতরের দরজার দিকে চেয়ে—থাক্‌গে বলেই পকেটে পুরে—তাড়াতাড়ি অমনি বেরিয়ে গেলেন—বোধ হয় কারুর হাত দে চিঠি খানা অন্দরে পাঠাবেন ভেবেছিলেন কিন্তু কাউকে না দেখে—আর না দাঁড়িয়ে—তখুনি চোলে গেলেন। ফাঁড়াটা সেই খানেই খুব কেটে গেছে—নইলে কি হোত বলুন দেখি।

গণেশ। বলিস্ কিরে—এ্যাঁ—তাইত—একথাটাত ভাবা হয় নি এখনিত সব মতলব ফস্‌কে যেত দেখ্‌ছি—তবে কিনা হাতে পোড়লে না দেখেও তিনি বৌদিকে দিতেন না—যদিও এ'মনে কোরেছিলাম কিন্তু কলেজ যাবার তাড়াতে হয়ত—ইস্ এমনি ফস্‌কে যেত—

হারান। আজ্ঞে—তা' যেত বই কি—বৌদির হাতে পোড়লে তিনি কি আর সে চিঠি বড় বাবুকে দেখ্‌তে দিতেন ছিঁড়েই ফেল্‌তেন—অথচ ছোট বাবুর ধরা পড়ার খবরটা না প্রকাশ কোরেও থাকতে পারতেন না। সে দিকেও জানাজানি হোয়ে পোড়ত।

গণেশ। ইস্ তাইত—অমন সময় কি দিতে হয়! যাক্ কেটেত গেছে এখন দেখা যাক্ কি হয়—হাতে যখন পোড়েছে তখন বড়দা কি চিঠি খানা একবার নাড়া চাড়া কোরে না দেখে ছাড়্‌বে? কি বলিস্!

হারান। আজ্ঞে—ও ফাঁড়া কেটে গেছে হুজুর ও আর ভাব্‌বেন না—কিন্তু আমায় যে আজ একবার না ছেড়ে দিলে চোল্‌ছে না হুজুর—এই দেখুন বাড়ীতে এসেই আবার এই চিঠি পেলাম—আজ চিঠি আস্‌বে জান্‌তুম—তাই গাড়ী থেকে নেবেই আগে বাড়ী গিয়ে তারপর এখানে আস্‌ছি—খোকারত সেই রকম চোলেছে—আবার তার মাকেও ধোরেছে—ভাইটে ত ছেলেমানুষ তার ভরসায় কি কোরে চুপ্ কোরে থাকি হুজুর—একেত আপনার কথা শুনে এ কাজ কোর্‌লাম—আর সঙ্গে সঙ্গে এমনি এই ঘোটল—ভয়ে বুক কাঁপ্‌ছে—দুটো দিনের জন্যে ছুটি দিন—হুজুর—আর কিছু খরচা—

গণেশ। আরে তুমিত আচ্ছা ছেলেমানুষ হ্যাঁ—রোগ আবার কার না হয়—প্রথম মওড়াতেই এই—তবেই নায়েবী কোরেছ।

হারান। আজ্ঞে—তা প্রথমেই যা পোড় খাইয়ে নিয়েছেন ধাতে একটু বোস্‌তে দিন—না পারবো এমন নয়—তবে স্ত্রী পুত্রওত দেখ্‌তে হবে তাদের জন্যেইত সব করা—ব্যায়রামটা খারাপ—বলাও যায় না—চিরদিনের জন্যে আপ্‌শোষ থাক্‌বে হুজুর।

গণেশ। বলি ভয় পাও কেন—ভাইত রোয়েছে—ডাক্তারও দেখিয়েছে বোল্লে—তুমি গিয়ে আর বেশী কি কোর্‌বে। এধারে এত বড় একটা হাঙ্গামে কাজে হাত দেওয়া গেছে—তুমি হোলে আমার ডান হাত—তোমায় এখন কি কোরে ছাড়া যায়—তা' কি হয়?

হারান। আজ্ঞে না—হুজুর—কোন রকমে কষ্টে সেষ্টে একবার ডাক্তার এনেছে—লিখেছে খেতেই কুলোয় না ঘরে কি পয়সাকড়ি আছে—ছেলে মানুষ তার উপর কিসের ভরসা হুজুর—সে ভয় পেয়েছে তাই যেতে বোলেছে—আপনি ভাব্‌বেন না একটু সামলান দেখেই চোলে আস্‌বো।

গণেশ। দেখো হারান—একটা জমিদারীর নায়েবী ছেলে খেলা নয়—না দেখ্‌ছি এতবড় একটা দায়িত্বের কাজে তোমার মত লোককে বাহাল কোরে বড় ভুলই কোরেছি। এখন কি করি বল দিকিনি—না না সে হোতে পারে না—দুদিন একটু ধৈর্য্য ধোরে থাকো। মরা বাঁচায় কি কারু হাত আছে হ্যাঁ—আমাকেও একটু সকল দিকে সামলাতে দাও—আমারও এখন মাথার ঠিক নেই।

হারান। বলেন কি হুজুর—ঐ অবস্থা শুনে আমিই বা ঠিক থাকি কি কোরে—আপনার জন্যে আমি একরকম ফাঁসীকাঠে মাথা বাড়িয়ে দিলুম—আর আপনি আমার দিকে একবারও ফিরে চাইবেন না এইটিই ঠিক হয় হুজুর!

গণেশ। হাঃ হাঃ—তুমি যে হাসালে হারান—নায়েবী কোর্‌তে এসে নিজের মনিবের জন্যে দু'খানা চিঠি জাল কোরেছ—এতেই একেবারে ফাঁসীকাঠে গলা বাড়িয়ে দেওয়া হোল তাও একখানা ত নিজের হাতেই লেখা আর একখানা কেবল অন্যের হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে—আর দুছত্র জোড়া তাড়া দিয়ে বাড়িয়ে লিখেছ এইত! বলে কত অমন খুন খারাপ জাল জালিয়তি নিত্য হজম কোরুতে শিখ্‌লে তবে এ কাজে ভর্ত্তি হবার যোগ্য হয় তার খবর রাখো—যাও যাও—আর বাহাদুরী দেখিয়ে—বিরক্ত কোরো না—না দেখছি বড় ভুলই কোরেছি।

হারান। আজ্ঞে—বুঝ্‌তে পারছিনে হুজুর—যদি গরীবের প্রতি সদয় হোয়ে এতটাই ভুল কোরে থাকেন তা হোলে মাত্র আর দুটো দিনের জন্যে আর একটু খানি ভুল কোরে এ যাত্রায় আমায় রক্ষে করুন—এরপর থেকে যা এ দাসকে হুকুম কোর্‌বেন—জান্‌বেন প্রাণ দিতে হোলেও কখন তা' কোরতে পেছ পা হবো না।

গণেশ। আরে যাও যাও—সেই যে বলে হেলে ধোর্‌তে পারে না তা আবার কেউটে ধোর্‌তে চায়—এতেই যে ফাঁসীকাঠের স্বপন দেখে সে আবার—

হারান। আজ্ঞে স্ত্রী পুত্রই যদি হারাতে হয়—তা হোলে আর ফাঁসীকাঠে ঝুলতে যাবো কাদের জন্যে হুজুর—

গণেশ। দেখ হারান আর বেয়াদপি বাড়িও না—তোমায় লেক্‌চার শোনাবার জন্যে রাখা হয় নি—যদি কাজ কোর্‌তে চাও—ধৈর্য্য ধোরে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করগে—

হারান। দোহাই হুজুর—যদি বেয়াদপি বোধ করেন এবারকার মত ক্ষমা করুন—আমি বেশী চাইছিনে—একটা মাসের মাইনে আর দুটো দিনের ছুটি দিন—এই দুদিনের মধ্যেই তাদের একটা বন্দোবস্ত কোরে

দিয়েই আমি নিশ্চয় ফিরে আস্‌বো—তাতে আমার কপালে যাই থাকুক—

গণেশ। আশ্চর্য্য—ভাল কোরে বোঝালে দেখ ছি কাজ হয় না—যাও এখন চোলে যাও—এখনি যাও—

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। মেজ দাদাবাবু—ডাক্তার মশাই বাহিরকে দাঁড়ায়ে আছেন।

গণেশ। কে আমাদের বাড়ীর ডাক্তার বাবু?

বংশী। সে নয় দাদাবাবু—সেই যে আপনাগোর্ সে বন্ধু ডাক্তার—সেই তেনাই আস্‌ছেন—

গণেশ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ—বুঝেছি যা সঙ্গে কোরে ডেকে নিয়ে আয়—

[বংশীর প্রস্থান।

যাও এখনো দাঁড়িয়ে—দেখ্‌ছ এক জন ভদ্রলোক আস্‌ছেন—

হারান। হা ভগবান—পয়সা যার—সেই ভদ্র লোক—নইলেই ছোট লোক—তা জানি—হুজুর কিন্তু তবু একটু ভেবে দেখবেন—আমার যেতেই হবে। [হারানের প্রস্থান।

গণেশ। তাইত বেটা শেষে বেগ্‌ড়াবে নাত—হ্যাঁ এত সাহসে আর কাজ নেই—টাকা না পেলে কিছু যাওয়াও হোচ্ছে না—শেষে আপনিই মাথা ঠাণ্ডা হোয়ে থাক্‌তে বাধ্য হবে, না গিয়ে যদি বরং কিছু টাকা পাঠাতে চায় সে তখন পরে দেখা যাবে।

(বংশীর সহিত ডাক্তারের প্রবেশ ও বংশীর চলিয়া যাওন)

ডাক্তার। কিহে—কি ব্যাপার সেই জন্যে নাকি?

গণেশ। হ্যাঁ ভাই বাবাকে নিয়েত দেখ্‌ছি ক্রমশঃই বড় মুস্কিলে পোড়্‌তে হোচ্ছে। একটা কিছু না কোর্‌লে আর চোল্‌ছে না—রকম সকম

দেখে আমারত বোধ হয় insanityরই পূর্ণ লক্ষণ—কিন্তু আমার একলার বোধ হওয়াতে ত কোন কাজ হবে না—সাহস কোরে কিছু কোর্‌তেও পার্‌ছিনে—তুমি আজ ভাল কোরে Examine কোরে দেখ—তোমার একটা মত পেলেও বা—নিজের মনও বোঝে—মা ভায়েরদেরও জোর কোরে কিছু বলা যায়—তোমাকে সে দিনত সব বোলেছি—বুঝ্‌ছ ত' সব। হাজার হোক্ তুমি হোলে একটা গভর্ণমেণ্ট হস্পিট্যালের হাউস্ সার্জ্জন। কিরে বংশী—

(বংশীর পুনঃ প্রবেশ)

বংশী। আজ্ঞে বড় দাদাবাবু কি একটা জোরুরী কাজে এখুনি একবার আপনাকে যাতি বোল্লেন—বোল্লেন শিগ্‌গির করি ডাকি আন্—

গণেশ। (স্বগতঃ) হুঁ—তা হোলে—এতক্ষণ ও দিকে লেগে গিয়েছে যাওয়াটা দেখ্‌ছি এখুনি দরকার (প্রকাশ্যে) তা হোলে তুমি ভাই বাবাকে ততক্ষণ ভাল কোরে দেখে যাও—আমার উপর সেদিন থেকে যে রকম চোটে আছেন—সাম্‌নে না যাওয়াই ভাল—তোমায় যেমন মার নাম কোরে দেখ্‌বার কথা বোলেছি সেই ভাবেই যাও—ওবেলা তোমার ওখানে গেলে তখন যা' হয় এ সম্বন্ধে কথা হবে—বংশী ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে কোরে বাবার কাছে নিয়ে যা—

বংশী। কর্ত্তা বাবুর কি আবার অসুখ কর্‌লো দাদাবাবু—

গণেশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—জান না যেন ন্যাকা—

বংশী। না তাই বল্‌ছি—

গণেশ। বেশ কোরেছ—এখন যাও—

বংশী। (স্বগতঃ) হুঁ—তোমার মর্ম্ম বুঝ্‌বা কেটা—তবু বংশী কিছু কিছু না বুঝে যে তা নয়—তাইতেও খট্‌কা লাগে—(প্রঃ) আসেন ডাক্তার বাবু—আসেন—

ডাক্তার। হ্যাঁ, চল'।

[বংশী ও ডাক্তারের প্রস্থান।

গণেশ। উপস্থিত এই রকম ত গৌরচন্দ্রিকাটা হোয়ে থাক্—তারপর দেখা যাক্—ওকে বাগিয়েই মতলবটা হাসিল কোর্‌তে হবে—হুঁ রূপ চাঁদের সঙ্গে বাগাতে কতক্ষণ—যাই দেখি আবার এদিকে—

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ভবেশের কক্ষ

ভবেশ। আশ্চর্য্য—এতো কখন স্বপ্নেও মনে আসেনি—আজ বুঝ্‌ছি যে এতদিন কেন তোমার কাছ থেকে এমনতর ব্যবহার পেয়ে এসেছি—হা ভগবান—শেষ এত বড় প্রায়শ্চিত্ত আমার ভাগ্যে লিখেছিলে—কমলা তোমায় বুদ্ধি হীনা মনে কোরেছি—নিতান্ত সেকেলে ভাবাপন্ন রমণীদের মধ্যে তুমিও একজন—এই রকমই ভেবেছি—কিন্তু কখনত এরকম মনে কোর্‌তে পারিনি—কমলা !

কমলা। আশ্চর্য্যের কথা বটে—আশ্চর্য্য আমিও হোয়েছি—কিন্তু এ' কখন ঠাকুরপোর লেখা নয়। অন্ততঃ ও কথা কটা নয়।

ভবেশ। নয় ? তার প্রমান—সব লেখাটাইত স্পষ্ট এক হাতের লেখাই বোলে মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কমলা। তা' যাচ্ছে—

ভবেশ। যাচ্ছে—তবে ? তোমার নিজের চক্ষু যা দেখে অস্বীকার কোর্‌তে সাহসী হোচ্ছে না—তখন কোন মুখে এখনো বোলছ নয়—এর উপর আর কি বল্‌বার আছে ?

কমলা। বল্‌বার কি আছে জানি নে—কিন্তু তবু নয়—

ভবেশ। তবু নয়! কমলা! মনের সঙ্গে মিল রেখে নিজের জিহ্বাকে এখনো একটু সংযত কোরে বোল্লে ভাল হয় না—চাতুরীরও একটা সীমা আছে বোধ হয়—

কমলা। মনে তা থাক্‌লে জিহ্বা আপনই সংযত হোত—নেই যখন তা কোর্‌ব কি কোরে—

ভবেশ। কিন্তু এতে যে সেইটেই বেশি কোরে আরও প্রমাণ পাচ্ছে। শুধু এক দিক থেকে নয়—দু'দিক থেকেই—যদি কেবল আশ্চর্য্য হোয়েই চুপ্‌ কোরে থাক্‌তে তা হোলে বরং অন্য রকম মনে করবার কথা ছিল।

কমলা। ওগো—যা' তোমার মনে কর্‌বার থাকে তা তোমার মনেই থাক্‌—ও আর আমায় শোনাবার আগে—যখন ঠিক প্রমাণ বোলে তোমার নিশ্চিত ধারনা হবে—তখন যে কোনরকম শাস্তি দিয়ে একেবারে আমার জীবনের শেষ কোরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ো। উপস্থিত যা কোরে হোক্‌ ঠাকুরপোকে বাঁচাও—নইলে বাবার এই মানসিক অবস্থার উপর আবার এ' খবর কোন রকমে কানে পৌছলে আর তাঁকে রক্ষা করা দায় হবে। হয়ত সত্যি সত্যিই পাগল হোয়ে যাবেন।

ভবেশ। হুঁ—তা ঠিক্‌—সেইটেই আগে দরকার—বাবা ত ইতিমধ্যে যে আঘাৎ পেয়েছেন তাতে এম্‌নিতেই পাগল হোতে বোসেছেন—সে আর এমন বিচিত্র কথা কি? কিন্তু এ' না হোলে সর্ব্বাগ্রে তোমারও তাই হওয়া বিচিত্র নয়—না কমলা? ঠিক্‌ তা ঠিক্‌ "It is the cause, it is the cause, my soul; ....So sweet was ne'er so fatal!" কমলা তুমি খুব সরলা না! এত সরল যে তুমি মন খুলে না বোল্লেও তবু তোমার একটা কথাতেই সব পরিষ্কার হোয়ে যায়—আশ্চর্য্য! কিন্তু আমি তোমায় এত দিনেও বুঝ্‌তে পারিনি।

কমলা। ওগো আমি সরল হই—কুটীল হই—ছাই পাঁস যাই হই না কেন—সে বিচার পরে কোর—আর তার শাস্তিও ত পালাচ্ছে না—কিন্তু আগে ঠাকুরপোকে খালাস কোরে এনে বাবাকে বাঁচাও—সময় থাক্‌তে বিহিত না কোর্‌তে পারলে শেষে কি সর্ব্বনাশ ঘোট্‌বে—তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ভবেশ। হাঁ—তা পারবো—বুঝ্‌তে পার্‌বো—কিন্তু রোস একে একে আমায় বুঝ্‌তে দাও—আচ্ছা কমল—নরেশ তোমায় ভালবাসে—সত্যিই খুব ভালবাসে না—আমি পারিনি—তেমন ভালবাস্‌তে পারিনি—ঠিক্—এই দেখ দেখদিকিনি কি লিখ্‌ছে—কমলা! তুমিই আমার প্রাণ—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—ইহ জগতে তোমা ছাড়া আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই—ই—কি গভীর—কি নিবীড় এ ভালবাসা—এ একত্ব বোধ সাধারণ জ্ঞানে ইয়ত্বাই হয় না—আমি কি বুঝ্‌বো—আমি কি বুঝ্‌বো না কমলা!

কমলা। ওগো—চুপ্‌ চুপ্‌ দোহাই তোমার রক্ষে করো ও আর আমায় শুনিয়ো না—তার চেইতে—

ভবেশ। না—না—দেখ—দেখ আবার কি লিখেছে দেখ—কারাগার বা ফাঁসীকাঠে যাই আমার ভাগ্যে থাক্—জেনো তবু শেষ অবধি তোমার স্মৃতিই আমার এই দুর্ভাগ্য জীবনের একমাত্র সম্বল—আহা কি সুন্দর—এ দুর্লভ প্রেমের যদি এক বিন্দুও—

কমলা। ওঃ ভগবান! কি অদৃষ্ট নিয়ে এ জগতে এসেছিলাম—উঃ মাগো!

(গমনোদ্যত)

ভবেশ। ও কি চোলে যাচ্ছ যে—না না—দাঁড়াও—দাঁড়াও আর একটুখানি—এই চিঠির শেষ দিকের কথা কটা শুনে যাও—তোমাদের এ' দুর্ল ভ প্রেমের রাজত্ব আমাকেও শেষ অবধি একটু বুঝ্‌তে দাও!

কমলা। না—আর এক মুহূর্ত্তও নয়—যদি সত্যি প্রমাণ বোলে তোমার ধারনা হোয়ে থাকে বোল্‌ছিত যে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়—এখুনি দাও—আমি তা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত—কিন্তু ও সব কথার আর একটা শব্দও শুন্‌তে আমি এখানে দাঁড়াবো না।

ভবেশ। দাঁড়াবে না?

কমলা। না—এক মুহূর্ত্তও না—(কমলার প্রস্থান ও অপর দিক হইতে গণেশের চুপি চুপি প্রবেশ)

ভবেশ। তাইত আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষ প্রমান সত্বেও তবু এত গর্ব্ব—এত তেজ—আশ্চর্য্য!

গণেশ। কি আশ্চর্য্য বড়দা—আমায় ডেকেছ?

ভবেশ। এও আশ্চর্য্য—এঁ্যা না কে—গণেশ!

গণেশ। কি হোয়েছে বড়দা— বড় ভাবিত দেখ্‌ছি যে—আবার নুতন কিছু ঘোট্‌ল নাকি?

ভবেশ। হঁ্যা ভাই তোমাকে একটা কথা জানাবার জন্যে ডেকেছি—

গণেশ। কিন্তু বোল্‌ছ কেন বড়দা—বিশেষ গোপনীয় কথা বুঝি? তা' যতই গোপনীয় কথাই হোক্ না কেন বড়দা—আমি তোমার মার পেটের ভাই—তবু আমাকে বোল্‌তেও তোমার বাধা বোধ হয়—এমন কি কথা—আশ্চর্য্যইত—

ভবেশ। আশ্চর্য্য বই কি ভাই—সকল দিক থেকেই আশ্চর্য্য—এমন কথা যা' বড় ভাই হোয়ে ছোট ভাইকে বোল্‌তে যাওয়াও আশ্চর্য্য—উঃ কি অদৃষ্ট!

গণেশ। বুঝ্‌তে পার্‌ছি বড়দা—এমন কোন মর্ম্মান্তিক গুপ্ত আঘাত

প্রাণে লেগেছে যা বল্‌বার প্রয়োজন বোধ কর্‌লেও লজ্জায় তবু বোল্‌তে পার্‌ছ না—তা' হলেও আমাকে বলা—

ভবেশ। হ্যাঁ—প্রয়োজন—খুবই প্রয়োজন কিন্তু না অসম্ভব—তবু—না—

গণেশ। কেন মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ বড়দা—তুমি বড় হোলেও মার পেটের পেঠাপিঠি ভাই আমরা—একবার মনে করে দেখ দেখি—এতটুকু বেলা থেকে বরাবর একত্রে তুজনে খেলাধুলো কোরেছি—তখন কোন্ কথাটা আমায় বলনি—আর আজ দু'জনেই বয়সে বড় হোয়েছি বোলে কি এতই পর হোয়ে গেছি বড়দা—

ভবেশ। না ভাই—তা' নয়—তা' নয়—

গণেশ। তবে—

ভবেশ। আচ্ছা দেখ দেখি এ' চিঠিখানা কি আজ্‌কের ডেলিভারি—কিন্তু ডেট্ দেখ্‌ছি দু' দিন আগের—অথচ আজ কলেজ যাবার সময় হারান আমায় দিলে।

গণেশ। (স্বগতঃ) ইস্ তাইত যেখানে গল্‌তি আগেই সেইখানে ঘা—(প্রঃ) এঁ্যা—কই কি চিঠি দেখি বড়দা—(হস্তে লইয়া) ও এই চিঠি খানা—এটা পরশু সন্ধ্যের সময় এসেছিল বড়দা আমি তখন একটা হিসেব দেখ্‌তে ব্যস্ত ছিলাম—পকেটেই অমনি ফেলে রেখেছিলাম—দিতে ভুল হোয়ে গিয়েছিল তাই আজ সকালে হারানকে তোমায় দিতে বোলেছিলাম।

ভবেশ। ওঃ—

গণেশ। (স্বগতঃ) তাইত সত্যি চাপ্‌তে গিয়ে উল্টে আবার একটা মিথ্যে বোলে ফেল্‌লাম—বংশী যদি—না—সে কিছু হবে না—এই খানেই শেষ—(প্রকাশ্যে) তা এর জন্যে এত ভাব্‌বার কথা কি আছে বড়দা ?

ভবেশ। না সেজন্যে নয়—ও আমি এম্‌নি জিজ্ঞাসা কে
চিঠিটা পোড়ে দেখ তা হোলে বুঝ্‌তে পারবে।

গণেশ। এ ত বড় বৌদির নামে চিঠি—নরেশের লেখা দেখ্‌ছি—এ' আর কি পোড়্‌ব বড়দা! এতে আর আশ্চর্য্য হবার মত কথা কি আর থাকতে পারে?

ভবেশ। হ্যাঁ—কিন্তু যেখানে আশ্চর্য্য হবার নয়—সেই খানেই আশ্চর্য্য হোয়েছি—তাইতেই তোমায় পোড়্‌তে বোলছি।

গণেশ। (কিছুক্ষণ পড়িবার ভান করিয়া) এঁ্যা—একি—একি বড়দা—নরেশ শেষে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে—একেবারে স্বদেশী কনস্পেরেসি কেশের আসামী—জেলে? এঁ্যা—এখন উপায়—হায় হায়—এই ভয়েই বাবা বরাবর বারণ কোরেছেন আমরাও কোরেছি—আর ঠিক তাই ঘটালে—কিন্তু—এ জানাতে তুমি দ্বিধা কোর্‌ছিলে কেন বড়দা—আরো—আরো কি হোয়েছে এঁ্যা—   (গণেশের পড়িবার ভান করণ)

ভবেশ। আর একটু পোড়ে দেখ—চুপ কোরে রইলে যে—কি অসম্ভব ঠেক্‌ছে—বিশ্বাস হোচ্ছে না?

গণেশ। না বড়দা—সত্যিই অসম্ভব—এ হোতেই পারে না—চোখে দেখেও যা বিশ্বাস কোর্‌তে পারিনে সে জেয়গায় দুটো কালির আঁচোড় দেখে বিশ্বাস কোর্‌ব' কি কোরে—এ' যদি বিশ্বাস কোর্‌তে হয় তা' হোলে সেদিন যা দেখেছি তাও বিশ্বাস কোর্‌তে হয়—না না এ হোতে পারে না।

ভবেশ। এঁ্যা—এঁ্যা—সেদিন কি? কোন দিন কিছু দেখেছিলে নাকি? বল—বল—কি দেখেছ বল—দেখ গণেশ, নরেশকে আমি এতটুকু বেলা থেকে কত ভালবাসি তা' জানো—সেই নরেশ আজ জেলে পোড়ে আছে এ'কথা মনে কোর্‌তেই আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—কিন্তু

তবু যে আমি আজ তাকে ভুলে গিয়ে এ' কত বড় নরক যন্ত্রণা ভোগ কোর্ছি—তা' কি তুমি বুঝ্তে পার্ছো না গণেশ—বল—বল—কি দেখেছ আমায় বল।

গণেশ। কিন্তু সেদিনকার সে ঘটনা বোধ হয় তোমারও নজরে পোড়ে থাক্বে—শুধু আমার একলার নয়—কেন না—ঠিক সেই সময় তুমি সেই ঘরটায় ঢুক্তে যাচ্ছিলে—কি দেখে যেন একটু থোম্কে দাঁড়ালে—আমি অমনি চোলে গেলুম।

ভবেশ। কবে—কবে—বল দিকিনি—যেদিন নরেশ এবার এখান থেকে চোলে যায় সেই দিন না ?

গণেশ। এ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই দিনইত—তবে সে এমন কিছু নয়—যদিচ চোখে কেমন একটু বিষদৃশ ঠেকে বটে—তবে তা' দেখে তোমারও কিছু ঠেকেনি বোধ হয়—আমারও নয়—কেমন তাই না বড়দা ?

ভবেশ। না।

গণেশ। না—তবে কি ?

ভবেশ। তোমার যদি সেটা বিষদৃশ বোলে ঠেকে থাকে—তা হোলে আমারই বা তা হবে না কেন ?

গণেশ। হ্যাঁ—কিন্তু সে আর এমন কি বড়দা ?

ভবেশ। 'এমন কি' কেন—নরেশত এখন কচি ছেলেটী নয়—অত বড় ধেড়ে মদ্দ তার গালে মুখে হাত বুলিয়ে—আঁচলের খোঁট দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সহানুভূতি জানান—এটা কি খুব ভদ্রোচিত ভাবের অভিব্যক্তি তুমি বোল্তে চাও—সেকি পাঁচ বছরের খোকা!

গণেশ। সেত বটেই—বল্লুমত সেইজন্যে আমারও কেমন একটু ঠেকেছিল—আর তুমি যখন নিজে হোতেই সেটা লক্ষ্য কোরে আজ বোল্লে বড়দা—তখন বোল্তে কি—শুধু এইজন্যেই যে আমার কেমন ঠেকেছিল তাও

নয়—আজ কাল অনেক রকমেই ওর রকম সকম ভাব ভঙ্গীও দেখে তবে আমার ও রকমটা ঠেকেছে।

ভবেশ। কি রকম—কি রকম—আমায় সব খুলে বল ভাই দোহাই একটুও লুকিও না।

গণেশ। না তাই বোল্‌ছি—ওর উপর আজ কাল আমার যে একটু মধ্যে মধ্যে রাগভাব দেখ—তার কারণও তাই—তোমায় সব খুলেই বোল্‌ছি—এই দেখ না প্রায় দুবছর ধোরে ছোট বউমাত রোগশয্যায় পোড়ে—সেই থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়ী আসা ত এক রকম বন্ধ কোরেই দিয়েছে—বিষয় আসয় দেখা সেও মিথ্যে—লোক দেখান দু'দশ টাকা দান খয়রাৎ কোরে—লোকের কাছে মহা স্বদেশ হিতৈষী দেখিয়ে সাধু গিরি ফলিয়ে বেড়ায়—প্রথম প্রথম আমি ও সব কিছু ধরিনি—কিন্তু এ' বছর আদায় পত্রের হিসেব নিকেশ দেখ্‌তে গিয়ে অনেক টাকার গরমিল হওয়াতে আমার সন্দেহ হওয়ায়—গোপনে সন্ধান নিতে গিয়ে যা জান্‌লাম—সেওত মোটেই ভাল নয়!

ভবেশ। কি কি—ওর চরিত্র সম্বন্ধে?

গণেশ। তা' নয়ত আর কি—তারপর আজ কাল আবার এই বাড়ী আসা আসির সুরু হবার পর থেকে—এই সব নানা রকম চোখে পোড়েছে—আর বোল্‌তে কি বড় বৌদিরও ওর উপর স্নেহের আতিশয্যটা বরাবরই একটু যেন কেমন বেশী—সেটা আমি কিছু দুষ্য মনে কোরে বোল্‌ছিনে—তবে কিনা সময় গুণে পাত্রাপাত্রের ফলে অমৃতেও গরল উদ্ভব হোয়ে থাকে—বুঝ্‌তেইত পার্‌ছো এটা কিছু অযুক্তির কথা নয়—যাই হোক্ বড়দা—এ সব ছাই ভস্ম কথা এখন থাক্—উপস্থিত সে যখন এমন একটা ভীষণ বিপদে জড়িয়ে পোড়েছে তখন এখন কি করা যায়—সেইটেই আগে ভাবা উচিত নয় কি?

ভবেশ। উঃ এত দূর—এত দূর—Hypocritic satan—আর আমি তাকে এত দিন ঠিক তার উল্টো ভেবে আস্‌ছি—শুধু মার পেটের ভাই বোলে নয়—তার উদারতায়—তার মহত্বের ভানে নিজে পর্য্যন্ত গর্ব্ব অনুভব কোরে—প্রাণ ঢেলে ভাল বেসেছি—আর গণেশ তুমি এখনও তার সম্বন্ধে আমাকে উচিৎ অনুচিৎ জিজ্ঞাসা কোর্‌ছ—উচ্ছন্ন যাক্—উচ্ছন্ন যাক্ সব—এ পৃথিবী দৈত্যের রচনা—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে—ভগবান মিথ্যে—ধর্ম্ম মিথ্যে—স্বামী স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসার বন্ধন মিথ্যে—স্বাভাবিক রক্তের সম্পর্ক ভাই ভাইয়ের সৌহার্দ্দ সম্প্রীতি—বন্ধুত্বের সখ্যতা প্রীতি—পিতা মাতার আজীবন আশ্রয় দানের স্নেহ স্মৃতি বুঝি সেও মিথ্যে—অন্ধকার—অন্ধকার—সব অন্ধকার—গণেশ—গণেশ আমায় ধর—আমায় ধর—

(অৰ্দ্ধ মূৰ্চ্ছিত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া যাওন)

গণেশ। (স্বগতঃ) হাঃ—হাঃ—ধরুক্ ধরুক্—ভাল কোরে বিষের গুণ ধরুক্—এ মনের বিষ বড়ি—একবার কোন রকমে এ মনে ছোঁয়াতে পার্‌লে এর কাছে জগতের সব বিষবড়ি হার মেনে যায়—সাদা মন পণ্ডিত মূর্খদের জন্যেই এ' বিষবড়ির সৃষ্টি—শুধু ঠিক সময় মত প্রয়োগ কোর্‌তে জান্‌লেই হোল —তা' হোলেই বাস্ আর যায় কোথায়—ইনি আবার একজন দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত—কি চমৎকার দর্শনশক্তি—হাঃ হাঃ—(প্রঃ) বড়দা—বড়দা— (ভবেশের হস্ত ধরিয়া তুলন)

ভবেশ। এঁ্যা কে—নরেশ নরেশ। না না কে গণেশ? হঁ্যা হঁ্যা—কি বোল্‌ছিলুম—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে—কেমন ঠিক বোলিনি।

গণেশ। কিন্তু হঠাৎ—এমন অস্থির হোলে চোল্‌বে কেন বড়দা, একটু স্থির হও—সন্দেহের কারণ হয়ত যথেষ্ট থাক্‌তে পারে তবু সম্পূর্ণ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত নিঃসংশয় ভাবে একেবারে এ বিষয় স্থির

নিশ্চিত হওয়া সেটাও ঠিক নয়—ধর এমনত হোতে পারে—নরেশই এ সম্বন্ধে দোষী—বৌদির দিক থেকে ঠিক হয়ত তেমন নয়।

ভবেশ। এঁ্যা নয়! না না তা' হোলে—

গণেশ। সেদিনের ঘটনার কথা বোল্ছ—তা' সম্পর্ক বিবেচনায় সেটা চাই কি তেমন দোষনীয় নাও হোতে পারে।

ভবেশ। এঁ্যা—তাই কি—গণেশ গণেশ এ অন্ধকারে তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও ভাই! আমি যে কিছুই ঠিক কোর্তে পার্ছিনে। দেখ আমি কমলার কাছে ও কথা পাড়াতে সে কিন্তু তাতে একটুও দমলাল না—উল্টে এমন তেজ দেখিয়ে চোলে গেল যে আমি আশ্চর্য্য হোয়ে গেলাম—তাইত তাইত তাই কি—

গণেশ। তুমি স্থির হও বড়দা—আমি আর কোন রকমে ঠিক্ঠাক্ জেনে তবে তোমায় বোল্ব। কিন্তু এখন আর এ' নিয়ে কোন গণ্ডগোল কোর' না—এক কলঙ্কে ত সমাজে মুখ পুড়ে গিয়েছে—ওর উপর আবার—নিজেদের ঘরের এ সব কথা—তোমার এ' রকম অস্থিরতার দরুণ ঘুনাক্ষরে কিছু প্রকাশ পেয়ে—যদি লোকের সন্দেহের কারণ ঘটে—ছিঃ ছিঃ তাহোলে কি রকম দাঁড়াবে বল দিকি—তুমি ভেবো না বড়দা—আমি এর বিহিত কোর্ব।

ভবেশ। কোর্বে—কোর্বে ভাই—তাই বল—তাই বল—নইলে নিজেকে আমি বড়ই অসহায় বোধ কোরছি।

গণেশ। নিশ্চয় কোর্ব বড়দা—তুমি স্থির হও—ভেবো না—উপস্থিত তোমার সঙ্গে আর একটা বিষয় পরামর্শ কর্বার আছে।

ভবেশ। এঁ্যা—আবার কি!

গণেশ। না এ সম্বন্ধে কিছু নয়—বাবাকে নিয়েত বড়ই ভাবনায় পড়া গেল বড়দা—ওঁর রকম সকম দেখে আমারত মনে হয়—যে শেষ শিগ্গির না উনি পাগল হোয়ে যান্—যান্ বোল্ছি কি—

কতকটা যেন হওয়াই বোলে মনে হয়—আমার বন্ধু সুরেন ডাক্তারের সঙ্গে ঐ নিয়ে কথা হোয়েছিল—ডাক্তারি মতে লক্ষণ বিচার কোরে দেখ্‌লুম—দুজনেই আমরা অনেকটা একমত।

ভবেশ। বল কি—কি সর্ব্বনাশ—হা ভগবান—তা আমার নিজেরত এই মনের অবস্থা দেখ্‌ছ—আমি আর কি পরামর্শ দেব ভাই—তুমি নিজেত একজন ডাক্তার—তা সুরেন কি বলে—আর কোন বড় সাহেব ডাক্তারকে এনে দেখালে ভাল হয় না—

গণেশ। হ্যাঁ—সেত কোর্‌তেই হবে—তবে সুরেন বোল্‌ছিল যে ওঁকে এখন দিনকতক কবিরাজী মতে চিকিৎসা কোরে দেখ্‌লে ভাল হয়—কবিরাজীতে নাকি এমন অনেক ওষুধ আছে যা পূর্ণ মাত্রায় মস্তিষ্ক বিকৃত হবার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার কোর্‌তে পারলে—তা থেকে রক্ষে পেতে পারে—সুরেন আবার আজ কাল কবিরাজীও করে কিনা—দু'রকম শাস্ত্রেই খুব পণ্ডিত!

ভবেশ। হ্যাঁ—তাত শুনেছি।

গণেশ। বাবা আবার আজকাল আফিমের মাত্রা খুব বাড়িয়েছেন—সুরেন তাই শুনে বলে যে এটা এখন কমাতেই হবে—আমি চুপি চুপি সে ব্যবস্থাও কোরেছিলাম—তা ওঁর বংশীটাকেত জান—সে বেটা দেখি ভেতরে ভেতরে সব গোলমাল কোরে দেয়—উল্টে ওঁর কানে নানা কথা লাগায়—এত দিনের পুরোন লোক—তা' বল্লে কি হবে বাধ্য হোয়ে দেখ্‌ছি ও বেটাকে তাড়াতে হবে। এদিকে চারি দিকে অনাটন—সংসারের অবস্থাত দেখ্‌ছ—খরচ পত্র না কমালেও নয়—কোন্ দিকে যে কি করি—বাবাকে ভালকোরে আর একবার দেখ্‌বার্ জন্তে সুরেনকে এখুনি পাঠিয়েছি—আমার উপর যে রাগ—তাই আর সঙ্গে যাই নি—বল্লেম—মার নাম কোরে—মা যেন তোমায় দেখ্‌বার জন্তে ডেকেছেন।

ভবেশ। যে দিকে চাইছি সেই দিকেই দেখ্‌ছি অন্ধকার—কত আশা কত কল্পনা নিয়ে সংসারে প্রবেশ কোরেছিলাম—আর আজ হঠাৎ কোথা থেকে কি হেয়ে গেল!

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। এই যে—হ্যাঁরে ভবেশ—কলেজ থেকে এসে একটু কিছু মুখে দিলিনি—মুখ হাত পা পর্য্যন্ত ধুলিনি—অন্য দিন এসে জল খাবারের তাড়া দিস্—কি হোয়েছে—কিছু অসুখ বিসুক হোয়েছে নাকি ?

ভবেশ। না মা!

মহা। তবে বৌকে জিজ্ঞাসা কোরলুম—তা' বড় মানুষের মেয়ে—দিন দিন নিজের মদগর্ব্বেই কাট্‌ছেন। মুখ খানা হাঁড়ি কোরে চোলে যাওয়া হোল—তার সঙ্গে বকাবকি হোয়েছে বুঝি! কি আর কোর্‌বি বল—যেমন আমার অদৃষ্ট—নে এখন—এই ক'খানা খা' দিকিন্—গরম খেতে ভাল বাসিস্ বলে এই মাত্র কোরে আন্‌ছি।

ভবেশ। থাক্ আজ আর তেমন খেতে ইচ্ছে নেই মা।

মহা। তা' না থাক্—খা—ওত তোদের নিত্য নিমিত্তেকের মধ্যে বাছা—মিথ্যে কেন আমায় কষ্ট দিস্—আমিত তখুনি অমত কোরেছিলাম্ তা' ঐ আক্কেল খেগো মিন্সে—নিজের কর্ত্তামীটাই ফলালে—তুইওত বাছা তখন তাইতেই সায় দিলি—আমার কি দোষ বল্।

ভবেশ। না মা—তোমার দোষ কি? তোমার মন খোলা আশীর্ব্বাদ নিতে পারিনি—সেইটেই আমার অদৃষ্টের দোষ।

মহা। (গায়ে হস্ত দিয়া) ইস্ বড্ড ঘেমেছিস্ যে রে (টেবিলের উপর খাবারের থালা রাখিয়া পাখা লইয়া বাতাস করন) নে বাপু—বোস্ দিকিনি—এই ক'খানা—খা।

ভবেশ। তা' বোল্‌ছ—বস্‌ছি মা—কিন্তু মোটেই—

মহা। কথা শোন্ বাবা—কথা শোন্—এত জ্বালার উপর আর জ্বালাস্‌নি—বাবা রাধারমণ এখুনি আমায় নেন্‌ত হাড় কখান জুড়োয়—আর যে পারিনে। গণেশ তুই দু'খানা গরম গরম খাবিরে।

গণেশ। জোয়গা থাক্‌লে তবেত—এইত একটা বাজ্‌তে খেয়ে উঠেছি—

(নেপথ্যে)

হরচন্দ্র। কই কোথায় সে—কোথায় সে হতভাগা—দেখি একবার তাকে—আমার মাথা খারাপ হবার সম্ভাবনা—তাই কালকের ছোঁড়া সুরেন কবিরাজটাকে দিয়ে "চিন্তামনি রস" খাবার ব্যবস্থা কোর্‌তে পাঠিয়েছে—আবার বেটা শিখিয়ে দিয়েছে বোল্‌তে—গিন্নি মা আমায় পাঠালেন—বেটা তোর গিন্নি মা পায়ে হেঁটে তাকে ডাক্‌তে গিয়েছিল—আফিম কমাতে হবে—দু'সের দুধের জোয়গায় বড় জোড় আধ সের খাওয়া চোল্‌তে পারে—এই ব্যবস্থা—বংশী আয়ত—আমার সঙ্গে—দেখি একবার তাকে—বেটার কত বড় হুকুমের জোর—

(ত্রস্ত ভাবে হরচন্দ্রের প্রবেশ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বংশীর আগমন)

হুঁ—এই যে বাঃ—বাঃ—দিব্যি পাখার হাওয়া চোল্‌ছে—আমার মাথাটা গরম হোয়ে গেছে কিনা—তাই দুনিয়ার সব ঠাণ্ডা হাওয়ার এই খানেই দরকার ঠিক্—জন্মে আমার ভাগ্যেত ও কৃপাটা হয় নি—তা তোদের বরাৎ ভাল খেয়ে নে—একদিকের ঋণ আর দিকে শোধ হবেই—দুঃখু নেই তাতে—কিন্তু ওরে বাপু বেটারা জিজ্ঞাসা কোরি তোদের—বুড়ো বাপের মাথা খারাপের ভয়ে চিন্তামনি রসের জন্য যদি এত চিন্তা তোদের—তবে একেবারে তার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কোর্‌লেইত পারতিস্—তা' না কোরে—আফিম কমিয়ে—দুধ কমিয়ে—একটু একটু কোরে জ্যান্তে দগ্ধে মারা এত কৃপা কেন—তাতে যে দেরী হোয়ে যাবেরে বেটারা—দেরী হোয়ে যাবে—শুভস্য শীঘ্রং—কায টা—

শিগ্‌গির শিগ্‌গির সার্‌ না—আমার মাথা গরম হোয়েছে না—তাই চিন্তামনি রস ব্যবস্থা কোরে—নিশ্চিন্ত হোয়ে সব নিজেরা ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্ছ ?

মহা। রোগের ভয়ে ডাক্তার কোব্‌রেজ দেখানতে—যে বাপ ছেলেদের—এমন সব কথা বোল্‌তে পারে—তার পাগল হবার লক্ষণের আর বাকি কি ?

হর। বাকি নেই—না—ও তা ওটা আমি বুঝ্‌তে পারিনি—তোমার মুখে শুনে এখন ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি—তা' বোলছিলুম কি—ওরাত ঐ অবধি ব্যবস্থা কোরেছে—তোমার মতে আর কি রকম ব্যবস্থা কোরলে ভাল হয়—বল দেখি—আমি বলি কি ও আধসের দুধের জন্যেই বা আর ভাবনা কেন—তার চেউতে ঐ বুধি গায়ের গোয়াল ঘরেই আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা কোর্‌লে ভাল হয় না—দুধ না খাই দুধ দোয়া ত দেখ্‌তে পাবো—তা হোলেই আমার দুধ খাবার কাজ হবে—কেমন ? না না ওয়ো ঠিক হোল না—বুধি যে এখনো আধ সের দুধ দেয়—আমাকে দুইলেত আর এক ফোঁটা দুধও মিল্‌বে না—উল্টে জাবর খেতে দিতে হবে—সেও হয় নাত—তবে উপায়—হ্যাঁ হ্যাঁ হোয়েছে—একেবারে কাঠ গড়ায় পুড়ে পিঁজরে পোলে পাঠিয়ে দাও—বাস্‌ একদম নিশ্চিন্দি—হা হা তোফা ব্যবস্থা এ আর না কর্‌বার জো নেই।

গণেশ। শুনছত বড়দা—এ বুঝ্‌তে আর ডাক্তার কোব্‌রেজের অনুমানেরও অপেক্ষা করে না।

হর। এই যে বড় বাবুও আছে—তা' ভাল ভাল—তা হোলে full conferenceএ ঐ রেজুলিউসন পাশ হোয়েছে।

ভবেশ। ক্ষমা করুন বাবা—আমি এসব কিছুই জানিনে—আজ এই মাত্র শুন্‌লুম—কিন্তু ভুল ধারণায় আপনি অযথা এত বিচলিত

হোচ্ছেন কেন—একটু স্থির হোয়ে সংযত ভাবে কথা কোন্—অন্যায় বোধ করেন সেটা আমাদের ভাল কোরে বুঝিয়ে বোলুন—যেরূপ ভাল বোঝেন সেইরূপ কোর্‌তে আজ্ঞা করুণ।

হর। কি বোল্লে সংযত—সংযম নয়—তবু ভাল—আমি বলি তুমি বুঝি আবার আলোচাল কাঁচকলা খেয়ে সংযম কর্‌বার ব্যবস্থা দিচ্ছ। কি জানি বাপু—একে প্রফেসার—তায় ধার্ম্মিক মানুষ কিনা—তা তুমি এসব জান্‌তে না—তাই বুঝি তোমার ঘরে নতুন Conference বোসেছে—দেখ তোমার ঐ ডাক্তার ভাইকে জিজ্ঞাসা কর দিকিনি—ওঁদের ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কোন মারাত্মক বিষ নেই কি—যা এক বিন্দু পাগলের ওষুধে ঠেকালেই ব্যাস্—আর পাগল হবার কোন ভয়ই থাকে না—একেবারেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

গণেশ। শুনছত বড়দা—যা' সাধারণ লোকের বুঝ্‌তে বাকী থাকে না—তা' নিয়ে আর ডাক্তার কবিরাজের লক্ষণ বিচার করা বাহুল্য মাত্র।

হর। আহা বাহুল্য বোলে বাহুল্য—সেই জন্যেইত শিগ্‌গির কাজ সার্‌তে বোল্‌ছি—নইলে এই রকম একটু একটু কোরে দগ্ধে দগ্ধে মারা—সেটি চোল্‌বে না তা' বোলে রাখ্‌ছি—আজ প্রায় পঁচিশ বছর ধোরে আফিং খেয়ে আস্‌ছি—এখন সেই আফিং না কমালে—দুধ না কমালে—পাগল হওয়া সারবে না—এই তোমার ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে নারে বেটা ?

গণেশ। আপনার কথা বার্ত্তার দিন দিন যে রকম লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে—তাতে আফিং দুধ ত দূরের কথা—এর উপর আর একটু উঠলে চাই কি আরো অনেক রকম কিছু কোর্‌তে বাধ্য হোতে হবে।

হর। ও তাই নাকি—তা আর কি কোর্‌বি রে বেটা কি কোর্‌বি—ধানে চালে খাওয়াবি না গরুর জাব খাওয়াবার ব্যবস্থা কোর্‌বি—

গোয়াল ঘরের ব্যবস্থা ত আমি নিজেই মেনে নিতে চেয়েছিলাম—আহা রত্নগর্ভা গর্ভধারিণী তোমার—এমন পুত্র রত্ন কত পুণ্যে এসব কোরেছিলেন—তা যে ভেবে ঠিক কোর্‌তে পার্‌ছিনে বাপধন আমার! যেদিন বাপ পিতামহের আমলের পোঁয়ষট্টি বছরের বুড় নায়েবকে এক কথায় তাড়ালে—মার পেটের ভাইকে তবিল তছ্রূপের দাবীতে জেলে দেবার ভয় দেখিয়ে বাড়ী থেকে দূর কোর্‌তে পেরেছিলে তখনও চিন্তে পারিনি—কিন্তু যেদিন থেকে বুড়ো বাপের কষ্ট দূর কর্‌বার ছলে পাঁচ বছরের জন্যে লেখাপড়া ক্ষরিয়ে নিয়ে করুণার চতুর্ভূর্জ মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোর্‌লে—সেই দিন থেকে একটু একটু কোরে তোমার যা দিব্য লীলা প্রকাশ পাচ্ছে—তার ত এই সবে স্বরু বোলে মনে হোচ্ছে—এর যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তাত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে বাপধন!

গণেশ। আপনার পাগলামী ধারণায় যা বোঝেন—তা' নিজের ঘরে বোসে গিয়ে আলোচনা করুন গে—সে শোন্‌বার জন্যে আর কেউ বাধ্য নয়—আর বাড়াবেন না—যান্ এখন এখান থেকে—

হর। কি বোল্লি! না তা বাধ্য হবে কেন—আমিই তোমার হুকুম শুন্‌তে বাধ্য—"যান এখন এখান থেকে"—এখনও কার বাড়ীতে দাড়িয়ে হুকুম জারি কোর্‌ছিস্ রে বেটা—কার্ বাড়ী থেকে—"যান এখন এখান থেকে"—বংশী—দে দে—বেটাকে এখুনি গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার কোরে—দে দে আমি বোল্‌ছি—দেখি কার কত বড় হুকুমের

মহা। বলি এ সব কি কেলেঙ্কারী হোচ্ছে—যা রয় সয় তার উপর উঠ্‌লেই লোকে পাঁচ কথা কয়—আবার কওয়াতেও না হোলে তখন হাতে পায়ে লোকে শেকল বাঁধতেও বাধ্য হয়—কি অন্যায়টা বোলেছে—একটু লজ্জা ঘেন্না কোর্‌ছে না—এ সব হোচ্ছে কি? কর্ত্তামী

ফলানো হোচ্ছে—নিজের ছেলেকে ডেকে হেঁকে চাকর দিয়ে গলা ধাক্কায় বাড়ী থেকে বার কোরে দেওয়া—আহা কি পৌরোষ—মরি মরি—কি কর্ত্তামীগো—কি টন্‌টনে ভদ্রতা জ্ঞান—অত বড় ছেলে—বেটা বেটা কোরে যা' তা বলা—একেবারে লজ্জার বাহিরে—ছিঃ ছিঃ একি ভদ্রলোকের বাড়ী।

হর। ঠিক বোলেছ—এমন পুত্র রত্ন—যাকে বেটাই বা বলি কি কোরে বুঝ্‌তে পারছিনে যে—ছোট লোকেরাও এ রত্ন দেখে আক্কেল হারিয়ে বেটা বোল্‌তে ভুলে যাবে চমৎকার! তবে কি বোল্‌ব—তবে কি বোল্‌ব—এঁ্যা আমায় শিখিয়ে দিতে পারো গিন্নি! বোল্‌তে গিয়ে খুঁজে পারছিনে—শুধু বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে—তাও কাঁদ্‌তেও পারছিনে—যদি পারতুম—যদি পারতুম—বুঝি সাগরেও সে চোখের জলের ঠাঁই হোত না—কি বোল্‌ব!

গণেশ। থাক্ খুব—খুব স্নেহের পরিচয় দিয়েছেন—আর পাগলামী বাড়াবেন না—যদি লজ্জা বোধ থাকে—এখনো বল্‌ছি ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চোলে যান!

হর। কি বোল্লি—কি বোল্লি—ফের হুকুম "চোলে যান,"—আর যদি না যাই তা হোলে কি কোর্‌বি তাই শুনি—

গণেশ। হুকুম কি—কি তা আপনি জানেন—কিন্তু এর উপর আর মাত্রা বাড়ালে তখন আর শোনাবার অপেক্ষা না রেখে—সত্যই কোন উপায় দেখ্‌তে হবে বইকি!

হর। বটে—তবে আর বইকি নয়—দেখা দেখা এখুনি দেখা—উঃ গেল গেল মাথার ভেতর আগুনের খাপ্‌রা ফেটে গেল, দেখা, কি দেখাবি। নইলে তোকে খুন কোর্‌ব—এখুনি দেখা—

মহা। ওমা—একি তবে সত্যিই কি?

হর। খবরদার গিন্নি—সোরে যাও—সোরে যাও বোল্‌ছি—নইলে খুন কোর্‌বো—একধার থেকে সব খুন কোর্‌ব'।

গণেশ। সোরে এস মা সোরে এস দেখছত—এর পর যা হয় করা যাবে।

মহা। ওরে এ কি হোল—কি হোল!

[মহামায়ার হস্ত ধরিয়া গণেশের প্রস্থান।

ভবেশ। বাবা করেন কি—করেন কি—স্থির হোন্—স্থির হোন্।

হর। চোলে যাচ্ছিস যে—কই দেখালি নে—দেখা এখুনি দেখা—নইলে খুন কোর্‌ব'—খুন কোর্‌ব'—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেগে হরচন্দ্রের প্রস্থান।

ভবেশ। কি সর্ব্বনাশ—বাবা বাবা— [ভবেশের প্রস্থান।

বংশী। না দেখ্‌ছি জবাবই মোর ভাল—কোন দিন চোখের সাম্‌নি কি হোতি দেখব তার ঠিক্ কি! হে মা কালী! এমন সোনার সংসারে কোথা হোতে কে এমন শনির দৃষ্টি পড়ল! কর্ত্তা যে ক'ন্ তা ঠিক্—পুত্ররত্নই বটে—ভদ্রলোকের ঘরে আবার এমন হয়—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। এই যে—বংশী তুই এখানে—আমি তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—এখানে দাঁড়িয়ে যে!

বংশী। সেকথা আর কি বল্‌ব বৌদি—এই আপনাদের ভদ্রলোকের ঘরের কাণ্ডখানা ছ্যাখ্‌ছিলাম।

কমলা। আবার কি—কেন কি হোয়েছে বংশী—

বংশী। মোরা চাকর মানুষ—মনিব লোকের কথা পাপমুখে আর কি কবো—আপনি আপ্‌না হোতেই শুন্‌বা।

কমলা। কি একটা চেঁচামিছি শুন্‌ছিলাম বটে—কি হোয়েছে বংশী বল্‌না লক্ষ্মীটী—শুনি—

বংশী। শুন্‌বা আর কি ছাই—এই আমাদের কর্ত্তাবাবু আর মেজবাবুতে সওয়াল জবাব চল্‌তে চল্‌তে—কর্ত্তাবাবু রাগের মাথায় মেজ দাদাবাবুকে খুন কর্‌বো বলে মার্‌তে ছুট্‌ছিলেন—বড়দাদাবাবু সঙ্গে সঙ্গে গে আটক কর্‌লা—তা' মেজদাদাববুর কীর্ত্তি কলাপ ত জান—মাপ করেন মোরা ছোট লোক কি আর কবো—

কমলা। (স্বগতঃ) কি হলো আবার জানিনে—(প্রঃ) আচ্ছা থাক্ পরে শুনবো আথন—তুই একবার চট্ কোরে ঠাকুরদাদাকে ডেকে দিবি বংশী—এখুনি কিন্তু বড় দরকার।

বংশী। সে আবার জিজ্ঞাসা নাগছেন কি—হুকুম করেন মা—এখুনি যাচ্ছি—

কমলা। হ্যাঁ বংশী—একবার যা—বড় দরকার।

বংশী। কি বোল্‌বো—

কমলা। কিছু না—শুধু বোল্‌বে বিকেলে বাগানে যেমন ফুল তুল্‌তে আসেন না—তেমনি যেন আজ একটু সকাল সকাল আসেন—সেই খানে আমার সঙ্গে দেখা হবে।

বংশী। তা' দাদা ঠাকুরকে কি দরকার বৌঠান—বাপের ঘর্‌কে কোন চিঠি পত্র পাঠাবা বুঝি—আহা তা মন কেমন কর্‌বে বই কি—গিন্নিমার কি চখের চামড়া আছে—শুধু পয়সার গরমই জান্‌ছেন।

কমলা। তা' তুই ত সব জানিস্ বংশী—সেই বিয়ের ক'মাস পর থেকেই—সেখানকার সঙ্গে এক রকম মুখ দেখাদেখি বন্দ—চিঠিখানা পর্য্যন্ত লেখার হুকুম নেই—ওঁকে বোলেছিলাম তা বলেন "মা যখন ভালবাসেন না—এখন না হয় নাই লিখ্‌লে"—এমনি আমার কপাল—দাদাও আর রাগ করে তাই আসেন না—দু' একখানা যা অন্য যেয়গা থেকে আসে তাও ঠিক সময় মত পাই না—সেই জন্যেই ত আজ কাল তোকে একটু নজর রাখ্‌তে বোলেছি।

বংশী। তা' আমিত সেই এস্তক নজরও রাখ্‌ছি বৌঠান্—তবে সেদিনের ঐ একখানা চিঠি তোমাকে দেবার লেগে যাচ্ছিলাম—তা' মেজ দাদাবাবু দেখ্‌তে পেয়ে ধমক দে বল্লো কার চিঠিরে বংশী—দেখি বলে চিঠিখানা হাত থেকে নে দেখে বল্লে—আচ্ছা তুই যা—এ' আমি দেব আখন—এই বলি অন্য একটা কাজের হুকুমে আমাকে পাঠান—তা' সে চিঠি কি প্যাননা বৌদি—

কমলা। এঁ্যা—তাই বুঝি (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ—তবে কি মেজ ঠাকুরপোরই এ' কাজ—হে ঠাকুর আমিত কখনও কারুর অন্যায়ে নেই।

বংশী। কি রকম সে চিঠি ছ্যায় নাই—

কমলা। না পেয়েছি—তার পরদিন ওঁর হাত দিয়ে পেয়েছি—আচ্ছা তুমি যাও বংশী—আর দেরী কোর না—

বংশী। হ্যাঁ—এই চল্লাম বৌদি—আপনি একটু কর্ত্তাবাবুকে ছ্যাখেন গে—

[বংশীর প্রস্থান।

কমলা। তাইত—এও কি সম্ভব—ছোট্ ঠাকুরপোর উপর মেজ্ ঠাকুরপোর সেই থেকে খুব রাগ দাঁড়িয়েছে এটা বোঝা যায় কিন্তু তাই বোলে আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করাও একি সম্ভব—কে জানে—কিন্তু বিশ্ব শুদ্ধ লোক সকলে বোল্লেও কখন বিশ্বাস করতে পারিনে যে ছোট্ ঠাকুরপো আমায় এমন সব কথা লিখেছে! ভগবান, একি অদৃষ্ট আমার—এখন ছোট্ ঠাকুরপোকে এ দায় থেকে উদ্ধারের উপায় কি হবে—মেজ্ ঠাকুরপো কিছু কোর্‌বে না এ নিশ্চিত—উনিও একে সেই মানুষ তাতে উল্টে রাগে এখন মাথা অন্য রকম দাঁড়িয়েছে—উনিও যে কিছু কোর্‌বেন তাও মনে হয় না—যেমন কোরে হোক্ কিছু টাকা সঙ্গে দিয়ে চুপি চুপি তাই ঠাকুরদাদাকেই পাঠাই—

দাদাকেও একখানা চিঠি দিই—দুজনে মিলে চেষ্টা কোরে যদি কিছু কোর্‌তে পারে—আর ছোট্ট ঠাকুরপোর চিঠিখানাও লুকিয়ে দাদার চিঠির সঙ্গে পাঠালাম—যদি ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হয়—দাদা ঠাকুরপোকে সব কথা খুলে বোলে জানবেন এই চিঠিখানা দেখিয়ে যে কি এই ব্যাপার—আমার জন্যে ভাবিনে—আমি বুঝেছি আমার দিন হোয়ে এসেছে—আর পার্‌ছিনে আর শক্তিতে কুলোচ্ছে না—বাবা রাধারমন! খোকার মুখ চেয়ে ঠাকুরপোকে রক্ষে করো—আর কিছু চাই নে—আমার এই শেষ—আর না।

[কমলার প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারাশত পুলিশ আদালত

উকিল মোক্তার ও মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিগণ

১ম উকিল। মুখোর্জ্জি মশায়—আজ আদালত কেমন মানিয়েছে বলুন দেখিন—কেমন ভরপুর জম্‌জমাট্—একেবারে গম্ গম্ কোর্‌ছে।

২য় উকিল। হুঁ—ঐ কেবল গম্‌গম্‌ই সার—সে ঝম্ ঝমের একটা আওয়াজও শুনতে পাবা না—বুঝ্‌লে হে ছোক্‌রা!

১ম উকিল। আজ্ঞে সেজন্যে দুঃখু নেই—অন্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন—ঐ ঝম্‌ঝমের আওয়াজ মাত্রই কান পেতে শুনে আসছি চিরদিন—বাড়ী ফের্‌বার সময় পকেট চু', চু', দুটো পান খাবার পয়সাও জোটে না—আজ তবু এমন একটা স্বদেশী মামলার দিন—পাঁচজন ভদ্রলোকের শুভাগমন হবে—এড্‌ভাইস গ্র্যাটিসের বদলে বিনে পয়সায় দুটো পান চিবিয়ে বাঁচ্‌বো—সে ভাবনা আপনাদের পক্ষে আজকের দিনটা বিশেষ মন্দ বোলে মনে নিচ্ছে না মুখোর্জ্জি মশায়—

২য় উকিল। ঐ শুধু কান পাতা ছাড়া আর কর্‌বা কি—ঝম্‌ঝম্ কি আর অমনিতে অ্যাসে হে—অনেক মাথার ঘি জল কোরি তবে না অ্যাসে—শুধু ফাজ্‌লামি কোরি আদালতের মাটি চস্‌বা তা হবা কি!

১ম উকিল। বলেন কি মুখোর্জ্জি মশায়, ঘিই নেই তা আর জল কোরব কি—যেটুকুও ছিল তা আপনাদের ঠ্যালায় পোড়ে একেবারে জমে

আইস্‌ক্রিম বোমে গিয়েছে—Hopeless case বুঝ্‌লেন কিনা—এখন আপনার ঐ মা লক্ষ্মীর ধ্যানে কোন দিন পথে আস্‌তে আস্‌তে মোটর গাড়ীর তলায় মাথাটা একেবারে ছিরকুটে ছাতু না হোয়ে গেলে বাঁচি—তবে যদি এ যাত্রায় রেহাই পাওয়া যায় তবে কথার কথা যা বোল্‌ছেন—এমন উদয় অস্ত মক্কেলের পায়ে পায়ে নাক ঘোসে বেড়ানোর চেউতে দেশের মাটি চষা ঢের ভালই ছিল—তা' আমরা যে এখন এ কয়েকজন মস্ত জেন্টুলম্যান বাঙ্গালী ইউনিভারসিটির দাগা ষাঁড় হোয়ে জন্মেছি—মা লক্ষ্মী সে পথও রাখেন নি—সকল দিকেই নিরুপায়—কাজেই ঐ কান পাতা ছাড়া আর কি করি বলুন—তবু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটা ইন্দ্রিয়ওত তৃপ্তি পায়।

২য় উকিল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই থাক হে ছোক্‌রা তাই থাক—কিন্তু মনে মনেত খালি টাঁকতিছ যে কবে এই বুড়ো বেটারা মরবে।

১ম উকিল। রাম রাম ষাট্‌—বলেন কি মুখোর্জ্জি মশায় আপনার যে সবে এই দ্বিতীয় পক্ষের যৌবন—এমন অমঙ্গলের কথা বল্লে ধর্ম্মে সবে কেন—

৩য় উঃ। কে হে রমেন বুঝি—জানেন মুখোর্জ্জি মশায় ওটা আমাদের এই ষাঁড় দলের একেবারে একটা পাতা চিবুনো হেটো ষাঁড় কিনা—ওটার একটুও জিবের আড় নেই—মুখোর্জ্জি মহাশয়ের সঙ্গে ঠাট্টা—উনি আমাদের ঠাকুরদার বোয়েষী না!

১ম উঃ। যা যা তুই একেবারে নবিশ—শুনছেন মুখোর্জ্জি মশায়—লোকে ঠাকুরদাদা শালা সমিন্দির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা কোর্‌বে না ত ঠাট্টা কোর্‌বে কার সঙ্গে শুনি—

২য় উঃ। হঃ—সেত ঠিক কথাই—রমেন তবু একটা রসের কথা কইছে—দ্বিতীয় পক্ষের যৈবন—আরে সেই রসের নেগেই না এতটা খাটুতি পারিসিন্‌ হঃ হঃ!

৩য় উঃ। আজ্ঞে তা' যদি বলেন মুখোর্জ্জি মশায়—তাহোলে আমারত বোধ হয় সেটা কেবল আপনার সেই দ্বিতীয় পক্ষের গুজরী পঞ্চম সমন্বিতা শ্রীপাদপদ্মের ভয়ে—আমাদের ত' সে কপাল নয়—আমাদের যে এক পক্ষেই যৌবনে ভাটা ধোরে গিয়েছে—সে খাট্‌বার শক্তি আর পাচ্ছি কোথায়—আর এক পক্ষ ওঠবার আগেই একেবারে পক্ষ বিস্তার কোরে স্বর্গ গমন ওর নাম কি ভবলীলা সম্বরণ !

১ম উঃ। ভুল ভুল একদম ভুল শুনেছেন মুখোর্জ্জি মশায়—আরে এক পক্ষ যার ওড়বার কি কখন শক্তিই হয় তার !

২য় উঃ। হঃ কও কেন ওটা একেবারেই অর্ব্বাচীন—কোথায় কথাই হচ্ছে যৈবন—

১ম উঃ। হ্যাঁ আর বলে কিনা ভবলীলা সম্বরণ—ওর আর মুখ দেখবেন না মুখোর্জ্জি মশায়—আপনার দ্বিতীয় পক্ষের দিব্যি হুঁ !

২য় উঃ। আরে রহ রহ চুপ্ মারো—দেখত দেখত ও লোকটা কে বটে হ্যা—ঐ যে জুড়ী গাড়ী হইতে নামিতেছে—যেন চিনি চিনি ঠ্যাকৃছে—

১ম উঃ। আজ্ঞে আমারও তাই ঠেকৃছে।

৩য় উঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও।

২য় উঃ। আরে যাও—ফাজ্‌লামী কর না—রহ দেহি—

১ম উঃ। আজ্ঞে আপনি আর কষ্ট কোর্‌বেন কেন—আমিই দেখ্‌ছি।

২য় উঃ। আরে না না লোকটা চেনাই বটে—স্মরণ হচ্ছে—

৩য় উঃ। আহা আহা বসুন বসুন করেন কি !

২য় উঃ। তবে রফা করে ভালত দেহি—

১ম উঃ। আজ্ঞে আপনার ভালোর জন্যেইত বোল্‌ছি—স্মরণ হৈছে—ওদিকে দেখ্‌ছেন কি কাণ্ড কারখানা—গাড়ী থেকে নাব্‌তে না নাব্‌তেই যে সপ্তরথীর সৈন্য সামন্ত ঘেরোয়া কোরে ফেলেছে ও ব্যূহ ভেদ কোরে প্রবেশ করা কি আপনার সাধ্য—শেষ বেঘোরে

পক্ষের এমন রসাল প্রাণটা হারাবেন—আমরা থাকৃতে সেটা কি ভাল দেখায়—এই বসুন—আমি দেখ্ছি—

[উকীলের প্রস্থান।

৩য় উঃ। দেখলেন ত আপনাকে কেমন কলা দেখিয়ে নিজের কাজ বাগাতে ছুটল—শুধু যৌবনই চিন্ছেন লোকত চিনলেন না।

২য় উঃ। হ্যাঁদে চিন্ছি চিন্ছি সকল বেটারেই চিন্ছি।

(উকীল ও উকীলের দালালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হরেণ চৌধুরীর প্রবেশ)

২য় উঃ। এই যে এই দিকে—এই দিকে আসুন হুজুর—ও সব ছেলে ছোকরার কাম নয়—ওরা জমীদারীর বুঝবা কি? আমি হোলাম এহানকার সব চ্যায়ে সিনিয়ার উকিল—মিষ্টার মুখার্জ্জির নাম শুনেছেন ত—হঃ এই দিকে আসুন—এই দিকে আসুন।

প্রঃ দাঃ। আহা আহা মুখোর্জ্জি মশায় আপনার সামলাটা যে মাটিতে গড়াল—আগে ওটা সাম্লান।

২য় উঃ। আঃ ভাল আপদ ত দেখি—এডা আবার—(সাম্লা কুড়াইতে প্রবৃত্ত)।

প্রঃ দাঃ। ও সব বাজে কথায় ভুলবেন না হুজুর—জানবেন দত্ত সাহেবের কাছে ও সব কেউ পাত্তা পান না—শুধু চুল পাকালে হবে কি—কেবল নামেই গিনি যার—আমাদের দত্ত সাহেবকে একবার দেখলেই বুঝ্তে পারবেন—First Class Barrister তেমনি আপ্টুডেট্ জেণ্টুলম্যান—সদাশিব সদাশিব লোক—আসুন আসুন এই যে এই দিকে—

৩য় উঃ। (জনান্তিকে) ও দালালগুলোর কথায় কান দেবেন না মশায়—কেবল বাজে কথা বোলে বিদেশী লোককে ভুলোয়—আপনার কেশ্টা কি বলুনত—

হরেন। সোরুন মশায়—আগে হাঁফ ছাড়্তে দিন!

১ম উঃ। আজ্ঞে তা এই যে ভিড় কেটে একটু এইদিকে আসুন না স্যার—

হরেন। না না যান পথ দিন্—

১ম দাঃ—হুঁ হুঁ বল্লেম মশায় যে এমন First rate ব্যারিষ্টার এত অল্প চার্জ্জে আর কোথাও পাচ্ছেন না—কেন মিছে কষ্ট করেন—চলে আসুন—চলে আসুন—

হরেন। বাপু—আমি ত পাটের বাজারের রেট্ জানতে আসিনি—আমার কাউকে দরকার নেই—আমার লোক ঠিক আছে।

৩য় উঃ। কে বলুনত বলুনত মিষ্টার মুখোর্জ্জিকে খুঁজছেন ত? (দ্বিতীয় উকীলকে দেখাইয়া) এই যে ইনিই মিঃ মুখোর্জ্জি—ইনিই এখানকার সিনিয়ার উকীল (জনান্তিকে) দাদা যেন মনে থাকে কিন্তু!

হরেন। হ্যাঁ মুখোর্জ্জি বটে—কিন্তু ইনি নন।

১ম উঃ। ভুল কোরেছেন মশায় ভুল কোরেছেন—মিঃ মুখোর্জ্জি বোল্‌তে সবাই এঁকেই জানে—ইনিই এখানকার সব চেউতে সিনিয়ার উকীল—আপনার চেহারার description শুন্‌তে ভুল হোয়েছে বোধ হয়।

হরেন। অজ্ঞে না—শোনা শুনি নয়—আমি তাকে চিনি।

১ম উঃ। আজ্ঞে বলেন কি মশায় এঁ্যা—আশ্চর্য্য কোর্‌লেন যে।

(১ম উকীলের প্রবেশ)

হরেন। এই যে ধীরেন—ওহে এযে তোমাদের মেছ হাটারও অধম—প্রাণ যে যায়—

১ম উঃ। আর বল কেন ভায়া—অনেক জন্মের পাপের ফল—এস আর দেরী কোর না—সব ঠিক—আমি কেবল তোমার অপেক্ষায় আছি।

হরেন। আমার আস্‌তে বোধ হয় একটু দেরী হোয়ে গেছে ভাই—চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় উঃ। আরে এডা করল' কি এ্যা!

৩য় উঃ। দেখলেন ত—দেখুন।

২য় উঃ। আবার তোমায় আগে বাড়ি যাতি দেখে কছিল কি জান—দেখ্‌লেন মুখোর্জ্জি মশায় আপনাকে কেমন কলা দেহালে—আর ফাজিলটা কিনা নিজের প্যাটেই কলা চুরি করি রাখ্‌ছে—হঃ দেহ দেহ চাতুরীটা দেহঃ!

৩য় উঃ। কিন্তু দেখলেন ত আমি আপনা হোতেই আপনাকে বড় মেনে introduce কোরে দিলাম—আমরা এমন নেমক হারাম নই বুঝলেন—ঐ যে বোল্লুম যৈবনই চিনেছেন—লোকত চিন্‌লেন না।

২য় উঃ। হ্যাঁহে চিন্‌ছি—চিন্‌ছি এবারে ভাল কোরেই দেহে নেব।

(নেপথ্যে—মারো—শালা লোক্‌কে—মার্‌কে—ভাগাও)

(বন্দে মাতরম্‌ বলিতে বলিতে কতকগুলি ছেলের প্রবেশ)

১ম ছোঃ। ওরে এই দিকেই যে আস্‌ছে—

২য় ছোঃ। আরে আস্থক্‌গে—কি কোর্‌বে জেলে দেবে ত—আরে বাবা সেই জন্যেই ত এসেছি—দিক্‌ না বেটারা কত জেলে দেবে—জেল গুল্‌জার হোয়ে যাবে বাবা কুছ্‌ পারওয়া নেই—

(ঠাকুরদাদাকে ধরিয়া কয়জন পাহারওয়ালার প্রবেশ)

ঠাকু। বলি পাহারওয়ালা সাহেব দেখছত বাবা আমি বুড়ো মানুষ—এমনিতেই মাথা গরম—সারা মাথাটাই চুল শূন্য টাক্—তার উপর এই বন্দে মাতরমের ঢাক একি আর আমার সাধ্যে কুলয় পেটাতে—আমায় কেন আস ধোর্‌তে—আমি এসেছি—মোকদ্দমা দেখ্‌তে।

পাঃ। আরে চুপ্‌ চুপ্‌—বুড়া হইছে ত কি হইছে—তুম্‌ভি বন্দে-মাতরম্‌ বল্‌ছে আমি শুন্‌ছে—মোকদ্দমা দেখ্‌তে আস্‌ছো! একি তোমার বাপের সাধি হোচ্ছে তাই দেখ্‌তে আস্‌ছে।

উঃ। বলিস্ কিরে বাবা—চৌষট্টি বছরের বুড়ো—সে আস্‌বে বাপের সাধি দেখ্‌তে—সে আবার কোন দেশরে বাবা—এমন দেশের নাম ত কখন কানেও শুনিনি—তা হোলে সে নিশ্চয় যমরাজার রাজত্ব—আর তোমরাও সেইখানকার বরযাত্রি—তা বাবা তোমরা যে দেশের লোক সেই দেশেই সোরে পড়—এ গরীব বুড়োকে কেন আর মিথ্যে ধর পাকড় কর—

(জনৈক ইনস্পেক্টরের প্রবেশ)

ইনস্। এই—এই—ই ধারসে সব ভাগ্‌তা—পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—সব পাকড়কে চালান দেও—

(কয়জন ছেলেকে ধৃতকরণ—ছেঃ—বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্)

ছেলের দল। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

ইনস্। মারো মারো সব—মারতে মারতে লে চল—আরে হিঁয়া খাড়া কাহেরে—

১মঃ পাঃ। ইয়ে এক বুড়ো হুজুর—এভি বন্দেমাতরম্ বোলা আর মান্‌তা নেই—ঝুটা দিক্‌দারি কর্‌তা—

ইনস্। আরে—ছোঁড়া বুড়া জেনানা—উস্‌মে কেয়া হায় মানা—যো বন্দে মাতরম্ বোলা উস্‌কেই পাক্‌ড়ে লে জানা—বাস্—

ঠাকু। বাস্—বাবা বাস্—একদম হুকুম খাস্—বলি হ্যাঁ বাবা ইনস্‌পেক্টর সাহেব হোলেই না হয় যম রাজার নায়েব—তা বোলে কি একটা বিচার নেইরে বাবা—আমি এসেছি মোকদ্দমা তদ্বির কোর্‌তে—উকিল খুঁজ্‌তে—আর আমায় অমনি শুন্‌লে বন্দে মাতরম্ বোল্‌তে—বলি পাগলা কুকুরে কামড়ালেও তারও যে গোঁদল পাড়া আছে রে বাবা—একি ব্যাধি চমৎকার—একেবারে নীর্ত্তঔষধি নীর্ব্বিকার !

ইনস্। আরে কেয়া বক্‌নে লাগা—ই শালা লোক ডাকু হ্যায়—ই লোক্‌কো পাক্‌ড়ী লে চলো—

ছেলেরা। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

[ছেলেদের লইয়া ইনস্‌পেক্টরের প্রস্থান।

৩য় উঃ। মশায় কি বোল্‌ছিলেন—উকিল চান এই যে আমি বোসে আছি চট্ কোরে আপনার নামটা বলুন দেখি আর application এর খরচটা বুঝ্‌লেন কিনা (অঙ্গুলি নাড়িয়া ইঙ্গিত করণ) দিয়ে যান—এখুনি খালাসের হুকুম এনে দেছি—নইলে ও বেটারা দাঁড়াবে না—এখুনি নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে।

ঠাকু। ও বাবা—এ আবার কি—খাটে ওঠ্‌বার আগেই চৌদ্দসিকা নাকি ?

৩য় উঃ। কৈ মশায় বিশ্বাস হোচ্ছে না—ফি না হয় এখন নাই দিলেন—সে পরে হবে শুধু applicationএর খরচাটা বুঝ্‌লেন কিনা—বলুন বলুন নামটা বোলে ফেলুন ভদ্রলোক মিছামিছি কষ্ট পাবেন।

ঠাকু। হ্যাঁ দেখ বাবা সকল আমিত কোন' পুরুষে পুলিশ আদালতে আসিনি—কাজেই তোমাদের আইন কানুন কিছুই জানিনি—যদি জানতুম এই রকম ব্যবস্থা তা হোলে গোড়াতেই নাক কান মলা দিয়ে দিতাম ইস্তাফা—তবে কিনা বড় দায়ে ঠেকে এসে পোড়েছি যখন—যা হয় একটা কোত্তেই হবে তখন—দাঁড়াও দেখি।

৩য় উঃ। আবার দেখবেন কি মশায়—এখুনি যে জেলে নিয়ে গিয়ে পুরবে।

ঠাকু। বলিস্ কিরে বাবা খুন নয় ডাকাতি নয় জাল জালিয়তী নয়—নির্দ্দোষ বামুনের ছেলে অমনি অমনি নিয়ে যাবে জেলে—ইংরাজ রাজের চির সুবিচার কৈ চৌষট্টী বছরেও ত এমনতর দেখিনি কখন

—আর উঁহু সে হয় না যাও—যাও কেন বাবা বুড়ো বামুনকে ঠকাতে চাও।

৩য় উঃ। সেকি মশায় বলেন কি—এঁ্যা—আপনি ত দেখি বড় ছঁ্যাছ্ড়া।

ঠাকু। তা আর বোল্‌তে বাবা নিশ্চয় ছঁ্যাছ্ড়া—নইলে কি আর আসি তোমাদের পাড়া—বুঝ্‌ছনা এ যে আকরের টান—একেবারে সমানে সমান—যা হোক্ মরুকগে বলি আলাপ ত ঢের হোল এখন কি কোর্‌তে হবে তাই বল।

৩য় উঃ। হাঃ হাঃ মশায় ত খুব রসিক লোক দেখ্‌ছি ত—দেখুন বোলে ফেলেছি একটা কথা সেজন্যে রাগ কোর্‌বেন না—অপনার নামটা বলুন দেখি আর application এর জন্যে দুটো টাকা বুঝলেন কিনা!

ঠাকু। তারপর—

৩য় উঃ। তা হোলেই খালাস আর কি—আর ফি—হে হে সে মশায় ভদ্রলোক যা হয় দেবেন—যা হয় দেবেন।

ঠাকু। বলি ভদ্রলোকের বুঝি এই দক্ষিণে—আর ছোট লোকের—সে বুঝি যা বোল্‌বে তাই চোক কান্ বুজে দিতে হয় গুনে—যাক্‌গে কি হবে আর তা শুনে—তাত হোল—কিন্তু যে মোকদ্দমার জন্যে আমার এখানে আসা—তার কি হবে—তার ত বিহিত কোর্‌তে হবে!

২য় উঃ। ও তাই কন—মশায়ের আরো মামলা আছে বুঝি—ওহে যাও যাও আগে applicationটা চট্ কোরি করে আসো গে—আমি ততক্ষণ ক্যাস্‌টা শুনেনি—ছ্যান্ ছ্যান্ ওকে দুটো টাকা ছ্যায়ে ছ্যান্।

৩য় উঃ। আহা রসুন না—সেত আর পালাচ্ছে না—

২য় উঃ। আরে গোল কর ক্যান্—আগের কাজটা সেরে আসো দেহি। সে হবাখন—

৩য় উঃ। বাস্ আব্‌দার আর কি—পরের ধনে পোদ্দারী—আমি যেটা

এতক্ষণ মুখে ফ্যানা উঠিয়ে কাজ বাগালাম—আর আপনি অমনি অমনি—

২য় উঃ। আরে কি কও শুন্‌তিছ মামলার কথা—হাদে এডা তোমার application করা না—সবে নূতন উকীল হৈচ—আগে শ্যাখ্‌বা—তবেত—মিথ্যে ভদ্রলোককে ঠকাতি যাও ক্যান্।

৩য় উঃ। কি রকম—ও বুড়ো হোয়েছেন তবে আর কি ভারি উকীল হোয়েছেন—আর আমরা বুঝি অমনিতে ডিক্রীটা নিয়ে এসেছি না! আসুন মশায় আসুন আমি এখুনি সব ঠিক্ কোরে দিচ্ছি—

(হরেন চৌধুরী—১ম উকীল রমেনের পুনঃ প্রবেশ)

হরেন। আজ আর তা হোলে কেস্‌টা উঠল না—

রমেন। Witness সাজাবার জন্যে পুলিশের কার্‌সাজি—যাক্ ভাব্‌বার কিছু নেই—আমরা খুব প্রমাণ কোরতে পারবো যে কেস্‌টা একেবারে false.

হরেন। একি ঠাকুরদা—আপনি এখানে এভাবে—ব্যাপার কি ?

ঠাকু। কি জানি ভাই এই দেখ না—একদল ছেলে বন্দেমাতরম্ বোলে চ্যাঁচাচ্ছিল—আমার অপরাধ আমি তাদের পেছু পেছু আস্‌ছিলাম এইতেই অমনি আমিও বন্দেমাতরম্ বোলেছি বোলে মিথ্যে কোরে আমায় ধোরেছে—যাক্ তুমি তবু এসে পোড়েছ তাই বাঁচালে—এখন নরেশ ভায়ার খবর কি ?

হরেন। সে জন্যে ভাব্‌বেন না ঠাকুরদা—আমারও আস্‌বার আগে আপনাদের সেই পুরোন নায়েব মশায় এসে মোকর্দ্দমার বন্দোবস্ত সব কোরে রেখেছিলেন—তবে কেস্‌টা আজ বোর্ডে উঠ্‌ল না—পুলিশ নিজে হোতে সময় নিয়েছে।

ঠাকু। সেকি তা হোলে কি নরেশ ভায়াকে এখনও জেলে।

হরেন। হ্যাঁ—তা আরো দুদিন কষ্ট পেতে হবে—কিন্তু আপনি আবার একি ফ্যাসাদে—হ্যাঁ হে—তা হোলে এর ত আবার এখুনি।

(ইনস্‌পেক্টরের পুনঃ প্রবেশ)

ইনস্। কেয়া আব্‌তক্ খাড়া হয়।

পাঃ। হুজুরকই হুকুম কা বাস্তে—

ইনস্। হাঁ হাঁ লে যাও—লে যাও—এই ভাগো ভাগো সব—কেয়া দেখ্‌তা —যাও যাও—　　　　[ইনস্‌পেক্টরের প্রস্থান।

পাঃ। চলো জি চলো—

হরেন। ওহে নিয়ে যায় যে—

রমেন। তাইত আর একটু আগে জান্‌লে—শনিবার কোর্ট এখুনি আবার বন্দ হোয়ে যাবে—দেখা যাকৃত চেষ্টা কোরে—আপনি ভাববেন না—আমরা এখুনি উপায় দেখ্‌ছি—

ঠাকু। আর দাদা—ব্যাগারে মুক্তি চান—দেশশুদ্ধ লোক কষ্ট পাচ্ছে—বুড়ো বলে অমনি পাবো পরিত্রাণ! যাক্ আমার উপর দিয়েও না হয় একটু হোয়ে যাক্। একটা কথা হরেন ভায়া—বড় বৌমার ভাইকে এ খবরটা দিও তিনিও আমার সঙ্গে আস্‌ছিলেন—ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ দু'জনে ছাড়াছাড়ি হোয়ে পোড়েছি।

পাঃ। আরে কেয়া আবতক্ বড়র বড়র কর্‌নে নাগা চলো—

(নেপথ্যে বন্দে মাতরম্)

ঠাকু। দোহাই বাবা বুড়ো মানুষ আর রুলের গুতো লাগিও না বাপধন—জীব্‌টা কেমন সড়্‌সড়াচ্ছে—যা বোলিনি পাছে বোলে ফেল্‌ি কখন—চোল্লুম দাদা—

[ঠাকুরদাদাকে লইয়া পাহাড়াওয়ালার প্রস্থান।

হরেন। ভাব্‌বেন না—আমরা এখুনি—

রমেন। চল ভায়া—দেখি যদি application টা এখনও দাখিল করা যায়।

হরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ চল ভাই—আহা বুড়ো মানুষ একি কাণ্ড!

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় উঃ। হ্যাঁদে—হ্যাঁদে—ও জীতেন—আমি ভাবলাম—

৩য় উঃ। যান যান এখন ঐ হ্যাঁদে হ্যাঁদে কোরে হ্যাঁদেতে থাকুন—আর কি মামলার কথা কানে যেতেই অমনি গামলার মতন হাঁ কোরে এলেন—নিদেন application এর দুটো টাকার ১॥০ টাকাও ত ট্যাকে আস্‌ত—এ' বড্ড কাম হোল।

২য় উঃ। আরে ভাই চটিস্‌ ক্যান্‌—কাজ কোর্‌তি গ্যালি অমন হোয়ে থাকে—তুই বা একটা ঠাং ধরি টান দিলি—আমুও একটা ধোরি টান দেলাম—ও অমন হোয়ি থাকেরে হোয়ি থাকে—কিন্তু ও ফাজিলটা কি করল বল্‌ দেহি—সব দিক স্থায়েই প্যাটে পুরল—

৩য় উঃ। বেশ কর্‌ল—এখন থাকুন ঐ হাঁ কোরে—

৩য় উঃ। হ্যাঁদে কপাল—কপাল—চল্‌। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঘরের সম্মুখস্থ দাওয়া

সৌদামিনী ও দামিনী।

দামিনী। আচ্ছা ভাই মেজবৌদি—আমি ত ওই পরশুদিনেও মেসমশায়কে খাবার দিতে গিয়েছিলুম—তা আমার সঙ্গে ত বেশ পরিষ্কার কথা কইলেন—কই একটুও ত মাথা খারাপের মত দেখ্‌লুম না!

সৌদা। তুই হয়ত তেমন লক্ষ্য করিস্‌নি—ডাক্তারে যখন একজামিন

কোরে বোলেছে তখন তারা কি ভুল বোল্‌বে। আমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝি বল্! এই সে দিনের কাণ্ডখানাই ভেবে দেখ্ না—শুধু ওঁকে নয়—মাকে পর্য্যন্ত নাকি খুন কোর্‌ব বোলে মার্‌তে ছুটেছিলেন—ওঁর মত মানুষের পক্ষে এ সব কি সুস্থ অবস্থায় সম্ভব ?

দামিনী। তাইত ভগবান হঠাৎ এ কি দুর্দ্দিন এনে দিলেন ভাই।

সৌদা। কি বল্লি ভগবান! তবু ভাল—আমি বলি বুঝি কলেজে পোড়ে ও নাম একেবারে পুড়িয়ে খেয়েছিস্—কই আগে ত অমন বোল্‌তে শুনিনি—ছোট্‌ঠাকুরপোর বাহাদুরী বোল্‌তে হয়—শুভদৃষ্টির আগেই এমনি দৃষ্টিতেই এতটা বদল। আজকাল দেখ্‌ছি সবই তোর কেমন বদলে যাচ্ছে—কে বোল্‌বে আর কলেজে পড়া মেয়ে—তা' ভাল্ লো ভাল—এইবার তোর মনস্কামনা ঠিক পূর্ণ হবে।

দামিনী। যাও ভাই মেজ বৌদি ও সব কি কথা ছিঃ—আমি এমনি কথায় কথায় একদিন কি একটা কথা বোলেছিলাম বোলে—তুমি সেই থেকে উল্টো ভেবে দিন দিন কি যে দাঁড় করাতে আরম্ভ কোরেছ—এমন কোর্‌লে আর তোমার কাছে বোল্‌ব না হ্যাঁ!

সৌদা। আহা—হা হা—উল্টো নয় লো উল্টো নয়—একেবারে ঠিক সোজাসুজি বাঁয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো—এ সৌদামিনী দেবীর ঘট্‌কালি—ভাবিস্‌নে—অমনি যাবে খালি!

দামিনী। যাও ভাই এই দুঃখের সময় বোল্‌তে গেলাম এক কথা—আর কি সব যে এনে বস্‌লে তার ঠিক নেই—বল্‌লাম সেদিন কে একজন বড় ডাক্তার দেখে গেছে সেকি বোল্লে ভাই!

সৌদা। সে ত বলেছে ভয় নেই—শক্ লেগে হঠাৎ ও রকম হোয়েছে—একটু সাবধানে একলা একলা ওঁকে এখন রাখ্‌তে হবে—কেন না লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হোলেই লজ্জায় নানা কথা ওঁর মনে হোয়ে মাথাটা আরো খারাপ হোয়ে যাবার সম্ভাবনা—সেই জন্যেইত

বাগানের দিকের সেই নির্জ্জন ঘরটায় থাক্‌বার ব্যবস্থা কোরে গিয়েছে।

দামিনী। তা ওষুধ পত্র কিছু খেতে হবে না?

সৌদা। তা আর হবে না—সে সব ব্যবস্থা কোরে গিয়েছে—কারুত সেখানে যাবার হুকুম নেই—সেই মার্‌তে যাওয়ার পর থেকে মা পর্য্যন্ত ভয়ে সেদিকে যান না ডাক্তারেও নাকি উপস্থিত যেতে বারণ কোরে দিয়েছে।

দামিনী। ওমা সেকি কথা—কাউকে না দেখ্‌তে পেলে আরও মন মাথা খারাপ হবে না!

সৌদা। তা অত বড় ডাক্তার না বুঝে কি আর বোলেছে লা—আমরা কি জানি যে কিসে কি হয়। যাতে হোক্ শিগির সার্‌লেই বাঁচি—ডাক্তারের কথা শুনেই ত চোল্‌তে হবে।

দামিনী। তা বটে—কিন্তু—আহা বড়বৌদির ভাই বড় লেগেছ—তিনিত ওঁর সেবা নিয়েই ছিলেন—মাসীমার অত বকুনিও গায়ে মাখ্‌তেন না—আমার কাছে দুঃখু কোরে রাগ কোরে বোল্‌ছিলেন "এ বাড়ীর দেখ্‌ছি সবই উল্টো"—ডাক্তার বদ্যিও জোটে তেমনি—এই শোকার্ত্ত বুড়ো মানুষকে এমন একলা ঘরে বন্ধ কোরে রাখলে মন মাথা ঠাণ্ডা হোয়ে সুস্থ হবেন এমন সৃষ্টি ছাড়া কথাও ত কখন শুনিনি—

সৌদা। তা তিনি বোল্‌তে পারেন ভাই—তোরা ত তবু কলেজে পোড়েছিস্ লো—তিনি এম্‌নিতেই মস্ত—বড়্ ঠাকুর অত বড় বিদ্বান প্রোফেসার মানুষ—তিনি তাঁকেই আমলে আনেন না—আমরা বাপু সোজাসুজি মুখ্যু মানুষ—ডাক্তার বদ্যি বাড়ীর পুরুষ মানুষরা যা ভাল বুঝ্‌বে—তার উপর বুঝতে যাবো—অত বুদ্ধি কোথায় পাবো ভাই—থাক্ ও সব কথা—হাঁলা সেই বইখানা পোড়্‌লি—কেমন দেখ্‌লি তোর ভাল লাগল?

দামিনী। খুব ক্ষমতাশালী লোকের লেখা বটে—পড়্বার সময় মনের মধ্যে খুব একটা সারা দেয়—তবে—

সৌদা। তবে কি তোর ভাল লাগল না?

দামিনী। ভাল লাগলও বটে আবার নাও বটে—

সৌদা। ওমা—সে আবার কি কথা—হাঁও বটে আবার নাও বটে—সে আবার কি রকম বটে লো—বড়দির গায়ের হাওয়া বুঝি—ওমা ঐ যে আস্ছেন।

(কমলা ও আদুরীর প্রবেশ)

কমলা। আদুরী, খোকাকে এইখানেই নিয়ে আয়ত বাছা—দুধ্টা খাইয়ে যাই—ঠাকুরকে কখন বোলেছি দুধ্টা জ্বাল দিয়ে রাখ্তে—কত বেলা হোয়ে গিয়েছে—তা বাবুর এতক্ষণে হুঁস হোল—নে শিগ্গির কোরে নিয়ে আয়।

(আদুরী যাইতে উদ্যত ও অপর দিক হইতে মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কোথায় যাচ্ছিস লা আদুরী!

আদুরী। এই বড় বৌদি খোকন মনিকে দুধ খাওবার লেগে—দুধ আন্তি বোল্লেন তাই আনতে যাচ্ছি মা ঠাকরাণ্—

মহা। হুঁ—সেইজন্যে—থাক্ আর আন্তে হবে না—

কমলা। ঠাকুরকে কখন্ বোলেছি দুধের কথা—তা সে হতভাগার এতক্ষণ হুঁস্ ছিল না—তাই খাওয়াতে দেরী হোয়ে গিয়েছে মা!

মহা। হাঁ সবাই হতভাগা—আর তুমিই সুভাগিনী সুবচনী কল্যাণী আমার তাই বাড়ীর কল্যাণ কোর্তে আর ঠাঁই পাচ্ছ না—তোমার পদ্ম হস্তের সেবায় বাড়ীর খোদ্ কর্ত্তার কেমন সু অবস্থা দাঁড় করিয়েছ—বংশের ঐ টুকু শিব রাত্রির সোল্তে—ওর উপর আর তোমার কল্যাণের

কায্ নেই—আমি পোড়ার মুখী চোক্ থাক্তে কানা—বাবা রাধারমণ নেহাৎ দয়া কোরে পাণ্ডা বাবার মুখ দিয়ে সে কথা আজ চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দিলেন তাই রক্ষে—পোড়া অদৃষ্ট আমার—আপনার চেয়ে পর ভাল—মা দামিনী আমি যেদিন না পারি—তুই বাছা খোকার খাওয়া দাওয়া দেখ্‌বি—এই আমার বলা রইল—তা এতে যার রাগ হয় হোক্—এমন কাল সাপ নিজে এনে ঘরে পুরলে গা—কি বোল্‌ব এখন ত আর ফেল্‌বার নয়—তাই বোলে জেনে শুনে ত আর সর্ব্বনাশ কোর্‌তে পারিনে—যা মা খোকাকে দুধ টুকু খাওয়াগে—আমি পুজো কোর্‌তে যাচ্ছি আর কাপড় ছাড়া হবে না—আদুরী যা তোকে আর দুধ আন্‌তে হবে না—যা মা আর দেরী কোরিস্‌নে—আমি চল্লুম—

কমলা। মা—মা—একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌তে পারি কি ?

মহা। অবাক্ কোরেছে—এর উপর আবার কথা! ভদ্রঘরের মেয়ে এমন বেহায়া ঘেন্না পিত্তি শূন্যী এতটা বয়সে এই নূতন দেখ্‌ছি অবাক্—বল কান আছে যখন না হয় শুনেই যাই—

কমলা। মাগো—আমি যে গরীব ছোট ঘরের মেয়ে—আমার আর থাক্‌বার মত কি আছে মা—দয়া কোরে এনে চরণে ঠাঁই দিয়েছ তাই আছি—নইলে আমি যে এ ঘরের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা তা নিজেই ঘাড় পেতে স্বীকার পাচ্ছি মা—সেজন্য নয়—

মহা। থাক্ রক্ষে কর—আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কোর্‌তে আসিনি—তোমার না থাক্ আমার এখনো সে হায়া ঘেন্নাটুকু আছে— একি পাপ গা এড়ালে এড়ান নেই—আবারো কথা—

(যাইতে উদ্যত)

কমলা। মাগো শুধু—শুধু একটা কথা—দুধ না খাওয়াই—খোকনকে শুধু এক আধ্‌বার কোলে নিলেও—তাতেও কি তার অকল্যাণ হবে

মা—দোহাই মা আপনার পায়ে পড়ি—বোলে যান্—দয়া কোরে শুধু এই টুকু—

মহা। ওমা—এত দিন শুধু গল্পেই পুত্না রাক্ষসীর মায়ার কথা শুনেছিলাম—তা' তুমি আজ সাক্ষাৎ তা দেখিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন কোরেছ বাছা—ধন্যি তোমায় গড় করি—ভাগ্যিস্ পাণ্ডা বাবা জানিয়ে দিলে—নইলে আরো যে কি কোর্‌তে মনে কোরলে প্রাণ কেঁপে উঠে—রক্ষে করো—আর কথায় কায্ নেই—অবাক্—অবাক্ কোরে দিলে বাবা—দামিনী যা বাছা আমি চোল্লুম। [মহামায়ার প্রস্থান।

দামিনী। হ্যাঁ—যাচ্ছি মাসিমা—

আদু। আহা তুমিও অবাক্—আর যারা শুন্‌লে তারাও অবাক্—কাণ্ডি খানা তবে শোন বৌ ঠাক্‌রুণ—আজ সকালকে গঙ্গার ঘাটে একটা দাঁত বের করা হিন্দুস্থানী মিন্সে "জয় বাবা বদ্যিনাথ" বোলে গিন্নিমার সম্মুখে হাজির—বোল্লে "আমি বাবা বৈদ্যনাথের পাণ্ডা আছি মায়ী—তোর মনে বড় একটা কষ্ট আছে দেখ্‌ছে—সেই শনি হোয়ে তোর সংসারে খারাপি কোর্‌ছে—তুইত লক্ষ্মী বেটার মা আছিস মায়ী—কেমন কিনা বোল্—হাঁ বাবা বোলে গিন্নি মা ঘাড় নাড়্‌লেন যে বেটার মাই বটে—আচ্ছা কঠো হামি বোলে দিচ্ছি বোলে মাটিতে খড়ির আঁচড় কেটে একবার কোরে গিন্নিমার মুখ পানে চায়—আর এক দুই তিন চার না না দুই দুই তিন দুই তিন বলে হোয়েছে বা হোয়েছে তিনই বটে"—বোল্লে, গিন্নিমা অমনি আপনিই চেঁচিয়ে উঠলেন—বাস্ আর যায় কোথায়—মিন্সে অমনি জেঁতে বোস্‌ল—তারপর গিন্নিমার কথাই নেড়ে চেড়ে গিন্নিমার কথা দিয়েই গিন্নিমাকে জল বুঝিয়ে দিলে—যে যাকে তিনি দেখ্‌তে পারেন না সেই বউটী থেকেই সংসারে তার যত সর্ব্বনাশ ঘট্‌ছে—বাস্ নিজের ধারণাই পাকা হোয়ে গেল এমন অবাক্ কাণ্ড কেউ শুনেছ গা—

দামিনী। বলিস্ কি আদুরী—তা তুই কেন্ কিছু বোল্লি না।

আদু। ওমা আমি আর বোল্‌ব কিগো—না আমি বোল্লে তখন আমার কথা কানে লয়—কে গঙ্গার ঘাটে গাল খেয়ে মর্‌বে মা—পোড়্‌ত মিন্সে আমার পাল্লায়—

সৌদা। তুই আর কি কোর্‌তিস্ তুইও অমনি ভুলে যেতিস্—

আদু। হয়গো হয়—আমি সে মেয়ে নয়—বেটা বদ্যিনাথের এঁড়ের নাক কান কেটে নিয়ে বদ্যির বাড়ী পাঠিয়ে তবে ছাড়্‌তাম—দিন দিন গিন্নিমার কিযে বুদ্ধি সুদ্ধি হোচ্ছে কে জানে—শাশুড়ী হোয়ে নিজের ঘরের লক্ষীকে কেউ এমন হেনস্থা করে গা—সবই অনাসৃষ্টি কথা—হ্যাঁ লোকে কয় বটে জোঁয়াজ পোয়াত্তির দৃষ্টি ভাল নয়—(মেজ বউয়ের প্রতি অলক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া) সে বরং একটা কথা বটে—কি আর বোল্‌ব বৌ ঠাক্‌রান্—সবই কপালের লিখা মা—কপালের লিখা—হ্যাদে—মেজ দাদাবাবু আসিতেছেন—এস বৌ ঠাক্‌রান দুঃখু করি আর কর্‌বা কি !

(কমলার যাইতে উদ্যত)

দামিনী। দাঁড়াও বৌদি—আমিও যাবো।

[কমলা, আদুরী ও দামিনীর প্রস্থান।

সৌদা। কপাল বটে—তাই বোলে শুধু অমনিতে কি আর এমন হয়—কার্ মনে কি আছে ভগবানই জানেন—আদুরী কিন্তু আমাকে ঠেস্ দিয়েই বোলে গেল—আস্পর্দ্ধাটা দেখ একবার—আচ্ছা থাক্—

(গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। কি গো—আজ এত মজলিস্ কিসের—স্বয়ং বড় গিন্নিও হাজির ছিলেন—তা আমায় দেখেই সোর্‌লেন যে—

সৌদা। ওগো—আজ যে এখুনি একটা মস্ত কাণ্ড হোয়ে গেল—

গণেশ। কি গঙ্গা ঘাটের কাণ্ড ত!

সৌদা। ওমা, তুমি কি কোরে জান্‌লে গো—

গণেশ। হুঁ—আমি এমন একটা বিদ্যে জানি যাতে বদ্যিনাথের পাণ্ডাও হোতে হয় না, দৈবিজ্ঞি আচার্য্যি বামুনও হোতে হয় না—এমনিতেই সব জানতে পারা যায়।

সৌদা। নাগো—আমার মাথা খাও—কি কোরে জান্‌লে বলনা—

গণেশ। মাথাই যদি খাবো তা হোলে আর শুনবে কে—

সৌদা। ঠাট্টা নয়—বলনা গা—কি কোরে বোল্লে—

গণেশ। সেদিন যেমন কোরে দামিনীর কথা বোল্লুম—

সৌদা। আহা—ভারিত— সেত আন্দাজী—

গণেশ। বটে—সেটা বুঝি একটা সোজা বিদ্যে—মেয়েদের কথা জানতে হোলে—ও বিদ্যের কাছে কোন কিছুই লাগে না—মা এখুনি যেতে যেতে—পাণ্ডা বাবার নাম কোরে ও খোকার নাম কোরে কি সব বোল্‌তে বোল্‌তে মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে চোলেছেন—শুনলুম তাই থেকেই সব জানতে পারা গেল আর কি—তোমাদের ঐ রসনাটী যে এক্স্‌রের চোদ্দ পুরুষ উঠে একটু নড়্‌লেই তোমাদের পেটের মধ্যে যা কিছু একেবারে পরিস্কার সব দেখিয়ে দেয়—এক্স্‌রে কাকে বলে জানত?

সৌদা। আহা জানি গো মশায়—জানি আমিত আর অজ্ঞ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে নই—আচ্ছা চালাকি কোর্‌ছ যে বড়—বল দেখি মা আজ বড়দিদিকে কি কোরতে বারণ কোরেছেন?

গণেশ। খোকার সম্বন্ধে বোল্‌ছত?

সৌদা। এঁ্যা—আচ্ছা কি কোর্‌তে বারণ কোরেছেন বলত'—দুধ খাওয়াতে না কোলে কোর্‌তে?

গণেশ। (সৌদামিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া) কি কোর্‌তে কি কোর্‌তে— হুঁঃ এই গিয়ে দুধও না খাওয়াতে কোলেও না কোর্‌তে—কেমন হোয়েছে—

সৌদা। ও তা হোলে সব শুনে টুনে এসে এখন চালাকি হোচ্ছে।

গণেশ। ব্যাস্ অমনি শুনে টুনে—এই দিব্যি কোরে বোল্‌ছি—আমি যদি সব ঠিক শুনে বলে থাকি—তা হোলে আজ রাত্রেই যেন আমার উপর ওলাবিবির কৃপা হয়—

সৌদা। কি সর্ব্বনাশ—চুপ্‌ চুপ্‌—মাগো ও আবার কি কথা— না— বাপু এমন কথা কি কেউ মিথ্যে কোরে বোল্‌তে পারে!

গণেশ। কেমন তা হোলে এখন বিশ্বাস হোলত—কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি নাড়ানাড়ি কোর না—তা হোলে আর এবিদ্যের কেরামতি থাকে না—আচ্ছা যে বিদ্যেতেই হোক—আমিত এত গুলো কথা না জেনেও সব বোলে দিলাম—তুমি একটা বল দেখি—মা হঠাৎ আজ বৌদির উপর এত চোটে উঠ্‌লেন কেন?

সৌদা। আহা—সে আদুরীর কাছে সব শোনা হোয়েছে মশায়—বড্ড জিজ্ঞেসা কোরেছ!

গণেশ। ব্যাস্—সে কথাত এখুনি সব হোল সে নয়—

সৌদা। তবে আবার কি!

গণেশ। হুঁ—দেখ পার্‌লে না বোল্‌তে—এ তোমার দৈবজ্ঞী পাওারও কর্ম্ম নয়—তোমারত নয়ই।

সৌদা। কি গা—কিগা, বল না!

গণেশ। এতদিন বাদে অলকা যে বাবাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাতে লিখেছে সে সেই ১০০০০৲ টাকা না নিয়ে অজয়কে দিয়ে তা ফিরিয়ে দিতে পাঠিয়েছিল—কিন্তু অজয় তা না কোরে সেই টাকা নিয়ে চুপি চুপি নাকি বিলেত না আমেরিকায় কোথায় চম্পট

দিয়েছে—অলকার এখন দুর্দ্দশার একশেষ্—একটী খৃষ্টানী ইস্কুলে টিচারি কোরে দিন কাটাচ্ছে।

সৌদা। ওমা কি সর্ব্বনাশ—শেষে ঠাকুরঝির ভাগ্যে এত ছিল—হাঁ গা—তা আমরা ত কেউ একথা শুনিনি—

গণেশ। শুনবে কি? একি বলবার কথা—না লোক জানাজানি কর্‌বার কথা—মা অবশ্য শুনেছেন—কিন্তু সেত আর কারুর কাছে ফুটতে পার্‌ছেন না—নিজের মনেই গুমরোচ্ছেন আর বৌদিইত ওকে ঢুকিয়েছিল তাই যত রাগ এখন বৌদির উপরই পোড়েছে—পাণ্ডার কথা উপলক্ষ মাত্র—নইলে এতদিন বাদে হঠাৎ এত বাড়াবাড়ী হোত না।

সৌদা। ওমা তাই বুঝি—আহা বাবার মাথাটাও সেই জন্যে আরো এত খারাপ হোয়ে গিয়েছে না গা!

গণেশ। হবারই কথা—এসব কাজে এই রকমই ঘটে—তখন যে বারণ কোরেছিলাম তা কিছুতেই শোনা হোল না—এখন বুঝলে—ভাল কথা হ্যাঁ গা—তোমাদের দামিনী কি আর সেই বই খানা ফিরিয়ে দেবে না—সে যে পরের বই—তার পড়া হোয়েছেত জিজ্ঞাসা কোরেছিলে?

সৌদা। হ্যাঁ—তার পড়া হোয়ে গিয়েছে—চেয়ে নেবো আখন।

গণেশ। বই খানা তার কেমন লাগ্‌ল—তোমায় কিছু বলেনি?

সৌদা। তুমি আস্‌বার আগে—আজ এখুনি তাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিলুম—সে আমায় মধ্যে মধ্যে অনেক গল্পের বই থেকে গল্প বোলে শোনায় কিনা—তুমি না বোল্লেও আমি তাই আপনা হোতেই তাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লুম তা বোল্লে লেখা তার খুব ভালই লেগেছে—তবে যে দেশের গল্প তাদের যত ভাল লাগবে আমাদের হয়ত তেমন না লাগ্‌তে পারে।

গণেশ। তা ঠিক তোমারও সে গল্প ভাল লাগ্‌বে না—যাক্ মোটের উপর তার ভাল লেগেছেত?

সৌদা। তা বোলেছে—

গণেশ। বইখানা তা হোলে ফিরিয়ে নিও—বইখানা আর একজন পোড়্‌তে চেয়েছে।

(আতুরীর পুনঃ প্রবেশ)

আতু। মেজ বৌ ঠাক্‌রান্—গিন্নিমা আপনারে গঙ্গাজল নে যেতে বল্‌তি বল্লে—

[আতুরীর প্রস্থান।

সৌদা। আচ্ছা যাচ্ছি যা—দেখ গো পুরোন হোলেই ঝি চাকরের আস্পর্দ্ধা বড় বাড়ে দেখ্‌ছি—মা আজ দিদিকে ঐসব বোলে যাবার পর—আমার পানে চোখ নেড়ে বোল্লে কি—হ্যাঁ লোকে কয় বটে—জোঁয়াজ পোয়াতির দৃষ্টি ভাল নয়—কথাটা আমাকেই যেন দিয়ে বলা হোল—বুঝলেত ?

গণেশ। হুঁ—এই বংশী বেটাকে দেখনা—ও বেটাও আর আমাদের কারু তোয়াক্কা রাখে না যাক্ দুদিন সবুর কর—পুরোন গোয়াল সব এক দিক থেকে শূন্য কোরব—কি বোল্‌ছিলুম তুমি যাও—মা ডাকছেন যখন—তাঁর আবার মেজাজটা আজ ভাল নেই।

সৌদা। হ্যাঁ যাই—কিন্তু যাই হোক বাপু মা আজ যা কোরে দিদিকে বোল্লেন—তাতে আবার খোকার সম্বন্ধে ঐ সব বলা—আহা বেচারি এম্‌নিতে দিন রাত্রি খোকা খোকা কোরে অস্থির—চব্বিশ ঘণ্টাইত খোকার খেজ্‌মতি নিয়েই আছে—শুনে বড় কষ্ট হোল—তবে কে জানে বাপু কার পেটে কি—কি বল এ্যাঁ !

গণেশ। হুঁ—ও নিয়ে আর আমাদের মাথা ঘামিয়ে কি হবে বল—মা যা ভাল বুঝেছেন কোরেছেন—তুমি যাও আমি নাইতে যাই বেলা হোল—

সৌদা। হ্যাঁ—যাও দেরী কোর না—আমি জলটা দিয়ে আসছি—

[সৌদামিনীর প্রস্থান।

গণেশ। কি মজার কারখানা দেখ—দামিনীটাকে আমার আলমারিটা ঘাঁট্‌তে দেখে আর মেজোর কাছ থেকে ওর মনের ভাব জেনে যখন এ বইখানা এনে রেখেছি, তখন যে মতলব হাসিলের জন্য আনা তা যে এত সহজে ঘটাতে সুযোগ পাবো তাকি জানতুম—বইখানা যখন আপনা হোতে পড়্‌বার জন্যে বেছে নিলে তখনও ভেবেছি টোপ্‌টা যদিও গেলে—ওকে দিয়ে সে কার্য্য কর্‌বার অপারচুনিটী কি কোরে পাওয়া যাবে—কি আশ্চর্য্য—ঠিক সেই সুযোগই উপস্থিত—একেই বলে Will force. Every thing depend upon will—this is the fundamental principle of creation.—আমি যদি ইচ্ছে না করি কই কোন কাজটা হয় হোক দিকিনি দেখি—হুঁ সেটি হোচ্ছে না—এখন আর কিছু নয় ইমালসনের শিশিটার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এই বিষের শিশিটাও রেখে দিতে হবে—তার পর এই বইয়ের হিরোয়িনের সমভাবাপন্ন মনের অবস্থায় ওরও যদি সেই রকম কর্‌বার ইচ্ছে হয় বাস্ তা হলেই মার দিস্ কেল্লা—ধরি মাছ না ছুঁই পানি—ও ক্ষুদ্র কণ্টক টুকুও রাখা হবে না—সকল দিক থেকে নিষ্কণ্টক হোতে হবে

(বংশীর প্রবেশ) কেরে!

বংশী। এজ্ঞে—আমি গো দাদা বাবু।

গণেশ। কিরে—

বংশী। এজ্ঞে—হারান ঠাকুর বড্ড কান্নাকাটি কর্‌ছে দাদাবাবু—ওনার একটা গোতি কোরে দ্যান্ দাদাবাবু—গরীব বড় বিপদে পড়ছে—ওর ছ্যালেটারও ঐ রুগ ধর্‌ছে—না যায়ি থাকে কেমন করে।

গণেশ। যা যা—সব মিথ্যে কথা—অমনি ছেলেটারও ঐ রোগ ধোর্‌ল'—

তুই যা তোকে আর ওকালতি কোরতে হবে না—তুই আপনার কায্ দেখ্‌গে যা—ওসব হবে টবে না—

বংশী। সে কি কথা দাদাবাবু—এমন অমঙ্গুলি কথা কেউ কি মিথ্যে করি কইতে পারেগা—তায় আবার নিজের ছেলের নামে—

গণেশ। দেখ্ বংশী তোর্ দেখছি দিন দিন বড্ড বাড়্ বেড়েছে—সব তাতে মুখের উপর কথা—আমি বুঝিনা সব তুই বুঝিস্—তাই আমাকে এসেছিস উপদেশ দিতে না! চোলে যা বোল্‌ছি এখুনি এখান থেকে—না আর দেখ্‌ছি চোল্লনা—এসব দূর কোরে দিতে হবে।

[গণেশের প্রস্থান।

বংশী। হা রি ভগবান—গরীবের কেউ নয়—দূর ত হোতেই হবা দেখ্‌ছি—মনে ত করি এখুনি যাই—তা পোড়া মায়া করব কি—না গরীবের কেউ নয়—গরীবের কেউ নয়—এ মস্ত বিপদে পড়ছে—তা ওর মাহিনাও দিবা না আর যাতিও দিবানা—মনিব বলি কি মাথাটা কিনছ! হঃ—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কি হোল বংশী বোল্লি!

বংশী। কি বল্‌বো বৌদি—বল্‌তি গেলাম—তা আমাকে পর্য্যন্ত দূর দূর করি আলো—গরীবের কেউ নয় বৌদি গরীবের কেউ নয়।

কমলা। তুই আমার সঙ্গে আয় বংশী—আমি কিছু দিচ্ছি—চুপি চুপি দিয়ে আয় গে—আহা এত বড় বিপদ—যাদের জন্যে চাকরী কোরতে আসা—তারাই যদি—

বংশী। এই কয়তো বৌদি কওতো—গরীবের মায়া কি—মায়া নয় গা—

কমলা। কি জানি বাপু তোমাদের মেজ বাবুর কি কাণ্ড কারখানা—আয় বংশী—

বংশী। চলেন বৌদি—দ্যাখ্‌ছি—আপনগোর পূণ্যিত সংসারটা এখনও ট্যাকিয়ে রাখ্‌ছে—তা মেজ বাবুর যা রকমখানা তা ওবে কি হবা জানি না— [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জেলখানা

কয়েদীগণ ও নরেশ

১ম কঃ। তুমি বুঝ্‌ছ না হে পুলিশ এখন ন্যাকা সাজ্‌ছে। ভদ্রলোককে শুধু শুধু জড়িয়ে ফেল্‌বার চেষ্টায় ছিল। এখন হালে পানি না পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছে।

২য় কঃ। না ভাই—তা কি কোরে বলি—সত্যি আমার নামে পোষ্টাল ছাপ মারা চিঠি দেখ্‌লুম।

১ম কঃ। কিন্তু তাই যদি হবে—তাহোলে যে চিঠি পাঠালে সেকি এমনিই বোকা জেন—খামের ঠিকানায় কয়েদীর নামে চিঠি পাঠাতে যাবে—তাও আবার যে সে আসামী নয়—কনস্প্রেসী কেসের আসামী।

২য় কঃ। ঐ পয়েন্ট ধোরেই ত ওঁর পক্ষের উকীল ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোঝালে যে সম্ভবতঃ—ষড়যন্ত্রকারী যারা তারা এমন হাবার কাজ কোর্‌তেই পারে না—আর আমাকেও যখন ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা কোর্‌লে যে তুমি একে চেন—আমি তখন প্রথমেই ঈশ্বরের নামে শপথ কোরে জোরের সঙ্গে এমন সরলভাবে অস্বীকার কোরে বুঝিয়ে বোল্লাম যে জুরিরা আমার কথায় এতদূর 'ইম্প্রেশড্‌' হোয়েছিল যে সকলেই একবাক্যে মত জানালে যে না এ চিঠি একেবারেই জাল—এ নিশ্চয়ই আসামীর

কোন গুপ্তশত্রুর কাজ—তা' ছাড়া চিঠিতে যে সব বিষয় লেখা ছিল—পুলিশ আরও কোন প্রমাণ না দেখাতে পারায় কেস্‌টা আপনা হোতেই ফেঁসে গেল।

১ম কঃ। যা হোক ভাই ঔর বরাৎ জোর বোল্‌তে হবে যে ব্যাঘ্রের গ্রাসের মধ্যে পোড়েও অমনি অমনি মুক্তি পেলেন।

২য় কঃ। তা ভাই যা বলো আর যাই কও—দেখলুমত অনেক—পুলিশকে নিন্দে কোর্‌লে কি হবে—ওরা যাকে ধরে তা প্রায় ঠিক দোষীকেই ধরে—পারত পক্ষে সহজে বড় ভুল হয় না—আচ্ছা মশায় মনে কোরে দেখুন দেখি—আপনার কে এমন কোন শত্রু আছে—যাকে সন্দেহ কোর্‌তে পারেন।

নরেশ। কই—আমারত কাউকে মনে হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ও আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন—তাকেও আমি ঐ জবাবই দিয়েছিলাম—তবে এই টুকু বোলেছিলাম—যে আমি পল্লী সংস্কারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় গ্রামের কোন কোন লোক আমার উপর অসন্তুষ্ট থাক্‌তে পারেন—কিন্তু তাদের দ্বারাও এ রকম কার্য্য করা আমি অসম্ভব বোলেই মনে করি।

১ম কঃ। যা হোক মশায় আপনি একেবারে নির্দ্দোষী মানুষ খালাস পেলেন এতে আমরা বড়ই খুসী হোলুম—আপনার সঙ্গে আলাপ কোরেও যথেষ্ট আনন্দিত হোয়েছি। আপনার কথা শুনেও আমাদের মনে অন্ততঃ আমার নিজের দিক থেকে বোল্‌তে পারি আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে আমরা ভুল পথেই চোলেছি—বামন হোয়ে চাঁদ ধোর্‌তে যাওয়ার মত—এ একেবারেই মিথ্যে প্রয়াস—আপনি যা বোল্লেন সকল শক্তি উদ্বোধন না হোলে কোন জাতি শুধু এমন পাপ নীতির অনুকরণ কোরে স্বাধীন হোতে পারে না—এখন দেখ ছি ঐ কথাই ঠিক্।

নরেশ। আমার ত এই রকম ধারণা—তবে বোল্‌তে পারেন—পরাধীন জাতীর পক্ষে সকল শক্তির উদ্বোধন হওয়ার পক্ষে বাধা অনেক—কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সকলের সহিত বিরোধ না কোরে—বরং তাহারই সহচর্য্যেতেই ক্রমশঃ নিজেদের বল সঞ্চয় করাই দুর্ব্বলের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত নয় কি!

২য় কঃ। কিন্তু মশায় সবল তার নিজের স্বার্থত্যাগ কোরে দুর্ব্বলকে তা' কোর্‌তে দেবে কেন?

নরেশ। হ্যাঁ—কিন্তু তবু মানুষের এমনি—কার্য্যক্ষেত্রে বাধ্য বাধ্যকতায় পোড়ে একদিন না একদিন তাকে দিতে বাধ্য হোতেই হবে।

২য় কঃ। একদিন না একদিন—তবেই হোয়েছে—সেদিন যে একেবারে সুদূর পরাহত মশায়—ততদিনে যে জাত্‌টার অস্তিত্বই থাকে কিনা সন্দেহ।

নরেশ। বিলম্ব হোতে পারে মানি—কিন্তু তাই বোলে আপনারাও যে পথ ধোরে চোলেছেন তাতেও যে অল্প আয়াসে তার চেউতে তাড়াতাড়ি কৃতকার্য্য হবেন—সে আরও সুদূর পরাহত—অন্ততঃ আমার ত এইরূপ ধারণা—যেখানে জাতির জাতীয়দ্বন্দ সমষ্টী নিয়ে বিচার—সেখানে সাময়িক উত্তেজনায় স্বদেশ হিতৈষিতার দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে নির্দ্দোষীর হত্যা সাধন—এতটা অন্যায় অত্যাচার অধর্ম্মের আশ্রয়ে মনুষ্যত্বের নামে স্বাধীনতার দাবী করা—হীন দাসোচিত অক্ষমতারই অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু আমার মনে হয় না—ক্ষমা কোর্‌বেন আপনাদের সহানুভূতি সদাশয়তার ফলেই আজ আমি মুক্তি লাভ কোর্‌লেম—সেজন্য আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ জান্‌বেন—যা বোল্লেম এ আমার নিজের একটা ধারণা মাত্র—সেজন্য রাগ কোর্‌বেন না।

২য় কঃ। সেকি কথা মশায়—মানুষ মাত্রেই ধারণার তফাৎ হোয়েই

থাকে—এতে রাগের কি আছে—বরং বিনা দোষে আপনি যে তিন দিন আমাদের সঙ্গে কারাবাস কোর্‌লেন—এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

১ম কঃ। ওহে সে বৃদ্ধটীর কি হোল জান?

২য় কঃ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—জেলারের মুখে শুনেছিলাম সে বেচারীরও খালাসের হুকুম হোয়ে গিয়েছে—এই দেখ তুমি বল্‌ছিলে পুলিশ কখন অমনি ধরে না—তা শুধু—ইনি নন্‌ আমরা পাঁচ জনে বন্দে মাতরম বলে চেঁচালাম আর বুড়ো বেচারীকে শুধু শুধু ধর্‌লে কেন বল দেখি—

১ম কঃ। আহে অমন গোলমালে দু'একটা ভুলচুক্‌ হোয়ে থাকে—নেহাৎ বেচারারও অদৃষ্টের দোষ—ঐ যে ওকে সঙ্গে কোরে জেলার এই দিকেই আস্‌ছে—

(ঠাকুর দাদাকে সঙ্গে লইয়া জেলারের প্রবেশ)

জেলার। আপনি ত চেনেন বোল্লেন—দেখুন দেখি কে—আমি ততক্ষণ একটা কাজ কোরে আস্‌ছি। (অন্য দিকে গমন)

নরেশ। একি ঠাকুর দা আপনি এখানে যে!

ঠাকু। আর বলো কেন দাদা—যাকে বলে গেরোর ফের আর কি —এসেছিলাম তোমারি মোকদ্দমা তদ্বিরের জন্যে—তা' আদালতে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে নিজেই পোড়্‌লাম মোকদ্দমার খপ্পরে—কতগুলো স্বদেশী ছেলের দল বন্দে মাতরম্‌ বোলে চেঁচাতে সুরু কোর্‌লে—তাদের সঙ্গে শুধু শুধু আমাকেও এসে ধোর্‌লে—বল্লুম ধর কেন বাপু আমি এসেছি মোকদ্দমা দেখ্‌তে তা' পাহাড়াওয়ালা সাহেব বুঝিয়ে দিলে যে মোকদ্দমা দেখ্‌তে আস্‌ছে ত কি হোচ্ছে—একি তোমার বাপের সাধি হোচ্ছে—অর্থাৎ এখানে মোকদ্দমা দেখাও যা বাপের সাধি দেখাও তা'—তারপর বিনা বাক্যে আস্‌তে হোল এই রাজা বাহাদুরের

থাস্ মোকামে—কিন্তু এখানে এসে দেখি যে বাপের সাধির কোন লক্ষণ নেই বরং রাজ্যশুদ্ধ লোকের বাপের শ্রাদ্ধের খুব ধুম আয়োজন চোলেছে—তখন বুঝ্‌লাম যে আমার মত সৎব্রাহ্মণ আর পাবে কোথায় তাই ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্যে আমাকেই এনেছে—তিন দিন ধোরে বুকৃড়ি চালের আমানির পরামান্ন পরিতোষ ভোজনই হোয়েছে—এখন চল ভায়া দুই নাতি ঠাকুরদাদায় ভোজন দক্ষিণে নিয়ে গুটি গুটি বাড়ী ফিরি আর কি!

১ম কঃ। বলেন কি মশায়—এর উপর আবার দক্ষিণে চান নাকি!

ঠাকু। এঁ্যা—বলো কি বাবা তা কি হয়—নইলে বামুন বোলে কিসের পরিচয়।

১ম কঃ। আজ্ঞে পরিচয় দক্ষিণে আর কায্ নেই—একেবারে যে দক্ষিণ মুখো হোতে হয়নি—সেইটেই ভাগ্যি মেনে যান—

২য় কঃ। হ্যাঁ—দক্ষিণে পাওয়া নয়—বরং উল্টে জেল্ দরজা পার হবার সময় কিছু দক্ষিণে না দিয়ে পান কিনা পরিত্রাণ—তাই এখন দেখুন গে।

ঠাকু। আহা ভায়া যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি—তাই বোলে চাল ভাজা বোলে মুড়ির মান খোয়ানটা ভাল কি—সেটা মনে মনেই থাক্ না—বোলে কেবল কষ্ট পাওয়া বইত নয়—আর যেমন এই দেখনা—বুড়ো দাঁত নেই তবু এখন বেঁচে আছেন রসনা—খাই না খাই মুড়ির মায়া ভুলতে পারি না—বামুনের ছেলে বাপের সাধি বোলে শুধু শুধু গারদে দিলে ঠেলে—তিন দিন খাইয়ে বুকৃড়ি চালের রান্না—দিলে যে আক্কেল সেলামি দক্ষিণে বলি সেটাও ত কম না—

১ম কঃ। বা বেড়ে লোকত মশায় আপনি—এমন হাস্য রসিক সদানন্দ পুরুষের সঙ্গ পেলে—কারাযন্ত্রণাও ভুলে থাকা যায়।

ঠাকু। বলি আর মায়া বাড়িয়ে কাজ কি—এ বুড়ো হাড়ে আর তা সবে

কি—এবারকার মত এইখানেই হোক্ ইতি—আশ্চেবারে না হয় দেখা যাবে ফিরে ফিরৃতি।

নরেশ। ঠাকুরদা আপনি ত এখানে—আপনার কথা এঁদের মুখে শুনেছি কিন্তু আপনি যে তা ঠিক জানতাম—তা' হোলে আমার হোয়ে উকীল নিযুক্ত কোরলে কে! দাদারা নাকি!

ঠাকু। রাধাকৃষ্ণ তাঁরা এখন ব্যস্ত ভারি—যে যার খুজ্‌ছেন নিজের ইষ্ট—তোমার সেই বন্ধু হরেন ও তোমাদের সেই পুরোন নায়েব তারাই সব কোরেছে—আর বোধ হয় ওদের সঙ্গে তোমার বড়বৌদির ভাইও আছে।

নরেশ। হরেনকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম বটে—কিন্তু বৌদির ভাই

ঠাকু। তাঁকে তোমার বৌদির ভাই চিঠি দিয়েছিলেন—তিনি আমার সঙ্গেই আস্‌ছিলেন—পথে আস্‌তে আস্‌তে ভিড়ের মধ্যে পোড়ে দুজনে হাত ছাড়াছাড়ি হয়—

(জেলারের পুনঃ প্রবেশ)

জেলার। কই মশায় দেখ্‌তে পেলেন—আর দেরী কোর্‌ছেন কেন—এখনও এখানকার মায়া ভুলতে পাচ্ছেন না নাকি!

ঠাকু। আজ্ঞে বলেন কি মশায় একি যে সে মায়া—যাকে বলে কায়া গেলেও থাকে ছায়া—মোলেও ভুল হবে না মশায় ঠিক থাকৃবে মনে। এস ভায়া—

জেলার। এরি নাম নরেশ বাবু।

ঠাকু। আজ্ঞে—হ্যাঁ—ইনিই—

জেলার। আসুন মশায়—আপনাদের দুজনেরই খালাসের হুকুম হোয়েছে।

[নরেশ, ঠাকুরদা ও জেলারের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাধারমন ঠাকুর ঘরের সম্মুখস্থ দাওয়া

কমলা। ঠাকুর তুমিও আমায় আজ ত্যাগ কোর্‌লে—তবে আর কেন—তোমারই দান এ জীবন তুমিই তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে অভাগীকে ছুটী দাও প্রভু—নইলে আর যে পারিনে—ছোট বেলায় যে কদিন বাপ্ মার কাছে কাটিয়েছি—সুখের স্মৃতি সেই অবধি—তাও গরীবের ঘরে মেয়ে হোয়ে জন্মেছি বোলে—কখন' মার ঠিক হাসি মুখ দেখিনি—তাই শত আনন্দের মধ্যেও মার সেই লুকান দীর্ঘ নিশ্বাস চির দিনের মত বুকে বিঁধে আছে—তার পর নারী জীবনের যা প্রধান সুখ যা পেয়ে মেয়ে মানুষ সব জ্বালা ভুলে যায়—স্বামী আর পুত্র—সেও ত এই হোল—দেবতার মত স্বামী লাভ কোরেও কখনও তাঁর সুদৃষ্টিতে পোড়্‌লাম না—উল্টে নারী জীবনের যা সব চেউতে বড় অভিশাপ বিনা দোষে তাই ভাগ্যে ঘোটল'—আর পুত্র নিজের হোল না—পরের নিয়ে ভুলেছিলাম—তাও সইল না—শেষ সম্বল এক তুমি ছিলে প্রাণের সকল দুঃখুঃ সকল জ্বালা চোখের জলে তোমার চরণে দিয়ে নিবৃত্তি পেতুম—তাও আর পাব না—হুকুম হোয়েছে—তোমার ঘরে ঢোকা পর্য্যন্ত আমার বারণ—ঠাকুর—ঠাকুর—তোমার এ পাষাণ মূর্ত্তিকেই যে এতদিন আমি প্রাণের ঠাকুর বোলে জান্‌তুম—কিন্তু অভাগীর ভাগ্যে তুমিও আজ সত্যি পাষাণ হোয়ে গেলে—তবে আর কেন—আর কি নিয়ে থাক্‌ব প্রভু!

(পশ্চাৎ হোতে ধীরে ধীরে দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। বৌদি, বৌদি!

কমলা। এঁ্যা—কে দামিনী!

দামিনী। এখানে এমন একলাটী কি কোর্‌ছ বৌদি! আজ এখনও ফুল তুল্‌তে যাওনি!

কমলা। ফুল! আর কার্ জন্যে ফুল তুলব' ভাই—আমার রাধারমন আরত সে রাধারমন নেই—তিনিও যে পাষাণ হোয়ে গিয়েছেন—দামিনী—রাধারমন কি কোরে এমন পাষাণ হোলেন—কি কোরে এঁ্যা—বোল্‌তে পারিস্ দামিনী!

দামিনী। ওমা তাহোলে যা শুন্‌ছিলাম—তাই—মাসীমার কি সত্যি সত্যিই মাথা খারাপ হোয়েছে গা—দেখ বৌদি, তোমাকে কদিন ধোরে একটা কথা বোলব' বোলব' ভাব্‌ছি—কিন্তু না থাক্—দেখি আরো দুদিন—তবে একটু না বোলেও থাক্‌তে পার্‌ছিনে—

(শঙ্কিত ভাবে ইতঃস্তত: নিরীক্ষণ করন)

কমলা। কি দেখ্‌ছিস দামিনী!

দামিনী। না দেখ্‌ছিলুম কেউ আছে কিনা—দেখ ভাই বৌদি সংসারে আজ কাল যে রকম কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছি—তাতে মনে হয় যে এর মূলে একজন আছেন যাঁর জন্যে এ সব ঘোট্‌ছে—

কমলা। কে আবার থাক্‌বে—না দামিনী—আমি ত জানত কারুর কখন এমন কিছু করিনি যে আমার শত্রু হোতে যাবে—ও আমার জন্মান্তর ঋণের কর্ম্মফল—আমি নিজেই নিজের শত্রু।

দামিনী। শুধু সে জন্যে বল্‌ছিনে বৌদি—এই মেসোমশায় কথাই ভেবে দেখ না—যে জন্যে তুমি নিজেই সে দিন অত দুঃখু কোর্‌ছিলে—তোমার কি মনে হয় বৌদি—তিনি সত্যই পাগল হোয়েছেন—দুঃখের ঝোঁকে নানা কথা কন্—এম্‌নিতে কথাগুলো এলো মেলো বোধ হোলেও—সেকি ঠিক পাগলের কথা বৌদি—না শুধু বুক ফাটা দুঃখের কাঁদুনী—সে দিন যেমন দুঃখে রাগে খুন কোর্‌ব' বোলেছিলেন বোলে

—মাসীমার পর্য্যন্ত ধারণা যে সত্যিই তিনি পাগল হোয়ে গিয়েছেন—খুন করাও নাকি তার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়—এ সব কি ঠিক কথা বৌদি।

কমলা। চুপ্—আস্তে কথা ক' দামিনী—আমার রাধারমনই যখন পাষাণ হোয়ে গিয়েছেন তখন আমায় আর কি বোল্‌ছিস ভাই।

দামিনী। না বৌদি ঠাকুর কখন পাষাণ হন্ না—এ সব মানুষ পাষাণেরই কাজ—আজ এখুনি বংশীতে বামুন ঠাকুরে কথা হোচ্ছিল—আড়াল থেকে যেতে যেতে শুন্‌তে পেলাম—বামুন ঠাকুর দুঃখু কোরে বোল্‌ছে —"ক'দিন ধোরে মেজ বাবুর হুকুম মত জানালা দিয়ে কর্ত্তাবাবুর জন্যে খাবার দিয়ে আস্‌ছি—তা' রোজ্ দেখি যেমন খাবার তেমনি পোড়ে থাকে—তা' দাদা বাবুরাও কেউ খোঁজ করে না—গিন্নিমা পর্য্যন্ত নয়—মেজ বাবুর কড়া হুকুম কারুর সেদিকে যাবার পর্য্যন্ত হুকুম নেই।"

কমলা। এঁ্যা—বোলিস্ কি দামিনী—বাবাকে এম্‌নি কোরে রেখেছে।

দামিনী। বামুন ঠাকুর সব কথা খুলে বোল্‌তেও ভয় খাচ্ছিল—বংশী নানা কথায় চালাকি কোরে পেটের কথা বার কোরে নিচ্ছিল—আর রাগে মুখ খানা লাল কোরে এদিক ওদিক চাচ্ছিল—এ সব কি কাণ্ড বল দেখি বৌদি—আমার ত' সব দেখে শুনে পেটের মধ্যে হাত পা সেঁদিয়ে গেছে।

কমলা। দামিনী—আর রাধারমন এই সব চক্ষু মেলে দেখ্‌ছেন।

দামিনী। আচ্ছা বৌদি বাবার কথা ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনি!

কমলা। তুইত সব জানিস্ ভাই—আমার কথা কে শুন্‌বে—আমি কি মানুষ—মিথ্যে হোয়ে আছি শুধু শাস্তি ভোগের জন্যে—তুইও সব দেখ্‌ছিস্—আমিও সব দেখ্‌ছি—কিন্তু বল্‌বার কিছু নেই—জ্বালা—জ্বালা—শুধু জ্বালা—মা ঠিকই বলেন—আমি হতভাগীই এ' সংসারের কাল—আমি থাকৃতে আর এ' সংসারের ভালাই নেই।

দামিনী। কি যে বলো বৌদি—কষ্টে কষ্টে তোমার দেখ্‌ছি—মন মাথা কি রকম হোয়ে গিয়েছে—তুমিও যেমন ঐ দুষ্মণ পাণ্ডাবেটাদের কথায় আবার বিশ্বাস করা—মেয়েদের কাছে যত সব ঐ রকম অনাসৃষ্টি কথা কোয়েই ওরা ঠকিয়ে বেড়ায়—মাসীমারও হোয়েছে যেমন—আচ্ছা ভাই বৌদি বোল্‌ছিলাম কি—এক কাজ কোর্‌লে হয় না—তাঁকে একবার চিঠি লিখে জানালে হয় না—

কমলা। কাকে দামিনী!

দামিনী। যিনি জেলে রোয়েছেন!

কমলা। এঁ্যা—কাকে ছোট্ ঠাকুরপোকে!

দামিনী। হ্যাঁ বৌদি—আমার মনে হয়—তিনি নিশ্চয় এ সব কিছু শোনেন্‌নি তাহোলে কখনই না এসে থাক্‌তে পার্‌তেন না।

কমলা। হুঁ—বাবা রাধারমণ—কি বোলব'—কি বোলব'—নিজে পাষাণ হোয়ে গেছ আমাকেও একেবারে পাষাণ কোরে দাও—পাষাণ কোরে দাও—নইলে আর যে পারিনে ঠাকুর!

দামিনী। ওকি বৌদি এ কথায় অমন কোরে উঠলে কেন ভাই!

কমলা। পাষাণ—পাষাণ—বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে দামিনী—সবাই যে এখানে পাষাণ হোয়ে গিয়েছে—আমিও যদি অম্‌নি পাষাণ না হোয়ে যাই—তাহোলে কি বাবার আজ এ অবস্থা হয়—না ঠাকুরপোকেও আমি চিঠি না লিখে থাক্‌তে পারি।

দামিনী। এ সব কি বোল্‌ছ বৌদি—কিছুত বুঝতে পারছিনে—

কমলা। না কিছু না ভাই—দেখছিস্‌নে আমার কি মন মাথা ঠিক আছে—কষ্টে কষ্টে কেমন হোয়ে গেছি—কি বোল্‌তে কি বলি তার ঠিক্ থাকে না—হ্যাঁ দামিনী! খোকামণি তোর্ কাছে বেশ দুধ খায়—কান্নাকাটি করে না।

দামিনী। অনেক সময় আমার কোলেও থাক্‌ত কিনা—তাই তেমন কাঁদে

বটে না—কিন্তু দুধ খাবার সময় প্রথম কেমন একটু খুৎ খুৎ করে—ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে এদিক ওদিক চায়।

কমলা। আহা বাছা আমার! মুখেত বোল্‌তে পারে না—তবু তারও ত' প্রাণ আছে এঁ্যা! মা তবু তোকে বোলে ভাল কোরেছেন দামিনী—তোর্ কাছে ওর যত্ন হবে—তাই জেনে আমি বেঁচেছি দামিনী—তবু ত যত্ন হবে।

দামিনী। তাহোলেও তোমার প্রাণে যে কি কষ্ট তাত আমি জানি বৌদি—আবার খোকারও যে কি রকম হয় তাও দেখ্‌ছি—যখনি ফ্যাল্‌কা মুখে এদিক ওদিক চায়—তখনই আমার প্রাণটা এমন কোরে ওঠে, মনে হয় ছুটে চুপি চুপি তোমার কাছে নিয়ে যাই।

কমলা। না দামিনী—সাবধান—কখনও তা' করিস্‌নে—মা তাহোলে আর রক্ষে রাখ্‌বেন না—তোর কাছে ওর কখন অযত্ন হবে না—ছ্যাখ্ তোর্ আমার কথা ছেড়েই দে—খোকামনিকে যে দেখ্‌বে সেই ভালবাসবে—না দামিনী! কি সুন্দর খোকামনি! না, না তুইই ওকে মানুষ কর্ দামিনী—তুইই ওকে মানুষ কর্—খোকামনি আর একটু বড় হোলেই আমাকে ভুলে যাবে—আমি রাধারমণকে তাই বলি—আমাকে তুমি পাষাণই কোরে দাও—খোকামনি আমাকে ভুলে থাক্।

(ত্রস্ত ভাবে হরচন্দ্রের প্রবেশ)

দামিনী। ওমা একি! বৌদি বৌদি—দেখ দেখ মেসোমশায় কোথা থেকে এই দিকেই আস্‌ছেন—আহা কি চেহারা হোয়ে গেছে—দেখ!

কমলা। এঁ্যা—কই কই—বাবা বাবা তোমায় এরা এত দিন কোথায় রেখে দিয়েছিল বাবা! সেই বাগানের পাশে ঘরটায় বুঝি! আমাদের যেদিকে কারুর যাবার হুকুম ছিল না—বাবা! বলে ভারি অসুখ—

ডাক্তার নাকি বারণ কোরে দিয়েছে দেখা সাক্ষাৎ কোর্‌তে—সত্যি কি বাবা ?

হর। চুপ্‌ চুপ্‌—আস্তে মা আস্তে—লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি—লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি—বাগানের দিকের সেই পুরোণ জান্‌লার কপাট্‌টা আল্‌গা ছিল—আজ নজরে পোড়্‌তে যেমনি একটু টেনেছি—অমনি খুলে গেল—আর সেইখান দিয়ে পালিয়ে এলুম—

কমলা। বল কি বাবা তোমায় এম্‌নি কোরে আট্‌কে রেখেছিল—আর বলে কিনা অসুখ! কিন্তু কি কোরে তোমায় সেখানে নিয়ে গেল বাবা—অসুস্থ অবস্থায়? না নিজেই গিয়েছিলে—

হর। না না—সেদিন সেই যে খুব চেঁচামেচি করার পর ক্লান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে পোড়েছিলাম কিনা—ঘুম ভেঙ্গে দেখি সেই বিছানাতেই শুয়ে আছি—কিন্তু সে ঘরে নয়।

কমলা। ওমা একেবারে খাটিয়ায় বিছানা সুদ্ধ তুলে নিয়ে গেছে !

হর। চুপ্‌ আস্তে—কিন্তু এখন কি কোরে পালাই বল্‌ দেখি—কোন রকমে পুলিশকে না জানাতে পার্‌লে—এদের হাত থেকে মুক্তি নেই—কিন্তু কি কোরে যাই—এখুনি দেখ্‌তে পেলেই ধোর্‌বে—চেঁচামিচি কোরে পাড়ার লোককেও কাউকে যে ডাকবো সে শক্তিও নেই—কথা কইতে কষ্ট হোচ্ছে—তিন দিন খাইনি।

কমলা। এঁ্যা—তিন দিন খান্‌ নি!

দামিনী। দেখ্‌লে বৌদি—যা' শুনেছি ঠিক তাই।

কমলা। বাবা আপনি এই ঠাকুর ঘরের থামের আড়ালটায় একবার একটু দাঁড়ান্‌—দামিনী তুই চট্‌ কোরে ভাণ্ডার ঘর থেকে লুকিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আয়—আর অমনি চুপি চুপি বংশীকে এখানে একবার আস্‌তে বোল্‌বি।

হর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বংশী ঠিক্‌—তাকে পেলেই হবে—দেখ খাবারে কাজ

নেই—তাকে ডাকো—তাকে ডাকো—সেই পুলিশে খবর দেবে—কদিন তাকেও যে একবারও দেখ্‌তে পাইনি। কিন্তু রোস' কে ডাক্‌তে যাবে?

কমলা। এই যে দামিনী যাচ্ছে বাবা।

হর। এঁ্যা—কে দামিনী—দাঁড়াও দাঁড়াও—দেখি মা তোর মুখ—হঁ্যা মা— কিন্তু আমাকে ধরিয়ে দিবিনিত—এ বুড়োকে ধরিয়ে দিবিনিত?

কমলা। সেকি বাবা—ওযে আপনারই আশ্রিতা—

হর। হুঁ—কিন্তু তোরা আমার কে মা? কাদের ভয়ে এমন কোর্‌ছি—তারা আমার কে মা! কাকে বিশ্বাস কোর্‌ব'—কাকে বিশ্বাস কোর্‌ব'—

কমলা। দামিনী তুই যা আর দেরী কোরিস্‌নি—

[দামিনীর ত্রস্ত ভাবে প্রস্থান।

হর। আশ্রিতা—আশ্রিতা—কিন্তু সেও কে ছিল মা—যাকে এত দিন তোমারি কথায়—এই সংসারে নিজের ছেলেরই মত যত্ন কোরে রেখেছিলাম—আজ যার জন্যে ভাদুড়ী বংশের একমাত্র মেয়ে—আমার অলকা দুটী পেটের অন্নের জন্যে একটা খৃষ্টানি ইস্কুলে মাষ্টারী কোরে দিন পাত কোর্‌ছে—সেও কে ছিল মা!

কমলা। এ খবর কি সত্যি বাবা!

হর। না না থাক্‌—চুপ্‌—একেবারে যা মন থেকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছি—আবার কেন টেনে এনে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছি—না—না—চুপ্‌—আবার গিন্নী বোলেছিল তুমিই নাকি অনিষ্টের মূল—কেন না তোমার কথা শুনেইত অজয়কে সংসারে রাখা হোয়েছিল—অলকাও যে চলে গেছে সেও নাকি তোমার কথাতেই রাগ কোরে—তাহোলে—তাহোলে কাকে বিশ্বাস কোর্‌ব'—আবার সেই গিন্নী বেঁচে থাক্‌তেই আজ

আমার এই অবস্থা—ছেলেদের সঙ্গে একজোট্ হোয়ে আমায় পাগল বোলে গারদে পুরে নিশ্চিন্ত হোয়ে আছে—আচ্ছা তবে কাকে বিশ্বাস কোর্‌ব—তুমিই বল মা এ্যাঁ—কিন্তু যখনি তোমার মুখ দেখি তোমায় তা' মনে হয় না মা।

কমলা। বাবা স্থির হোন্—আপনার কথা কইতেও দেখ্‌ছি কষ্ট বোধ হচ্ছে—এখন ওসব ভাব্‌বেন না।

হর। না মনে হয় না—আর আমি যে সেই সেই—তাকে আর তোমাকেই বরাবর ভালবাসি মা—কিন্তু কাকেই বা ভালবাসি না—ছেলেদেরই কি আমি ভালবাসি না—হ্যাঁ মা আমি তাদের ভালবাসি না? (হরচন্দ্রের কাঁদিয়া ফেলন) তবে কেন তারা—একি একি এ্যাঁ যাঃ—কেন বিশ্বাস কোর্‌লাম—কেন বিশ্বাস কোর্‌লাম—সব মিথ্যেবাদী—মিথ্যেবাদী—এ্যাঃ!

কমলা। (স্বগতঃ) তাইত একি হোল—(প্রকাশ্যে) না বাবা সে কখন বলেনি—যাক্ আসুক এরা—আপনি ভয় কোর্‌বেন না—

(গণেশ, ভবেশ ও মহামায়ার প্রবেশ)

গণেশ। দেখ্‌লে মা—যা বোলেছি ঠিক তাই কিনা!

মহা। সে তুই বল্‌বার আগেই আমি জানি—যে এত বড় বুকের পাটা আর কার! ছেলেরা কিছু বোঝে না—নিজে আমি কিছু বুঝি না—সব চেয়ে মায়ার টান ওঁর। সবার কাছে নাকি বোলে বেড়াচ্ছেন—আমরা অন্যায় কোরে ঘরে বন্ধ কোরে রেখেছি—তাই আজ আমাদের সকলকে তৃণ জ্ঞান কোরে—সেখান থেকে শ্বশুরকে বার কোরে এনেছেন—তোরা বোল্‌লিস্—দেখ বেহায়ীর আস্পর্দ্ধাখানা একবার দেখ্—

গণেশ। সত্যিই দেখুন দেখি বড়দা—বৌদির এ কিরকম কাজ!

মহা। ওকে কেন বোলিস্—ওকে কি আর মানুষ রেখেছে—ওকে শুণ কোরে দিন দিন ওর রক্ত শুষে খাচ্ছে—কালি ঢালা মুখ খানার পানে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি।

হর। না না—আমি আমি—আপনি এসেছি পুরোন ভাঙ্গা জানালাটা নেড়ে চেড়ে ভেঙ্গে ফেলে সেইখান দিয়ে পালিয়ে এসেছি—অন্যায় কোরেছি তা পাগল কিনা! কিন্তু কে তোরা আমার ছেলে—ছেলেত ঠিক জানিস্! গিন্নি—এরা কারা—আমার ছেলে—ঠিক জান? না তুমিও তা ঠিক জান না—আমি পাগল—জানব কি কোরে—আচ্ছা বলত বলত—তুমি আমার কে! স্ত্রী—স্ত্রী কি—উহুঁ তাও জান না—কিন্তু আমি যে পাগল এটা সবাই একেবারে ঠিক জানো—আহা এমন স্ত্রী পুত্র কত পুণ্যের ফল! দেশ শুদ্ধ পণ্ডিতের দল তা ভেবে ঠিক কোর্‌তে গেলে পাগল হোয়ে যাবে—পাগল হোয়ে যাবে—তা আমিত পাগল হবই

ভবেশ। বাবা নানা সাংসারিক দুর্ঘটনায় দুশ্চিন্তা বশতঃ আপনার চিত্ত বিকৃতি হবার সম্ভাবনা দেখে ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে—আমরা আপনাকে এই রকম ভাবে একলা রাখ্‌তে বাধ্য হোয়েছি।

হর। হুঁ—ঠিক বোলেছ—কে তোমার নাম ভবেশ না! তুমি একজন কলেজের প্রফেসার পণ্ডিত মানুষ কিনা—তাই খুব পাণ্ডিত্যের যুক্তিই দেখিয়েছ বটে—সাংসারিক দুর্ঘটনা সব সংসারেই আছে—কিন্তু তাই চিত্ত বিকৃতি ঘট্‌বার আগেই শুধু পাছে ঘটে এই সম্ভাবনার কল্পনায় দেশশুদ্ধ লোক্‌কে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা—এমন ডাক্তারটী কে বাপু—তিনি তোমার ডাক্তার ভাইটীর সঙ্গে এক নক্ষত্রেই জন্মগ্রহণ কোরেছেন বোধ হয়—তাঁকে দেখলেও পুণ্যি আছে—তিনিও তাঁর বাপের বহু পুণ্যের ফল—তোমাদেরই একজন।

ভবেশ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—তা নয়—সম্ভাবনা বলাটা বোধ হয় আমার ঠিক হয়নি।

হর। তবে কি? আর আজ্ঞের অপেক্ষায় কায্ নেই—আজ্ঞে না কোরে সহজ কোরেই বল বাপু—পাগলের মাথায় বুঝ্তে হবেত?

ভবেশ। একরকম বিকৃত হওয়াই বোল্তে হবে—নইলে সেদিন অমন ভাবে সবাইকে খুন কোর্তে ছুটবেন কেন?

হর। ও বটে—তা অন্যায় কোরেছি—অন্যায় কোরেছি—ঘাট মান্ছি—কিন্তু তাই বোলে বুড়ো বাপ্কে শেয়াল কুকুরের মত দরজা জানালা বন্ধ ঘরে পুরে—জ্ঞান থাক্তে অন্ধকারে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ভেবে ভেবে শেষ সত্যই পাগলা কুকুরের ডাক ডাকিয়ে ছাড়্বে—সে অন্যায়ের শাস্তির জন্যে ত্রিভুবনে কি আর কোন ব্যবস্থা খুঁজে পেলে না—বাপধন।

ভবেশ। (জনান্তিকে গণেশের প্রতি) তাইত গণেশ বাবা ত এখন বেশ সহজ জ্ঞানে কথা কইছেন্।

গণেশ। চুপ্ কর বড়দা—এসব কেস্ এই রকম্ই হয়—এই একরকম দেখ্‌ছ’—একটু পরেই এখুনি আবার দেখ্‌বে অন্য রকম।

ভবেশ। (স্বগতঃ) তাইত—না না—আগা গোড়াই কেমন ঠেক্ছে সেদিনকার সেই চিঠি পাওয়া থেকে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন

হর। বলি গিন্নী—হাঁ কোরে দেখ্‌ছ কি—ছেলেরা যুক্তি আঁটছে—তুমিই বা বাদ যাও কেন?

গণেশ। (জনান্তিকে ভবেশের প্রতি) বড়দা দেখছ—Now real symptoms begin again—সময় থাক্তে সাবধান না হোলে সেদিনকার মত এখুনি আবার একটা কাণ্ড ঘোটে যাবে।

হর। না সুবিধে ঠেকে না—এখনও যখন এত কানা কানি—বউমা!

কমলা। বাবা!

হর। দেখ যা বোলেছিলাম—খাবার আন্‌বার নাম কোরে শেষ এই ঘোট্‌ল —কাকে বিশ্বাস কোর্‌বি কাকে বিশ্বাস কোরি —সব সাজান। তিন দিন খাইনি—তিন দিন খাইনি—আর চেঁচাবার শক্তি নেই—যাঃ সব চেষ্টা মিথ্যে হোল।

গণেশ। খান্‌নিই বা কেন? নিত্য সময় মত ঠাকুরত আপনার খাবার দিয়ে এসেছে—

হর। হুঁ—বেশ কোরেছ—কি করি বাপু তোমাদের যে রকম ব্যবস্থার কল্পনা—তাতে খাব কি খাবনা সেটা ঠিক বুঝতে পার্‌লুম না—যাক্‌ যা কোরেছ তা কোরেছ এখন জিজ্ঞাসা করি কি—এ বুড়োকে এখন একটু নিজের ঘরে গিয়ে হাঁফ্‌ ছাড়্‌তে দেবে কি? আমার জন্যে কাউকে আর কিছু কোর্‌তে হবে না—কি বল? না সে মতলব নয় স্পষ্ট কোরে বল বাপু।

গণেশ। কেন এ বাড়ীর সব ঘরইত আপনার ঘর—বাড়ীর বামুন চাকোর সবাইত আপনার—তখনও যে বামুন খাবার দিত এখনওত সেই দিয়ে এসেছে—তখন খান্‌নিই বা কেন—ঘরের বিচারই বা করেন কেন? আকস্মিক্‌ দুর্ঘটনায় মানসিক সক্‌ লাগার দরুন—আপনার যে রকম মস্তিস্কের অবস্থা দাঁড়িয়েছে—তাতে ডাক্তারদের মত যে আপনাকে কিছু দিন নির্জ্জনে রাখাই ভাল—কেন না পরিচিতদের সঙ্গে দেখা শুনা হোলে সর্ব্বদা সেই সকল ঘটনার আলোচনায় আপনার মস্তিস্কের অবস্থা আরো—

হর। থাক্‌ থাক্‌—আর বোলে কষ্ট পাবার দরকার দেখ্‌ছিনে। এইসব এত কথা শোন্‌বার পরও এখনও সেই মতলব—আবারও সেই কথা—ওরে আমার কি কেউ নেইরে—স্ত্রী পুত্র—বৌঝি—আত্মীয় স্বজন—বামুন চাকর সবারই আমার মত মাথা খারাপ হোয়ে গিয়েছে—কেউ নেই—না না—বংশী—বংশী—বউমা—তার নাম যে কোরেছিলে তা

কই—সেওত এল না—বংশী—বংশী—ওরে কোথায় তুই—কোথায় তুই—বংশী—

(দ্রুত বেগে বংশীর প্রবেশ)

বংশী। এই যে কর্ত্তা—এই যে মুই আস্‌ছি—আজ্ঞে করেন।

হর। এসেছিস্—এসেছিস্ বংশী! ওরে আমার কি কেউ নেই—বুড়ো হোয়েছি বোলে শেষ হাত পা বাঁধা কুকুরের মত গুম খুন হোয়ে মোর্‌ব আর তোরাও তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বি—হ্যারে তোরাত আমার বিষয়ের ভাগীদার নস্—তবু তোরাও এমন নেমক হারাম হোবি!

বংশী। হুঁ—কন্ কি কর্ত্তা—নিমক হারাম হোতে যাবা কিসের লেগে—আপনকোর্ অসুখের কথা শুনছ্যালাম—আপনকোর্ কাছে যাবার হুকুম নেই—তাই লুকায়ে কাদি কাদি ফির্‌তেছি—এখন যখন আপনকোর্ সাক্ষাৎ পাইছি তখন আর কার তোয়াক্কা রাখি—হুকুম করেনত এখনে কে আপনার কি কোর্‌তে পারে দেখি।

হর। ওরে আমি তিন দিন খাইনি—পাগল হোয়েছি ঠিক কোরে ওরা আমায় একটা বদ্ধ ঘরে আটকে রেখেছিল আমি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি—কিন্তু ওরা আবারও আমায় সেই রকম রাখ্‌বার মতলব কোর্‌ছে—এমন শক্তি নেই যে এই রাক্ষসদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাহিরে গিয়ে এর কোন বিহিত করি—ওরে আমায় বাঁচা—আমায় বাঁচা!

বংশী। এ্যাঁ—কন্ কি কর্ত্তা—দাদাবাবু!

গণেশ। তুইও যেমন বংশী—বুঝিস্‌নে—আমরা সবাই মা পর্য্যন্ত বিনা ডাক্তারের পরামর্শে এমন কায কখন কোরতে পারিরে—তুই এখন এখান থেকে যা বংশী—তোকে দেখে আরো ওর ওভাব বৃদ্ধি হবে—

ডাক্তাররাত সেই জন্যেই জানা লোকের কারু সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোর্‌তে বারণ কোরে দিয়েছে—বোল্লুম না সেদিন—

হর। শুনিস্‌নে বংশী—শুনিস্‌নে—ওসব মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা।

বংশী। ভাববান্ না কর্ত্তা—আপনি মুনিব—যা বলবা তার উপর আবার কথা শুন্‌তে যাবা কার!

গণেশ। (স্বগতঃ) তাইত বংশেটা—

(খাবার লইয়া দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। (স্বগতঃ) একি এর মধ্যে সবাই এসে পোড়েছে (প্রকাশ্যে) এই এনেছি বৌদি—

কমলা। বাবা এই কটা খান—খেয়ে একটু জল খেয়ে সুস্থ হোন্—মিথ্যে বোকে আর কি কোর্‌বেন।

মহা। দেখ একবার কাণ্ডখানা—আমরা খেতে দিইনে—তাই উনি লুকিয়ে এনে খাবার খাইয়ে সোহাগ জানাচ্ছেন—আমি দাঁড়িয়ে আছি—আমার সাম্‌নে আস্পর্দ্ধা খান্ একবার দেখ!

কমলা। একি আস্পর্দ্ধার কথা মা—বাবা খান্‌নি বোল্লেন—তাই দামিনীকে খাবার আন্‌তে বোলেছিলাম।

মহা। আহা মিষ্টি মুখী মউ টুস্কি সোহাগী আমার—মুখ দিয়ে রা সরেনা আমরা কি আর মানুষ—যত দয়ামরা তুমিই শিখেছ—তাই হাড় হাবাতের ঘরের সল্‌তে জ্বেলে—আমার সোনার সংসার ছাই কোর্‌তে বোসেছ—হ্যাঁলা কালামুখী এত যদি তোর দয়া মায়া তাহোলে নিজের স্বামীর দিকে একবার চোখ্ তুলে চেয়ে দেখ্‌তে জানিস্‌নে—বাছার অমন সোনার অঙ্গে দিন দিন কি কালি ঢেলে দিচ্ছে—তার বেলা বুঝি একবারও চোখ পড়ে না—ঘেন্নাপেত্তির যে ঘরে জন্ম সে ঘরে কি

তোর জন্ম না—তা হোলে এতদিন আর এমন কোরে আমাদের জ্বালাতিস্ নে।

কমলা। সেই আশীর্ব্বাদ কর মা আর না জ্বালাতে হয়।

বংশী। হ্যাদে—সবার দেখি পাগ্‌লা কুত্তোর হাওয়া লাগ্‌ছে।

হর। মুখের বিষেও মানুষ মরে—কিন্তু আমি মোরিনি—পুরুষ মানুষ বোলে—আর এতদিনেও এ বৌটা মরেনি কেন—গরীবের মেয়ে বোলে—ঠিক্ না বংশী—আবার ভাত সাম্‌নে থাক্‌তে খেতে পারিনি কেন—বিষ খাবার ভয়ে—কিন্তু তবু হাত পা বাঁধা কুকুর শেয়ালের মত হাঁপিয়ে মরার চেউতে খুন কোরে ত মরা ভাল না বংশী—ওরে না না এরা কারা আমার ছেলে সব—ছেলে না—ওরে আমার বড় কান্না পাচ্ছে—কান্না পাচ্ছে—কিন্তু পার্‌ছিনে—সত্যিই মাথাটা কেমন হোয়ে যাচ্ছে—বংশী তুই আছিস্ আছিস্!

বংশী। আজ্ঞে এই যে মুই রয়েছি কর্ত্তা।

গণেশ। দেখ্‌ছ বড়দা—এখনও কি বুঝ্‌তে বাকী—এই মাথা গরমের ভাব দেখা দিয়েছে—এখুনি আবার একটা কাণ্ড ঘোট্‌ল বলে—বংশে হতভাগা তুই এখনও বুঝছিস্ নে—যা এখান থেকে।

বংশী। কি কও দাদাবাবু! কর্ত্তাকে ছাড়ি বংশী আর কোথাও যাবা না—রাখো গিয়ে তোমাদের হুকুম—

গণেশ। কি বোল্লি বাড়্‌তে বাড়্‌তে বড় বেড়ে উঠেছিস্ না! পুরান লোক বোলে এতদিন বেয়াদপি যথেষ্ট সহ্য করা হোয়েছে উল্টে তাইতে আরো বাড়্ বাড়্‌ছে—বেরো—বেরো এখুনি বাড়ী থেকে—আর তোকে কাজ কোর্‌তে হবে না—আজ থেকে তোর জবাব!

বংশী। দাদাবাবু!

গণেশ। চুপ্ আর একটা কথাও না—মাই বোলুন আর যেই বোলুন—কারুর কথাই শুন্‌ব না—বাপ পিতামহের আমলের এত দিনের বুড়ো

নায়েব তাকেই জবাব দিলাম—কারুর কথা রাখিনি—ত তুই বেটা কে—

বংশী। আজ্ঞে মুই বংশে চাকর—আর আপনি মোর মনিবের বেটা—এ আর না জানে কেটা—তা আপনি যখন বেটা হোয়ে নিজের বাপ্‌কে গারদে ভোরতে পারেন তখন আপুনি আর না পারেন কি! কিন্তু মুইত তা' বলি নিমকহারাম হোতি পার্‌বো না—মনিবকে এমন করি—

গণেশ। এমন করি কিরে বেটা—এমন করি কি—ডাক্তার কোব্‌রেজ যা বোল্‌বে সেই মতে ত চোল্‌তে হবে—মুনিব যদি বিকার অবস্থায় জালা জালা জল খেতে চায়—ত তুমি তাই দিয়ে মুনিবের দফা সার্‌বে—এমনি তোমার নিমক খাবার বুদ্ধি—আবার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে তাই নিয়ে যা' তা বোল্‌তে আরম্ভ কোরেছ—বেরো বেরো—এখুনি বেরো—নইলে—

বংশী। নইলে কি কর্‌বা চোর বলি ধরায়ে দিবা—না মেরে খেদাইবা যা মন চায় তা কর গিয়া—মুই আমার মনিবের হুকুম ছাড়া কিছুতে যাবা না।

গণেশ। কি যাবিনি—শিউলাল—এ তেয়ারী—

(দুইজন ভোজপুরী দরওয়ানের প্রবেশ)

শিউ। হুকুম কি জিয়ে হুজুর।

গণেশ। নিকালো—নিকালো—বদ্‌মাসকো আবি নিকালো।

শিউ। আরে তুম্‌নে কেয়াস্তা নকর হোই—মুনিবকা সাত বাত্‌ কর্‌নে লাগি—হট্‌ হট্‌ চল হিঁয়াসে—

বংশী। হঃ আবার সিপাই আনছ—খবরদার বেটা ছাতুখোর—তুম্ বদি ফিন্ মোর সাথে বাত করো—ত তুই ঘুঁসায় তোমার মাথাটারে মুই এখুনি ছাতু বানায়ে থুবা—

শিউ। কেয়া ফিন্ ঘুসা দেখ্‌লানে আই—ভালা বাত্‌সে নেই হোই—

বংশী। না হবানা—অঃ সুমন্দির নাতি—ভারি ফুলায়ে আইছ ছাতি—বলি শুধু ছাতু খাইতে শ্যাখছ—বাঙ্গলার লঙ্কা খাবানা—আগে লঙ্কা খাও দেহি তার পরি বাত্ শুনবা।

শিউ। আরে কেয়া লম্বা লম্বা বোল্‌নে লাগা—ভাগ্ ভাগ্ চল্—

বংশী। আরে সুমন্দি—যার জন্যি তোমার বাপ দাদার মুখপুড়ি এই বাঁদর জাতির সৃষ্টি কর্‌ল—ও পোড়ার মুখ লয়ে আবার আমার ঠাঁই ন্যায্ নাড়্‌তি এসছ কিসের লেগে—মুইত দাদাবাবুদের মত মিঠাই কচুরী খাওয়া ভদ্রলোক লই—যে তোমার ঐ গাল পাট্টা দাড়ি দেখে চুপ মার্‌বা—ফির যদি নিকল দিতে আস্‌বা ত এখনি একই বাড়িতে তোমার ঐ ভুঁড়ি প্যাটের সকল ছাতু নিকল দ্যাবা।

গণেশ। শিউলাল কেয়া উসে বাত কর্‌তা—মার্‌কে নিকালো বদ্‌মাস্‌কো—

শিউ। হাঁ হুজুর—আবি নিকাল দেতা—চল্ শালে বদ্‌মাস্—

বংশী। কি তবু নিকল বা—তবে আয় সুমন্দি এ'ধারকে আয়—মুনিবের সাম্‌নে নয়—আয় এ'ধারকে আয়।

শিউ। হাঁ—হাঁ—চল্ চল্—শালে আপনে সে ভাগ্‌নে লাগি—ফিন্ আয় আয় বোল্‌তা— (উভয়ের অন্তরালে গমন)

হর। এ্যাঁ একি—বংশী—বংশী—কোথা যাস্ কোথা যাস্—ওরে আমিও যাবো—আমায় ফেলে যাস্‌নে—

(নেপথ্যে—"আরে জান্ গিয়া, জান্ গিয়ারে বাবা—এ জুড়ীদার ভাই"—রক্তাক্ত কলেবরে শিউলালের পুনঃ প্রবেশ)

তেয়ারী। আরে এ কেয়া হোই ভাইজি! কেয়া হোই!

শিউ। ইয়ে দেখিয়ে হুজুর শালে নে মেরা কেয়া হাল করি গেয়ি—শালে ভাগ্‌তে ভাগ্‌তে ঝট্‌সে কাঁহাসে একঠো ডাণ্ডা লেকে মেরা শির্‌মে ডার্

দেয়ি—ময়নে যেয়সে পাকড়ানে যই শালে কুত্তোকে মাফিক মেরা হাত্‌সে মাস কাঠকে লেই ভাগ্‌ গেই—বাপ্‌রে বাপ্‌ কেয়া রুধির নিকালনে লাগি—　　　　　　　　　(বসিয়া পড়ন)

গণেশ। (স্বগতঃ) বেটা চালাকি কোরে পালাল—শেষ পুলিশে কোন খবর টবর দেবেনা ত—হ্যাঁ—এত আর সাহস হবে না—

হর। বাঃ কেমন রক্ত গড়াচ্ছে—বেশ কোরেছিস বংশী—বেশ কোরেছিস্‌—কিন্তু আমায় ফেলে গেলি কেন—আমি কি কোর্‌ব—আমি কি কোর্‌ব বৌমা !

কমলা। বাবা !

হর। এঁ্যা—আমি কি কোর্‌ব—পালাবো—চিৎকার কোর্‌তে কোর্‌তে পালাবো—না আমি বুড়ো মানুষ এখুনি ওরা ধোরে ফেল্‌বে—রাক্ষস্‌ এরা রাক্ষস্‌ ওরে আমার কেউ নেই কেউ নেই—বংশীত চোলে গেল—বাবা রাধারমন তিনিও এতদিন ধোরে ভোগ খেয়ে দিব্যি নিথর মেরে আছেন না—আমার কেউ নেই—কেউ নেই—সব নেমখারাম—সব নেমখারাম।

শিউ। ইয়ে বাপ্‌—কেয়া শির দরদ করতি।

গণেশ। এ তেয়ারী—ইন্‌কো ডাক্তার বাবুকা পাশ লে যাও—আবি আচ্ছা হো যাগা—ও বদ্‌মাসকো ফিন্‌ দেখা যাগা।

এতো। আও জী—

শিউ। থোরা হাত লাগানা ভাই—

এতো। ধীর্‌সে চল্‌না জী ডর নেহি—আও—

(হস্ত ধরিয়া লইয়া যাওন)

হর। এমনি কোরে রক্তের ঢেউ খেলিয়ে আমিও যদি যেতে পার্‌তুম বেশ হোত—বেশ হোত—না না সে হয় না—সে হয় না—কি কোর্‌ব—কি কোর্‌ব !

গণেশ। (স্ব) দেখ্‌ছত বড়দা বংশেটা একটা কাণ্ড ঘটালে—আবার এদিকেও না এখুনি একটা কাণ্ড ঘটে—কি করা যায়—

ভবেশ। কি জানি ভাই আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে—উনি যেমন চান্ এখন স্থির ভাবে সেই রকম করাই বোধ হয় যুক্তি সঙ্গত।

হর। কেউ নেই কেউ নেই—পৃথিবীতে মানুষ নেই—আকাশে দেবতা নেই—অমর হোলেও সব ঘুমিয়ে পোড়েছে—ইন্দ্রের বজ্র আর তেমন গর্জ্জন করে না—শুধু জলভরা মেঘের ডাকে তাই তার ঘুমন্ত নিশ্বাসের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়—মরেনি—কিন্তু বুড়ো হোয়ে ঘুমিয়ে পোড়েছে কিনা—না বউমা! আর তার সেই বুক ভরা প্রলয় অগ্নি শুধু নিজের বুকের মধ্যেই হু হু কোরে ঠেলে উঠে চড় চড় কোরে ভূমিকম্পের মত ফাঁটতে থাকে না বউমা—ঠিক বুড়ো হোয়েছে কি না—উঃ উঃ বুক গেল বুক গেল কি কোরব—নেই নেই কেউ নেই।

কমলা। বাবা একটু স্থির হোন—এই খাবার রয়েছে—আমার ঘরে আসুন সেইখানে গিয়ে খাবেন।

হর। এঁ্যা ঘর—না না আর ঘরে নয়—মোরতে হয় এইখানেই মোরব—মোলেই শান্তি—কিন্তু ঘরে নয়—সে বদ্ধ অন্ধকারে নয়—

কমলা। না বাবা আপনি আমাদের ঘরে চোলুন—

গণেশ। বৌদি আপনি আপনার নিজের কাজে চোলে যান—শুন্‌লেন এত তবু আপনার বুদ্ধিতে এলোনা—ডাক্তারদের চেউতে আপনি বেশী বোঝেন—না দেখ্‌ছি মার কথাই সত্যি—কি রকম যে আজকাল আপনার বুদ্ধি সুদ্ধি হোয়েছে জানিনে।

হর। কি কি তবে আমায় আবার সেইখানেই নিয়ে যাবে—না কিছুতেই যাবো না জোর কোরে নিয়ে যাবে—খবরদার তা হোলে এখুনি এই বুকভরা আগুনের নিশ্বাস পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেব—সব হু হু কোরে

জ্বলে পুড়ে ছাড়্খার হোয়ে যাবে—সোরে যাও সোরে যাও—উঃ বুক গেল বুক গেল আর কথা কইতে পারছিনে—

গণেশ। জ্যোর কোর্‌ব কেন—আপনি শান্ত হোন্ সেইখানেই বা যাবেন কেন বেশত আপনার নিজের ঘরেই চলুন।

হর। না না ওসব মিথ্যে কথা।

গণেশ। না মিথ্যে কেন—আপনি দেখবেন আখন কোথায় যাচ্ছেন।

কমলা। আচ্ছা বাবা আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—

গণেশ। আঃ দেখছ মা! বৌদি আপনি চোলে যান বোল্‌ছি এখুনি—

মহা। কি বোল্‌ব বল—বেহায়ারীর কি আর ঘেন্নাপিত্তি আছে।

কমলা। মাগো—নিজের স্বামী নিজের চোক্ষে তাঁর এই অবস্থা দেখে—তাঁর নিজের মুখ থেকে এই সব শুনে—এখোন' আপনি স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে এমন কোরে কথা বোলতে পারছেন মা।

মহা। কি কোর্‌ব বল তোমার মত ডাইনির মায়াত শিখিনি—ডাক্তার কোব্‌রেজ যা বোল্‌বে, ছেলেরা যা বোল্‌বে তা না কোরে রোগীকে আরো প্রশ্রয় দিয়ে সর্ব্বনাশ ঘটান—অমন বুদ্ধি ত কখন পাইনি—তুমি যেমন ঘরের মেয়ে তোমারি তা' সাজে—কি কোরি বল!

গণেশ। না এ কিন্তু বড় অন্যায় হোচ্ছে বড়দা—বৌদিকে এখুনি যেতে বলুন।

ভবেশ। ও গেলেই যদি ভাল হয়—তা হোলে নিশ্চয়ই ওর যাওয়া উচিৎ, কমলা সত্যিই তোমার লজ্জা নেই—কি কোর্‌তে দাঁড়িয়ে আছ—চোলে যাও—

কমলা। না আমার লজ্জা নেই—তোমার যদি না থাকে—ত আমার কি কোরে থাকে বল—বাবা আমি আসি।

ভবেশ। (স্ব) তাইত এখনও ঐ রকম কোরে বল্‌বার সাহস—না সব কেমন ঠেক্‌ছে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

হর। হ্যাঁ মা তুই পালা—তুই পালা—এরা রাক্ষস এরা তোকেও মেরে ফেল্‌বে—বিষ—বিষ—মা আমায় একটু বিষ দিতে পারিস্—মোর্‌তে হয় নিজে খেয়ে মোর্‌ব—ভাত বলে বিষ খেয়ে মোর্‌ব কেন—যা হয় হবে—না না তুই পালা—মা তুই পালা—হ্যাঁ একটা কথা মনে পোড়েছে—হ্যাঁ মা আমার নরেশ কোথায়—নরেশ—নরেশ সে কি বেঁচে নেই!

কমলা। (স্বগতঃ) ওঃ কি বোলব—(প্রকাশ্যে) না বাবা ঠাকুরপো বেঁচে আছে বই কি।

হর। তবে—তবে—সে কেন—

কমলা। বাবা আমি যাই—ওঁরা রাগ কোরছেন—

[কমলার প্রস্থান।

হর। বোল্লিনি—বোল্লিনি—নেই—নেই—সেও নেই—তবে তবে আর কেন—চল্ কোথায় নিয়ে যাবি চল্—

গণেশ। হ্যাঁ চলুন—এই মা আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন—তা হোলেত বিশ্বাস হবে।

হর। থাক্ চুপ্—কারু সঙ্গে যাবার দরকার নেই—বিশ্বেস ফিশ্বেসেরও দরকার নেই চলো—নেই বুঝেছি নেই—

গণেশ। যাও মা সঙ্গে যাও (জনান্তিকে) ভয় কোর না—দরজা পর্য্যন্ত যাও—তারপর সব ঠিক কোরে নেব।

(হরচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহামায়ার প্রস্থান ও গণেশ যাইতে উদ্যত)

ভবেশ। গণেশ—

গণেশ। আমায় ডাক্‌ছ বড়দা—

ভবেশ। হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিলাম—সেদিনকার সেই চিঠি খানা কি বংশী তোমার বৌদিকে দিতে যাচ্ছিল তুমি তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলে?

গণেশ। হঠাৎ এখন এ'কথা জিজ্ঞাসা কোরছ কেন—তার মানে?

ভবেশ। না তোমার বৌদির কাছে শুনলাম তাই—

গণেশ। ও তাই—এত কাণ্ড জেনে—এখনও যখন বৌদির কথার উপরই আপনার এত বিশ্বাস—তখন আমার আর কিছু বল্‌বার প্রয়োজন দেখ্‌ছিনে—উপস্থিত আমি যাই—বাবাকে দেখ্‌তে হবে—মা সঙ্গে আছেন—আবার এখুনি না কিছু ঘটে— [গণেশের প্রস্থান।

ভবেশ। সবই কেমন রহস্য ঠেক্‌ছে—সন্দেহের উপর সন্দেহ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে—কাকে বিশ্বাস কোরব কমলা—কমলা—চোলে গিয়েছ—কিন্তু অভিমানীর সে মুখের পানে চাইলে কি জানি কেমন হয়—একবারও ত' তা মনে হয় না—আর গণেশ—সেদিন এক রকম দেখেছিলাম—আর আজ চিঠির কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌তেই কি যেন কুটীল চাহনিতে অন্তরের ভাব গোপন কোরে—মুখের উপরে উল্টে দু'কথা শুনিয়ে গেল—বাবার এ ব্যাপারই বা কি—পাগল হোলে কি কথার মধ্যে ভাবের এমন সামঞ্জস্য থাকে—না না সবই কেমন ঠেক্‌ছে—ভগবান আমায় বল দাও—বল দাও ধৈর্য্য ধোরে এ রহস্য ভেদ কোর্‌তেই হবে। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সম্মুখস্থ পথ

(ডাক পিয়নের প্রবেশ)

পিয়ন। (কড়া নাড়িয়া) এ বাবু—বাবু! (নেপথ্যে—কে !)

(হারাণের প্রবেশ)

পিয়ন। পঁয়তাল্লিশ নম্বর কা কোঠী—এই হ্যায় না ?

হারাণ। হ্যাঁ।

পিয়ন। একঠো তার হ্যায় বাবু—হারাণ চন্দ্র—

হারাণ। হঁ্যা বাবা আমারি নাম—দাও।

পিয়ন। সই কর্ দিজীয়ে—

হারাণ। দিই বাবা একটু সবুর কর—

পিয়ন। হামারি পাস্ পেন্সিল হ্যায় লিজিয়ে—

হারাণ। দুর্গা—দুর্গা—(সই করিয়া দেওন ও তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাফের খাম খুলিয়া পড়িয়া দেখিয়া)

পিয়ন। খবর আচ্ছা হৈত হাম্‌কো ভি কুছ্ মিলনা চাই বাবুজী—হাম্ লোক্‌কো এহি ভরসা হোজুর—

হারাণ। হঁ্যা বাবা দেব—এই নাও—

(পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া দেওন)

পিয়ন। মিলান্ বাবু—ভগবান আপ্‌কো বানায়ে রাখে—

[ডাক পিয়নের প্রস্থান।

হারাণ। মাগো যখন দয়া কোরে মুখ তুলে চেয়েছ—এ পাপীকে এ'যাত্রায় এমন কোরে রক্ষে কোরেছ—তখন তোমার আজ্ঞাই শুন্‌ব মা—আর পাপ পথে না খেয়ে মরি সেও ভাল তবু আর না—

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। একি নায়েব মশায় আপ্‌নি যাওনি—আমি জানি গ্যাছ—তবু একটা দরকারে পড়ি আলাম ভাব্‌লাম যদি—

হারাণ। না বংশী যাওয়া হয়নি—কাল তুমি টাকা দিয়ে যাবার পর ঘড়িতে দেখি গাড়ীর সময় উত্‌রে গেছে—শেষ ট্রেণও আর পাবো না—কপালে হাত দিয়ে বোসে পোড়্‌লাম—কি দুর্ভাবনায় কি যন্ত্রণায় যে রাত কাটিয়েছি—তা অন্তর্যামীই জানেন—তুমি যখন এসেছ তখন তোমায় সব খুলে বলি—বংশী না বোলে থাকৃতে পারছিনে—গভীর রাত্রিতে

কখন একটু তন্দ্রা এসেছে—হঠাৎ স্বপন দেখ্‌ছি মা দুর্গা শীয়রে দাঁড়িয়ে বোল্‌ছেন—"এখনও যদি পাপ পথ ছাড়িস্—সামান্য টাকার লোভে মহাপাপীর পাপ ষড়যন্ত্রের সহায়তা কোরে অন্নদাতা মুনিবও সতী লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ না কোরিস্ তাহোলে এখনও তোর স্ত্রীপুত্র ফিরে পাবি—নইলে কেউ বাঁচবে না—নিজেও চির জীবন জেলে পোচে মোর্‌বি"—কেঁদে বোল্লেম মাগো এ যাত্রায় রক্ষে কর মা—আর এ পথে যাবো না—তখন মা আবার বোল্লেন—শুধু তাই না—দরকার হোলে যা যা কোরেছিস্—তাও সব খুলে বোলে স্বীকার পাবি—চিৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লাম তাই হবে মা—তাই হবে—তবে শাস্তি পাই সেও স্বীকার—তুমি এদের বাঁচাও—বাঁচাও—

বংশী। বলি আপুনিত এক নিঃশ্বেসে এক গঙ্গা কথা বলি ফ্যাল্‌লেন· নায়েব মশাই—মুইত কিছুই বুঝ্‌তে পারল্‌াম না—ব্যাপার খানা কি !

হারাণ। বংশী—বংশী—আর আমি লুকুব না—তা' এর জন্যে আমার কপালে যাই থাকে—মা যখন তাদের বাঁচাবেন বোলে কথা দিয়েছেন—তখন প্রাণ যায় সেও স্বীকার আমিও আমার কথা রাখ্‌ব্রো—ভোর হোতে না হোতে এখুনি ভায়ের কাছ থেকে টেলিগ্রামও পেলাম—লিখ্‌ছে দুজনেই এ যাত্রায় রক্ষে পেয়েছে—ডাক্তার বোলেছে আর কোন ভয় নেই—বল্‌ত বংশী এর পরও যদি আমি কথা না রাখি—এঁ্যা !

বংশী। হঁ্যাদে নায়েব মুশাই—আর এঁ্যা কর্‌তি হবে না—আপনি সব খুলে না বোল্লেও এম্‌নে মুই সব বুঝ্‌তে পার্‌ছি—মেজ দাদাবাবু জাল বুনয়েছেন আর আপুনি তার সুতায় পাড়ন্‌টান মারছ—এইত—

হারাণ। হঁ্যা বংশী—নিজের বাপ ভাইয়ের সর্ব্বনাশ—সতী লক্ষ্মী মার মত অমন বড় ভাজ তাঁর সর্ব্বনাশ—এমন অধর্ম্মে নারকী—বিশ্বাস· ঘাতকের প্রলোভনে পোড়ে হায় হায় কেন এমন কাজ কোরতে

গেলাম—আচ্ছা বংশী—আমি যদি এখন সকলের কাছে সব খুলে বলি তা হোলে কি আমার দণ্ড মুকুব কোর্‌বে না বংশী—হ্যাঁ বংশী—কোর্‌বে না বংশী—

বংশী। হ্যাদে মুই মুখ্যু সুক্ষু মানুষ সে কথার কি ঠিক বল্‌বো তবে য্যামন শুন্‌ছি এমনত হোয়ে থাকে—এখন শোনেন নায়েব মশায় মুইও একটা কাণ্ড ঘটায়ে—আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে আস্‌তেছি।

হারাণ। সেকি তুমি আবার কি কোরেছ বংশী!

বংশী। হ্যাদে সে কইতেছি পরে—আগে কও দেখি ছোট দাদাবাবুর খবর কোন কিছু জানো—তিনি কি হ্যাস্‌কে নেই?

হারাণ। তবে শোন্ বংশী—আর আমি কিছু মুকুব না—ঐ সর্ব্বনেশে নারকী মার পেটের ভাই—একখানা জাল চিঠি আমাকে দিয়ে নকল করিয়ে নিয়ে একজন স্বদেশী ষড়যন্ত্রকারীর নামে পাঠিয়েছিল—তাইতে তিনি ধরা পোড়ে জেলে গিয়েছেন।

বংশী। এ্যাঁ—কি কইলা—কি কইলা নায়েব মশায়—হা—হারি ভগবান!

হারাণ। কিন্তু শুন্‌ছি নাকি সে মামলা নাকি কেঁচে গিয়েছে—বোধ হয় এত দিনে খালাস পেয়েছেন—ওরে বংশী বংশী—দেখত দেখত—কে ঐ আস্‌ছে!

বংশী। এ্যাঁ—কে—মোরে ধরবার নেগে কেউ আস্‌ছে না ত?

হারাণ। ওরে না—না—যেন ছোট দাদাবাবু বোলে মনে হোচ্ছে—

বংশী। কে ছোট দাদাবাবু—কই কই—হ্যাঁ হ্যাঁ—তেনাইত—

(নরেশ, ঠাকুরদা, ভবেশের শ্যালক ও পুরোন নায়েবের প্রবেশ)

ছোট দাদাবাবু—ছোট দাদাবাবু—তুমি আসছ!

নরেশ। খবর কি বংশী—বাড়ীর সব ভালত—বাবা বড় বৌদি সবাই ভাল আছেন ত'?

বংশী। কি বলব দাদাবাবু—যাদের কথা জিজ্ঞাসা করছ সেই—তানাদের কথা মনে করেই দিন রাত্রি প্রাণটা ফাট্তিছে—তা বলব কি!

নরেশ। কেন্ কেন কি হোয়েছে—এ্যাঁ!

বংশী। কতদিন হোতে শুন্ছিলাম—কর্ত্তাবাবুর নাকি মাথার বাইরাম হইছে—তাই তাঁকে একলা রাখি চ্যাকিচ্ছা হোচ্ছে—সেখানে কারুর যাবার হুকুম নেই—কাল হঠাৎ যা জান্তি প্যালাম—তায়ত একেবারে অবাক মারি গেলাম। দাদাবাবুরা কর্ত্তাবাবুকে পাগল ঠাওর করি ঠাকুর বাড়ীর সেই বাগানের দিকে ঘরটার মধ্যি আটক করি রাখ্ছিলা—কাল কি করি কর্ত্তাবাবু সেখান হোত্কে বড় বৌদির কাছে পলায়ে আসেন—খবর পাইয়ে মুইও তখনি আসি—কর্ত্তাবাবুর নিজ মুখ হোতেই সব শুন্তি পেলাম—পাছে ভাতের মধ্যে বিষ থাকে এই ভয় করি কিছু না খেয়ে কর্ত্তাবাবু কদিন অমনি পোড়েছিলা—কি বোল্ব দাদাবাবু বল্তি যে বুক ফাটি যায়।

নরেশ। বংশী—বংশী এ সব কি বোলছিস্—উঃ বাবা—তোমায় এই অবস্থায় সব রেখেছে—

বংশী। কর্ত্তাবাবুর মুখ থেকে এই সব কথা শুন্তেছি—এমন সময় মা ঠাকুরানকে সাথে লয়ে তুই দাদাবাবুও সেইখানে আসেন—তাঁদের দ্যাখেই কর্ত্তাবাবু ভয়ে "বংশী বংশী—ওরে আমায় বাঁচা বাঁচা বলি চেঁচাইতি লাগ্লা" মুই বোল্লুম—ভাব্বান না কর্ত্তাবাবু—আপুনকার কাছ ছাড়ি বংশী আর কোথাও যাবা না—এদিকে মেজ দাদা কয়তে লাগল—"বংশী তুই এখন এখান থেকে যা"—দেখ্ছিস্নে তুই থাক্লে বাবার অসুখ আরো বাড়্বে—বলেন দেহি এমন কথা কখন শুন্ছেন্।

নরেশ। হুঁ—তারপর—

বংশী। মুই আর চুপ করি না থাক্তি পারি—বল্লাম কি দাদাবাবু—মুই

কিছুতে কর্ত্তাবাবুকে ছাড়ি আর কোথ্‌কে যাবা না—রাখুন গে আপনাদের হুকুম। এই আর যায় কোথায়—অমনি হুম্‌কি মারি বলেন কি বেরো এখুনি এখান থেকে—আর তোকে কাজ কোর্‌তে হবে না—আজ থেকে তোর জবাব—তারপর সে অনেক কথা এখানে আর কি বোলব—মুইত কিছুতে নড়্‌লাম না—একটা ভোজপুরী দরওয়ানকে হুকুম করলেন—নিকাল দেও বদমাস্‌কো। আবি নিকাল দেও—

নরেশ। ভোজপুরী দরওয়ান!

বংশী। কর্ত্তাবাবুর কাছে কেউ না যাতি পারে তাই এদের পাহারা দিতে রাখ্‌ দিয়া—মুই দেখলাম মুস্কিল এখনে করি কি—তখন মুখে বাজিয়া কোর্‌তে কোর্‌তে সেটারে বাহির পানে আনি বেটার মাথায় দিলাম এক ঘা বাড়ি কশায়ে—বেটা জান্‌ গিয়া জান্‌ গিয়া করি চ্যাঁচাতি লাগ্‌ল—মুইও সেই তকে ছুট্‌ দ্যালাম ভাবলাম একবারে পুলিশে গিয়ে কর্ত্তাবাবুর কথা সব জানাই—আবার ভাবলাম মুইত ছোটলোক চাকর—ওনারা থাকৃতি মোর কথা বিশ্বাস কোর্‌বে কেডা—শেষ উল্টে হয়ত ফ্যাসাদে পড়্‌বা—তাই রাত্‌টা একঠাঁই লুকায়ে থাকি—ভোর না হতি আপনগোর সন্ধান নেবার জন্যি নায়েব মশায়ের কাছকে আস্‌ছিলাম—তা ভগবান মুখ তুলি চাইলা—আপুনিও আসি পড়ছ—আর দেরী করবা না দাদাবাবু—এখুনি পুলিশকে গিয়ে এর বিহিত করেন।

নরেশ। সেকি বংশী—আগে বাড়ী যাবো না—হ্যা ঠাকুরদা?

ঠাকু। দেখ ভায়া চোখ আছে—এতদিন যা দেখে আস্‌ছি আর কানেও যা শুনৃছি—তাতেও বংশীর কথাই ঠিক বোলে মনে হয়—তাতে ওখানে আগে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক নয়।

বংশী। না দাদাবাবু আপনকোর ও রাক্ষুসে ভায়ার চক্রের মধ্যে কিছু আর আগে যাওয়াটা ঠিক নয়—শুনবেন আখনি এই নায়েব মশায়ের

ঠ্যাঙ্গে—আপনাকে জ্যালে ঠেলেছিল কে—এ সকল কাণ্ডিটা ঘটালে কে—আগে কর্ত্তাবাবুকে উদ্ধার করি তবে ওটার মুখ-স্থাখ্‌বা।

হারাণ। শুধু কি আপনাকে জেলে পাঠাল ছোটবাবু—টাকার লোভ দেখিয়ে এ নরাধমকে দিয়ে গুণ্ডায় টাকা ছিনিয়েছে মিথ্যে কোরে বোলিয়ে নীলামের ডাকে সেই টাকা দিয়েই বেনামী কোরে লক্ষ্মীজলার আবাদ পেটে পুরেছে কে? বড় বৌদির নামে যে চিঠিতে আপনার ধরা পড়বার খবর ছিল—বংশীর হাত থেকে সে চিঠি কেড়ে নিয়ে তাইতেও এই নরাধমকে দিয়ে দুছত্র এহাতের লেখা জাল নকল কোরে তারি মধ্যে জুড়ে দিয়ে বড়বাবুর মনে অবিশ্বাস ঘটিয়ে—যাতে তিনিও রাগ কোরে আপনার আর কোন উদ্ধারের চেষ্টা না করেন—এসব কোরেছে কে? সবই আপনার ঐ রাক্ষুসে ভাইটার কাজ—কি বোল্‌ব আর ছোটবাবু—পাপ অনুশোচনার অসহ্য যন্ত্রনায় জ্বলে মোর্‌ছি—আর না—আর না—যে সতীলক্ষ্মীর কৃপায় মা দুর্গার কৃপায় স্ত্রী পুত্র দুজনকেই মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি—আজ যদি জেলে পোচেও মোর্‌তে হয় সেও স্বীকার—তবু আমি মুক্তকণ্ঠে নিজ মুখে সে পাপ ব্যক্ত কোর্‌তে এক মুহূর্ত্তও কুণ্ঠিত হবো না। চলুন চলুন ছোটবাবু—আর এক দণ্ডও বিলম্ব কোর্‌বেন না—আমাকে এ অসহ্য যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি দিন—দেখুন ছোটবাবু বংশীটা বোল্‌ছে এখুনি পুলিশে গিয়ে আগে কর্ত্তাবাবুকে উদ্ধার কোরে তারপর আর সব—এই বোধ হয় ঠিক—এতে আমাদের পক্ষে সকল দিক থেকেই সুবিধে হবে বোধ হয়।

নরেশ। উঃ ভগবান—এও কি সম্ভব!

পুঃ নাঃ। ছোটবাবু—এ সংসারে সকলি সম্ভব—মনে আছে আপনার মেজদার সম্বন্ধে—এ দীন বৃদ্ধ সেদিন যা বোলেছিল তখন তাতে আপনারই আশ্চর্য্য বোধ হোয়েছিল আর এখন—

নরেশ। মনে আছে নায়েব মশায়—মনে আছে—আর সেই সঙ্গে একথাও আজ মনে হোচ্ছে—যে যেদিন থেকে এই ভাদুড়ী বংশ আপনার ন্যায় এতদিনের বিশ্বস্ত বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর সাহায্য লাভে বঞ্চিত হোয়েছে সেইদিন থেকেই তার অদৃষ্টতরী বিপথগামী অধর্ম্ম স্রোতে পড়ে আজ যে আসন্ন মুখ নিমজ্জন অবস্থায় পতিত এথেকে উদ্ধার কোর্‌তেও আজ আপনি ছাড়া আর কেউ নেই—আমি একেবারে বুদ্ধিহত হোয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌ছি।

পুঃ নাঃ। আমি কোন্ কীটানুকীট—সেকি কথা ছোটবাবু—আমার কি সাধ্য—সামান্য সাংসারিক জ্ঞান অনুমানে তখন যেমন বোলেছিলাম এখনও সেইমত বোল্‌ছি—কর্ত্তাবাবুর এই অবস্থা যদি আমরা হাতে হাতে এখুনি প্রমাণ কোর্‌তে পারি—তা হোলে আর অন্য বিষয় সম্বন্ধে পুলিশের আস্থা লাভে আমরা সহজেই সমর্থ হবো—তা' ছাড়া কর্ত্তাবাবুকে এঅবস্থা থেকে উদ্ধার করাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য—

নরেশ। কর্ত্তব্য—নিশ্চয়—ধিক নরাধম আমি বাবার এই অবস্থা শুনে এখনও আমি শুধু কথা কোয়ে এমনি দাঁড়িয়ে আছি—চলুন চলুন—নায়েব মশায়—আর এক মুহূর্ত্তও—

পুঃ নাঃ। স্থির হোন্ ছোটবাবু—এ অস্থিরতার সময় নয়—বিশেষ পুলিশের কাছে—হারাণ তুমি যেসব কথা এখুনি আমাদের কাছে প্রকাশ কোরে বোল্‌তে স্বীকৃত হোয়েছ—

হারাণ। বোল্‌ছিত এর জন্যে যে দণ্ড হয় তাই আমি এখুনি মাথাপেতে নিতে স্বীকৃত আছি—আমাকে এ'পাপ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দিন নায়েব মশায়—আর কিছু চাই না—

পুঃ নাঃ। চলুন ছোটবাবু—আর বিলম্ব করা নয়—

ভবেশ শ্যালক। তা হোলে আমিও কি আপনাদের সঙ্গে যাব—কমলার জন্যে আমারও মন বড় অস্থির হয়েছে—তার চিঠি পেয়ে আরো—

পুঃ নাঃ। সামান্য সময়ের জন্যে সকলেইত আমরা এখুনি সেইখানেই যাচ্ছি—দাদামশায় তা হোলে আপনি—

নরেশ। হ্যাঁ—ঠাকুরদা! আপনিও আসুন!

ঠাকু। চল ভাই—(স্বগতঃ) সকল দিকেই দেখ্‌ছি বড্ড ঠেকাঠেকি—কি জানি দেখতে আরো কি বাকী—দুর্গা—দুর্গা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

খাটের উপর নিদ্রিত অবস্থায় খোকা শায়িত

(দুধের বাটী হস্তে লইয়া দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। এইত আবারও সেই শিশি দেখ্‌ছি—একবার না হয় ভুল হোতে পারে—কিন্তু তাত নয়—আজ নিয়ে এই তিনবার দেখ্‌ছি—প্রথম দিনেই কেমন খট্‌কা লেগেছিল—সেদিন তাই বড়বৌদিকে বোল্‌তে গিয়েও চেপে গেলাম—ভাব্‌লাম না থাক্‌ দেখি না আরো—কিন্তু সেইত আবারও দেখছি—খোকনকে দুধে দু'ফোঁটা ওষুধ ফেলে খাওয়াবার সেই শিশিটার পাশেই ঠিক সেদিন দেখেছিলাম আজও ঠিক তাই আছে—না—যা সন্দেহ কোরেছি নিশ্চয়ই তাই—নইলে এই মারাত্মক বিষের শিশি এখানে বারবার রাখ্‌বার কারন কি? হুঁ—তাই—কৌশলে সেই বইখানার কথা পাড়া আবার কেমন লাগল মেজবৌদিকে দে তাই জান্‌তে চাওয়া—আর তাই এই সয়তানী ফাঁদে ফেলে—আমাকে দিয়ে নিজের স্বার্থ

সিদ্ধি করা—উঃ কি হীন কি ভীষণ নিষ্ঠুর পৈশাচিক কল্পনা—আহা বাছারে আমার—এই ননীগড়া মায়ার পুতুলি বুক জুড়ান ধন (শিশিটা হাতে তুলিয়া ধরিয়া) মাগো এই কাল্‌কূট কি কোরে ঐ টুকটুকে মুখে—না না সয়তান—সয়তান—সাক্ষাৎ সয়তান—যাই, যাই বৌদিকে এখুনি ডেকে দেখাই—আজ আর কিছুতেই—

[বেগে প্রস্থান।

(অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইয়া গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। হুঁ—শিশিটা হাতে কোরে নিলে—খোকার কাছেও গেল—আবার ফস্ কোরে ফেলে রেখে চোলে গেল—এটা কেবল আকস্মিক ভয়ে যেমন মাছের টোপ গেলা—পাঁচ্‌বার টোপের আশে পাশে ঘুরে শেষ আর লোভ না সাম্‌লাতে পেরে গফ কোরে খেয়ে বসে—এও তেম্‌নি গাঁথবে—এখুনি হয়ত আবার দুধ খাওয়াতে আস্‌তে পারে—আর এখানে থাকা নয়—দেখা যাক্—ধরি মাছ না ছুঁই পানি—যা একবার জগতে ঘোটেছে—তখন এওবা না হবে কেন? যাক যাই এখন—

(গণেশের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া কমলার প্রবেশ)

কমলা। না আর না—এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখব না—একবার চুপি চুপি খোকার মুখখানি দেখে যাই—তারপর যে উপায়ে পারি আজ এর শেষ কোর্‌বই—বড় ইচ্ছে ছিল ছোট্‌ঠাকুরপোর খবরটা জেনে যাওয়া—দেখছি তাও হোলনা—আর পার্‌ছিনা—মেয়েমানুষের যারপর নেই স্বামী—একদিনের জন্য কখন তার হাসিমুখ দেখ্‌লুম না—তবু আশায় প্রাণ রেখেছিলাম যে ভগবান একদিন না একদিন তাঁর সে ভুল ভেঙ্গে দেবেন—তা বেশ দিলেন—উল্টে এই হীন সন্দেহ স্বামীর

বুকে রেখে সেই মুখ দেখে জীবন ধারন কোর্‌তে হবে—না কিছুতেই নয়—মেয়ে মানুষের এর চেয়ে আর কি অভাগ্য আছে জানিনে—জান্‌তেও চাইনে—এইখানে এর শেষ—জলে ঝাঁপ দিয়ে হোক্—আগুনে হোক্—বিষ খেয়ে হোক্—এইখানে এর শেষ—আর না—কি কি এখানে এ শিশিটা কিসের—কি লেখা রোয়েছে—deadly poison—মারাত্মক বিষ—এ কি কোরে এখানে এল—বোধ হয়—বোধ হয় খোকার ওষুধের সঙ্গে মেজ্‌ঠাকুরপোর কাছ থেকে ভুলক্রমে এসেছে—কিন্তু—ঠাকুর ঠাকুর রাধারমন—শুনেছি তুমিই বিষ আবার তুমিই অমৃত—তা' আজ জান্‌লাম সত্যিই তাই—এ অভাগিনীর ভাগ্যে আজ আর এ' বিষ নয়—অমৃত—যখন মিলিয়ে দিয়েছ তখন আর এক মুহূর্ত্তও দেরী নয় এখুনি হয়ত কেউ এসে পোড়্‌বে—দেখি—দেখি—খোকামনি সোনাধন আমার—না না তোমাকে ছোঁবারও যে আমার অধিকার নেই—এই দূর থেকেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে আশীর্ব্বাদ কোরে চোল্লাম—না না—আর দেরী না—যদি কেউ—(বিষ পান) আঃ—উঃ উঃ !

(ভূমিতে শুইয়া পড়া)

(বেগে দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। কোই—কোথাও ত' দেখ্‌তে পেলুম না—কি করা যায়—আজ এ দেখাতেই হবে—ওমা এই যে বৌদি—তুমি এখানে আর আমি—কিন্তু শুয়ে কেন বৌদি !

কমলা। দামিনী এসেছিস্—আয় ভাই বড় সময়ে এসে পোড়েছিস্—মাকে বোলিস্ এত দিনে তাঁর সংসারের অলক্ষ্মী দূর হোল।

দামিনী। এ সব কি বোল্‌ছ বৌদি—(সম্মুখে শিশি খোলা দেখিয়া) এঁ্যা—সর্ব্বনাশ—একি—এ কি কোর্‌লে বৌদি—খোকাকে দুধ

খাওয়াতে এসে ক'দিন এ শিশিটা এখানে দেখে মনে কেমন সন্দেহ হওয়ায়—তাই তোমায় দেখাবার জন্যেই ডাক্‌তে গিয়েছিলাম—আর এরি মধ্যি তুমি এসে কিনা এই কাজ কোর্‌লে—এমন সর্ব্বনাশ কেন কোরলে বৌদি !

কমলা। কেন সন্দেহ কিসের দামিনী !

দামিনী। থাক্ সে কথা—এখন উপায়—ওরে কে আছিস্—এখানে কে আছিস্ !

(আহুরীর প্রবেশ)

আহুরী। কেনে গা দিদিমনি কি কইছ !

দামিনী। ওরে—ওরে শিগ্‌গির বড় বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়—যা যা দৌড়ে যা—

আহুরী। ওমা—তা দৌড়তে হবে কেন—দাদাবাবু জিজ্ঞাসা কোর্‌লি কি বোলব—

দামিনী। এঁ্যা—কি বোল্‌বি, এই—এই বোল্‌বি যে বড় বৌদির বড় অসুখ কোরেছে—তাই আপনি শিগ্‌গির আসুন।

আহুরী। ওমা তাই কও—আমি বলি না জানি কি হৈচ্ছে !

দামিনী। ওরে না না সত্যিই বড় অসুখ—শিগ্‌গির যা—ফেলে যাবার যো নেই—নইলে নিজেই যেতাম—

আহুরী। নাও কথা—মুই থাক্‌তে তুমিই বা যাতি যাবা কেন গো—আহুরীর গতরে এমন আশীর্ব্বাদ করো না দিদিমনি—কোন্ কাজটায় কখন না বলতি শুনছ কওত।

দামিনী। ওরে কথা রাখ্—শিগ্‌গির যা এখন।

আহুরী। এইত যাই—(স্বগতঃ) মাগো বড় লোকের অসুখও দৌড়্‌তি থাকে—দুটো রা করবারও যো নাই— [আহুরীর প্রস্থান।

কমলা। আর কেন ডাকাডাকি কোরিস্ বোন—তবে তাঁকে ডেকেছিস তা তা একবার দেখে বিদায় নিয়ে যাই—

দামিনী। বৌদি—চিরদিন সহ্য কোরে শেষ কেন এ সর্ব্বনাশ কোর্‌লে বৌদি !

কমলা। আর যে পার্‌লাম না বোন—এত দিন সহ্য কোরেইত ছিলুম কিন্তু—

দামিনী। সহ্য কোরেই যদি ছিলে বরাবর—তবে আবার কিন্তু বোলছ কেন বৌদি !

কমলা। কেন বোল্‌ছি ভাই—সে কথা আর নিজের মুখে বলার চেইতে —তার আগে যে মেয়ে মানুষের মরণই ভাল বোন্—সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোরিস্‌নে—উঃ বড্ড জ্বালা—একটু জল দে ভাই—

দামিনী। এঁ্যা জল—এই দিই (জল আনিয়া দেওন) হায় হায় ! কেন এ' কাজ কোর্‌লে বৌদি !

কমলা। আঃ—দামিনী তিনি কি এলেন ?

দামিনী। তাইত দেরী হোচ্ছে যে—কি করি !

কমলা। দামিনী !

দামিনী। কি বোল্‌ছ বৌদি !

কমলা। খোকা কি ঘুমুচ্ছে ?

দামিনী। হঁ্যা বৌদি—খোকাকে এত ভাল বাস্‌তে—তাকে সাম্‌নে দেখেও তবু কি কোরে এ' কাজ কোর্‌লে বৌদি ?

কমলা। মায়া কাটাতে পারিনি বোলেই আজ মোর্‌ব বলে স্থির কোরেও তবু লুকিয়ে তাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম দামিনী—রাধারমন কিন্তু কি কোরে এক মুহূর্ত্তেই সব মায়া কাটিয়ে দিলেন ভাই ! না না তাকেও যে বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে কোর্‌ছে দামিনী—না কই মায়া কাট্‌লো— মিথ্যে হোয়ে এসেছিলাম মিথ্যেই চোল্লাম উঃ !

(ভবেশের প্রবেশ)

ভবেশ। কি হোয়েছে—শুন্‌লাম নাকি বড় অসুখ কোরেছে।

দামিনী। অসুখ নয় গো অসুখ নয়—(শিশিটা দেখাইয়া) এই দেখ বৌদি কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে—পাছে লোক জানাজানি হোয়ে হাঙ্গামা বাঁধে সেই ভয়ে ঐ কথা বোলেছিলাম—ওগো শিগ্‌গির ডাক্তার ডাকৃতে পাঠাও—যদি এখনও কোন উপায় হয়—

ভবেশ। এঁ্যা—একি! এযে বিষের শিশি দেখ্‌ছি—একেবারে মারাত্মক বিষ—এ কি কোরে এল—কমলা—কমলা—অভিমানিনী এ কি কোর্‌লে—আমাকে ভুল ভাঙ্গাবার দুদিন অবসর পর্য্যন্ত দিলে না—ভগবান একি বজ্রাঘাত!

কমলা। ওগো সত্যি কখন মিথ্যে হয় না—তাইত তোমার ভুল ভাঙ্গাবার জন্যেই ভগবান আমায় নিচ্ছেন—জীবনে কখনত তোমায় সুখী কোর্‌তে পারিনি—ভুলের মাত্রা কেবল বাড়িয়েই চোলেছিলাম—এমন থাকায় লাভ কি বল!

ভবেশ। আর আমার যে এ ধারে সমস্ত জীবন ব্যর্থ হোয়ে যাবে—এমন ভুল ভাঙ্গা সত্যি নিয়ে আমারই বা কি লাভ হবে কমলা—কি কোরলে কি কোরলে!

দামিনী। ওগো ডাক্তার ডাক্তার—এ সব কি হোচ্ছে—এখন এই কথার সময়!

ভবেশ। বড় অসুখ শুনেই আমি তখুনি ডাক্তার ডাকৃতে পাঠিয়েছি দামিনী—কিন্তু আর ডাক্তার কি কোর্‌বে দামিনী—এযে সর্ব্বনেশে বিষ—হা ভগবান!

দামিনী। এঁ্যা সেকি তবে কি কোন উপায় হবে না—না না তবু ডাক্তার আসুক যদি এখনও কিছু কোর্‌তে পারে।

কমলা। দামিনী আর মিথ্যে কেন ব্যস্ত হোচ্ছিস্ ভাই—আমায় শুধু শেষ কথা কইতে দে—আরত কথা হবে না—উঃ বড্ড জ্বালা—জ্বালা—আর একটু জল দে ভাই—(জল প্রদান) দেখ এখনো একটা শেষ অনুরোধ কোরে যাচ্ছি ছোট্ ঠাকুরপো নির্দ্দোষী—তার উপর মিথ্যে রাগ না রেখে তাকে যাতে উদ্ধার কোরতে পারো আগে সেই চেষ্টা দেখো—সত্যি মিথ্যে একদিন জান্তে পার্বেই—কিন্তু তখন আর দুঃখু কর্বার সময় পাবে না।

ভবেশ। আমারও তা মনে হোয়েছে কমলা—বুঝি তা ধোর্তেও পেরেছি—কিন্তু সে মীমাংশা হবার এত কি তাড়াতাড়ি ছিল কমলা যার জন্যে তুমি এমন সর্ব্বনাশ কোর্লে।

কমলা। ওগো কি বোলব—এই আমার নিয়তি।

ভবেশ। নিয়তি! না না আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ—ভুলের মাত্রা তুমি বাড়াওনি কমলা—দেখ্ছি এ পর্য্যন্ত আমিই ভুল কোরে আস্ছি—কিন্তু সবাই তোমায় দয়াবতী বলে—তবে তুমি কি কোরে এমন নিষ্ঠুর হোলে কমলা—এর প্রতিকারের জন্যেও যে আর কিছু রাখ্লে না—একি কোর্লে—কি কোর্লে!

কমলা। ওগো তোমার দোষ কি? কত পূণ্যে তোমার মত স্বামী পেয়েছিলাম—উপযুক্ত হোতে পার্লুম না—তাই আমার ভাগ্যে সইল না—চির অভাগিনী আমি তোমার দোষ কি!

ভবেশ। আমার দোষ নয় তবে কার দোষ—তোমার ভাগ্যে সইল না—না আমারই ভাগ্যে সইল না—আমি মূর্খ—রত্ন পেয়েও তার মর্য্যাদা বুঝ্লুম না—কিন্তু হাজার বৎসরের অন্ধকার যেমন এক নিমিষের আলোক ছটায় মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হোয়ে যায়—তেমনি আমার চিরজীবনের ঘোর অন্ধকার আজ তোমার এই প্রেমের সত্যালোকে এক লহমায়

সব মিলিয়ে গিয়েছে—কিন্তু একি—একি নির্ম্মম অসহনীয় কঠোর সত্য—এ নিয়ে আর আমি কি কোর্‌ব কমলা!

কমলা। দেখ আর দুদিন আগেও যদি এমন ভাবে একটী কথাও বোল্‌তে—কতদিন বোলেছি—ওগো কেন দুঃখু কর—তুমি যেমনটী চাও আমায় তেমনটী করে নাওনা কেন—কিন্তু অবজ্ঞা কোরে সে কথা কাণেও দেওনি—সবার কাছে লাঞ্ছনা পেয়েও তবু আশায় প্রাণ ধোরেছিলাম—কিন্তু তার উপর আর এযে—উঃ—উঃ—

ভবেশ। আর বোলনা—আর বোলনা কমলা—

(গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। এই শ্যামবাবু এসেছেন—বড়বৌদির কি হোয়েছে বড়দা!

ভবেশ। কি হোয়েছে—জিজ্ঞাসা কোরছ—না নিজে কি দাঁড় করিয়েছ তাই একবার চক্ষু চেয়ে দেখ—গণেশ তুমি কি মার পেটের ভাই!

গণেশ। এ সব কি বোল্‌ছ বড়দা তোমার আবার কি পাগলামী ধোরল! (স্বগতঃ) তাইত সব ভেস্তে গিয়ে একি হোল—

ভবেশ। ঠিক্—কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ! যে তোমার মত এমন ক্ষণজন্মা শক্তিমান পুরুষ সংসারে বোধ করি খুবই বিরল—নইলে আর এমন দুচারিটী থাক্‌লে সারা দুনিয়ার লোকের পাগল হওয়াটাও আশ্চর্য্য ছিল না—নিজের জন্মদাতা বাপ্‌কে পাগল কোর্‌তে পেরেছ—আমাকে পাগল কোর্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু শোন পাগল এখনও হইনি একটু অপেক্ষা কর এখুনি তা জান্‌তে পারবে—শ্যামবাবু অসুখ শুনে আপনাকে ডেকেছিলাম কিন্তু ব্যাপার তা নয়—আমার স্ত্রী সুইসাইড্ কোরেছেন!

শ্যামবাবু। Good God—Suicide!

ভবেশ। সাম্‌নেই এই বিষের শিশি পড়ে আছে—দেখুন যদি এখনো

কোন উপায় কোর্‌তে পারেন—কিন্তু বোধ হয় পার্‌বেন না—অযথায় এমন কোরে আমার কপাল ভাঙ্গবে কেন !

শ্যামবাবু। Horrible—এ বিষ কোথা থেকে পেলেন Past Remedy আমাদের মেডিক্যাল সায়েন্সের বাইরে—

কমলা। ওগো কেন মিথ্যে সময় নষ্ট কোরছ—আমাকে বিদেয় নিতে দাও—তুমি কাছে এস পায়ের ধূলো—উঃ আর যে পার্‌ছিনে—সব জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—সমস্ত শরীর কেমন হোয়ে আস্‌ছে—

(ব্যস্ত ভাবে মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কি হোয়েছে ভবেশ—শুনলাম বৌমার নাকি ভারি অসুখ কোরেছে—

ভবেশ। মা এসেছ ! এইবার তোমাদের অলক্ষ্মী চোলে যাচ্ছে—একবার দাঁড়িয়ে দেখ মা !

মহা। সবই তোদের কেমন কেমন—অসুখ কোরেছে ভাল হবে—ও আবার কি কথা—সংসারের জ্বালাতনে বকাবকি কোরি—তা বোলে আমার মায়া নেইরে—তোরা কেবল লোককে শোনাতেই শিখিছিস্ !

ভবেশ। আছে নাকি—তা হোলে সে মায়া আর রেখো না মা—সে মায়া আর রেখো না মা।

গণেশ। অসুখ নয় মা—বৌদি বিষ খেয়েছেন—আমাদের যেমন কপাল—

ভবেশ। চমৎকার—চমৎকার—সয়তানও হার মেনে যায়—অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিধাতার !

মহা। এ্যাঁ সেকি ! ওরে ভবেশ আমি তোর্ কি সর্ব্বনাশ করলুমরে—সেদিন কর্ত্তাকে নিয়ে সেই ব্যাপারে শেষটা আমার কেমন খট্‌কা

হোয়েছিল—তা সর্ব্বনাশী অভিমানিনী মেয়ে এমন কোরে সে খট্‌কা ভেঙ্গে দিয়ে চোল্লি !

কমলা। এসেছ মা—মাগো। একদিন যে গরীবের মেয়েকে ভুল কোরে এ ঘরে এনেছিলে—আজ সে আপনিই চোলে যাচ্ছে—আর তার উপর রাগ রেখো না মা—দয়া কোরে পায়ের ধূলো দিয়ে বিদেয় দাও।

মহা। বাবা রাধারমন—সংসারের জ্বালাতনে যদি ভুল কোরে অন্যায়ই কোরে থাকি তার কি এই প্রতিবিধেন হোল বাবা! আর তুই সর্ব্বনাশী মেয়ে এমন কাজ কেন কোর্‌লি মা—অভিমান দেখাবার আর কি কোন উপায় পেলিনি তাই বিষ খেয়ে মোর্‌তে গেলি—

গণেশ। মা বিষ বিষ কোরে অমন চেঁচামেচি কোরে হৈ চৈ পাকিও না—পাড়ার লোকের কানে গেলে এখুনি পুলিশের হাঙ্গামায় পোড়্‌তে হবে—তাইত কাকে বলি—আদুরী তুই মেয়ে মানুষ তবু পুরোন লোক তাই তোকে বোল্‌ছি—শিগ্‌গির চুপি চুপি গিয়ে রামলালকে বোল্‌গে যা—যেন সদর দরজা এখুনি বন্দ কোরে দেয়—বাহিরের লোক কেউ যেন না ঢোকে—খবরদার কাউকে কিছু ভাঙ্গিসনে—শুধু বোল্‌বি আমার হুকুম—

আদুরী। ওমা সেকি কথা—মুই কি বলব একি বল্‌বার কথা—তাকি বুজিনি না—তা হ্যাঁ দাদাবাবু সার্‌বি না গা—

গণেশ। চুপ্‌—আগে যা শিগ্‌গির—আর একটাও হাঁ না কোর্‌বিনে—শুধু বোলেই এখানে আবার চোলে আস্‌বি।

আদুরী। (স্বগতঃ) হে ভগবান্—কি কর্‌লে—কি কর্‌লে—

[আদুরীর প্রস্থান।

শ্যাম। দেখুন গণেশ বাবু—অল্প বিস্তর পুলিশের হাঙ্গামা সইতেই হবে বইকি—কেস্‌টা যখন—

গণেশ। আজ্ঞে তাত বুঝ্‌তেই পারছি—তবু ভদ্র ঘরের মান সম্ভ্রম যতটা সম্ভব বাচাতে চেষ্টা কোর্‌তে হবে ত!

ভবেশ। কোন ভয় নেই—যে বংশে তোমার মত এমন সর্ব্বগুণধর বংশধর জন্মগ্রহণ কোরেছেন—সে বংশের মান সম্ভ্রম কীর্ত্তির আবার ভাবনা—

গণেশ। দেখ বড়দা—বড় বিপদের সময় বোলে তাই এতক্ষণ তোমার কথায় কোন কান দিইনি—কিন্তু আশ্চর্য্য হোচ্ছি তবু বারবার পাড়ার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সাম্‌নে বিনা কারণে আমার প্রতি তোমার এরকম শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্য কি! সংসারে যা কিছু কোরেছি—তুমি বড় ভাই তোমাকে না জিজ্ঞাসা কোরে তোমার বিনা অনুমতিতে এ পর্য্যন্ত কোন কাজ কোরিনি—তবু হঠাৎ তোমার আজ এ ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আপনিই বলুন দেখি শ্যামবাবু—স্বীকার কোরি মানুষ মাত্রেরই misunderstanding হোয়ে থাকে। কিন্তু এখন কি সেই আলোচনার সময়!

শ্যাম। আজ্ঞে আমি আপনাদের কথা কি জানি বোলুন—তবে হ্যাঁ সময় বিবেচনায় এখন সে সবের উত্থাপন না হওয়াই ভাল।

গণেশ। এই—এই বলুনত শ্যামবাবু—এই বিপদের সময় কি আর বোল্‌ব ভগবানও আছেন—এর পর নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারবে।

ভবেশ। কি কি ভগবান! ভগবান আছেন গণেশ! হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছেন বইকি নইলে তোমার মুখেও আজ তিনি ধন্য হবেন কেন! আমার মত অন্ধকেও তিনি আজ চক্ষু খুলে দেবেন কেন!

কমলা। ওগো কি কোরছ—এদিকে এসো—আরত সময় নেই—আমায় বিদেয় নিতে দাও—

মহা। ওরে ভবেশ আর ও রাক্ষসের সঙ্গে কথা কোস্‌নে—ওরে ও যাদু জানে ওইত যত সর্ব্বনাশ ঘটালে—ওগো কেন আমি ওর কথাতে ভুল্‌তে গেলুম গো—কেন আমি ওর কথাতে ভুলতে গেলুম—

গণেশ। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য কি রকম ! এক মুহূর্ত্তে কি সব হাওয়া বোদলে গেল !

রামলাল। হুজুর হুজুর—পুলিশ—পুলিশ আই—

গণেশ। কেয়া পুলিশ ! হাম্ তোম্‌কে কেয়াড়ি বন্দ করনে হুকুম দিয়া—তব্ পুলিশ ক্যায়সে আয়া—কোঁও উস্‌কে ঘুস্‌নে দিয়া হারামজাদ্—কোন্ উস্‌কে খবর দিয়া—

রাম। কেয়া জানে হুজুর—ঝি যো বকত্ হাম্‌কো বলনেকো গেই ওভি ঐ বকত্ আ গিয়া হুজুর—হাম্ বোলায় ইনস্পেক্টর বাবু হামরা বাত শুনা নেহি—একদম পাহারওয়ালা লোগ্—সাথ কর্ত্তাবাবুকো ঘর্‌কা উধার চলা গেই—ছোট বাবু ভি উনলোক সাথ হ্যায় হুজুর হাম কেয়া বোলে—

গণেশ। ছোটে বাবু—ছোটে বাবু কোন হ্যায় !

রাম। হামি লোক্‌কো ছোটে বাবু—হুজুর !

গণেশ। (স্বগতঃ) তাইত কি হোল—বংশে বেটা কিছু কোর্‌লে নাকি—কিন্তু নরেশ কি কোরে—

(হরচন্দ্র, নরেশ, ভবেশের শ্যালক, ইনস্‌পেক্টর, পাহারওয়ালাগণ, মনোহরও আদুরীর প্রবেশ)

নরেশ। বৌদি—বৌদি !

ভবে-শ্যাঃ। কমলা—কমলা !

হর। বৌমা—বৌমা—এই ছ্যাখ্ আমি এসেছি আমি এসেছি।

কমলা। বাবা—ছোট্ ঠাকুর পো—দাদা—ঠাকুরদা সবাই এসেছ—কিন্তু—কিন্তু আমি যে আর কথা কইতে পার্‌ছিনে—ভগবান আমায় আমায় এখনও একটু বল দাও—উঃ দামিনী—একটু জল।

(দামিনীর জল প্রদান)

নরেশ। বৌদি—আমি কি এই দেখ্‌তে এলাম।

ভবে-শ্যাঃ। হায় হায়—আর একটা দিন কেন অপেক্ষা কোর্‌লিনে বোন তা হোলে যে আর এ সব কিছুই ঘোট্‌ত না।

কমলা। আর যে পারলাম না দাদা—কপাল!

হর। না না আবার কপাল কেন বোলছিস্ মা—এই যে আমি এসেছি নরেশ এসেছে—এই ছাখ সেই এতদিন কার বুড়ো নায়েব মনোহর সেও আজ আবার ফিরে এসেছে—আর ভয় কি মা সব ভাল হোয়ে যাবে—ঝি বোল্‌ছিল বড্ড অসুখ কোরেছে নাকি—কি হোয়েছে? নরেশ—ডাকো, ডাকো শিগ্‌গির ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও—এখনি আমার মাকে ভাল কোরে দেবে—

কমলা। না বাবা আমার দিন ফুরিয়েছে—এখন শুধু পায়ের ধুলো দিয়ে অভাগিনী মেয়েকে বিদেয় দিন।

হর। হা—হা—পাগলি মেয়ে দিন ফুরিয়েছে কি বল্—দিন আরো ফিরেছে বল—নইলে যে এতদিন আমি কবে পাগল হোয়ে যেতুম—তাত হইনি—কেন জানিস্ মা শুধু তোকে মনে কোরে—যখনি এ সংসারটা চারিদিকে নির্ম্মম মরুভূমির মত ঠেকেছে—প্রাণটা হাহাকার কোরে উঠেছে—অমনি তোর ঐ মুখখানি চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠেছে—আর বুকটা শীতল হোয়ে গিয়েছে—তাই পাগল হোতে পারিনি—গিন্নি আমায় ভুল বুঝিয়েছিল—কিন্তু যেদিন পালিয়ে তোর কাছে এসেছিলাম সেইদিন থেকে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গিয়েছে।

মহা। নায়েব মশায় এসেছ—বাবা তোমার কা[illegible] তাই বুঝি সব সবদিক থেকে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ হোল—কি রাগ কোরে গেলে বাবা—বাবা—দেখ দেখ কি সর্ব্বনাশ হোল।

মনোহর। সেকি কথা মা—ছেলের কাছে কখন মার অপরাধ হয়—না ছেলে কখন মার উপর রাগ কোর্‌তে পারে—আমারি কপালদোষ মা নইলে এতদিনের পর কি এই দেখ্‌তে এলাম।

হর। চুপ্ চুপ্ এখন ও সব কথা চুপ্—নরেশ কই—কই ডাক্তার কই—

নরেশ। বাবা যা শুনেছিলেন তা' নয়—বৌদি সর্ব্বনাশ কোরেছেন—বিষ খেয়েছেন—শ্যামবাবু বোলছেন—ডাক্তারী শাস্ত্রে নাকি এর আর কোন প্রতিকার করবার উপায় নেই।

হর। এঁ্যা—কি—বিষ—বিষ—সেকি সেকি—মা মা একি—একি কোর্‌লি মা—আজ এই সব ফিরে পাবার দিন এমনি কোরে সব ডুবিয়ে দিলি—উপায় নেই—এঁ্যা উপায় নেই—ওরে কি হোল—কি হোল—গিন্নী—গিন্নী—তুমিই—ও হো হো।

(মুর্চ্ছাপ্রায় হইয়া পড়িতে যাওয়ায়—নরেশের ধরিয়া ফেলন)

নরেশ। শ্যামবাবু—শ্যামবাবু—বাবাকে দেখুন—বাবার হার্ট ভাল নয়—কি হোল সব বুঝি যায়—

মহা। ওরে কি হোল—কি হোল—এঁ্যা—

নরেশ। চুপ্ করো মা—ডাক্তার বাবুকে আগে দেখ্‌তে দাও—

(শ্যাম ডাক্তারের পরীক্ষা করিয়া)

শ্যাম। না টেম্‌পোরারি ফিটের মত বোধ হচ্ছে—তবে হার্ট ত দুর্ব্বলই—ভয়ের কথা হোলেও উপস্থিত তেমন কিছু নয় বোধ, হয় মুখে চোখে বাতাস দিয়ে স্থির ভাবে থাক্‌তে দিন—আপনিই এ'ভাব চোলে যাবে—

ইনস্‌পেক্টর। দেখুন নরেশ বাবু—এ অবস্থাতেও আপনাদের বোল্‌তে বাধ্য হোচ্ছি কিছু মনে কোর্‌বেন না—যা হবার তা'ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন—উপস্থিত সময় থাক্‌তে আমার কর্ত্তব্যটা সার্‌তে দিন—এসেছিলাম এক কাজে বটে—কিন্তু চক্ষের সাম্‌নে যখন এ' আবার এক ব্যাপার দেখ্‌ছি—তখন এ সম্বন্ধেও পুলিশের লোকের যা' করা উচিৎ তাও ত আমায় কোর্‌তে হবে—কর্ত্তার কাছ থেকে ফের্‌বার পথে যদি ঝির মুখ থেকে আপনাকে চুপি চুপি বলবার সময় এ

খবরটা আমার কানে না আস্‌ত'—তা হোলে আর এখান অবধি আমার আসার প্রয়োজনই ছিল না—কিন্তু এ' শোনার পর আস্‌তে আমি বাধ্য এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে পুলিশ কর্ম্মচারীর যা' করা উচিৎ তাত আমি কোরতে বাধ্য—বুঝছেন ত!

নরেশ। কি কোরতে চান বলুন।

ইন্‌স। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—

নরেশ। কি বোলুন—

ইনস্‌। আপনাকে নয়—আপনি ত এখানে ছিলেন না (ভবেশের প্রতি) আপনার নাম বুঝি ভবেশ বাবু—ইনি আপনার স্ত্রী ?

ভবেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্‌। ইনি কেন এমন কাজ কোর্‌লেন জানেন বা এ সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ আছে কি ?

ভবেশ। উপস্থিত যা জানি—আমার স্ত্রীর নামে কোন চিঠি পেয়ে আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করি—তাই নিয়ে আমাদের মনমালিন্য ঘটে—এই বোধ হয় প্রধান কারণ।

ইনস্‌। সে চিঠি কার লেখা জান্‌তে পারি কি ?

ভবেশ। সে চিঠি আমার ছোট ভাই আমার স্ত্রীকে লিখেছিলেন স্বদেশী ব্যাপারে—

নরেশ। আমার ধরা পড়ার খবর জানাবার জন্যে—কিছুদিন আগে বৌদিকে আমি একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলাম বটে—কিন্তু তাতে এমন কি!

ইনস্‌। সে কথা এখন থাক্‌—আচ্ছা সে চিঠি প্রয়োজন হোলে আপনি তা' প্রোডিউস্‌ কোর্‌তে পার্‌বেন ভবেশ বাবু!

ভবেশ। সে চিঠি আমি খুঁজেছিলাম কিন্তু আর তা' দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—

বোধ হয় আমার স্ত্রী তা নষ্ট কোরে ফেলে থাকবেন বা কি কোরেছেন তা বোলতে পারিনে—

ভবে-শ্যাঃ। সে চিঠি আমার কাছে আছে ইন্‌সপেক্টর বাবু—আমার ভগ্নী আমায় দেখবার জন্যে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ইনস্। কেন আপনাকে সে চিঠি পাঠাবার কারণ?

ভবে-শ্যাঃ। কারণ আমার ভগ্নীর ধারণা সে চিঠি জাল—সম্পূর্ণ না হোক্ যে অংশ পোড়ে ভবেশবাবুর মনে সন্দেহের কারণ ঘটে—সে অংশ নিশ্চয় জাল।

ইনস্। কেন নরেশ বাবু সে চিঠি কি আপনি লোক মারফৎ পাঠিয়ে ছিলেন?

নরেশ। আজ্ঞে না ডাকেই পাঠাই—

ইনস্। তা হোলে কি কোরে—

ভবেশ। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে—চিঠি ডাকে এলেও ডাক পিয়নের হাত থেকে পাওয়া হয়নি—একদিন বাদে সে চিঠি আমার এই মেজভাই আমায় দেন—পরে আমার স্ত্রীর মুখে এ'কথাও শুনি—যে সে চিঠি আমাদের পুরোন চাকর বংশী ডাক পিয়নের কাছে তা পেয়েই তাঁকে দিতে আস্‌ছিল—কিন্তু আমার মেজভাই "চিঠি কার দেখি" বোলে তার হাত থেকে নিয়ে—থাক্ এ' আমি দেব আখন্ বোলে তাকে অন্য কাজে পাঠান—

নরেশ। বড়দা—এজেনেও তবু তুমি—না তোমার দোষ কি—উঃ এ সয়তানি—তবে শুনুন ইনস্‌পেক্টর বাবু আজ এখানে আস্‌বার কিছু আগেই আমি যা জান্‌তে পেরেছি তাতে এখুনি সম্পূর্ণ প্রমাণ হবে যে চিঠির সে অংশ সত্যি সত্যিই জাল—আর সে কাজ আমার এই মার পেটের ভাইই করিয়েছেন।

গণেশ। কি—কি—আমি—আমি কোরেছি!

(হারাণ ও পশ্চাতে বংশীর প্রবেশ)

হারাণ। উঃ হুঁ হুঁ—আস্তে আস্তে মেজবাবু—অত জোরে নয় একটু আস্তে—

গণেশ। এ্যাঁ—একি—কে—কে তুই!

হারাণ। ও আর চিনতে পারছেন না!

ইনস্। তাই বটে—কি গণেশ বাবু—বাপকে কয়েদে রেখে পাগল কোরতে গিয়ে শেষ নিজেই পাগল বনে গেলেন নাকি—হাঃ হাঃ তা মন্দ নয়—

হারাণ। হুঁ এখন চিনতে পারেন না—কিন্তু ঐ পাঁচটা লাইন জাল কোরে ঐ চিঠির মধ্যে জুড়ে দেবার জন্যে একদিন এক কথায় ৫০০৲ টাকাও কোবলে—শেষ এই গরীবের স্ত্রীপুত্র মোরতে বোসেছে শুনেও পাঁচটা টাকাও ছাড়তে পারেন নি—বাবুর কাণ্ড কীর্ত্তি—ইনিসপেক্টর বাবু বোলছি ত সব এখন কোর্টে দাঁড়িয়েও মুক্ত কণ্ঠে সব প্রকাশ কোরে বোলব—তাতে যদি আমাকে জেল খাটতে হয় সেও স্বীকার—মা দুর্গা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন—তখন কারুর ভয় আর রাখিনে।

কমলা। আঃ ভগবান!

ভবেশ। কমলা—কমলা!

কমলা। ওগো বুঝি এইটুকুর জন্যে এখনও নিশ্বেষটা আটকে ছিল—এখন শুনলে ত সব—এইবার আমায় বিদায় দাও—বাবা রাধারমন—রাধারমন—তুমিই সত্য আঃ—

ভবেশ। এ্যাঁ চোলে গেলে চোলে গেল কমলা—কমলা!

নরেশ। বৌদি—বৌদি—তোমার খোকাকে কার কাছে দিয়ে গেলে বৌদি—

মহা। বাবা—আমি কি কোরলুম—একি হোল ওরে কোথায় যাবরে—ওরে কি সর্ব্বনাশ হোলরে—(মহামায়ার কমলার নিকটে গমন) ওরে

আমি যে একদিনের জন্যেও বাছার মুখপানে ভাল চোক্ষে চেয়ে দেখিনি—মহা পাপিনী আমি—না বুঝে এমন কোরে নিজের ঘরের লক্ষ্মী নিজেই জলে ভাসিয়ে দিলাম—ওরে কি কোর্‌লাম—কি কোর্‌লাম—এঁ্যা !

নরেশ। মা—মা—তুমি বাবার কাছে যাও—আর এ কি দেখ্‌বে—

মহা। বাবা আমি কি কোরলুম—এ কি হোল—ওরে কোথায় যাব রে—কোথায় যাব রে—

বংশী। আহা আহা চোলে গ্যালি মা চোলে গ্যালি—ওঃ মেজদাদা বাবু—এমন কোরি সোনার সংসারটা ছারখার কর্‌লা—তুমি মানুষ না পাষাণ—আহা—হা— (গোলমালের মধ্যে গণেশের পলায়নে উদ্যত)

ইনস্‌। আহা দাঁড়ান—দাঁড়ান যান কোথা গণেশবাবু লোকে শ্বশুর বাড়ী যেতেও যে এত ব্যস্ত হয় না—(পাহারাওয়ালাদের ইঙ্গিত করণ ও তাহাদের ঘেরিয়া দাঁড়ান) রস্থন রস্থন—আপনি অমনি গেলে চলে কি ? মহাশয়ের যে এখনো সম্পূর্ণ পরিচয় হয় নি—শুনেছি মহাশয় ডাক্তার— বাড়ীর অসুখ বিসুখের ওষুধ বিশুদের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আপনার অগোচরে হওয়া সম্ভব নয়—তাই জিজ্ঞাসা কোর্‌ছি এ'রকম মারাত্মক বিষ এখানে আসে কি কোরে।

গণেশ। কেন—আমার বাড়ীতেই ডিস্পেন্‌সারি—সব রকম ওষুধই সেখানে থাকে—উনি হয়ত চুরি কোরে কোন রকমে তা সংগ্রহ কোরে থাক্‌বেন। অন্যে কি কোরেছেন তা—তা' কি কোরে আমি জানব !

ইনস্‌। জানেন না—কিন্তু এরকম মারাত্মক বিষ কি ডিস্পেনসারিতে এমন অসাবধানে রাখা হয়—যে ইচ্ছে কোর্‌লেই যে কেউ তা' সংগ্রহ কোর্‌তে পারে ?

গণেশ। অসাবধানে রাখা হয় আপনাকে কে বোল্লে—সম্পূর্ণ সাবধানেই রাখা হোয়ে থাকে—

ইনস্‌। হুঁ—আপনার কম্পাউণ্ডার কে ?

হারাণ। আজ্ঞে এই যে আমি—যা জানতে চান আমাকেই জিজ্ঞাসা করুন না—

ইনস্। সেকি তুমি নায়েব আবার কম্পাউণ্ডার—

হারাণ। আজ্ঞে তা নইলে এমন জাগা ঘরে চুরি হয় কি কোরে—ও ওষুধ খুব সাবধানেই রাখা ছিল—চাবির মধ্যে তবে কিনা—

ইনস্। তবে কিনা কি ?

হারাণ। আজ্ঞে কর্ত্তার ইচ্ছে কর্ম্ম—হুজুর স্বয়ংই একদিন ও ওষুধের শিশিটা আলমারি খুলে নিয়ে যান—

গণেশ। খবরদার মিথ্যেবাদী, পাজি—কি বোল্লি—তুই দেখেছিস্ আমায় নিয়ে যেতে—ওহো—হো—এইবার আমার চক্ষু খুলেছে—বৌদি তোর হাত দিয়ে সেদিন টাকা পাঠিয়েছিল—মনে কোরেছিস্—আমি তা' জানিনে—আমি তখুনি তা দেখেছি—ভেবেছিলাম কাঁদাকাটি কোর্‌ছিস্ বাড়ী যাবার জন্যে—বংশীর মুখে শুনে তাই বুঝি কিছু দিয়ে থাক্‌বেন—এখন ঠিক ধরা পোড়েছে—হারামজাদা তোর সব সয়তানি আমি প্রমান কোর্‌ব—ভেবেছিস্ যা তা' বোলে অমনি অমনি পার পাবি।

হারাণ। আজ্ঞে তাকি হয় হুজুর—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ—ঐ যে বলে ল্যাজ্ ধোরে বৈতরণী পার—পার হইত তা একসঙ্গেই হবো—আর তা না হয়ত একসঙ্গেই ডুব্‌বো—তার জন্যে চিন্তা কি ?

দামিনী। (স্বগতঃ) না আর সহ্য হয় না—না বোলে আর থাকৃতে পারিনে—

ইনস্। নরেশবাবু! এ মেয়েটী কে—দেখে মনে হোচ্ছে উনি যেন কিছু বোল্‌তে চান—কিন্তু লজ্জায় পারছেন না ?

নরেশ। তুমি কিছু বোল্‌তে চাও দামিনী ?

দামিনী। হ্যাঁ এ শিশি—আমি খোকাকে খাওয়াবার ইমালসনের শিশির কাছে আরো ক'দিন থাকৃতে দেখিছি ও আজও তাই দেখে সন্দেহ

হোয়েছিল বোলে বৌদিকে তাই দেখাবার জন্যে ডাক্‌তে যাই—ঘুরে এসে দেখি—বৌদি কোথা থেকে ইতিমধ্যে এসে এই কায্‌ কোরেছেন।

ইনস্‌। তুমিই কি প্রথমে এসে এঁকে এই অবস্থায় দেখ মা! খোকাকে দুধ খাওয়াবার ভার কি তোমারই ছিল?

দামিনী। হ্যাঁ।

ইনস্‌। তা সন্দেহ হয় কিসের—

দামিনী। (স্বগতঃ) তাইত কি বোল্‌ব!

ইনস্‌। বোল্‌তে ইতস্ততঃ কোর্‌ছ কেন মা—নির্ভয়ে বল।

দামিনী। আমার সন্দেহ হয়—যে কেউ ইচ্ছে কোরে এই রকম রেখেছে—যে দুধে ইমাল্‌সন্‌ মিশিয়ে খাওয়াবার সময় খোকাকে যে দুধ খাওয়ায় সে যাতে ভুল কোরে হোক্‌ কি ইচ্ছে কোরে হোক্‌ ঐ ইমালশন না মিশিয়ে ঐ বিষ মিশিয়ে খাওয়ায়—

ইনস্‌। কি ভীষণ কথা—অর্থাৎ বোল্‌তে চাও যে, যে এরকম রাখ্‌ছে খোকাকে মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য—ভুলক্রমে সেটা হোতে পারে—কিন্তু ইচ্ছে কোরে কেউ এমন কাজ কোর্‌তে যাবে কেন—এযে বড় অদ্ভুত কথা মা—তা হোলে দেখা যাচ্ছে তোমার এরূপ সন্দেহ হবারও কোন কারণ আছেই আর নিশ্চয়ই তুমি কারুর উপর এ সন্দেহ কর—এমনতর গুরুতর ব্যাপার যখন তখন ত তোমায় সব কথা খুলে বোল্‌তে হবে মা—নইলে আমরা বুঝ্‌ব কি কোরে।

দামিনী। না না একি কোর্‌লাম—কি বোল্‌তে কি বলে ফেল্‌লাম না না সে আমি পার্‌বো না।

ইনস্‌। তাকি হয় মা—পুলিশের লোকের কাছে যখন এমন কথা প্রকাশ কোরেছ তখন তুমি খুলে বোল্‌তে বাধ্য—না বোল্লে কি চলে মা—এখন তবু শুধু এইসব আপনার লোকের সামনে—নইলে এরপর শেষ

কোর্টে দাঁড়িয়ে সকলের সাম্‌নে বোল্‌তে হবে—ভদ্রবংশের মেয়ে তুমি, এর চেউতে সেটা কি ভাল হবে মা ?

দামিনী। (স্বগতঃ) একি সর্ব্বনাশ কোর্‌লুম—কেন বোল্‌তে গেলুম—শেষ আমার ভাগ্যে এই ছিল—সকল কথা খুলে বলা মানে চিরদিনের জন্যে জগতের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ কোরে বেঁচে থাকা—না বোল্লেও পুলিশ ছাড়্‌বে না—না না সে হবে না—তার চেউতে বৌদি যে পথে গেছে সেই পথই ভাল—মিথ্যে আর কি কোর্‌তে থাকা—ধীক্‌ —ধীক্‌ এ জীবনে—না কিছুতে না—

(সহসা বিষের শিশি তুলিয়া লইয়া মুখে ঢালিয়া দেওন)

নরেশ। এঁ্যা একি—কর কি—কর কি—(শিশি কাড়িতে যাওন কিন্তু তখন খাওয়া হইয়া গিয়াছে)

মহা। হ্যাঁরে—কি হোল আবার—

নরেশ। চুপ্‌—তুমি বাবাকে দেখ মা—

ইনস্‌। What a mystery ! এ আবার কি ব্যাপার নরেশ বাবু—এঁ্যা !

নরেশ। কি বোল্‌ব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

ইনস্‌। সাধারণতঃ রিপোর্ট দেওয়া হোয়ে গেলেই এসব শিশিপত্র পুলিশের হাপাজতে থাকে কিন্তু এখুনি চোখের সাম্‌নে এমন ঘট্‌বে তাকি জানি —তাইত একি কোর্‌লে মা—লজ্জার খাতিরে জগতের কাছে না বোলে আত্মহত্যা—এতবড় মহাপাপ কোরে উল্টে নিজেকেই যে জগতের কাছে দোষী সাব্যস্ত কোরে গেলে—এতে যে তোমাকেই লোকে আরো সন্দেহ কোরবে মা—বোল্লে হয়ত যথার্থ যে দোষী তার নির্ণয় হোত তাও না কোর্‌তে দেওয়ায় সেদিক থেকেও পাপের ভাগী হোলে—

দামিনী। না না—বোল্‌ব বোল্‌ব আর লজ্জা কিসের—এখুনিত সব শেষ হবে তখন আর কি—বোল্‌ব—নইলে এত বড় নৃশংষ পিশাচ অমনি অমনি মুক্তি পাবে না না তা' হবে না—বোল্‌ব—

ইনস্। হ্যাঁ মা—এখনো বোলে ফেল আর গোপন কোর না—

দামিনী। না শুনুন—আমি নরেশবাবুর মার সয়ের মেয়ে—মার মৃত্যুর পর থেকে এঁদের আশ্রয়ে আছি—মার মৃত্যুর সময় নরেশবাবুর মা আমার মার কাছে প্রতিশ্রুত হন যে তাঁর কোন ছেলের সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন—কিন্তু ফলে তা' ঘটে না পর পর তিন ছেলেরই বিবাহ হোয়ে যায়—কিন্তু নরেশবাবুর স্ত্রী চিররুগ্না ও সম্প্রতি ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশায় জবাব দিয়ে যাওয়ায় ইদানিন্ নরেশবাবুর মার আবার ইচ্ছে হয় যে আমার সঙ্গে নরেশবাবুর বিবাহ দেন—এই সময় হঠাৎ কোন ঘটনায় নরেশবাবুর নানা গুণের পরিচয় পেয়ে আমিও তাঁর প্রতি ভিতরে ভিতরে আকৃষ্ট হই—ও এই গণেশবাবুর স্ত্রী কোন কারণে আমার সে মনভাব জান্‌তে পেরে—

ইনস্। গণেশ বাবুর স্ত্রী—তিনি কোথায়—এখানে আছেন কি ?

দামিনী। না দুদিন আগে বাপের বাড়ী গেছেন—

ইনস্। ইস্—ভারি হুসিয়ার—ভেবেছেন তা হোলেই পাবেন পার—কিন্তু কিন্তু এখন যে একেবারে কোর্টে হাজির হোতে হবে তাকি জানেন না—

দামিনী। তিনি আমার সে দুরাশাকে নানা ভাবে আরো প্রলোভিত কোরে শেষ কিন্তু বলেন যে দেখ ভাই সবদিক থেকে সুবিধে থাক্‌লেও আমি যতদূর ছোট ঠাকুরপোর মন জানি ছেলে বেঁচে থাক্‌তে কিছুতে তার এতে রাজি হবে বোলেত বোধ হয় না—উঃ—উঃ !

ইনস্। বড় কষ্ট হোচ্ছে মা—

দামিনী। হ্যাঁ—না না—তবু বোল্‌ব বোল্‌ব—একদিন আমি গণেশবাবুর বইয়ের আলমারিতে বই নেড়েচেড়ে দেখ্‌ছিলাম—এমন সময় গণেশ বাবুর স্ত্রী এসে বলেন—"দেখ্ তোর জন্যে একখানা বই রেখেছি—পোড়্‌বি উনি বোল্‌ছিলেন বেশ ভাল বই"—আমি মধ্যে মধ্যে এমনি

আলমারী থেকে বই নিয়ে পোড়্‌তাম ও সেসব বইয়ের গল্প তাঁর স্ত্রীকে শোনাতুম কাজেই তখন এ'অনুরোধ করায় আমার মনে কোন সন্দেহ হয়নি—কিন্তু যখন পোড়ে দেখ্‌লাম তখন কেমন একটু সন্দেহ হোল—কিন্তু তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি—

ইনস্‌। কেন বই পড়াতে সন্দেহের কারণ কি থাকৃতে পারে—

দামিনী। সে বই একখানা ইংরাজী নভেল্‌—তার নায়িকারও আমারি মত সম অবস্থাপন্ন অবস্থায় পোড়ে তার প্রণয় পথের কন্টক স্বরূপ তার প্রণয়ীর একমাত্র শিশু সন্তানকে কোন দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় এইরূপ কৌশলে হত্যা কোরে ভুলক্রমে কোরেছি বোলে রাজদ্বারে মুক্তি লাভ কোরে আপনার অভীষ্টলাভে সক্ষম হোয়েছিল—উঃ আর পার্‌ছিনে—আমার যা বলবার আর—উঃ !

ইনস্‌। থাক্‌ মা বুঝ্‌তে পেরেছি—অদ্ভুত বটে !

নরেশ। কি ভীষণ—কি ভীষণ—মেজদা এও তোমার ইচ্ছে ছিল—একমাত্র বংশধর সকলের মুখ চাওয়া ধন !

ঠাকু। আর দাদা বংশ—এযে একেবারে বংশলোচন—কলির দুর্য্যোধন—ইনসপেক্টর বাবু—আপনারাত অনেক দেখেছেন—কিন্তু এমনতর আর দু'একটা দেখেছেন কি—না বিংশশতাব্দির মহাভারতের—এঁকে দিয়ে এই প্রথম উপক্রমনিকা গাওনা হোল—এখনো আরো ঢের শুন্‌তে বাকি।

ইনস্‌। আজ্ঞে—তাই বটে—বৈজনাথ—(পাহারওয়ালাকে গণেশকে ধৃত করিতে ইঙ্গিত করুণ)

গণেশ। খবরদার—এ কিরকম বেয়াইনি কাজ ইনস্‌পেক্টর বাবু—কোর্টের বিনা অনুমতিতে আপনি আমায় গেরেপ্তার কোর্‌তে পারেন না—যার তার কথায় প্রমান সাব্যস্ত হোতে পারে না—আমারও যথেষ্ট বলবার আছে—আমিও প্রমান কোর্‌ব এসমস্তই মিথ্যে কল্পনা !

ইনস্। ইস্—এর উপরও আবার খবরদার—বলেন কি গণেশ বাবু—সেত পরের কথা—উপস্থিত কতগুলি চার্জ্ আপনার উপর পোড়েছে জানেন—প্রথম দফা—নিজের কর্ম্মচারীর দ্বারা False information রিপোর্ট কোরে পুলিশ ডাইরি লিখিয়েছেন—দ্বিতীয়—Case of Conspiracy—পৈতৃক সম্পত্তি নিলেমে চড়িয়ে বেনামীতে সেই সম্পত্তি কিনে নিজের পেটে পুরেছেন—তৃতীয়—মিথ্যে কোরে পাগল বোলে—বাপকে পিঁজরে পোরা পশুর মত ঘরে বন্ধ কোরে রেখেছেন—চতুর্থ—Attempt to murder—কৌশল কোরে দুগ্ধ পোষ্য শিশু নিজের ভাইপোকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা কোরেছেন—আরো কি আছে না আছে জানিনে—তবে উপস্থিত প্রথম, তৃতীয়ও চতুর্থ চার্জের জন্য আপনি গ্রেপ্তার হোতে বাধ্য—পারেন পরে আমার বেয়াইনি প্রমান কোর্বেন—এখনত বিনা বাক্যে শ্রীঘরে চলুন—

মহা। ওরে নরেশ—এসব কি শুনছি—কি শুনছি—এ্যা ওরে গণেশ তা তোর মনে এত ছিল—আর তুই সর্ব্বনাশী মেয়ে একি—ওরে এও বুঝি বিষ খেয়েছে—আমায় চুপ্ কোরতে বোল্লি আমি বলি কিত কি—ওমা এ আবার কি সর্ব্বনাশ—বাবা ভবেশ—আমি যে বড় আশা কোরে তোদের বিদ্যে শেখাবার জন্যে শ্বশুরের অমন সোনার ভিটে ছেড়ে কারো কথা না শুনে জোর কোরে কলকাতায় এসেছিলাম—তাই এই কি সেই বিদ্যেশেখার ফল হোল বাবা।

ভবেশ। নিজেদেরই দোষ—বিদ্যে শেখার দোষ কি মা!

ঠাকু। না—বড় কষ্টের সময়েও না বোলে থাক্‌তে পারছিনে ভায়া—শিক্ষার দোষ নেই—শিক্ষারই দোষ সম্পূর্ণ—নইলে কি আজ নিজের ঘরের রত্ন প্রদীপের আলোর পানে একবারও না চেয়ে কেবল ঐ বিদেশী বিদ্যের আলেয়ার আলোর পিছু ছুটে চক্ষু হারিয়ে তোমার মত ছেলে আজ এমন সর্ব্বনাশ ঘটাত না সংসারের মায়া মমতার

বন্ধনের মধ্যে থেকে মেয়ে মানুষের স্বভাবোচিত যে শিক্ষা সে শিক্ষা মোটে না লাভ কোরে হোষ্টেলে কলেজে পোড়ে থেকে শুধু বিদেশী সাহিত্যের পাসের পড়া মুখস্থ কোরে পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পাস কোরে মেয়ে মানুষের আসল তত্ব হারিয়ে তোমার ভগ্নী অলকা ও দামিনীর এই দুটো মেয়ের আজ এমন দশা হয়—তোমার ডাক্তার ভায়ার কথা ছেড়ে দাও উনি ক্ষণজন্মা—

দামিনী। এ কথা খুব সত্যি ঠাকুরদা—আজ মরবার সময় আমারও ঐ কথা আজ সব চেউতে বেশী কোরে মনে হোচ্ছে—হোষ্টেলে কলেজে ফেলে রেখে মেয়েদের লেখা পড়া শেখানো মস্ত ভুল মস্ত ভুল—নরেশবাবু এই যাবার সময় আমার একটী অনুরোধ—পরোক্ষে আপনার যদি মেয়ে হয়—এমন ভুল আপনি যেন কখন না করেন—উঃ একটু জল—

নরেশ। জল প্রদান—

দামিনী। আঃ—

নরেশ। তুমি এমন বুদ্ধিমতী হোয়ে এমনতর কাজ কেন কোর্‌লে দামিনী।

দামিনী। এ' সব শোনার পর—আর সে কথা কেন? ছিঃ আমায় বুদ্ধিমতী বোল্‌বেন না—শুধু অভাগিনী বোলে স্মরণ রাখবেন—খোকামনির ভার নিতে পার্‌লাম না আমায় মার্জ্জনা কোর্‌বেন—তবু বৌদিদির কৃপায় যেটুকু শিক্ষা লাভ কোরেছি ও খোকামনির মুখখানি দেখে নারী জন্মের যে স্বার্থকতা টুকু অনুভব কোরেছি সেই আমার এ জন্মের পাথেয়—জন্মান্তরে আর যেন কখন এমন ভুল না করি মাসিমা—

(মহামায়ার দামিনীর নিকট গমন)

মহা। ওরে অভাগিনী মেয়ে—আর আমার নাম কোরিস্‌নে—আমি সর্ব্বনাশীই যত অনিষ্টের মূল—কিন্তু দুজনে মিলে এমন কোরে জব্দ

কোরে গেলি—ওরে আমি যে এ পাপের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত খুঁজে পাবো না রে—একি কোরে গেলি মা !

দামিনী। আপনার দোষ কি মাসিমা—এ অভাগিনী মেয়েরই নিজেরই বুদ্ধির দোষ—সে যে অভাগিনী—নরেশবাবু বিদায়—মাসিমা না—আর পারছিনা—উঃ (মৃত্যু)

ইনস্। যাক্—এও শেষ—

বংশী। (স্বগতঃ) হা ভগবান—একি দেখ্‌তিছি—একি দেখ্‌তিছি—

হর। (হঠাৎ মূর্চ্ছাভঙ্গে) এঁ্যা—কি—কি—উপায় নেই—তা কখনই হোতে পারে না—আমি এখুনি ভাল ডাক্তার আনাচ্ছি—একি গণেশ—তোমার হাতে হাতকড়ি কেন—

মহা। ওগো দেখ দেখ গণেশ কি সর্ব্বনাশ ঘটালে গো—দেখ সবদিক যে অন্ধকার হোয়ে গেল গো—একি হোল গো—কি হোল !

হর। চুপ্—চুপ্—একি গণেশকে এমন ! ও বুঝেছি—আমায় মিথ্যে কোরে আট্‌কে রেখেছিল তাই জান্‌তে পেরে বুঝি—আহা না না—ইনস্‌পেক্টর বাবু ওকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—ও একটা ভুল বুঝে কোরেছে—কেমন তাই না রে—এই দেখনা—আমি কি পাগল—তা হোলে বৌমার অসুখের খবর শুনে ছুটে আস্‌ব কেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এখন ও বুঝ্‌তে পেরেছে—তবে বলি শোন ওকি ভেবেছে জানো—আমার মেয়েকে যেমন দশ হাজার টাকা দিয়েছি—তেমনি নরেশের ছেলে আমার দাদুকে পাছে বেশী কিছু দিয়ে বোসি—ওটা অমনি উল্টো বুদ্ধি—হা—হা—পাগল তাকি হয় রে—সবই সমান—না না বুদ্ধি ভ্রমে কোরে ফেলেছে—দাও বাবা ছেড়ে দাও আমি বোল্‌ছি—

ইনস্। আজ্ঞে—কিন্তু ভুল যে শুধু ঐ টুকু অবধি নয়—আপনার সেই দাদুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বার ও মতলব পাকিয়েছিলেন—হাতে হাতে তার প্রমান পাওয়া গিয়াছে—আর কত কীর্ত্তি শুনবেন পরে—

হর। কি বোল্লে—কি বোল্লে—আমার দাদুকে বিষ খাইয়ে এঁ্যা—কই—কই—আমার দাদু কই—ঐ যে দাদু—(কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া) গিন্নী—গিন্নী—নাও—নাও (মহামায়ার কোলে দিয়া) দাদুকে নিয়ে শিগ্‌গির পালাও—তা হোলে ও রাক্ষস—রাক্ষস—সবাইকে মেরে ফেলবে—সবাইকে মেরে ফেলবে—

ইনস্। আজ্ঞে তা' মতলব খানা সেই রকমই বটে—ভগবানের কৃপায় আপনার দাদু রক্ষে পেয়েছে বটে—কিন্তু সেই বিষ হাতে পেয়েইত আপনার বৌমা আত্মহত্যা কোরেছেন।

হর। ও হো হো—তাইত—তাইত—সব ভুল হোয়ে গিয়েছে—হঁ্যা হঁ্যা মনে পোড়েছে বোলছিলে এমন বিষ তার আর কোন উপায় নেই না—এঁ্যা তবে কি হবে তবে কি হবে—কই কই মা আমার দেখি দেখি—উপায় নেই উপায় নেই—না না—তা' কখনও হোতে পারে না—তা কখনও হোতে পারে না—কোই—কোই—দেখি—

ঠাকু। আর কি দেখ্‌বে ভাদুড়ী—মা লক্ষ্মী ফাঁকি দিয়ে চোলে গিয়েছেন।

হর। না না—আমায় দেখ্‌তে দাও—দেখতে দাও—এঁ্যা—এঁ্যা—একি—একি—সব যে একেবারে নীলমূর্ত্তি হোয়ে গিয়েছে—সেই টুকটুকে রাঙ্গা পদ্ম পা দুখানি পর্য্যন্ত একি হোয়ে গিয়েছে ভট্টচার্য্য—ভট্টচার্য্য—তবে আর আমার মা নেই—মা নেই—গিন্নী—গিন্নী—চুপ কোরে এখনও কি দেখছো—নেই—নেই—কমলা—কমলা—আমার মা কমলা চোলে গিয়েছে নেই—ও হো হো হা

(পতন ও হার্টফেল করিয়া মৃত্যু)

নরেশ। যা—কি সর্ব্বনাশ হোল—বাবা—বাবা—বড়দা—বড়দা—দেখ দেখ বাবাও বুঝি ফাঁকি দিয়ে চোলে গেলেন।

মহা। এঁ্যা কি হোল—কি হোল—বাবা ভবেশ—একি হোল বাবা—ওরে আমায় একটু বিষ দে—আমায় একটু বিষ দে—যে পথে ওরা গিয়েছে

সেই পথে আমিও যাই নইলে আমার যে প্রায়শ্চিত্ত নেই—দে দে আমায় একটু বিষ দে।

ভবেশ। আর কেন চ্যাচাচ্ছ মা—তোমার অলক্ষ্মী চোলে গিয়েছে বাবাও চোলে গেলেন তখন আর কেন চ্যাচাও মা—চ্যাচাবার দিনত একেবারে ফুরিয়ে গেল মা—আর কেন—

মহা। ওরে কার জোরে এতদিন চেঁচিছি—সে জোর যে আমার তার সঙ্গে সঙ্গে চোলে গেছে—আর চ্যাচাবনা বাবা—কিন্তু আমার এ'পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—প্রায়শ্চিত্ত নেই—কোন উপায়ে যেতে পাল্লেই মুক্তি—দে দে আমায় একটু বিষ দে—

ভবেশ। বোল্লুম বোলে রাগ কোর না মা—বড় কষ্টে বলেছি—প্রায়শ্চিত্ত নেই নয় মা—ভগবানের অকাট্য বিধান—তুমি বোলে নয়—আমাকেও কোর্‌তে হবে—সবাইকে কোর্‌তে হবে—কারুর এড়ান নেই—বাবা তোমাকে খোকামনির ভার দিয়ে গেলেন—খোকামনিকে তোমায় মানুষ কোর্‌তে হবে মা—ঠাকুরদাদার কথাই ঠিক—আমাদের মত এমন শুধু কলেজে মুখস্থ পড়া বিদ্যেয় নয়—জ্ঞানে কর্ম্মে চরিত্রে সত্যিকার মানুষ হওয়া—আর এ' কলকাতায় থাকবো না মা—জগতের অন্নদায়িনী যে অন্নদা বঙ্গ মাতার পল্লী—যার থেকে একদিন আমার এই কমল তুলে এনেছিলাম এমনিতর শত শত সোনার কমল যেখানে আজও নিত্য লাঞ্ছনা ভোগ কোরে অযত্নে অনাদরে অকালে ধূলিশায়ী হোচ্ছে সেই পূণ্য ভূমির ধুলিতে কুটীর বেঁধে চাষাদের সঙ্গে থাকৃতে হয় সেও স্বীকার তবু আর এখানে নয় মা—বিদ্যা ফেলে অবিদ্যার বাহ্যিক সম্পদে ভুলে শতাব্দী ধোরে সমস্ত বাঙ্গালী জাত্‌টা যে পাপ ভার এতদিন সঞ্চয় কোরেছে বুঝি তারও আজ প্রায়শ্চিত্ত্যের দিন এসেছে মা—শুধু তোমার আমার নয়—নরেশ তোমারি বিদ্যাশিক্ষা সফল—আজ থেকে এ মিথ্যা বিদ্যা গর্ব্ব ত্যাগ কোরে তোমারি কার্য্যে যোগদান

কোরে জীবন দিয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌ব—চল ভাই আর এখানে নয়—

মহা। তাইত—একি কোরে গেল—ওগো আমিও পাষানী—কিন্তু তুমি কেমন কোরে এমন নিষ্ঠুর হোয়ে গেলে—পাষানীর উপর আবার একি পাষান চাপিয়ে এমন কোরে আমার হস্তপদ বদ্ধ কোরে গেলে গো—ওরে নরেশ—তোর এ ধন তুই ফিরিয়ে নে বাবা—তুই ফিরিয়ে নে—আমায় মুক্তি দে বাবা—আমায় মুক্তি দে—ওরে আমি কি কোরব—কি কোরব—

ইনস্। নরেশ বাবু—তা হোলে আমি এখন চোল্লেম—আমার এই দুইজন লোকও উপস্থিত এই দুইলাস্ এখানে রইল—শীঘ্রই এসম্বন্ধে যেরূপ বিধি আছে তাই হবে—কর্ত্তার সম্বন্ধে আপনাদের করণীয় যা' কোর্‌তে পারেন—আসুন গনেশ বাবু।

নরেশ। বিনোদ বাবু—একটা কথা—

ইনস্। কি বলুন ত—

নরেশ। বাদী ত আমরাই—কিন্তু এখন যদি আমরাই ওঁর জামিন হোতে যাই তা হোলে মেজদাদাকে কি উপস্থিত খালাস দিতে পারেন না—

ইনস্। না যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে কোরে এখন আর শুধু আপনারাই বাদী নন—King (Government) ও বাদী বোল্‌তে হবে আর জামীন মঞ্জুর করার ক্ষমতাও আমার নেই—সে আপনারা নিজে গিয়ে আমার বড় সাহেবের কাছে চেষ্টা দেখ্‌তে পারেন—

গণেশ। থাক্—ওসব বাজে কথা চলুন বিনোদ বাবু—

নরেশ। মেজদা—মেজদা—

গণেশ। কাকে দাদা বোল্‌ছ—রাক্ষস্—রাক্ষসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক

কিলের—আর I am not so coward who seeks mercy fron fools. চলুন বিনোদ বাবু—

ইনস্। আজ্ঞে হ্যাঁ—আসুন—ঠিক বোলেছেন এখনকার সভ্যজগতে এইত চাই—নইলে সভ্যতার মান থাকবে কেন? কিন্তু আপনি একেবারে নিখুত আদর্শ একটা কীর্ত্তি রেখে যাবেন—চলুন—

(ইনস্পেক্টর, দুইজন পাহারাওয়ালা ও ধৃত অবস্থায় গণেশের প্রস্থান)

মহা। ওরে ভবেশ—গণেশকে বোধ হয় নিয়ে যায়রে—ওরে একি হোল—কি হোল—এঁ্যা মা সতীলক্ষ্মীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে বুঝি এতদিনে আমার স্বর্ণলঙ্কা শ্মশান হোয়ে গেলরে—শ্মশান হোয়ে গেল—কি হোল!

ঠাকু। আহা—কতদিনে যে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এ দীর্ঘনিঃশ্বাস বইবে ত সেই বিধাতা পুরুষ জানেন—ভায়া মাকে কোন রকমে এখন এখান থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যাও—আর এখানে কেন—তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর কপালেও প্রায়শ্চিত্ত আছে দেখ্‌ছি। মা গঙ্গার লোভে এসেছিলাম তা মা গঙ্গা মাথায় থাকুন—এখন যেখানকার হাড় কখান সেইখানে নিয়ে গিয়েই ফেলতে পাল্লে বাঁচি—সেই পূণ্যভূমিই আমার সর্ব্বতীর্থ সার—কলকাতার পায় নমস্কার—আর না—

ভবেশ। না না—আর না—কিন্তু কি হারিয়ে ফেল্লেম্ ঠাকুরদা—কমলা—কমলা—আমার কমলা!

যবনিকা পতন